□ প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৪৯
□ প্রকাশক : বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী, কলিকাতা-৯
□ মুদ্রাকর : নিত্যানন্দ পাঁজা, মা কালী প্রেস, ৪/১ই, বিডন রো, কলিকাতা-৬
□ প্রচ্ছদ : রমাপ্রসাদ দত্ত

।। ডিকেন্স-পরিচিতি ।।

ডিকেন্স রচনা প্রকাশের উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমতঃ ডিকেন্সের রচনা ভাষান্তর মাধ্যমে বাঙালী পাঠক সমাজের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সঙ্গে পাঠকদের এক আত্মীয়তাবোধ গড়ে তোলা। ডিকেন্স তাঁর রচনায় যে সততা, নিয়মানুবর্তীতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং নিপীড়িত শিশু-সমাজের প্রতি দরদ ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে সমর্থন জানানোও ডিকেন্স রচনা প্রকাশের আর একটি কারণ। তাঁর মহানুভবতা, নিপীড়িত শিশু ও মানব সমাজের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থনই তাঁর রচনাকে আজও সজীব ও সতেজ করে রেখেছে। তিনি আজও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আজও তিনি তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার।

ডিকেন্স কোন্ জগতের মানুষ ছিলেন, সে-কথা তাঁর গ্রন্থপাঠে সবটুকু জানা সম্ভব নয়। মানুষ হিসাবে তাঁকে চিনতে গেলে সত্য-সন্ধানী হতে হবে এবং তাঁর জীবনী, সমালোচনা, আলোচনাগ্রন্থ পাঠ করতে হবে। সেই কারণেই এই গ্রন্থে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন করা হলো; অর্থাৎ এই গ্রন্থের সাহায্যে পাঠককে তাঁর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় করাবার চেষ্টা করা হলো। উৎসাহী পাঠক যদি অনুসন্ধিৎসু হন, তবে বিস্তৃত আলোচনাগ্রন্থের অনুসন্ধান করবেন।

ডিকেন্স প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন, এ-কথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু তিনি কি শুধুমাত্র ঐ একটি গুণের জন্যেই স্মরণীয় হয়ে আছেন? এ-কথা বললে, কথাটা অংশত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তিনি শুধুমাত্র প্রতিভাধর ব্যক্তিই ছিলেন না, তাঁর চরিত্র-চিত্রণ, এবং রচনার দৃশ্যপটও ছিল বাস্তবধর্মী; অর্থাৎ প্রতিদিন চলার পথে আমরা যে-সব চরিত্র এবং দৃশ্যপট দেখতে পাই, তিনি সেগুলোকেই অতি নিখুঁতভাবে এঁকেছেন।

ডিকেন্স-এর পিতার নাম ছিলো জন, এবং মাতার নাম এলিজাবেথ। তাঁর জন্ম ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮১২, শুক্রবার। জন্মস্থান ৭৮৭, কমারসিয়াল রোড, ল্যাণ্ড-পোর্ট, পোর্টসী, ইংল্যাণ্ড। বাড়ীটা দোতলা এবং এখনও আছে। ২২শে জুলাই ১৯০৪ সালে ঐ বাড়ীটাকে ডিকেন্স মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। ডিকেন্স তাঁর পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে চার্লস জন হফম্যান্ ডিকেন্স। তাঁর পিতা নৌ-বিভাগে কেরাণীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের পারিবারিক অবস্থা ভালই ছিল। তাঁর পিতা দেশের বিভিন্ন অংশে বদলী হবার ফলে ডিকেন্স্‌কেও খুবই অল্প বয়সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। ফলে পরবর্তীকালে তাঁর পিতার আর্থিক কষ্ট ও দেনা বাড়তে থাকে; শেষে চাথামে এসে স্কুল জীবন শুরু হয়। তখন তাঁর বয়স খুব বেশী নয়। সেই অল্প বয়সেই তিনি স্কুলে যা দেখতেন, এবং যে-সব মানুষকে দেখতেন, সেই সব দৃশ্যপট ও মানুষের

চরিত্র সুন্দরভাবে আঁকতে পারতেন। এতে তাঁর পিতার ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর মধ্যে প্রতিভা আছে। পিতার আর্থিক অভাবের জন্যে তিনি বেশীদিন স্কুলে পড়তে পারেন নি। তবে আসল শিক্ষা আয়ত্ত করেছিলেন বাড়ীতে বসে বই পড়ে। অতি অল্প বয়সেই তিনি নানা রকম বই পড়েছিলেন। তাঁর এই জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল আমৃত্যুকাল পর্যন্ত। তিনি আজীবন অনুসন্ধানী পাঠক ছিলেন। তাঁর যখন বয়স মাত্র ন' বছর, তখন তাঁর পিতার অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তাঁর পক্ষে দু' বেলা আহার জোটানোই অসম্ভব হয়ে পড়লো। ফলে ডিকেন্সকে তখন বাধ্য হয়ে পড়া ছেড়ে একটা গুদোমে সামান্য বেতনে কাজে যোগ দিতে হলো। সেখানে তাঁর কাজ ছিল বোতলে লেবেল মারা এবং সেজন্যে তিনি সপ্তাহে বেতন পেতেন ছ' শিলিং। এতে তাঁর পরিবারের কিছুটা সাহায্য হতো।

পারিবারিক অর্থাভাব মেটাবার জন্যে সে সময়ে ডিকেন্স-এর মা বাড়ীতে একটি মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ডিকেন্স উত্তরকালে বলেছেন, সে প্রতিষ্ঠানে কখনও কোন ছাত্রীকে আনতে দেখা যেত না। সব সময় শুধু পাওনাদারেরা এসেই ভীড় করে থাকতো, এবং সেইসব পাওনাদারদের দেনা মেটাবার জন্যে প্রায়ই ঘরের আসবাব-পত্র বিক্রি করা হতো। শেষে আর কোন উপায় না থাকায় তাঁরা স্বপরিবারে বাপের বাড়ীতে চলে যান। সে সময় ডিকেন্স-এর সঙ্গে এক অবস্থাপন্ন মহিলার পরিচয় ঘটে। ডিকেন্স তাঁর বাড়ীতে থেকে কাজে যেতেন। তাঁর জীবনের এই সময়টাকে তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ "ডেভিড্ কপারফিল্ড"-এ ধরে রেখেছেন। তাঁর লেখক জীবনের প্রস্তুতি এই সময় থেকেই। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি বই পড়ার চেয়ে ব্যক্তিগত চরিত্র, সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ থেকেই বেশী শিক্ষা পেয়েছেন। সেই কারণে তাঁর রচনাতেও সেই পরিবেশ ও চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

১৮২৬ সালে ডিকেন্স-এর পিতার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। আর্থিক দৈন্যতা ও দেনা শোধ হয়। তখন মোটামুটি ভাবে একটা স্বচ্ছল অবস্থা ফিরে আসে। ঠিক ঐ একই সময়ে ডিকেন্স যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটায় তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দেন। তাঁর মা তাঁকে কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার চাকুরিতে যোগ দিতে বলেন। কিন্তু ডিকেন্স-এর পিতা তাতে আপত্তি জানিয়ে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির এবং ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারও করতেন বেশ রুক্ষ ভাবে। পরবর্তীকালে ডিকেন্স এই চরিত্রের আদলে সৃষ্টি করেন তাঁর অমর গ্রন্থ "নিকোলাস নিকলবি"-এর মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে। এইভাবে তাঁর জীবনের ১৫টি বছর বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে অতিবাহিত হয়। এই সময় থেকেই তিনি কিছু কিছু ছোট গল্প রচনা শুরু করেন।

ডিকেন্স-এর বড় ভাই সংবাদ-সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল পার্লিয়ামেন্টের ভাষণের ওপর রিপোর্ট তৈরী করা। ডিকেন্স মাঝে মাঝে তাঁর অফিসে যেতেন। একদিন সেই সংস্থার মালিকের নজরে পড়ায়, সেখানে তাঁরও একটা কাজ জুটে যায়। সপ্তাহে বেতন পনেরো শিলিং। আগে তিনি পেতেন সপ্তাহে

ছ' শিলিং। ডিকেন্স বেশ খুশী মনেই একাজ গ্রহণ করেন। তিনি এ কাজে ১৮২৭ সালের মে থেকে ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন। এরপর তিনি অন্য একটি সংবাদ-সংস্থাতে সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭। বেতন সপ্তাহে পাঁচ গিনি। এই সময় তিনি সর্টহ্যাণ্ড শিখতে আরম্ভ করেন; এবং মাত্র উনিশ বছর বয়সে লণ্ডনের তরুণ মহলে শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এই সময়ে ডিকেন্স পরিবার বাস করতো ম্যানচেষ্টার স্কোয়ারের কাছাকাছি বেণ্টুইক স্ট্রীটে।

ডিকেন্স-এর বড় ভাই তখনও নানা ধার-দেনায় জড়িয়ে। পাওনাদারেরা বাড়ীতে আসে। কিন্তু কখনোই তাঁর দেখা পায় না। তিনি সব সময়ই পাওনাদাদের এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন এবং মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে বাড়িতে আসতেন। তিনি তাঁর জীবন এই ভাবেই দীর্ঘদিন চালিয়েছিলেন।

এবারে আমরা ডিকেন্স্-এর সাহিত্য প্রতিভার সম্মুখীন হবো; তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করবো,—কারণ এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রকাশ শুরু। ১লা জানুয়ারী ১৮৩৪ সালে লণ্ডন থেকে একটি নতুন মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। পত্রিকাটির নাম ওল্ড মান্থলি ম্যাগাজিন। সেই পত্রিকাতে নিয়মিত ভাবে ডিকেন্স-এর একটি নক্‌সা ছাপা হতে থাকে। নক্‌সাটির নাম এণ্ডিনার এ্যাট্ পপ্‌লার ওয়ার্ক। এই থেকেই ডিকেন্স-এর জীবনের সাফল্যের শুরু। এরপর তিনি সাপ্তাহিক মর্নিং ক্রনিক্যাল-এ যোগদান করেন এবং নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এই সাপ্তাহিকে পর পর কয়েকটি নক্‌সা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে; ফলে বেতনও বাড়তে থাকে। এই সংস্থার সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। শেষের দিকে তাঁর বেতনও হয়েছিল তৎকালীন বাজারদর অনুযায়ী আশাতীত।

এই সময় তিনি তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান "কার্নিভাল ইন্"-এ উঠে আসেন এবং যে পত্রিকার কাজ করতেন, সেই পত্রিকারই একজন কর্মীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলঃ ক্যাথারিন দোগার্থ। এই ভদ্রমহিলার আরও ছ'টি বোন ছিল। ডিকেন্স এই ছ'টি বোনকেই স্নেহ করতেন এবং ভালবাসতেন। পরবর্তী জীবনে এ'রা তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। এমনকি লেখার ব্যাপারেও এ'রা কেউ কেউ বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

১৮৩৬ সালে দু'খণ্ডে ডিকেন্স-এর নক্‌সা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ তাঁর খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দেয় এবং নানাদিক থেকে তাঁর কাছে লেখার দাবী আসতে থাকে। তখন তিনি লিখতে শুরু করেন—"দ্য পিক্‌উইক্ পেপার্স"। তখনকার দিনে এই লেখা এত বেশী আলোড়ন তুলেছিল যে, বইটি দেখতে দেখতে ৪০ হাজারেরও বেশী কপি বিক্রি হয়ে যায়। ডিকেন্স তখন খ্যাতির শীর্ষে। তাঁর লেখার দাবী আরও বাড়তে থাকে। তিনি ক্রমাগত লিখতে থাকেন এবং অভূতপূর্ব যশ, খ্যাতি ও অর্থ আসতে থাকে। "পিকউইক পেপার্স" ফরাসী ও জর্মন ভাষায় অনূদিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪। সেই বয়সে তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তৎকালীন অনেক

লেখকের ভাগ্যেই তা জোটে নি এবং পরবর্তী একশো বছরেও সে খ্যাতি এতটুকু ম্লান হয়নি। বরং বলা যায় আরও বেড়েছে।

১৮৩৭ সালে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। তিনি আদর করে তার নাম দেন —চার্লস ক্যালিফোর্ড রোজ ডিকেন্স। এই সময় তাঁর আর একটি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হয়। নাম অলিভার টুইস্ট।

প্রচুর অর্থ সমাগমের ফলে ডিকেন্স ১৮৩৯ সালে ডিভনশায়ার টেরেসের রিজেন্ট পার্কে এক বিরাট অট্টালিকা তৈরী করান। এ বাড়ীটা তিনি তাঁর মনের মত করে তৈরী করিয়েছিলেন। এত সৌখিন বাড়ীতে তিনি এর আগে কখনও বাস করেননি। তখন তাঁর নিত্য জীবনের সঙ্গী ছিলেন তৎকালীন বড় বড় লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, সাংবাদিক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

"অলিভার টুইস্ট" প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ সালে এবং "নিকোলাস্ নিকলবি" ১৮৩৮ সালে। "অলিভার টুইস্টে" তিনি অনাথ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ এবং "নিকোলাস নিকলবিতে" স্কুলের কর্তৃপক্ষকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই সমাজ সম্কারের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট এবং সোজা। এতেই বোঝা যায় যে, তিনি শুধু মাত্র উপন্যাসিকই ছিলেন না, ছিলেন সমাজ সংস্কারক-ও। ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত তিনি মোটামুটি ভাবে একটানা লিখতে থাকেন। এই সময়ে দিনরাত তিনি শুধু লিখেই যেতেন। রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতেন। এমনকি কোন কোন দিন হয়তো ঘুমোতেনও না। এই সময় তাঁর প্রকাশিত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ: ওল্ড কিউরিওসিটি সপ্ (১৮৪০) এবং "বারনাবি রুজ" (১৮৪১)।

এই সময় আমেরিকার নানা সংস্থা ও স্কুল থেকে তাঁর ডাক আসতে থাকে। লেখার মাধ্যমে তিনি আমেরিকাবাসীদের কাছে পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। এবার সেখানে পৌঁছে তিনি সেখানকার মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেলেন এবং সেই সঙ্গে সমাজের নীচের স্তরের মানুষের সঙ্গে তার তুলনামূলক বিচার করতে সক্ষম হলেন। সেখানকার সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে তাঁর লেখার ব্যাপারে সাহায্য করলো। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর সংসার তুলে নিয়ে আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানেই পাকাপাকি ভাবে বাস করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য না টেকার ফলে তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

দেশে ফিরে এসে তিনি লেখেন: "মার্টিন চুজেল উইট্ (১৮৪৩)। এই গ্রন্থ আগের তুলনায় তেমন সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয় না। তারপর লেখেন: "এ খৃষ্টমাস ক্যারল" (১৮৪৩)। এ গ্রন্থ অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। কিন্তু আশানুরূপ অর্থ তিনি পান না। ফলে এই সময়ে তাঁর জীবনে কিছুটা অর্থকষ্ট দেখা দেয় এবং বিলাসবহুল জীবন-যাত্রাতেও ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। "এ খৃষ্টমাস ক্যারলের" আর্থিক অসাফল্যের জন্যে তিনি প্রকাশককেই দায়ী করেন। তাঁর মতে প্রকাশকের দূরদৃষ্টির অভাবেই ঐ সময় তাঁকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়।

তখন বাধ্য হয়ে খরচা কমাবার জন্যে তিনি তাঁর পরিবার বর্গকে ব্'লন এবং পরে জেনোয়াতে নিয়ে যান। সেখানে বসে তিনি "দ্য চাইমস্" রচনা করেন। এটি "খৃষ্টমাস ক্যারলের" একেবারে বিপরীতধর্মী রচনা।

ডিকেন্স লণ্ডন শহরকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসতেন এবং পছন্দ করতেন। সেখানেই তাঁর বাল্য, কৈশোর, এবং যৌবন কাটে। জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে শুরু করে প্রাচুর্যের মুখ তিনি সেখানেই দেখেছেন। খ্যাতির সূচনা এবং পরিণতিও সেইখানেই। সুতরাং তিনি যেখানেই যান না কেন, লণ্ডনকে কখনোই ভুলতে পারেননি। সেই কারণে তিনি বারবার লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং শুভার্থীরা তাঁকে "বিচিত্র লণ্ডনী" বলে ডাকতো। তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছুর সঙ্গেই এ শহর জড়িয়ে। পরিবর্তনশীল জগতে লণ্ডনেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ডিকেন্স-এর চোখে সে পরিবর্তন কখনও ধরা পড়েনি।

"দ্য চাইমস্"-রচনার সময় তার বার বার লণ্ডনের কথা মনে পড়ায়, তিনি লণ্ডনে চলে আসেন এবং বেশ কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম নেন। যাত্রা-থিয়েটার দেখেন এবং কিছুদিন সাংবাদিকের কাজ ও করেন। এই সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুদের তাঁর লেখা "দ্যা চাইমস্"-এর কিছু অংশ পড়ে শোনান। এ অধিবেশন হয় ২রা ডিসেম্বর ১৮৪৪ সালে।

১৮৪৬ সালে মাঝামাঝি তিনি আবার ছ'মাসের জন্যে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী ঘুরে ব্রিটেনে ফিরে আসেন। এই সময়ে ত'ার দুটি গ্রন্থ ঃ "ডম্বি এ্যাণ্ড সন্স্" এবং "দ্য ব্যাটেল অব লাইফ্" ত'াকে আবার আর্থিক সাফল্য এনে দেয়।

১৮৪৮ সালে "দ্য হ্যাণ্ডেড্ ম্যান্" এবং ১৮৫০ সালে "ডেভিড্ কপারফিল্ড" প্রকাশিত হয়। "ডেভিড্ কপারফিল্ড" প্রথমে পত্রিকায় ও পরে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত। অনেকের মতে "ডেভিড্ কপারফিল্ড"-ই হচ্ছে ডিকেন্স-এর শ্রেষ্ঠ রচনা। ডিকেন্স নিজেও সেই কথাই বলেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ত'ার নিজের পিতা ও মাতার চরিত্রকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন এবং ডেভিড-এর চরিত্র এ'কেছেন নিজেকে সামনে রেখে। এ-ভাবে ক্রমাগত লেখার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং লেখক জীবনে ভিন্ন স্বাদ গ্রহণের জন্যে আবার সাংবাদিকতার জগতে ফিরে আসেন। "হাউস্ হোল্ড ওয়ার্ক'স" তখন একটি বিখ্যাত পত্রিকা। তিনি সেখানে যোগ দেন। সেই পত্রিকাতে ত'ার "দ্য আনকমার্শিয়াল ট্রাভেলার" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে "চাইল্ড হিষ্ট্রী অব্ ইংল্যাণ্ড", "হার্ড টাইমস্", "এ টেল অব টু সিটিজ্", "গ্রেট্ এক্সপেক্টেশন্" এবং "দ্য লেজিটুর অব টু আইডল অ্যাপ্রেনটিজ্" ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়।

১৮৫১ সালে তিনি ত'ার পরিবারসহ ডিভনশায়ার টেরেস্ থেকে ট্যাভিষ্টক্ হাউসে চলে আসেন। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক আসতেন এবং আড্ডা জমাতেন। এই সময়ে ত'ার পিতা ও এক কন্যার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন বাধ্য হয়ে ১৮৫২ সালে প্রলগের সমুদ্রতটে

বিশ্রামের জন্যে যান। সেখানে বসে লেখেন "ব্লাক হাউস্"। কিন্তু সেখানেও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল না হওয়ায় তিনি দু'জন সাহিত্যিক বন্ধুসহ সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালীতে যান এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার করে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তাঁর একান্ত সাহিত্যিক বন্ধু জন ফস্টারের অনুরোধে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া শুরু করেন। লেখা ছাড়াও লেখা পাঠ ও আলোচনা শুরু করার ফলে তাঁর পরিশ্রম আবার বাড়তে থাকে এবং তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ডিকেন্স্ অত্যন্ত পরিশ্রমী পুরুষ ছিলেন। নিজের সাফল্যের জন্যে তিনি আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন। যদি তিনি এত পরিশ্রম না করতেন, তবে নিঃসন্দেহে দীর্ঘজীবী হতে পারতেন। এ-কথা সকলেই বলতেন। আমেরিকায় তিনি পাবলিক এ্যাপিয়ারেন্স্ প্রোগ্রামে নিজের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে ২০ হাজার পাউণ্ড অর্জন করেছিলেন। এই সময়েই তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করে।

তাঁর ৫৮ বছর জীবন-কালের মধ্যে তিনি ৩৫ বছর লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর শেষ উপন্যাস শুরু করেন ১৮৬৯ সালে। কিন্তু সেটি শেষ করে যেতে পারেন নি। উপন্যাসটির নাম: "দ্য মিষ্ট্রি অব্ এডুইন ড্রুড্"। অসুস্থ অবস্থায় তিনি এই পাণ্ডুলিপি বিক্রী করে দেন ৭৫০০ পাউণ্ডে।

ডিকেন্স-এর মৃত্যু হয় ৯ই জুন, ১৮৭০। তাঁর মরদেহ জনসাধারণের দর্শনের জন্যে প্রথমে 'ইংল্যাণ্ড হলে' রাখা হয়। পরে তাঁকে নিয়ে কবরস্থ করা হয় অ্যাবেতে। সেখানে আজও তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন।

গাঙ্গুলীবাগান কোয়ার্টার্স,
ব্লক নং ২৫, টি/২, কলিকাতা-৪৭

অরুণকান্তি সাহা

[১]

ডিভন্‌ শায়ারের এক নির্জন গ্রাম। সেখানে মিঃ গডফ্রে নিকলবির বাস। তিনি একাই থাকেন। কারণ টাকা-পয়সা বা জমি-জমা না থাকার জন্যে তিনি আজও বিয়ে করেন নি। শেষে অনেক বয়সে এসে তিনি ভাবলেন, এবার বিয়ে করবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি এক বয়সী মহিলাকে বিয়ে করে বসলেন। কিন্তু বিয়ে করলেই হবে না। সংসার চালাতে হবে। আয় বাড়াতে হবে।

মিঃ গডফ্রে নিকলবি এবং তাঁর স্ত্রী ভাবতে লাগলেন যে কি করে সংসারের আয় বাড়ানো যায়। কিন্তু ওঁরা দু'জনেই কোন পথ খুঁজে পেলেন না। শেষে মিঃ গডফ্রে নিকলবি ঠিক করলেন, তিনি লণ্ডন শহরে যাবেন। সেখানে তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখবেন কিছু করা যায় কিনা। কিম্বা তাঁরা কোন প্রকার সাহায্য করতে পারেন কিনা।

মিঃ গডফ্রে নিকলবি অবশেষে লণ্ডন শহরে এলেন। তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ-ও করলেন। আলাপ-আলোচনা-ও অনেক হল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রোজগারের পথ কেউ বাত্‌লে দিতে পারলেন না। বা করেও দিলেন না। শেষকালে মিঃ গডফ্রে নিকলবি হতাশ হয়ে আবার নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। এবং কপাল এমনি মন্দ যে সেখানেও তিনি অনেক চেষ্টা করেও কিছু সুবিধে করে উঠতে পারলেন না।

এইভাবে মিঃ গডফ্রের জীবনে নানা অভাব আর অর্থ কষ্টের মধ্য দিয়ে পাঁচ-পাঁচটা বছর পার হল। তখন তাঁর সংসারে অভাব চরমে উঠেছে। সেই অভাবের মধ্যে মিঃ গডফ্রের স্ত্রীর দুটি সন্তান জন্মালো। এবং সংসারের অভাবকে আরো বাড়িয়ে দিল। যাইহোক কোনরকমে টেনে টেনে ওদের জীবন চলে যাচ্ছিলো।

একদিন মিঃ গডফ্রে নিজের বাড়ীতে কাল বর্ডার দেওয়া একখানা পত্র পেলেন। তিনি খুলে অবাক। তাতে লেখা ঃ তাঁর পিতৃব্য লণ্ডনে মারা গেছেন এবং তাঁর জন্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড রেখে গেছেন।

মিঃ গডফ্রে চিঠি পড়ে বিশ্বাস করলেন না। যে পিতৃব্য সারা জীবন কোন খোঁজ নেয়নি, সে যে এমন একটা কাজ করতে পারে, এ তাঁর বিশ্বাসের বাইরে। তিনি পাকা খবরের জন্য লোক লাগালেন। এবং নিজেও খবর নিতে লাগলেন। শেষে দেখলেন যে খবরটা একটুও মিথ্যে নয়। একেবারে পুরোপুরি সত্যি। তিনি আনন্দিতই হলেন এবং মনে মনে পিতৃব্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঐ টাকায় ডিভন্‌ শায়ারের কাছেই ডলিশ্‌-এ একটা ছোট গোলাবাড়ী করলেন। এবং সেখানে স্ত্রী ও দুই পুত্র নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তখন তিনি আর অন্য কাজের চেষ্টা না করে, জমি-জমার চাষ-বাস ও বাকী টাকার সুদেই সংসার চালাতে লাগলেন। এই ভাবে দীর্ঘ পনের

বছর একটানা সংসার করবার পর তিনি একদিন ভলিশ-এ তাঁর ছোট্ট গোলাবাড়ীতে প্রাণত্যাগ করলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রালফ্ নিকলবিকে নগদ তিন হাজার পাউণ্ড এবং কনিষ্ঠ নিকোলাস নিকলবিকে এক হাজার পাউণ্ড ও তাঁর নিজের গোলাবাড়ীটি দিয়ে গেলেন। সম্পত্তি হিসাবে এটা এমন কিছু বড় নয়!

মিঃ গডফ্রে যখন ভলিশ-এর গোলাবাড়ীতে উঠে এসেছিলেন, তখন থেকেই তাঁর দুই পুত্র রালফ্ নিকলবি ও নিকোলাস্ নিকলবি একস্টারে কোন এক বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়াশোনা করতো। এবং সপ্তাহে একদিন বাড়ী আসতো। বাড়ী এসে তারা মায়ের কাছে তাদের পিতার জীবনের নানা কষ্টের কথা শুনতো। আগে কত কষ্ট করে যে তাদের জীবন কাটতো, সে কথা তারা মায়ের কাছ থেকে জানতে পারতো। শেষে পিতৃব্যের টাকায় যে তাঁদের অবস্থা একটু সচ্ছল হয়েছিল সেকথাও তারা মায়ের কাছে জানতে পারলো। মায়ের কাছে নিজেদের সংসারের এই সব ঘটনা শুনে দু'ভায়ের মনে দু'রকম অবস্থা হত। বড় ভাই রালফ্ নিকলবি ভাবতো যে টাকা-পয়সাই সব সুখের মূল। টাকা-পয়সা না থাকলে সুখ আসে না। শান্তি আসে না। সুতরাং যে ভাবেই হোক টাকা রোজগার করতেই হবে। রালফ্ নিকলবি তখন থেকেই টাকা রোজগারটাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে স্থির করে নিল। আর ছোট ভাই নিকোলাস নিকলবি গ্রাম্য-জীবনেই বেশী আগ্রহী হয়ে উঠলো। এবং মনে মনে ঠিক করলো যে, সে বড় হয়ে এই গ্রামের গোলাবাড়ীতেই বাস করবে। অর্থাৎ মায়ের কথা শুনে দু'ভায়ের মনে তখন থেকেই দু'রকম জীবন-যাত্রা দানা বেঁধে উঠতে লাগলো।

বড় ভাই রালফ্ নিকলবি মায়ের কথা শুনে অর্থ উপার্জনের চিন্তা শুধু কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ রাখলো না। বাস্তবেও নিয়ে এলো। পিতা তখনো বেঁচে। রালফ্ নিজের স্কুলেই মার্বেল, শ্লেট, শ্লেটপেনসিল ইত্যাদি নানা জিনিষ বেচে দু'পয়সা রোজগার করতে শুরু করে দিল। এবং শেষে উৎসাহ পেয়ে সুদেও টাকা পয়সা ধার দিতে আরম্ভ করলো। রালফের তখন অল্প বয়স। বেশী হিসাব সে রাখতে পারবে না সেই ভেবে, সে সোজাসুজি একটা হিসাব ঠিক করে নিল। আধ পেনীতে দু'পেন্স্। যাতে হিসাবে কোন অসুবিধা না হয়।

এই ভাবে অল্প বয়সেই রালফ্ নিকলবি বেশ হিসাবী সুদখোর হয়ে উঠলো। এবং আরো রোজগারের আশায় সে পড়াশোনা ছেড়ে একদিন লণ্ডনে পাড়ি জমালো। পিতা তখন বেঁচে। কিন্তু তিনি আর কি করবেন। সব শুনে চুপ করে গেলেন। রালফ্ পিতার মৃত্যুর খবর লণ্ডনে বসেই পেল। এবং জানলো যে পিতা তার জন্যে নগদ তিন হাজার পাউণ্ড ও ছোট ভাই-এর জন্যে এক হাজার পাউণ্ড ও গ্রামের গোলাবাড়ীটি দান করে গেছেন। সে পিতার মৃত্যু সংবাদে বাড়ী এল এবং নিজের প্রাপ্যটুকু আদায় করে আবার লণ্ডনে চলে গেল। ছোট ভাই-এর দিকে সে ফিরেও তাকালো না।

ছোট ভাই নিকোলাস নিকলবি সাধারণ, সাদাসিধে আর শান্ত মানুষ। সে গ্রামের পড়াশোনা শেষ করে নিজের পিতার গোলাবাড়ীতেই একা একা বাস করতে লাগলো।

শেষে একক জীবন-যাত্রা আর ভাল না লাগাতে সেই গ্রামেরই এক প্রতিবেশীর কন্যাকে মাত্র এক হাজার পাউণ্ড যৌতুক নিয়ে বিয়ে করলো। এবং সেই গ্রামেই অত্যন্ত কষ্ট করে বাপের গোলাবাড়ীতে বাস করতে লাগলো। বেশ কিছুদিন পরে নিকোলাস নিকলবির স্ত্রীর দু'টি সন্তান জন্মালো। একটি পুত্র। অপরটি কন্যা। পিতা আদর করে নিজেরই নামে পুত্রের নাম রাখলো নিকোলাস নিকলবি। আর কন্যার নাম রাখলো কেট্। একটু বয়স হতেই দু'জনকেই স্কুলে পাঠালো পড়াশোনা করতে। কন্যা কেট্কে পড়াশোনা ছাড়াও ফরাসী ভাষা, সেলাই ও গানবাজনাও শেখাতে লাগলো। এতে তাঁর সংস্যরের ব্যায় আরো বেড়ে গেল। এবং যখন পুত্র নিকোলাস নিকলবির বয়স মাত্র উনিশ এবং কন্যার বয়স চোদ্দ তখনই সে অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করতেলাগলো। গ্রামের গোলাবাড়ী আর জমি-জমার রোজগারে তখন তার আর চলছিল না। যখন সংসারে এমন অবস্থা, তখন একদিন তার স্ত্রী বললো ঃ আমাদের যে কটা টাকা জমা আছে তা সুদে খাটাও। দেখছো না তোমার দাদা চড়া সুদে টাকা খাটিয়ে লণ্ডনের মত জায়গায় কত বড় বাড়ী তৈরী করেছে। আর তাছাড়া তোমার বাবাও সুদে টাকা খাটাতেন। এ ব্যবসা তোমাদের বংশ গত। তুমি এই ব্যবসাতেই নাব। দুটো টাকা আসুক। ছেলেমেয়ের পড়ার খরচা এখন অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

নিকোলাস তার স্ত্রীর সব কথা শুনে বললো ঃ তোমার সব কথাই ঠিক। কিন্তু যদি খোয়া যায়। যদি টাকাটা মারা যায় তখন তো আমাদের অনাহারে মরতে হবে।

স্ত্রী জবাব দিলোঃ তা হোক। টাকা না খাটালে টাকা আসে না। তোমার দাদা টাকা খাটিয়েই এত ধনী হয়েছে। টাকা না খাটালে কি এত ধনী হতে পারতো?

ঃ তা বটে। আচ্ছা এবার থেকে আমিও খাটবো।

ফটকা বাজীতে টাকা খাটালে যেমন লাভ হয়, আবার লোকসানও হতে পারে। লণ্ডনে রালফ্-এর টাকা খাটিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। সে চতুর লোক। কিন্তু তা বলে তার ছোট ভাই-এরও যে লাভ হবে এমন কোন কথা নেই। নিকোলাস লোকসান খেতে লাগলো। এবং শেষে একদিন নিজের বসত বাড়ীটাও নিলামে বিক্রি হয়ে গেল।

নিকোলাস চিন্তায় চিন্তায় অসুখে পড়লো। এবং সেই যে বিছানা নিলো আর উঠলো না। অনেক চিকিৎসা করানো হল। কিন্তু কোন ফল হল না। দীর্ঘদিন যমে-মানুষে টানাটানির পর একদিন সে স্ত্রী আর দুটি সন্তান রেখে মারা গেল।

মৃত্যুর সময় সে তার স্ত্রীকে ডেকে বললো ঃ আমার মৃত্যুর পর এখানে থেকে আর কি করবে। লণ্ডনে আমার দাদা রালফ্ নিকলবির কাছে গিয়ে আশ্রয় নিও। সে তোমাদের নিশ্চয়ই দেখবে। এই তার শেষ কথা।

[২]

মিঃ রালফ্ নিকলবি না বনিক। না ব্যাংকার। না এর্টনী বা ব্যবহারীজীবি। কিছুই তিনি নন। অথচ গোল্ডেন স্কোয়ারে একটি বিরাট বড় বাড়ীর মালিক তিনি। লোকে জানে তিনি সব রকম ব্যবসাই করেন। এবং ধনবান।

গোল্ডেন স্কোয়ার যদিও ব্যবসায়ের উপযোগী জায়গা নয়। তবুও তিনি দীর্ঘকাল এখানে বাস করছেন। বাড়ীর সদর দরজায় পিতলের ফলকে তাঁর নাম লেখা আছে। এবং বাঁদিকে আর একটি ফলকে লেখা আছে 'অফিস।' সেই অফিসের ডেস্কের সামনে টুলে একজন কেরানী বসে আছে। তার নাম নিউম্যান নগ্‌স।

লোকটার বয়স মাঝামাঝি। লম্বাটে। বিশ্রী মুখ। একহারা চেহারা। ড্যাবডেবে চোখ। অত্যন্ত পুরোনো আর ছোট জামা-প্যান্ট পরে নিউম্যান নগ্‌স লোকটা সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ঐ অফিসের টুলে বসে পট্‌পট্‌ আঙ্গুল মটকায় আর রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে।

রালফ্‌ নিকলবি আর নিউম্যান নগ্‌স। মনিব আর কেরানী। রালফ্‌ যেমন অবিবাহিত। নিউম্যান নগ্‌স-এর ও তিনকুলে কেউ নেই। তবে এক সময়ে এই নিউম্যান নগ্‌স-এর পয়সা কড়ি বেশ ছিল। কিন্তু রালফ্‌-এর পাল্লায় পড়ে সব নষ্ট করে এখন তাঁরই কেরানী হতে হয়েছে। আগে ছিল বন্ধু। এখন কেরানী। সারাদিন সারা শহরে ছুটোছুটি। লোকজনকে ডাকাডাকি করবার বদলে সে শুধু মাত্র দু'মুঠো খেতে পায়। মাইনে কিছু পায় না। এই ভাবেই তার দিন চলে যাচ্ছে।

একদিন সকালে রালফ্‌ নিকলবি একটা মিটিং সেরে নিজের অফিসে ঢুকতেই নিউম্যান একটা কাল বর্ডার দেওয়া চিঠি তাঁর দিকে এগিয়ে ধরলো। মিঃ নিকলবি সে চিঠিটা হাতে নিয়ে অবাক হলেন এবং নিউম্যানকে বললেন ঃ মেয়েলী হাতের লেখা। মনে হচ্ছে আমার ভাই মারা গেছে। পরে চিঠি পড়ে বললেন ঃ যা ভেবেছি তাই। আমার ভাই মারা গেছে নিউম্যান।

নিউম্যান বললো ঃ তাদের ছেলে মেয়ে ক'টি। তারা সব বেঁচে আছে তো।

জবাবে নিকলবি বললেন ঃ হ্যাঁ। আছে। ছেলে মেয়ে দুটি। একটি ছেলে-আর একটি মেয়ে।

ঃ তারা এখন কোথায় ?

ঃ আমারই খোঁজে এই লণ্ডনে। চমৎকার। হাতে একটা পয়সা নেই। উনি চলে এলেন এই লণ্ডন শহরের মত জায়গায়। আমারই প্রত্যাশায়। আমি তাদের কে ? আমি তাদের কেউ নই। আমার ভায়ের স্ত্রী। আমার ভায়ের ছেলে-মেয়েকে আমি একদিনের জন্যেও চোখে দেখিনি। আর তা ছাড়া আমার ভাই আমার কেউ ছিল না। আমি দীর্ঘদিন লণ্ডনে আছি। তার কথা আমার একদিনের জন্যেও মনে পড়েনি। সে-ও আমাকে ভাবেনি। আমিও তাকে ভাবিনি। আর আজ তিনি মারা গিয়ে আমার দায়িত্ব বাড়িয়ে গেলেন।

নিউম্যান বললো ঃ সত্যি তো। এতো সত্যিই অন্যায়।

ঃ তুমি ভাবছো আমি ওদের দায়িত্ব নেব। যত সব বেআক্কেলে ব্যাপার। আমি ওতে নেই। এই লণ্ডণ শহরের মত জায়গায় তিন-তিনটি মানুষের দায়িত্ত্ব একি সোজা ব্যাপার নাকি। যাইহোক তুমি বোসো। আমি ব্যাপারটা একবার বুঝে আসি।

চিঠিতে বাড়ীর নম্বর দেওয়াই ছিল। মিঃ নিকলবি খুঁজে খুঁজে বাড়ী বার করলেন। এবং বেল টিপলেন। বাড়ীর মালিক মিসেস্‌ লা-ক্রিভ বেরিয়ে এলেন।

মিঃ নিকলবি নমস্কার জানিয়ে বললেন : এখানে কি কোন বিধবা মহিলা আপনার ভাড়াটে হয়ে এসেছেন।

লা-ক্রিভি বললেন : হ্যাঁ! গ্রাম থেকে একজন ভদ্রমহিলা তার দুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখানে এসেছেন।

: তাঁরা কতদিনের জন্যে এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন।

: এক সপ্তাহের জন্যে। পরে আরো বাড়াতে পারেন।

: এক সপ্তাহের টাকা আপনি পেয়েছেন।

: হ্যাঁ! পেয়েছি।

: শুনুন। টাকা আগামো হাতে না নিয়ে কিন্তু ওদের থাকতে দেবেন না। ওরা খুব গরিব।

: কিন্তু ওদের কোন আত্মীয় যদি টাকা মিটিয়ে দেয়।

: কেউ মেটাবে না। ওদের আমি ছাড়া এখানে আর কোন আত্মীয় নেই। আর আপনি জানবেন যে আমি তাদের এই বাজে ব্যায় বহন করবো না।

: কিন্তু আমি তো ক্ষতি সহ্য করতে পারবো না।

: টাকা আগামো না পেলে থাকতে দেবেন না। এতো সোজা কথা। যাক! আমার কর্ত্তব্য আমি করলুম। এখন আপনার কর্ত্তব্য আপনি বুঝবেন। এখন বলুন ওরা কোন দিকে থাকে।

লা-ক্রিভি ওপরের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলেন। রালফ্ নিকলবি ওপরে এসে বেল টিপলেন। মিসেস্ নিকলবি দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। মিঃ রালফ্ নিকলবি বুঝলেন যে ইনিই তাঁর ভায়ের স্ত্রী। শোক-বসনা মহিলা। পাশে সতের বছরের অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে ও আরেকটি তরুণ যুবক। সে'ও দেখতে বেশ সুন্দর।

মিঃ রালফ্ নিকলবির পরিচয় পেতেই মিসেস্ নিকলবি তাড়াতাড়ি তাঁর ভাসুরকে সম্মানের সঙ্গে নিজের ঘরে এনে বসালেন।

রালফ্ ঘরে এসেই ঐ তরুণ যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমার নাম বুঝি নিকোলাস্?

যুবক বললো : আজ্ঞে হ্যাঁ!

পরে রালফ্ ঐ যুবকের মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন : স্বামী মারা গেছে এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। প্রতিদিন কত মানুষের স্বামী মরছে। আবার কত মানুষের স্ত্রীও মরছে। এতে আপনার শোক পাবার কিছু নেই।

নিকোলাসের মা বললেন : কিন্তু আমার ক্ষতি যে অসাধারণ।

: কিছু অসাধারণ নয়। সব সহ্য হয়ে যাবে। আমি ও জীবনে অনেক কিছু সহ্য করেছি। পরে নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে বললেন : আচ্ছা। এর এখন বয়স কত।

বিধবা মা বললেন : প্রায় উনিশ।

: উনিশ। তা হ্যাঁ হে ছোকরা। রোজগারের জন্যে কি করবে ঠিক করেছ।

নিকোলাস জ্যেঠার কথাতেই বুঝেছিল যে বিশেষ সুবিধে হবে না। সেইজন্যে সে

সোজাসুজি জবাব দিল ঃ মায়ের ঘাড়ে বসে খাব না নিশ্চয়ই।

রালফ্ হাসতে হাসতে বললেন ঃ তা'হলে তো খেতেই পাবে না হে ছোকরা!

ঃ হ্যাঁ এবং আপনার কাছেও বিশেষ কিছু পাবার আশায় থাকবো না। আপনি জানবেন।

বিধবা মা তাড়াতাড়ি ছেলেকে থামাতে গেলেন। বোনটিও সেই সঙ্গে ভাইকে থামাতে গেল।

রালফ্ রেগে গিয়ে বললেন ঃ তুমি তো দেখছি বড় বেয়াদপ ছোকরা হে। বড়দের সম্মান দিতে জানো না। পরে নিকোলাসের মাকে বললেন ঃ আমাদের পরিচয়ের সূচনাটা ভালই বলতে হবে। অতি সুন্দর। তিনি নিকোলাসের দিকে আবার তাকালেন এবং আলাপের সূচনা থেকেই তাকে ঘৃণা করতে লাগলেন। পরে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কিন্তু আমি এখন কি করতে পারি। আমার তো করবার কিছু নেই।

ঃ কিছু নেই। নিকোলাসের মা অবাক হলেন। পরে বললেন ঃ কিন্তু আপনার ভাই মরবার সময় বলে গিয়েছেন যে, আমরা যেন আপনার সাহায্য নি। আমার আশা ছিল, আপনি আমার ছেলে-মেয়েদের কিছু একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারবেন।

ঃ আপনি তো সে কথা ভাববেনই। আর আমার ভাইও যাবার আগে তার সংসারের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে তুলে দিয়ে যাবে, এটাও আমি জানি। তবুও যদি ছেলেটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে যেত।

ঃ শিক্ষা ওকে দিতে চেয়েছিল। স্কুলেও পড়ছিল। কিন্তু—

ঃ ও সব কোন কাজের কথা নয়। আসলে আমার ভাই একটুও পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান ছিল না। ও একটা নির্বোধ। যদি বুদ্ধিমান হত তবে আজ আপনাকে অনেক ধনবতী রেখে যেতে পারতো। আজকে তা'হলে আপনাকে আর আমার দরজায় এসে দাঁড়াতে হত না। এই দেখুন না। আমার বাপ আমার জন্যে কি রেখে গিয়েছিল। সেত আপনি জানেন। কিন্তু আজ আমি ধনবান হয়েছি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। আমার ভাই ও আমার মতই হতে পারতো। কিন্তু পারলো না শুধু মাত্র তার অপরিণামদর্শী আর অবিবেচনার জন্যে। সে কথা আপনি স্বীকার করবেন কিনা আমি জানি না। তবে আমি স্বীকার করি। আজকে সে তার ছেলেকে বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী তৈরী করতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। যাক! সে কথা। আপনার কন্যার নামটা যেন কি?

মিসেস্ নিকলবি বললেন ঃ কেট্। ও বেশ লেখাপড়া শিখেছে। ফরাসী ভাষা জানে। সেলাই জানে। অঙ্ক শাস্ত্রও শিখেছে।

মিঃ রালফ্ ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে করতে বললেন ঃ হঁ্যা! ওর জন্যে একটা শিক্ষানবীশির কাজ যোগাড় করা যায় কিনা দেখতে হবে। পরে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তুমি কি কাজ করতে রাজি?

সে কথায় নিকোলাস উদ্ধত ভাবে জবাব দিল ঃ রাজি।

ঃ তাহলে এই বিজ্ঞাপনটা একবার দেখ।

নিকোলাস বিজ্ঞাপনের উপর ঝুঁকে পড়লো। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল ঃ ইয়র্ক শায়ারে গ্রেটা সেতুর কাছে মিঃ ওয়াক্‌ফোর্ড স্কুইয়ারসের একটা বোর্ডিং আছে। নাম ডথ্‌বয়েজ হল। সেখানে ছেলেদের পড়াশোনা ছাড়াও সব রকম হাতের কাজ শেখানো হয়। বছরে মাত্র ২০ গিনি। খাওয়া-দাওয়া খুব ভাল। মিঃ স্কুইয়ারস্‌ এখন এখানে আছেন। স্নোহিল-এ দেখা করুণ। একজন সহকারী শিক্ষক প্রয়োজন। বাৎসরিক বেতন ২০ পাউণ্ড। তবে এম, এ পাশ হওয়া চাই।

নিকোলাস বিজ্ঞাপনটা পড়ে জ্যেঠার দিকে এগিয়ে দিল কাগজখানা। মিঃ রালফ্‌সে কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললেন ঃ এ কাজটা পেলে আমি আশা করি তোমার ভবিষ্যৎ ভালই হবে।

নিকোলাস বললো ঃ কিন্তু ওরা যে এম, এ পাশ চাইছে। আমি তো—

ঃ সে ব্যবস্থা আমি করবো। সে চিন্তা আমার।

কেট্‌ বললো ঃ ভাইকে অতদূরে পাঠিয়ে—

কেট্‌-এর কথা শুনে বিরক্ত হলেন মিঃ রালফ্‌। তিনি বললেন ঃ তা'হলে ভাইকে বাড়ীতে বসিয়ে রাখ। কোন কাজের দরকার নেই। যাদের অর্থ নেই। বন্ধু নেই। সহায় নেই। কোন কাজের অভিজ্ঞতা নেই। তাদের আবার এত বাছাবাছি কিসের ?

মেয়েকে বাধা দিয়ে মিসেস্‌ নিকলবি বললেন ঃ চুপ করো কেট। জ্যেঠামশাই যা বলছেন শোনো। তিনি আমাদের ভালব জন্যেই বলছেন। তাঁর কথা শুনতেই আমরা এখানে এসেছি।

নিকোলাস বললো ঃ বেশ জ্যেঠামশাই। আমি রাজি। যদি চাকরিটা আমার হয় তবে ভালই। কিন্তু আমার মা, বোন এদের কি ব্যবস্থা হবে।

মিঃ রালফ্‌ বললেন ঃ সে ভার আমার। সে দায়িত্ব আমি নেব।

ঃ বেশ। চলুন তা'হলে। এখনই স্নোহিল-এ মিঃ স্কুইয়ারসের সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।

ঃ হ্যাঁ ! চলো। আমরা বেরিয়ে পড়ি।

মিঃ রালফ্‌, নিকোলাস্‌কে নিয়ে চলে গেলেন। মিসেস্‌ নিকলবি ভাবলেন যে তার ভাসুরকে যত হৃদয়হীন আর নিষ্ঠুর মনে করা হয়েছিল, আসলে তিনি তা নন। তিনি যে সত্যই পরিশ্রমী এবং তাঁর স্বামীর চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তিনি তখন মনে মনে স্বামীর বুদ্ধিহীনতা আর অবিবেচনার কথা ভেবে দুঃখ পেতে লাগলেন। ভাবলেন, তাঁর স্বামীর যদি একটু সাংসারিক বুদ্ধি থাকতো তবে আজকে তাঁকে ছেলেমেয়ে নিয়ে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হত না।

মিসেস্‌ নিকলবি গ্রামের মেয়ে। বুদ্ধি তার সোজাসুজি এবং সাধাসিধা। সরল মানুষ। শহরের শয়তানী আর চালাকি বোঝার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। সেইজন্যে তিনি মিঃ রালফ্‌-এর চালাকী ধরতে পারলেন না।

স্নো-হিল-এ সারাসান্‌স্‌ হেড-এ একটি কফিখানায় মিঃ ওয়াক্‌ফোর্ড স্কুইয়ারস্‌ চিন্তিত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। লোকটির চেহারা আদৌ ভাল নয়। মুখে কোন কোমলতা নেই। দুষ্মন প্রকৃতির চেহারা। গলার স্বর কর্কশ। ব্যবহারও ভাল নয়। একটি চোখও আবার নেই।

এ হেন স্কুইয়ারস্‌ ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে করেতে বললেন ঃ না। সাড়ে-তিনটে বেজে গেল। আজ আর কেউ আসবে না। পাশে একটি ছেলে চুপচাপ বসেছিল। সে এমন কিছু করছিল না যে তাকে মারা চলে। স্কুইয়ারস্‌ তার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলে চললেন ঃ গতবার গ্রীষ্মে দশটি ছেলে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে হয়েছিল দু'শ পাউন্ড। এবারে মাত্র তিনটি ছেলে। মানে ৬০ পাউন্ড। কাল সকালেই যাত্রা করবো। খরচা পাষাবে না দেখছি।

এমন সময় কফিখানার ওয়েটার এসে খবর দিল একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মিঃ স্কুইয়ারস্‌ তখনই বললেন ঃ খুব ভাল কথা। তাকে এখুনি এখানে নিয়ে এসো।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন ঃ আপনার নাম কি মিঃ স্কুইয়ারস্‌।

ঃ আজ্ঞে। বসুন।

আগন্তুক বললেন ঃ আমার নাম স্নোলে। আমি আমার দুই পুত্রকে আপনার কাছে দিতে চাই।

ঃ খুব ভাল কথা। বছরে ২০ পাউন্ড লাগবে। ভালভাল খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে ভোগ-বিলাসের সব সুযোগ সুবিধা তারা পাবে। তাছাড়া পড়াশোনা, হাতের কাজ, নীতি শিক্ষা এসবও সেখানে শেখানো হয়।

ঃ আপনার কথা শুনে খুবই খুশি হলুম।

ঃ আগামী কাল সকালে আমরা রওনা হব। আপনি যদি ছেলেদের রাখতে রাজি থাকেন তবে প্রত্যেক ছেলেকে দু'প্রস্থ পোশাক, ছটা সার্ট, ছ'জোড়া মোজা, দুটো নাইট ক্যাপ, দু'খানা রুমাল, দু'জোড়া জুতো, দুটো টুপী আর একখানা ক্ষুর সঙ্গে দেবেন।

ঃ ক্ষুর কেন ?

ঃ কামানোর জন্যে।

ঃ আপনি কত বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের ওখানে রাখেন।

ঃ যতদিন অভিভাবকেরা টাকা পাঠান। বা এরা পালিয়ে না যায়।

ঃ আসলে কি জানেন। আমি আমার ছেলেদের অনেকদিন আপনার ওখানে রাখতে চাইছি। কারণ আমি ওদের বাপ নই। আমি ওদের মাকে বিয়ে করেছি।

ঃ আমি আগেই বুঝেছি যে আপনি ওদের আপনার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। আপনি ঠিক মত টাকা পাঠাবেন। আমি অনেকদিন ওদের ধরে রেখে দেব। নীতি শিক্ষা কঠোর ভাবে দেব। বাড়ীতে চিঠি লিখে আপনাকে বিরক্ত করতে দেব না।

মিঃ স্নোলে ভাবলেন এই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি ছেলেদের টাকা মিটিয়ে দিলেন। স্কুইয়ারস্ রসিদ লিখতে বসলেন। এমন সময় আবার মিঃ স্কুইয়ারসের নাম ধরে কে যেন ডাকলো এবং যিনি নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঘরে এলেন, তিনি মিঃ রালফ্ নিকলবি। মিঃ রালফ্ নিকলবি ঘরে ঢুকতেই মিঃ স্কুইয়ারস্ বলে উঠলেন ঃ আরে, আসুন। আসুন। ব্যাপার কি? মিঃ রালফ্, নিকোলাসকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমার ভাইপো। নিকোলাস্ নিকলবি। আপনি যে একজন সহকারীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই একে নিয়ে এসেছি। তবে এম, এ পাশ নয়।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ তাহলে? তা'হলে তো অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ঃ কিছু অসুবিধার কারণ নেই মিঃ স্কুইয়ারস্। আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটি আমার ভাইপো। বছর আঠারো, ঊনিশ বয়স। বাপ মারা গেছে। কোন সংস্থান নেই। অভিজ্ঞতা নেই। আমি আপনার ওখানে পাঠাতে চাই কাজ শিখতে। কাজ শিখে সে তার ভাগ্য তৈরী করে নেবে। বুঝলেন?

ঃ হ্যাঁ! সবই বুঝলাম। কিন্তু—।

ঃ আর ও যদি আপনার অবাধ্য হয় তবে আমি ওর মা এবং বোনকে কোন সাহায্য করবো না। মানে আপনি হয়তো সহকারী অনেক পাবেন কিন্তু এর মত খাটিয়ে লোক পাবেন না। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে একে দিয়ে যত কাজ আপনি করাতে পারবেন তত কাজ অপরকে দিয়ে পারবেন না। আপনি এখন সেই দিক থেকে চিন্তা করুন।

ঃ তা বটে। তবে—।

ঃ আচ্ছা আপনি একটু ওদিকে চলুন। আপনার সঙ্গে দুটো গোপন কথা আছে। মিঃ রালফ্ নিকলবি মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ নানা ভাবে তাকে বোঝালেন। পরে মিঃ স্কুইয়ারস্ এগিয়ে এসে নিকোলাসকে বললেন ঃ তোমার জ্যেঠামশাই-এর কথাতেই আমি তোমাকে আমার সহকারী পদে নিযুক্ত করলাম।

নিকোলাস সেই কথা শুনে অভিভূত হয়ে বললো ঃ অশেষ ধন্যবাদ। ঠিক সেই মুহূর্তে জ্যেঠামশাই-এর প্রতি নিকোলাসের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। এবং অত্যন্ত প্রসন্ন দৃষ্টিতে সে জ্যেঠামশাই-এর দিকে তাকালো। স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ আগামী কাল সকাল আটটায় এখান থেকে গাড়ী ছাড়বে। তুমি কিছুক্ষণ আগে আসবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

মিঃ রালফ্ বললেন ঃ তোমার যাবার গাড়ী ভাড়া আমি দিয়ে দিয়েছি। কালকে আমিও একবার আসবো। তুমি এখন বাড়ী গিয়ে তোমার জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নাও।

আর যাবার সময় আমার বাড়ীতে কেরানীর হাতে এই কাগজের বাণ্ডিলটা দিয়ে বোলো আমি না ফেরা পর্যন্ত সে যেন অপেক্ষা করে।

নিকোলাস কাগজের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে নতুন চাকরি পাওয়ার আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

গোল্ডেন স্কোয়ারে গিয়ে সে তার জ্যেঠামশাই-এর কেরানীর হাতে ঐ কাগজের বাণ্ডিলটা দিয়ে বললো ঃ জ্যেঠামশাই না আসা পর্যন্ত আপনাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

মিঃ রালফ্-এর কেরানী নিউম্যান বললো ঃ জ্যেঠামশাই কে?

নিকোলাস জবাবে বললো ঃ মিঃ নিকবলি। আমার জ্যেঠামশাই।

নিউম্যান সে-কথার কোনা জবাব না দিয়ে নিকোলাসের দিকে বোকার মত তাকিয়ে ঘনঘন আঙ্গুল মটকাতে লাগলো।

নিকোলাস নিউম্যানের হাবভাব দেখে ভাবলো যে লোকটা বোধ হয় পাগল। সুতরাং সে আর সেখানে অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এবং বাইরে গিয়েও শুনতে পেল যে নিউম্যান তখনও নিজের চেয়ারে বসে অনবরত তার আঙ্গুল মট্‌কে চলেছে।

[৪]

নিকোলাস বাড়ী ফিরে তার মা ও বোনকে সব কথা খুলে বললো। নিকোলাসের চাকরি হয়েছে শুনে ওরা দু'জনেই আনন্দ পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনাও অনুভব করতে লাগলো। এতদিন কেউ কাউকে ছেড়ে কোথাও যায় নি। জীবনে আজ প্রথম নিকোলাস তার মা ও বোন কে ছেড়ে বহুদূরে পাড়ি দেবে। শুধু মাত্র অন্ন সংস্থানের জন্যে।

নিকোলাস সেই রাতেই তার জামা-প্যাণ্ট ইত্যাদি সব যাবতীয় জিনিষ গুছিয়ে নিল। তারপর মা ও বোনের সঙ্গে আহার শেষ করে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প গুজবে কাটালো। আজই শেষ রাত। তারা একসঙ্গে মিলিত হচ্ছে। কাল আর নিকোলাস থাকবে না। মা এবং বোন দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। নিকোলাস তাদের সান্ত্বনা দিল। তারপর অনেক রাতে শুতে গেল।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আর দাঁড়ালো না। মা এবং বোন তখনও ঘুমিয়ে। সে কাউকে না জানিয়ে নিজের বাক্স হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলো। সেখানে মিস্ ক্রিভির সঙ্গে দেখা হল।

মিস্ ক্রিভি বললেন ঃ শুনলাম আপনি চাকরি পেয়ে ইয়র্কশায়ারে যাচ্ছেন।

নিকোলাস জবাবে বললো ঃ হ্যাঁ! আপনি সুযোগ পেলে আমার মা এবং বোনকে একটু দেখবেন।

ঃ নিশ্চয়ই। তবে এই শীতে আপনি যাবেন।

ঃ কি আর করবো বলুন। এখানে অনেক লোক চাকরি পাচ্ছে। কিন্তু আমি পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে অন্ন সংস্থানের জন্যেই যেতে হচ্ছে।

ঃ বড়ই দুঃখের কথা। আপনার মা এবং বোনের জন্যে আমার কষ্ট হয়। আমি তাদের নিশ্চয়ই দেখবো।

ঃ আচ্ছা। আমি এখন আসি মিস্ ক্রিভি। আমার আর সময় নেই।

স্নো-হিল-এ পেঁাছে নিকোলাস দেখলো যে মিঃ স্কুইয়ারস্ তখন সবেমাত্র জলযোগে বসেছেন। আর যে সব ছেলেরা যাবে তাদের, জল মেশানো দুধ ও সঙ্গে কিছু শুকনো রুটি দেওয়া হয়েছে। নিকোলাস ছেলেদের খাবার দেখে অবাক হল এবং ভাবলো যে শুরুতেই এই অবস্থা। কপালে কি আছে কে জানে। যাইহোক নিকোলাসের তখন আর চিন্তা করবার সময় নেই। দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। এখনই রওনা হতে হবে। নিকোলাস একে একে ছেলেদের গাড়ীতে তুলতে লাগলো। এমন সময় মিঃ রালফ্ এসে হাজির। মিঃ রালফ্, নিকোলাসের কাছে এগিয়ে এসে বললেন ঃ এই যে। তোমার মা-বোনও এসে গেছেন। গাড়ী করে নিয়ে এলাম। তুমি ওদের না বলেই চলে এসেছ। ওরা তোমাকে না দেখে ব্যস্ত হতে লাগলো। তাই বাধ্য হয়েই আনতে হল। আমার যখন অবস্থা খারাপ ছিল তখন আমি একদিনের জন্যেও গাড়ীভাড়া করি নি। কিন্তু আজ তোমার জন্যে তাও করতে হল।

মা ও মেয়ে দু'জনেই নিকোলাসকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এলো।

স্কুইয়ারস্ এগিয়ে এসে নিকোলাসকে বললেন ঃ তুমি গাড়ীতে গিয়ে ছেলেদের ধরে বস। দেখ যেন ওরা পড়ে না যায়। পড়ে গেলেই আমার কুড়ি পাউণ্ড যাবে।

বোন কেট্ বললো ঃ দাদা! ও লোকটা কে?

নিকোলাস বললো ঃ আমার মনিব। ওঁর ওখানেই আমি যাচ্ছি।

মিঃ রালফ্ এগিয়ে এসে স্কুইয়ারস্-এর সঙ্গে কেট্‌কে আলাপ করিয়ে দিলেন। সুন্দরী কেট্‌কে দেখে স্কুইয়ারস্ তার হাতের সব কাজ ফেলে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ আমার ইচ্ছে যে আপনাকেও আমার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী করে নিয়ে যাই। কেট্ একপাশে সরে এসে দাদাকে বললো ঃ লোকটা অসভ্য।

এমন সময় নিকোলাসের গাড়ীতে ওঠবার জন্যে ডাক পড়লো। নিকোলাস তার মা এবং বোনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললো ঃ মা, আমি যাচ্ছি। বিদায় বোন। বিদায়। আবার আমাদের দেখা হবে।

নিকোলাস গাড়ীতে উঠে হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালো। গাড়ী ছাড়লো। হঠাৎ কোথা থেকে রালফ্-এর কেরানী নিউম্যান নগস্ এসে হাজির। সে তাড়াতাড়ি নিকোলাসের হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বললো ঃ চুপ। এখন খুলো না। পরে পড়ে নিও।

আর দাঁড়ালো না নিউম্যান। সোজা অন্য রাস্তা ধরে কোথায় মিলিয়ে গেল। গাড়ী চলতে চলতে নিকোলাস ঐ লোকটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো। গাড়ী

চলতে থাকলো। নিকোলাস ভাবলো চিঠিটা পরে পড়ে নেবে। তখন সে দুষ্টু ছেলেদের দৌরাত্ম্য সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

যত বেলা বাড়ে শীত ও বাড়ে। তুষারপাতও প্রচুর। শরীর যেন হীম হয়ে আসে। গাড়ী এগুতে থাকে।

সন্ধ্যায় ওরা ইটন্ স্লোফস্-এ এসে হাজির হল। সেখানে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলো। তারপর আবার যাত্রা শুরু। রাত্রে আরো তুষারপাত হতে লাগলো। শীত ও বাড়লো। চারিদিক নির্জন। নিস্তব্ধ। নিকোলাসের গাড়ী ষ্ট্যোম্ফোর্ড পার হয়ে চলে গেল।

গাড়ীর মধ্যে অনেকেই তখন ঘুমিয়ে। নিকোলাস ও ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় নিকোলাসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিকোলাস সোজা হয়ে বসবার আগেই গাড়ীখানা হঠাৎ উল্‌টিয়ে গেল। এবং নিকোলাস একদিকে ছিট্‌কে পড়লো।

[৫]

এ অবস্থায় আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। গাড়ীর যাত্রীরা সকলে সামনের একটি পান্থশালার আশ্রয় নিল। যাত্রীগণের অনেকেই অল্প বিস্তর আহত। সেই কারণে সেই পান্থশালায় তাদের সেবার ব্যবস্থা করা হল। কিছু কিছু যাত্রী সেখানে কিছু আহার্য্য এবং পানীয়ও গ্রহণ করলো। এবং পুনরায় যাত্রার জন্যে নতুন গাড়ীর সন্ধানে লোক পাঠানো হল। শেষ রাতে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করা হল।

ভোরের দিকে মাঝ পথে অনেকেই নিজেদের গন্তব্যস্থানে নেমে গেলেন। বেশ কিছু পথ এগিয়ে এসে গাড়ী আবার গ্রেটা সেতুর কাছে একটি হটেলে এসে থামলো। স্কুইয়ারস্ সেখানে নেমে, সে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে দুখানা গাড়ী ভাড়া করলেন। একখানা মানুষ টানা। ডাথ্‌বয়েজ হল-এ ছেলেরা যাবে। আর আরেকখানা বগি গাড়ী। সে গাড়ীটায় স্কুইয়ারস্ নিজে এবং নিকোলাস যাবে।

নিকোলাস গাড়ীতে উঠে জানতে চাইলো যে ডাথ্‌বয়েজ হল্ এখানে থেকে আর কতদূর।

জবাবে স্কুইয়ারস্ জানালেন: আরো তিন মাইল। তবে এখান থেকে আর ওটাকে হল্ বলবার দরকার নেই। কারণ ও নামটা আমি লণ্ডনে চালাই। শুনতে সুন্দর লাগে বলে। এখানে ও নাম বললে কেউ বুঝবে না।

তিন মাইল পথ নানা কথায় পার হয়ে শেষে একটি দোতলা, লম্বা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামলো। নিকোলাস বাড়ীটার দিকে তাকালো। এবং হতাশ হল। পাশে আস্তাবল। শষ্য রাখবার জায়গা। মিনিট কয়েক পরে একটি শীর্ণ, লম্বা ছেলে দরজা খুলে দিল। ছেলেটির নাম স্মাইক। স্কুইয়ারস্ নিকোলাসকে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। নিকোলাস ঘরটি ভালকরে তাকিয়ে দেখলো। অত্যন্ত অপরিষ্কার। নোংড়া।

স্কুইয়ারস্ ঘরে এসে দাঁড়াতে অপরিচ্ছন্ন পোষাকে একজন দীর্ঘকায়া মহিলা ঘরে এলেন। তিনি মিসেস্ স্কুইয়ারস্।

স্কুইয়ারস্ তাঁর কাছে বাড়ীর সমস্ত খবর নিলেন। গরু-শুয়োর ইত্যাদির খবর নিলেন এবং শেষে ছাত্রদের। কে কেমন আছে।

স্কুইয়ারস্ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিকোলাসের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমাদের নতুন মাষ্টার। নাম নিকোলাস। আজ রাতে উনি আমাদের সঙ্গেই খাবেন। কাল থেকে ছাত্রদের সঙ্গে। এবং এই ঘরেই উনি রাত্রি বাস করবেন।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর রাতের খাবার এলো। ঠাণ্ডা মাংস। মর্টনের ঝোল। আর মাখন রুটি। স্কুইয়ারস্ খেতে খেতে পকেট থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ বার করে দেখতে লাগলেন। পাশে স্মাইক দাঁড়িয়ে। সে ঐ বাণ্ডিল কাগজ গুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

নিকোলাস এবার তাকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল। বয়স আঠারো-উনিশ। একহারা চেহারা। শুধু শীর্ণই নয়। হাড়ের কাঠামোর ওপর শুধুমাত্র-চামড়া লাগানো বলা যেতে পারে। শরীরে লেশমাত্র মাংস নেই। শতছিন্ন বস্ত্র। বোধহয় ভিখারীর চেহারাও এর চেয়ে অনেক ভাল এবং ভদ্র।

স্মাইক অনেকক্ষণ চুপকরে থাকার পর শেষে বললো ঃ আমার কথা কেউ কি লিখেছে। আমার কোন চিঠি।

স্মাইক-এর কথা শুনে চমকে উঠলেন স্কুইয়ারস্। শেষে বললেন ঃ তোর কথা কবে কে জানতে চায়। প্রথম প্রথম দু'এক বছর তোর খরচা বাবদ টাকা এসেছিল। ব্যাস্। তারপর সব শেষ। তারপর থেকে তোর খাওয়া-পরার দায়িত্ব তো আমাকে নিতে হয়েছে। এখন আর তোর কাছে আমি কিছু প্রত্যাশা করি না।

স্মাইক অত্যন্ত হতাশ এবং বিষন্ন মনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশের ঘরে চলে গেল।

খাওয়া শেষ হতে স্কুইয়ারস্ এবং তাঁর স্ত্রী নিকোলাসকে বিদায় জানিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। যাবার আগে মিঃ স্কুইয়ারস্ নিকোলাসকে বললেন ঃ খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নেবে। ছেলেরা তোমাকে দেখেই শিখবে। তুমি ওদের শিক্ষক একথা মনে রাখবে। তোমার বিছানা রইলো। আচ্ছা। শুভরাত্রি। বিদায়।

ওরা চলে যেতে নিকোলাস কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে আপন মনে পাইচারী করলো। মা এবং বোনের কথা ভাবলো। ভাবলো এখন তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। এবং নিজেকে ভাল করে গড়ে তুলতে হবে।

নিকোলাস শুতে যাবার জন্যে পোষাক খুললো। পোষাক খুলতে একটি চিঠি পকেট থেকে নীচে পড়ে গেল। তখন তার মনে পড়ে গেল যে এটা নিউম্যানের চিঠি। আসবার সময় দিয়েছিল। নিকোলাস্ খুলে পড়তে লাগলো। তাতে লেখা ঃ

"যদি আবার কখনো তোমাকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হয় এবং আশ্রয়ের দরকার হয় তবে আমার বাসায় এসো। আমার বাসা গোল্ডেন স্কোয়ারে, সিলভার স্ট্রীটে। ওখানে অনেকেই আমার বাড়ী চেনে। দ্বিধা বা লজ্জা কোরো না।"

চিঠিখানা পড়ে নিকোলাস একটু চিন্তা করলো। নিউম্যানের জন্যে তার চোখে

জল এলো। সে, চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে, সে রাতের মত বিছানায় আশ্রয় নিল।

তখন অনেক রাত। বাইরে অঝোরে তুষারপাত হচ্ছে।

[৬]

সকালে স্কুইয়ারসের গলার স্বরে নিকোলাসের ঘুম ভাঙলো। গতকাল দু'শো মাইল যাত্রা করছে সে। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই ক্লান্ত। ঘুম ভাঙেনি। স্কুইয়ারস্ ঘরে এসেই বললেন ঃ সাতটা বেজে গেছে নিকোলাস। দেরি কোরো না। উঠে পড়। পাম্প জমে গেছে। আজ আর জল পাওয়া যাবে না। বরফ ভেঙ্গে জল সংগ্রহ করতে হবে। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ পরে এসে বললেন ঃ আজ ছেলেদের গন্ধক খাওয়াবার দিন। মনে আছে তো। মিসেস্ স্কুইয়ারসের কথা শুনে নিকোলাস অবাক হয়ে তাকালো। মিঃ স্কুইয়ারস্ তা দেখে বললেন ঃ আমরা ছেলেদের গন্ধক খাইয়ে শরীরের রক্ত শোধন করেনি। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ নিকোলাস আমাদের স্কুলে শিক্ষক হয়ে এসেছে। সুতরাং আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা ওর জানা দরকার। পরে তিনি নিকোলাসকে বললেন ঃ বুঝলে নিকোলাস। আমরা গন্ধকের গুঁড়ো আর ঝোলাগুড় মিশিয়ে ছেলেদের খেতে দিই রক্ত শোধনের জন্যে নয়। ক্ষিদে কমে যাবার জন্যে। আমি সোজা কথা বলতে ভালবাসি। এতে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ কম পড়ে। মিঃ স্কুইয়ারস্ স্ত্রীর কথায় সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানালেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগলেন। নিকোলাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ঝগড়া দেখতে লাগলো। পরে মিঃ স্কুইয়ারস্ বিরক্ত হয়ে নিকোলাসকে বললেন ঃ চলো, আমরা স্কুল ঘরে যাই। তিনি একটি বেত হাতে নিকোলাসকে নিয়ে স্কুল ঘরে এলেন।

স্কুল ঘরটি দেখে নিকোলাস অবাক হল। এখানে এসে নিকোলাস এদের আচার-ব্যবহার আদপ-কায়দা এবং ছাত্রদের প্রতি ব্যবহার দেখে অবাকই হয়েছে। এখন স্কুল ঘরটি দেখে বুঝলো যে এটাও সে-সব থেকে ব্যাতিক্রম কিছু নয়। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ঘর। দুটো মাত্র জানালা। তারও আবার কাঁচ ভাঙ্গা। নড়বড়ে খানকয়েক ডেস্ক্। দেওয়ালে কতকাল যে চুনকাম হয় না তা বোঝার কোন উপায় নেই।

ছাত্ররা সারবন্দী ভাবে এসে দাঁড়ালো। ছাত্রদের অবস্থাও ঐ একই ছাঁদে গড়া। শীর্ণ। কোটরাগত চোখ। বিবর্ণ মুখ। অস্থিসার দেহ। অনেকের দেহে পুষ্টির অভাবে বিকলাঙ্গতার লক্ষণ। নিকোলাস ভাবলো এটা একটা নরক ছাড়া কিছুই নয়। এমন সময় মিসেস্ স্কুইয়ারস্ একটা গামলা হাতে ঘরে এলেন। তাতে গন্ধক এবং ঝোলা গুড়ের পানীয়। তিনি এক একটি ছাত্রের মুখে সেই পানীয় হাতা করে ঢেলে দিতে লাগলেন। ছাত্ররা অতি কষ্টে তা গলাধঃকরণ করতে লাগলো। নিকোলাসের ঐ দৃশ্য দেখে খুবই কষ্ট হতে লাগলো।

ছাত্রদের খাওয়ানো শেষ হতে মিসেস্ স্কুইয়ারস্ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

স্কুইয়ারস্‌ প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের ডেকে নিকোলাসকে বললেন : এরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ইংরাজী বানান ও দর্শন পড়ে। পরে একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন : ক্লাসের প্রথম ছাত্রটি কোথায় ?

ছাত্রটি উত্তর দিল : সে ঘরের জানালা পরিষ্কার করতে গেছে। তখন তিনি ব্যাপারটা নিকোলাসকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বললেন : বুঝলে নিকোলাস। আমাদের এখানে শুধু বই পড়ানোই হয় না। হতে-কলমে ব্যাপারটা বুঝিয়েও দেওয়া হয়! মানে ধরো 'ক্লিন' শব্দটির অর্থ পরিষ্কার। সেইজন্যে ছাত্রটিকে 'ক্লীন' শব্দের অর্থ জানিয়ে দিয়ে তাকে ঘরের জানালা পরিষ্কার করতে পাঠানো হয়েছে। নিকোলাস কথা শুনে অবাক হল।

পরে মিঃ স্কুইয়ারস্‌ আরেকটি ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন : আমাদের দ্বিতীয় ছাত্রটিকে তো দেখছি না। ছাত্রটি জবাবে বললো : সে আজ বাগানে কাজ করছে।

মিঃ স্কুইয়ারস্‌ বললেন : বুঝলে নিকোলাস। 'বোটানী' শব্দটা গাছ-পালার বিষয় নিয়ে। কাজেই ছাত্রটিকে শুধু মাত্র বোটানী শব্দের অর্থটাই শেখানো হয় নি। তাকে বাগান পরিচর্য্যার কাজেও লাগানো হয়েছে। আমি আশা করি তুমি আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিটা এখন ধরতে পেরেছো।

পরে মিঃ স্কুইয়ারস্‌ প্রতিটি ছাত্রের দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিলেন এবং সামান্য সামান্য কারণে তাদের ভয়ানক ভাবে বেত্রাঘাত করতে লাগলেন। নিকোলাস মিঃ স্কুইয়ারসের কাণ্ড দেখে অবাক। শেষে তার মনও মিঃ স্কুইয়ারসের ওপর বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগলো।

স্কুল শেষ হল। নিকোলাস নিজের ঘরে এসে চিন্তা করতে লাগলো যে তার জ্যেঠামশাই আসলে তাকে কোন উপকারের জন্যে এখানে পাঠান নি। পাঠিয়েছেন শাস্তি দিতে। তা না হলে এমন জঘন্য পরিবেশ এবং মানুষের হাতে তাকে তার জ্যেঠামশাই তুলে দেবেন কেন। নিকোলাসের সেই সঙ্গে তার মা এবং বোনের কথাও মনে পড়লো। জ্যেঠামশাই তাদেরও দায়িত্ব নিয়েছেন। না জানি তারা আবার কোন বিপদে পড়ে কিনা।

নিকোলাস যখন এমন চিন্তায় মগ্ন, তখন স্মাইক চুপি চুপি চোরের মত তার ঘরে এলো।

নিকোলাস বললোঃ আমাকে দেখে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি এখানে বোসো। তোমাক খুবই শীত করছে, কি বলো।

জবাবে স্মাইক বললো : না। এতে আমি অভ্যস্থ হয়ে গেছি।

নিকোলাস তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললো : তোমার কষ্ট আমি বুঝি। ধৈর্য্য ধর। ভগবান তোমায় দেখবেন।

নিকোলাসের সহানুভূতি এবং আদরে স্মাইক কেঁদে ফেললো এবং বললো : আমার কতো বন্ধু এখানে ছাত্র ছিল। তারা সবাই চলে গেছে। কিন্তু আমি যেতে পারি না। আমার কেউ নেই। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ চিঠি লেখে না। আমি আমার বাবা-মা কাউকে চিনি না। স্মাইক আরো জোরে কাঁদতে লাগলো।

শেষে বললো : এখানে আমার একটি বিশেষ বন্ধু ছিল। সে মারা গেছে। আমি যখন মারা যাব কেউ আসবে না। কেউ কাঁদবে না।

নিকোলাস তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে শুইয়ে দিল। এমন সময় শুতে যাবার ঘণ্টা বাজলো। নিকোলাস ও শুয়ে পড়লো।

[৭]

নিকোলাসকে ইয়র্কশায়ারে রওনা করে দিয়ে মিঃ রালফ্ ভাবলেন একজনকে সরানো গেল। এবারে মিসেস্ নিকলবি ও তার মেয়ে কেটকে নিজের দখলে আনা দরকার। তিনি এবারে সেদিকে মন দিলেন।

একদিন কেট্ নিকলবি লা-ক্রিভির ঘরে মডেল হয়ে বসেছিল। লা-ক্রিভি একজন চিত্রশিল্পী। তিনি কেট্ নিকলবির একখানা তেলরং-এর ছবি আঁকছিলেন। এবং মিঃ রালফ্-এর সম্বন্ধে নানা আলোচনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে রালফ্ একজন ধনী লোক। তবে অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির। জবাবে কেট্ বললো : তাঁকে আগেই আমরা মন্দ ভাবতে পারি না। যতক্ষণ না আমরা তার সঠিক পরিচয় পাচ্ছি। তবে বর্তমানে আমি একটা কাজ চাই। যে কাজে আমাদের ভরণ-পোষণ চলবে। আমরা আমাদের জ্যেঠামশাই-এর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। তাঁকে অকারণ বিব্রত করা আমাদের ইচ্ছে নয়।

লা-ক্রিভির ঘরে যখন এই ধরনের আলাপ-আলোচনা চলছিল তখন বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওনা গেল।

মিস্ লা-ক্রিভি বললেন : আপনি ভেতরে আসুন।

মিঃ রালফ্ ঘরে ঢুকেই বললেন : এ ছবি কার ?'

মিস্ লা-ক্রিভি বললেন : আপনার ভাই-এর মেয়ের। অর্থাৎ কেটের। ছবিটি খুব সুন্দর হয়েছে। কি বলেন। অবশ্য কেট্ খুবই সুন্দরী। সেই জন্যে ছবিটাও সুন্দর হয়েছে।

মিঃ রালফ্ বললেন : তা হতে পারে। তবে আপনার ছবি যদি শেষ না হয়ে থাকে তবে তাড়াতাড়ি শেষ করে নেবেন। কারণ দু'একদিনের মধ্যেই এরা এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। পরে মিঃ রালফ্ ভাই-এর মেয়েকে তার নিজের ঘরে যেতে ইংগিত করলেন। কেট্ তার নিজের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। মিঃ রালফ্‌ও তার পিছু পিছু এলেন।

মিসেস্ নিকলবি অধীর ভাবে মিঃ রালফ্-এর জন্যে নিজের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মিঃ রালফ্‌কে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ওপরে আসতে দেখে অভ্যর্থনা করে ঘরে এনে বসালেন।

মিঃ রালফ্ বসতে বসতে বললেন : আপনার মেয়ের জন্যে আমি একটা কাজ জোগাড় করে এনেছি। কাপড়ের দোকানের কাজ।

মিসেস্ নিকলিব বললেন ঃ সেটা কি ধরনের ?

মিঃ রালফ্ বললেন ঃ রাস্তায় কাপড় ফেরী করা নয়। এ কাজ পোষাকের দোকানে বসে করতে হবে। নানা ধরনের পোষাক তৈরী করা। এ কাজে অসম্মানের কিছু নেই। কেট্ গেলেই দেখতে পাবে যে, সে-দোকানে আরো অনেক মেয়ে কাজ করছে। আমার ভাই ব্যবসার কিছু বুঝতো না। খবরও রাখতো না। সেইজন্যে আপনাদের পথে বসিয়ে গেছে। অর্থাৎ আপনারা আজ পথে বসেছেন। তার যদি একটু বুদ্ধি থাকতো তবে আপনারা আজ অনেক টাকার মালিক হতে পারতেন। যাইহোক আপনার মেয়ে যদি এ-কাজে রাজি থাকে তবে এখনি আমি তাকে সেখানে নিয়ে যাব। আমি যে ভদ্রমহিলার দোকানে নিয়ে যাব তার নাম ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী। স্কাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারের কাছেই তার বাসা।

মিসেস্ নিকলবি মিঃ রালফ্-এর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেট্ পোষাক পালটে তার জ্যেঠামশাই-এর সঙ্গে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর বাড়ীর দিকে চললো।

ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর দোকান ঘর দোতলায়। দোকানখানা বেশ সাজানো। সে ঘরে নানা ধরনের টুপি ও পোষাক দেখা গেল।

দোকানের দরজা খুলতেই একজন ভদ্রলোক রালফ্-এর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে দামী কোট-প্যাণ্ট। পায়ে সবুজ চটি। যিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর নাম মণ্টেল। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর স্বামী। রালফ্ তাঁর সঙ্গে কর-মর্দন করে বললেন ঃ আমার ভাইঝি। মিস্ কেট্ নিকলবি। ম্যাডাম্ আছেন কি ?

ঃ হ্যাঁ! আছেন। আপনারা ওপরের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি। মণ্টল বেশ কিছুক্ষণ কেটকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাতে কেটের মুখ আরক্ত হয়ে উঠলো। রালফ্ কেট্কে সে-অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। আর মণ্টল সেখান থেকে সরে পড়লো।

· ওপরের ঘরখানাও বেশ সাজানো। কেট্ একটি চেয়ারে এসে চুপ করে বসে ঘরখানাকে চোখবুলিয়ে দেখতে লাগলো। রালফ্ ও বসে। এমন সময় মোটা-সোটা একজন মহিলা ঘরে এলেন। সেই সঙ্গে তাও স্বামী মণ্টলও। রালফ্ ম্যাণ্টালিনীকে বললেন ঃ আমার ভাইঝি। মিস্ কেট্ নিকলবি। যার কথা আপনাকে আগে বলেছি।

ঃ ও! আচ্ছা! বেশ! ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী তখন কেট্কে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি ফ্রেঞ্চ্ জানো ?

ঃ হ্যাঁ। জানি। কেট্ মাথা নত করেই কথা বলছিল। তবু অনুভব করলো যে মণ্টল তার দিকে অসভ্যের মত চেয়ে আছে।

ম্যাণ্টালিনী বললেন ঃ আমাদের এখানে বিশটি মহিলা কাজ করেন। তা তুমি কোন সময়ে কাজ করতে চাও।

কেট্ মৃদু গলায় জবাব দিল ঃ এর আগে আমি কোথাও কাজ করিনি। সঙ্গে সঙ্গে রালফ্ বললেন ঃ করেনি বটে। তবে কাজ শেখবার খুব ইচ্ছে আছে। মন দিয়ে কাজও করবে।

ম্যাণ্টালিনী বললেন ঃ আমি তাই মনে করি। আমাদের কাজের সময় সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা। দুপুরের খাবার এখানেই পাবে। এবং সকালের চা'ও। মাইনে হপ্তাহে পাঁচ থেকে সাত শিলিং-এর মধ্যে। ওটা তোমার কাজ দেখে তবে ঠিক হবে। তুমি যদি রাজি থাকো তবে কাল সকাল থেকেই শুরু করতে পার। মিস্ ন্যাগ্‌ই তোমাকে কাজ দেবেন এবং বুঝে নেবেন। তবে আমি তোমাকে প্রথমে সোজা কাজ দেবার কথাই তাঁকে বলবো। তাহলে কথা পাকা হয়ে গেল নিকল্‌বি।

ঃ হ্যাঁ। ম্যাডাম্। ও কাল থেকেই শুরু করবে।

ঃ আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই শেষ। ম্যাডাম্ ম্যাল্টালিনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রালফ্ কেট্‌কে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কেট্ অনুভব করতে লাগলো যে ম্যাডাম্ ম্যাল্টালিনীর স্বামী তখনও তার দিকে অসভ্যের মত চেয়ে আছে।

রাস্তায় এসে রালফ্ তার ভাইঝিকে বললেন ঃ এখন আমি নিশ্চিন্ত যে তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে দিতে পেরেছি। তোমার মায়েরও একটা বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারতুম। তবে তোমরা আবার একসঙ্গে থাকতে চাও সেইজন্যেই হচ্ছে না। পরে কেটের দিকে চেয়ে বললেন ঃ তোমাদের হাতে আর কত টাকা আছে ?

কেট্ রাস্তায় চলতে চলতে মাথা নীচু করে জবাব দিল ঃ খুবই সামান্য।

রালফ্ বললেন ; সামান্য টাকাতেও অবশ্য অনেকদিন চালানো যায়। যদি হিসাবী হওয়া যায়। তোমাদের বাবা অত্যন্ত বেহিসেবী ছিল। সেইজন্যেই আজ তোমাদের এত দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে।

কেট্ সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে পথ চলতে লাগলো। রালফ্ বলতে লাগলেন ঃ তোমাদের বাড়ীভাড়া শোধ হলেই তোমরা অন্য একটা বাড়ীতে উঠে যাবে।

ঃ কোথায় জ্যেঠামশাই। কেট চোখ তুলে তাকালো।

ঃ এই শহরের আরেক দিকে নদীর ধারে আমার একটা খালি বাড়ি পড়ে আছে। যতদিন ভাড়াটে না আসে ততদিন তোমরা ওখানেই থাকবে। খুব সম্ভব আগামী শনিবার তোমাদের বাড়ী ভাড়া শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেদিন বিকেল পাঁচটায় আমার কেরানী নিউম্যানকে পাঠাবো। সে তোমাদের ও-বাড়ীতে নিয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে মিঃ রালফ্ আর কেট্-রিজেণ্ট স্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়ালো।

রালফ্ বললেন ঃ তুমি একা যেতে পারবে তো।

কেট্ মাথা নাড়লো। রালফ্ বললেন ঃ তাহলে তুমি সোজা চলে যাও। আমি বাড়ী চলি। কাজ আছে। রালফ্ চলে গেলেন।

কেট্ বাড়ী ফিরে দেখলো যে তার মা মিসেস্ নিকল্‌বি ও চিত্রশিল্পী লা-ক্রিভি তাদের ঘরে বসে নানা ধরনে গল্প-গুজব করছেন। কেট্ তার সকল কথা মাকে জানালো। মা শুনে খুব খুশি হলেন। ভাবলেন ঐ দোকানে কাজ করলে তার মেয়ের খুব উন্নতি হবে। এবং সেই কথাই তিনি কেট্‌কে এবং লা-ক্রিভিকে জানালেন। লা-ক্রিভি বললেন ঃ আমার কিন্তু উলটো ধারনা। আমার মনে হয়

ওটা কোন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নয়।

কেট্ সে-কথার কোন জবাব দিল না। সে শেষে জ্যেঠামশাই-এর শেষ প্রস্তাবটাও জানালো। বাড়ীবদল। শুনে কেটের মা আরো খুশি হলেন। এবং সেখানে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কেট্ বললো : মিস্ ক্রিভিকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে মা।

মিস্ লা-ক্রিভি বললেন : অত সহজে তোমরা আমাকে ভুলতে পারবে না। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসবো। তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে জেনে আসবো। আমি তোমাদের ভালবাসি। মঙ্গল কামনা করি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের যেন অবস্থা ফেরে এবং উন্নতি হয়। মিস্ লা-ক্রিভি কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কেট্ এবং তার মা মিস্ ক্রিভিকে স্বান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিউম্যান নগস্ বাড়ীতে এসে হাজির হল। সঙ্গে একখানা গাড়ী। ওদের নিয়ে যাবার জন্যে। কেট্ তাকে দেখে বললো : আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। আমার দাদা নিকোলাস যে-দিন ইয়র্কশায়ারে যায় সেদিন তার গাড়ীর কাছে আপনিও বোধহয় হাজির ছিলেন। নিউম্যান নগস্ সে কথা অস্বীকার করে বললো : আজ্ঞে না। আমি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলাম। এখনো বাতের ব্যাথায় ভুগছি। এই বলে নিউম্যান নগস্ তার দু'হাতের দশটা আঙ্গুল মট্-মটিয়ে ফোটাতে লাগলো। তা দেখে কেট্ এবং তার মা অবাক হয়ে তাকালো।

ওদের জিনিষপত্র বেশী ছিল না। নিউম্যান নগস্ একাই সেগুলো গাড়ীতে তুলে তাদের নিয়ে অনেক পথ ঘুরে শেষে টেমস্ নদীর ধারে একটা পুরনো বাড়ীর সামনে এসে হাজির হল। বাড়ীটা দেখে কেট্ ও তার মা সম্পূর্ণভাবে হতাশ হলেন। তাঁরা যে-আশা এবং উৎসাহ নিয়ে এসেছেন তা নিভে গেল।

বাড়ীটা অত্যন্ত পুরনো। অন্ধকার। দরজা-জানালায় কালিঝুলি মাখা। দীর্ঘকাল লোক না-বাস করার ফল। বাড়ীটা দেখলে মন আপনা থেকেই কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে। ভৌতিকে ভরা।

কেট্ বললো : এ বাড়ীতে আমার ভয় করবে মা। লা-ক্রিভিকে আমাদের সঙ্গে থাকতে বললেই ভাল হত।

নিউম্যান নগস্ কিন্তু ওদের কথায় কোন কান দিল না। সে ওপরের দু'খানা ঘর ওদের জন্যে খুলে দিল। মিসেস্ নিকল্‌বি এবং কেট্ দেখলো যে সে ঘরে তার জ্যেঠামশাই কিছু আসবাব-পত্র ও কিছু জিনিষপত্র এবং কিছু জালানী কাঠ আগেই আনিয়ে রেখেছেন। তা দেখে মিসেস্ নিকল্‌বি খুব খুশি হলেন এবং বললেন : আমাদের আসবাব-পত্র বলতে কিছুই নেই। এখানে এসে যা হোক আসবাব-পত্র এবং আরও অন্যান্য জিনিষ পাওয়া গেল। তিনি মিঃ রালফ্‌কে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ জানলেন। ভাবলেন কেটের জ্যেঠামশাই তাদের অবস্থা ফেরাবার জন্যে অনেক করছেন। লোকে তাঁর সম্বন্ধে যাই বলুক, আসলে তিনি মোটেই খারাপ লোক নন।

নিউম্যান নগস্ তার হাতের কাজ শেষ করে বললোঃ এবার আমি চলি। প্রয়োজন হলে আমায় জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

নিউম্যান নগস্ আর না দাঁড়িয়ে রাজপথে নেমে পড়লো। মিসেস্ নিকলবি দরজা বন্ধ করলেন।

[৮]

অত্যধিক মদ্যপানের পর গভীর রাত্রে মিঃ স্কুইয়ারস্ যখন বাড়ী ফেরেন তখন তাঁর জ্ঞান থাকে না। তিনি বাড়ী ফিরেই হাতের সামনে যে ছাত্রকে পান তাকেই কীল, চড়, লাথি ইত্যাদি মেরে বসেন। এবং শেষে নিজে অজ্ঞান অবস্থায় বুট জুতো পরেই যে কোন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এ ঘটনা প্রায় রাতেই তাঁর বাড়ীতে ঘটে থাকে। এবং তাঁর প্রহারের জন্যে প্রতি রাতেই স্মাইক্‌কে ঠিক করে রাখা হয়। তিনি বাড়ীতে ঢুকলেই স্মাইক্‌কে তার সামনে ফেলে দেওয়া হয়। নিকোলাস প্রতিদিনই এ-ঘটনা দেখে। পরে সবাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়। গায়ে পিঠে হাত বোলায়। এবং স্মাইকের প্রতি মিঃ স্কুইয়ারসের অত্যাচারের কথা ছাত্রদের জানায়। ছাত্ররা নিকোলাসের কথা অবাক হয়ে শোনে।

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ গোপনে এসব লক্ষ্য করেন। তিনি নিকোলাসকে কোন দিনই ভাল চোখে দেখেননি। ভেবেছেন এ ছেলেটি উদ্ধত। আত্মগর্বিত। একে তিনি এখানে রাখতেও চাননি। শুধু মিঃ স্কুইয়ারসের জন্যেই এতদিন চুপ করে আছেন। মিঃ স্কুইয়ারসের বক্তব্যঃ এত কম টাকায় মাস্টার পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ছাত্রদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে একে রাখতেই হবে।

তবু মিসেস্ স্কুইয়ারস্ ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি গোপনে নিকোলাসের ওপর নজর রাখতে লাগলেন। সে কি করে। কোথায় যায়। ছাত্রদের সঙ্গে কি আলাপ-আলোচনা করে। দীর্ঘদিন নজর রাখার পর মিসেস্ স্কুইয়ারসের ধারণা হয়েছে যে এই নিকোলাস ছাত্রদের বিপথে চালাবার চেষ্টা করছে। তাদের অন্য মতলব দিচ্ছে। এবং স্কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভূমিকা তৈরী করছে। তার এইসব ধারণা সে বারবার মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে জানিয়ে তাকে নিকোলাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আর এদিকে হতভাগ্য স্মাইক। সে জীবনে এদের কাছে ভাল ব্যবহার পায় নি। কোন সান্ত্বনার কথা শোনেনি। নিকোলাস যখন তাকে নানা ভাবে ও কাজে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। এবং তাকে খুশি করবার জন্যে সেবায় এগিয়ে আসতে লাগলো। নিকোলাসের সঙ্গে স্মাইকের এই মিল্‌মিশ্ বা মেলামেশা মিঃ ও মিসেস স্কুইয়ারস্ ভাল চোখে দেখলেন না। তাঁরা ভাবলেন আর এগুতে দেওয়া ঠিক নয়। এবারে স্মাইককে নিকোলাসের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে না পারলে তাকে দিয়ে আর দিবারাত্র

কাজ পাওয়া যাবে না। সেইজন্যে স্মাইককে নিকোলাসের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় তাকে অহরহ অত্যাচার ও মারধোর চালাতে লাগলেন। স্মাইকে কোন সময় নিকোলাসের কাছে দেখলেই ওদের আক্রোশ এবং রাগ গিয়ে পড়ে স্মাইক-এর ওপর। ফলে স্মাইককে অকারণ বেত্রাঘাত ও কীল, চড়, লাথি ইত্যাদিতে জর্জারিত হতে হয়।

এই অত্যাচারের অবশ্য আরেকটি দিকও আছে। মিঃ এবং মিসেস স্কুইয়ারস্ ধারণা করলেন যে স্মাইককে দিনরাত মারধোর করলে নিকোলাস ভয়ে আর তার সঙ্গে মেলামেশা করতে সাহস পাবে না। কিন্তু ফল হল উলটো। স্মাইক-এর ওপর যখন দিনের পর দিন অকারণ হীনভাবে পশুর মতো অত্যচার চলতে লাগলো তখন নিকোলাস রাগে দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে সে অত্যাচার সহ্য করতো। এবং সময়ে সময়ে সেদৃশ্য দেখতে না পেরে পাশের ঘরে চলে যেত। স্কুলের ছাত্ররা তখন অত্যন্ত ভয়ে প্রতিমুহূর্তে নিজেদের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতো। এই ভাবেই ডাথ্‌বয়েজ হল-এর ছেলেদের জীবন অত্যন্ত দুঃখে এবং কষ্টে অতিবাহিত হচ্ছিল। সেহেতু সেখানে তাদের দেখবার-শোনবার কেউ ছিল না। কোন কোন অভিভাবক আবার নিজেদের ছাত্রদের জন্যে আদৌ টাকা পাঠাতেন না। সুতরাং তাদের অবস্থা যে আরো শোচনীয় আকার ধারণ করতো একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

নিকোলাস প্রতিদিন ছাত্রদের পাঠ দিত এবং নিত। সে সব সময়ই একটা নিয়মানু-বর্তিতা মেনে চলতো এবং সকলকে মানতে বলতো। একদিন রাত্রে নিকোলাস স্কুল ঘরে একা একা পাইচারী করতে করতে ভাবছিল যে স্মাইককে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে এবং তার পক্ষে ওকালতী করে ফল ভাল হয় নি। কারণ এতে তার প্রতি অত্যাচার আরো বেড়েছে। স্মদিক-এর কথা মনে হলেই তার করুণা হত। নিকোলাস এই সব কথা চিন্তা করতে করতে ঘরের অন্ধকারময় একটি কোনে এসে দেখে যে স্মাইক একটি শতছিন্ন বইতে বার বাব মনযোগ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। তার দু'চোখ দিয়ে আঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। এবং সে প্রাণপণে সে পাঠ আয়ত্ব করবার চেষ্টা করছে।

নিকোলাস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেদৃশ্য দেখলো এবং পরে এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রাখলো।

স্মাইক হতাশ হয়ে চোখ তুলে বললোঃ পড়াশোনা আমার হবে না। আমি পারি না। কতোদিন যে আমি পড়ি না।

নিকোলাস আগেরই মত পিঠে হাত রেখে বললোঃ অনেক রাত হ'ল। এখন শুতে যাও। অকারণ চেষ্টা করে কোন ফল হবে না।

স্মাইক বই বন্ধ করে কিছুক্ষণ একভাবে নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে রইলো পরে কাঁদতে শুরু করলো।

নিকোলাস্ সে কান্নায় বিরক্ত হয়ে বললোঃ দেখো স্মাইক। কান্না-কাটি কোরো না। কান্না আমি সহ্য করতে পারি না।

স্মাইক রুদ্ধ গলায় বললোঃ ওরা আমার ওপর আরো বেশী অত্যাচার করছে। আপনি যদি কখনো এ-জায়গা ছেড়ে চলে যান তবে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

আমাকে শেষ করে দেবে।

ঃ না। আমি চলে গেলে হয়তো ওরা তোমার ওপর ভাল ব্যবহারও করতে পারে।

ঃ পারে না। কিন্তু আপনি কি সত্যিই কোথাও চলে যাবেন ?

ঃ হয়তো। মানে শেষপর্যন্ত হয়তো ওরা আমাকে চলে যেতে বাধ্য করবে।

ঃ আপনি চলে গেলে আমিও পালিয়ে যাব। আপনাকে আমি খুঁজে বার করবো।

নিকোলাস অবাক হয়ে স্মাইকের কথা শুনলো। তারপর একেবারে তাকে জড়িয়ে ধরে বললোঃ বেশ! আমাকে খুঁজে বার কোরো। তখন আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো। তোমার পাশে থাকবো। তোমার দুঃখ মেটানোর চেষ্টা করবো।

ওরা যখন পরস্পর কথা বলছিল তখন হঠাৎ স্কুইয়ারস্ চাবুক হাতে সেই ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

স্মাইক ঐ চাবুক দেখে মুহূর্তে ঘরের একটি অন্ধকার জায়গায় পালিয়ে গেল। নিকোলাস সোজাসুজি স্কুইয়ারসের সামনে এসে দাঁড়ালো।

[৯]

শীতের জানুয়ারী। অতি ভোরে নিকোলাস বিছানায় বসে নিজের কথা ভাবছিল আর নীচে মেঝেতে শুয়ে থাকা ছেলেদের দেখছিল। এই শীতেও ওদের স্বল্প বিছানা। লেপ নেই। চাদর নেই। বালিশ নেই। অপুষ্টির জন্য প্রত্যেকের চেহারাও জীর্ণ। বর্ণহীন মুখশ্রী। নিজের জীবনটাকে এরা টেনে টেনে বয়ে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। নিকোলাস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এমন সময় স্কুইয়ারস্ স্মাইককে ডাকতে ডাকতে বেত হাতে সেই ঘরে আচমকা এসে দাঁড়ালেন।

নিকোলাস্ তাকে দেখে অবাক হল। স্কুইয়ারসের রুদ্রমূর্তি সে দেখেছে। কিন্তু এমন হিংস্র হতে তাকে আগে কখনো নিকোলাস দেখেনি।

স্কুইয়ারস্ ঘরে এসেই সোজাসুজি নিকোলাসকে প্রশ্ন করলেনঃ স্মাইক্ কোথায় নিকলবি।

নিকলবি বললোঃ কৈ তাকে তো এখানে দেখছি না।

স্কুইয়ারস্ তার হাতের বেতটা ভাল করে নাচিয়ে নিয়ে বললোঃ বাজে কথা রাখো। তাকে কোথায় সরিয়ে ফেলেছ বলো। গতকাল রাতে আমি তাকে তোমার সঙ্গে দেখেছি। তখন একটি ছাত্র বললোঃ স্মাইক্ পালিয়ে গেছে স্যার। ও আর আসবে না।

ঃ পালিয়ে গেছে! স্কুইয়ারস্ অবাক হয়ে ঐ ছাত্রটির দিকে তাকালেন। তখন তার দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে।

ছেলেটি আবার বললোঃ আমার মনে হয় স্যার ও পালিয়ে গেছে।

ব্যাস! আর যাবে কোথায়। ছেলেটির পিঠে সপাসপ্ বেত পড়তে লাগলো। স্কুইয়ারস্ তাকে মেরেই ফেলে আরকি। ছেলেটি যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করতে লাগলো। আর সব ছেলেরা ভয়ে ঘরের এক কোনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো।

এমন সময় মিসেস্ স্কুইয়ারস্ হঠাৎ ঘরে এসে দাঁড়ালেন। তিনি স্কুইয়ারসের কাণ্ড দেখে বললেন ঃ কি হয়েছে।

স্কুইয়ারস্ হাতের বেত ফেলে দিয়ে বললেন ঃ স্মাইক্ পালিয়েছে। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ জবাবে বললেন ঃ পালাবেইতো। নিকোলাস এদের শিক্ষক। সে নিজেই ছাত্রদের এসব শেখাচ্ছে। তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম যে এমন শিক্ষকের আমাদের প্রয়োজন নেই। তখন তুমি শোনোনি। এখন বোঝো। মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ তাকে যদি একবার ধরতে পারি তবে আর আস্ত রাখবো না।

ঃ ধরতে পারলে তো। এখন আর দেরি না করে গাড়ী নিয়ে তুমি একদিকে বেরিয়ে পড়ো। আমি গাড়ী ভাড়া করে অন্য দিকে যাচ্ছি।

ওঁরা মুহূর্তে দু'জনে দুটো গাড়ী ভাড়া করে রাস্তার দু'দিকে চলে গেলেন।

নিকোলাস কিছুক্ষণ নিজের ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ছেলেদের নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে বললো। পরে আপন মনেই চিন্তা করতে লাগলো যে এবার আর এখানে নয়। স্মাইক্ চলে গেছে। ভালই হয়েছে। তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। এবারে সে'ও হিসাব-নিকাস্ চুকিয়ে দিয়ে চলে যাবে। এখানে আর নয়। এখানে এসে সে তীক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর নতুন কিছুই পায় নি।

স্কুইয়ারস্ অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ী ফিরে এলেন। স্মাইক্‌কে তিনি পাননি। বাড়ী এসে রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, স্মাইক্‌কে পেলে সে দেখে নেবে। আর না হলে এই সব ছাত্রদের চাব্‌গাবে।

নিকোলাস নিজের ঘরে বসে সব শুনলো। কিন্তু কিছুই বললো না। তবে মনে মনে সে চলে যাবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। এই ভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এলো। আবার রাত গড়িয়ে ভোর।

পরের দিন ভোরে আরেকটি গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়ালো। নিকোলাস তার নিজের ঘরে বসে জানালা দিয়ে দেখলো যে সে গাড়ী থেকে মিসেস্ স্কুইয়ারস্ নামছেন। এবং গাড়ীতে স্মাইককে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

খবরটা বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়তে ছাত্ররা এগিয়ে এলো স্মাইক্‌কে দেখতে। খবর পেয়ে স্কুইয়ারস্ বেত হাতে ছুটে এসে স্মাইককে টানতে টানতে ঘরে এনে নির্মম প্রহার শুরু করলেন। শেষে তাঁর প্রহার সহ্য করতে না পেরে নিকোলাস চোখ বুজলো। স্মাইক্ প্রায় অজ্ঞান। তার মাঝেও সে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলো। কিন্তু স্কুইয়ারসের বেত আর থামে না। আজ বোধ হয় স্মাইক্ শেষই হয়ে যাবে।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে এক সময় নিকোলাসের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। রক্ত তার গরম হয়ে উঠলো। সে সোজাসুজি মিঃ স্কুইয়ারসের কাছে এগিয়ে এসে বললো ঃ থামুন। ছাত্রদের এখানে এ ভাবে মারা চলবে না। এবারে আপনি একটা মারলেই আমি বাধা দেব।

নিকোলাসের কথা শুনে এবারে স্কুইয়ারস্ অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। স্কুলে এমন কথা তিনি জীবনেও শোনেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ ভিখিরীর ছেলে ভিখিরীর মত থাকবে। এক পা এগুলেই শেষ।

নিকোলাস এগিয়ে গিয়ে বললো : তোমার মত দশটা শয়তানকে আমি শেষ করে দিতে পারি। অনেক অপমান আমি সহ্য করেছি। আজ শেষ করে যাব। ছাত্রদের ওপর এ ভাবে নির্যাতন করতে আমি দেব না।

স্কুইয়ারস্ এর পর আর কোন কথা বললেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বেত হাতে ক্রোধে বন্য পশুর মত নিকোলাসের মুখে চাবুক বসিয়ে দিলেন। আর নিকোলাস সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্কুইয়ারসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবং তার গলা টিপে ধরে নির্মম ভাবে তার ওপর চাবুক চালাতে লাগলো।

ছাত্ররা নীরবে দাঁড়িয়ে। তারা সকলেই অবাক। এমন দৃশ্য তারা কল্পনাও করেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস্ স্কুইয়ারস, সেখানে এসে হাজির। সে ঐ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে লোকজন জড়ো করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর নিকোলাসকে কীল, চড়, ঘুষি মারতে লাগলেন। নিকোলাস তখন বেপরোয়া। সে মারতে মারতে স্কুইয়ারস্‌কে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। পরে সে সবার আগে স্মাইককে খুঁজলো। কিন্তু সারা বাড়ীতে কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। নিকোলাস শেষে আর দাঁড়ালো না। নিজের পোষাক-আশাক্ যা ছিল সব একটা ব্যাগে নিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে এলো। কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস পেল না। সে রাস্তায় এসেই সোজা গ্রেটা সেতুর পথ ধরলো। নিকোলাস জোরে জোরে পা চালাতে লাগলো। আড়াইশো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। পকেটে পয়সা যা আছে তা খুবই সামান্য। কোন গাড়ী ধরে যাওয়া চলবে না। পায়দলে চলতে হবে।

বেশ কিছু পথ এগিয়ে আসার পর নিকোলাস মিঃ জন ব্রাউডিকে এগিয়ে আসতে দেখলো। মিঃ জন ব্রাউডিকে সে মিঃ স্কুইয়ারসের বাড়ীতে দেখেছে। এবং আলাপও হয়েছে। মিঃ জন ব্রাউডি হচ্ছেন মিস্ প্রাইসের ভাবী স্বামী। এবং মিস্ প্রাইস আবার মিঃ স্কুইয়ারসের মেয়ের অকৃত্তিম বন্ধু। সেই সূত্রেই মিঃ জন ব্রাউডির মিঃ স্কুইয়ারসের বাড়ীতে যাতায়াত।

নিকোলাস কে একা একা এগিয়ে আসতে দেখে মিঃ জন ব্রাউডি ঘোড়া থেকে নেমে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে নিকোলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। পরে বললেন : আপনার মুখে ওটা কিসের দাগ।

তখন নিকোলাস সব ঘটনা খুলে বলে শেষে বললো : ব্যাটাকে উচিত শাস্তি দিয়েছি। এখন আমি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি।

নিকোলাসের কথা শুনে মিঃ জন ব্রাউডি হো হো করে হেসে উঠে বললেন : ঐ মাষ্টারটাকে আপনি শিক্ষা দিয়েছেন জেনে আমি খুব খুশি হলুম। ভাল কাজ করেছেন মশাই। আমি গত বিশ বছরে এমন সংবাদ শুনিনি। আপনি আমাকে অবাক করলেন। ইয়র্ক শায়ারে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।

নিকোলাস বললো : আমি লোকটাকে শাস্তি দিয়েছি এ কথা মনে রাখবেন।

: নিশ্চয়ই। আপনি যেন কোথায় যাচ্ছেন বললেন।

: লণ্ডনে। নিকোলাস জবাব দিল।

ঃ কিন্তু কত ভাড়া লাগবে জানেন কী ?

নিকোলাস দৃঢ় ভাবে জবাব দিল ঃ তা আমার জানা নেই। কারণ আমি পায়ে হেঁটেই পাড়ি দেব।

ঃ বলেন কি! মিঃ জনের মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো।

ঃ হ্যাঁ। তাই। কারণ গাড়ী করে যাবার মত পয়সা আমার আপাতত ঃ হাতে নেই।

ঃ নাই বা থাকলো। তাতে ক্ষতি নেই। মিঃ জন ব্রাউডি তখন নিজের পার্সটা নিকোলাসের হাতে দিয়ে বললেন ঃ এ থেকে আপনার যত খুশী নিতে পারেন। ভয় নেই। আমি আপনাকে কোন প্রকার অপমান করতে চাই না। আপনি আমার কাছ থেকে ঋণ স্বরূপ নিন। এবং পরে আপনার অবসর মত পাঠিয়ে দেবেন। কোন অসুবিধা হবে না।

নিকোলাস প্রথমে আপত্তি জানালো। বললো যে সে সারা পথ পায়ে হেঁটেই পাড়ি দেবে। কিন্তু শেষে জনের বিশেষ অনুরোধে সে শুধুমাত্র তার পথের খরচাটুকুই ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করলো। তাতে জন খুব খুশি হয়ে বললেন ঃ আপনার যাত্রা শুভ হোক। আপনি স্কুল মাস্টারকে মার দিয়েছেন একথা যতবার ভাবছি ততই আমার হাসি পাচ্ছে। আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন। ইয়র্কশায়ারে এমন কাজ কেউ করতে পারে নি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মিঃ জন ব্রাউডি নিকোলাসকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আবার নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন।

নিকোলাসের পুনরায় যাত্রা শুরু হল। কিন্তু বেশীপথ অতিক্রমের আগেই সন্ধ্যা নেমে এলো। বাইরে অসম্ভব তুষারপাতে পথ চলা কঠিন। কাজেই নিকোলাস আর কোন উপায় না দেখে সামনের চটিতে এসে সে রাতের মত আশ্রয় নিল। পরের দিন টানা পায়ে বেশ কিছু পথ এগিয়ে এসে সন্ধ্যার আগেই বরোব্রীজ শহরে এসে পৌঁছে গেল এবং একটা গোলাবাড়ীতে আশ্রয় নিল। পথ এখন অনেক। আরো অনেক পথ নিকোলাসকে পাড়ি দিতে হবে। ক্লান্ত নিকোলাস কিছু খাবার খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লো। ঘুম এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে নিকোলাস যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। এমন সময় সেই ঘরে একটি নিশ্চল মূর্ত্তিকে দেখে সে অবাক। এমন অবাক নিকোলাস জীবনেও হয় নি।

স্মাইক্ দাঁড়িয়ে। তারই সামনে। অনড়। পরে নিকোলাস তাকে ডাকতে, সে গুটি গুটি এগিয়ে এসে বললো ঃ আমার অপরাধ নেবেন না। আমায় আপনি মাপ করুন। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিন। আপনি আমার বন্ধু। আমি সারা জীবনে কারো কাছে কোন করুণা, কোন মায়া-মমতার কথা শুনিনি। কিন্তু আপনি শুনিয়েছেন। আপনি আমাকে সত্যিকারের ভালবাসার স্বাদ অনুভব করিয়েছেন। আমি সেবার জন্যে আপনার কাছে থাকতে চাই।

নিকোলাস বললো ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি করে এখানে এলে। তুমি তো আমাকে অবাক করে দিয়েছো বন্ধু।

স্মাইক্ বলতে লাগলো ঃ আপনার সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু এত পথ আপনাকে আমি জানতে দিনি। যদি আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

নিকোলাস অবাক হয়ে বললো ঃ তুমি সারা পথ একা একা আমার সঙ্গে এলে। আশ্চর্য !

ঃ হ্যাঁ ঃ আমি এই সারা পথ আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আপনি চটিতে চটিতে এসে ঘুমিয়েছেন। আমি গোপনে আপনাকে পাহারা দিয়েছি। আপনি আবার যাত্রা করেছেন। আমিও করেছি।

স্মাইকের কথায় নেকোলাস ভাবে অভিভুত হতে স্মাইককে জড়িয়ে ধরে বললো ঃ আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। আমার ভাই। তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে। এ জগতে আমি যেমন ব্যবহার পাবো, তুমিও তেমন পাবে। এখন থেকে সারা জীবন আমরা এক সঙ্গেই কাটাবো। তুমি এসো স্মাইক্।

নিকোলাস নিজের ব্যাগ কাঁধে নিয়েস্মাইকের হাত ধরে আবার যাত্রা শুরু করলো। এখনও অনেক পথ তাদের পাড়ি দিতে হবে। পথ চলায় আনন্দ খুঁজে নিতে হবে।

নিকোলাস এবং স্মাইক।

[১০]

ওরা দু'জনে অনেক পথ পার হয়ে এবং একরাশ ক্লান্তি নিয়ে লণ্ডনে এসে হাজির হল। পরে অনেক খুঁজে চলে এলো একেবারে গোল্ডেন স্কোয়ারে। যেখানে মিঃ রালফ্-এর কর্ম্মচারী মিঃ নিউম্যান নগস্-এর বাস। নিকোলাস মিঃ নিউম্যানের ঠিকানা পেয়েছিল তারই লেখা চিঠি থেকে। যে চিঠি নিকোলাস শিক্ষকতা নিয়ে চলে যাবার সময় মিঃ নিউম্যান নিজেই তাকে গোপনে দিয়েছিল। সেই চিঠির ঠিকানা দেখে নিকোলাস এবং স্মাইক্ অনেক পথ পরিক্রমা করে ডথ্‌বয়েজ হল থেকে প্রথমে লণ্ডন এবং পরে গোল্ডেন স্কোয়ারে এসে দাঁড়ালো।

গোল্ডেন স্কোয়ার লণ্ডন শহরের একটি বহু পরিচিত এবং প্রাচীন অঞ্চল। এ অঞ্চলের বাড়ীগুলো আকারে বড় বড় এবং অনেক দিনের। প্রায় সব বাড়ীগুলোই বে-মেরামত অবস্থায় পড়ে আছে। সেই সব বাড়ীর যে কোন একটিতে মিঃ নিউম্যান নগস্-এর বাস।

সময় সন্ধ্যা। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। মিঃ নিউম্যান নগস্ একা একা ঘরে বসে আগুন পোয়াচ্ছে এবং গরম পানীয় খাচ্ছে। আজকে সন্ধ্যায় সে মিঃ কেন্ উইগস্ পরিবারে নিমন্ত্রিত। মিঃ কেন্ উইগস্ পরিবারটি এ বাড়ীরই অপর অংশে বাস করেন। মিঃ উইগস্ হাতির দাঁতের কারবারী। অবস্থা ভাল। আজকে তাঁদের বিবাহ বার্ষিকী। মিঃ নিউম্যান সেই বার্ষিকীতেই নিমন্ত্রিত। মিঃ নিউম্যান আগুন পোয়াতে পোয়াতে সেই কথাগুলোই চিন্তা করছিল। এবং নিজেকে যাবার জন্যে প্রস্তুত করছিল। এমন সময় তার বন্ধু মিঃ ক্রোল ঘরে এলো। মিঃ ক্রোল মিঃ নিউম্যানের পাশের ঘরের বাসিন্দা। সে ঘরে এসে দাঁড়াতে মিঃ নিউম্যান বেশ খুশি

হল। এতক্ষণ একাকীত্বের হাত থেকে বাঁচলো। এবং অনেকক্ষণ বসে তার সঙ্গে গল্প করতে লাগলো। শেষে তার বন্ধু মিঃ ক্রোলকে তার ঘরে বসিয়ে রেখে নিজে মিঃ কেন্ উইগস্-এর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে তার আসরে এসে বসলো।

আসর তখন জম্-জমাট। নাচ-গান এবং অপর্য্যাপ্ত আহারের আয়োজন। সে আয়োজন মিঃ কেনের অবস্থাকেই বিজ্ঞাপিত করছিল। মিঃ নিউম্যান অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইলো। গান-বাজনা শুনলো। আলাপ-আলোচনা করলো এবং শেষে আহারে বসলো।

আসর তখনও শেষ হয়নি। একজন ভদ্রলোক এসে মিঃ নিউম্যানকে বললো যে দু'জন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে তারই ঘরে বসে আছে। তাদের দেহ মলিন। সারা জামা-কাপড় কর্দ্দমাক্ত এবং বৃষ্টিতে ভেজা। তারা মিঃ নিউম্যানের সঙ্গে এই রাত্রেই দেখা করতে চায়।

কথা শুনে মিঃ নিউম্যান অবাকই হল। এই ঝড়-জলের রাতে কাক-ভেজা ভিজে আবার কারা এলো তার সঙ্গে দেখা করতে। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে, উপস্থিত অভ্যাগতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, নিজেকে প্রস্তুত করে নিল, আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

কিন্তু ঘরে এসেই অবাক। মিঃ নিউম্যান এত অবাক জীবনেও হয় নি। কাক-ভেজা ভিজে নিকোলাস এবং স্মাইক্ তারই সামনে দাঁড়িয়ে। এবং তাদের চেহারা দেখলে বলতে হবে না যে তারা ক্লান্ত, অবসন্ন এবং পরিশ্রান্ত। মিঃ নিউম্যান নগস্ তাড়াতাড়ি তাদের পোষাক পাল্টাবার ব্যবস্থা করলো। এবং কিছু খাবারও জোগাড় করে আনলো। তারা পোষাক পাল্টে এবং খাওয়া শেষ করে একটি অগ্নিকুণ্ডের পাশে এসে বসলো।

ওরা কিছুক্ষণ আগুনে ওদের শরীর গরম করলো। দীর্ঘপথ ভিজে ভিজে আসতে হয়েছে। ঠাণ্ডা লেগেছে অপর্য্যাপ্ত। ওরা আগুন পোহাতে লাগলো। আর মিঃ নিউম্যান পাশে বসে ওদের খবর সংগ্রহ করতে লাগলো।

কথা প্রসঙ্গে নিকোলাস বললো : আমার মা এবং বোন কেমন আছেন ?

মিঃ নিউম্যান জবাব দিল : ভাল।

: তাঁরা কি এই শহরেই আছেন ?

: আছেন।

: আমার জ্যেঠামশাই ? তিনি ?

: তিনি দু'চার দিনের জন্যে বাইরে গেছেন।

নিকোলাস সে কথা শুনে একটু চিন্তা করে বললো : আচ্ছা ! আমার জ্যেঠামশাই কি ইয়র্কশায়ার থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন।

মিঃ নিউম্যান সে কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলো। নিকোলাস একটু পরে বললো : সংকোচের কোন কারণ নেই বন্ধু। তুমি আমাকে অসংকোচেই সব জানাতে পার। কারণ ভবিষ্যতে কিছুই গোপন থাকবে না। আমি জানতে পারবোই। এবং তুমি জানবে যে এখন আমি আমার ভাল-মন্দ এ সব কিছুর

জন্যেই প্রস্তুত আছি। সুতরাং তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

এ কথার পর নিকোলাস ইয়র্কশায়ারের সব ঘটনাই মিঃ নিউম্যানকে খুলে বললো এবং শেষে জানালো, ঐ লোকটাকে আমি শাস্তি দিতে পেরে খুবই আনন্দিত। যদিও আমি আশা করছি যে, সে আমার জ্যেঠামশাইকে আমারই বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছে। যা সব সত্যি নয়। সেইজন্যেই বলছি যে আমি এখন সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত। তুমি সব ঘটনা আমাকে জানাতে পার।

মিঃ নিউম্যান তখন বুকে সাহস পেয়ে বলল যে নিকোলাসের কথাই সত্যি। তার জ্যেঠামশাই ইয়র্কশায়ার থেকে একটি চিটি পেয়েছেন। তবে তার জবাব এখনো দেওয়া হয় নি। কারণ চিঠি পাবার পরই তার জ্যেঠামশাইকে বিশেষ একটা কাজে বাইরে চলে যেতে হয়। কিন্তু সে-চিঠির জবাব একটা নিশ্চয়ই পরে যাবে।

নিকোলাস বললো : সে চিঠি কি তুমি দেখেছ?

মিঃ নিউম্যান বললো : হ্যাঁ। আমি দেখেছি। এবং গোপনে তার নকলও রেখেছি। মিঃ নিউম্যান সেই নকল চিঠিখানা নিকোলাসের হাতে দিল।

নিকোলাস সে-চিঠি পড়তে লাগলো।

চিঠিতে লেখা :

ডথ্‌ বয়েজ হল
বৃহস্পতিবারের সকাল।

যথাযত শ্রদ্ধাসহকারে
মহাশয়,

আমাকে আপনি আশাকরি চিন্‌তে পারবেন না। আমি আপনার পরিচিত এবং বন্ধু মিঃ স্কুইয়ারস্‌-এর কন্যা ফ্যানী স্কুইয়ারস্‌। এ চিঠি আমার পিতাই আপনাকে লিখতেন। কিন্তু আপনার ভাইপো, যাঁকে আপনি আমাদের এখানে শিক্ষকতার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন, সে আমার পিতাকে বর্ণাতীত ভাবে অপমান এবং আঘাত করে এ-শহর ত্যাগ করেছে। সেইজনোই তিনি বর্তমানে আপনাকে পত্র লিখতে একেবারেই অক্ষম। আমার পিতার অবস্থা এখন খুবই গুরুতর। ডাক্তারের মতে আমার পিতার আর একটু হলেই মাথায় আঘাত লাগতো। এবং চির জীবনের মত মস্তিষ্ক বিকৃতির আশংকা ছিল।

আপনার ভাইপো আমার পিতাকেই শুধু আঘাত করে নি। আমাকে এবং আমার ভাইকেও আঘাতের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। সে এখন পলাতক। এবং যাবার সময় আমাদের একটি দামী আংটি এবং এই বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। আপনার ভাইপো যদি আপনার কাছে যায় তবে আপনি দয়া করে আমাদের আংটি-টি ফেরৎ পাঠাবেন।

আপনার ভাইপোর যা স্বভাব এবং প্রকৃতি তাতে আমার মনে হয় যে, সে ভবিষ্যতে কোন খুনের আসামী হয়ে ধরা পড়বে এবং ফাঁসী হবে।

যাইহোক এ পত্রের ত্রুটি মার্জনা করবেন এবং আশাকরি উত্তর দেবেন। ইতি—

শ্রদ্ধাসহকারে
বিনীতা
ফ্যানী স্কুইয়ারস্‌

পত্র পাঠ শেষ করে নিকোলাস বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। পরে বললো ঃ আচ্ছা। আমার মা এবং বোন কি এ সংবাদ জানেন।

মিঃ নিউম্যান বললো ঃ না। তাঁরা এখনো এ সংবাদ পাননি।

ঃ ঠিক আছে। কাল সকালেই আমি আমার মায়ের কাছে যাব এবং সত্য ঘটনা তাকে জানাবো।

ঃ বেশ! তাই হবে। তাহলে আপাততঃ শুয়ে পড়া যাক। রাত অনেক হয়েছে।

ওরা সকলেই অগ্নিকুণ্ডের পাশ থেকে উঠে পড়লো। এমন সমন ওপরের মিঃ কেন্ উইগসের শোবার ঘর থেকে একটা কান্না এবং চিৎকার ভেসে আসতে লাগলো। ওরা তখন নীচের ঘরে আসর জাঁকিয়ে উৎসব পালনে ব্যাস্ত। নিকোলাস প্রথমে কান্না এবং ওপরের আওয়াজটা ভাল করে শুনলো। তারপর এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল।

ওপরের চিৎকার এবং কান্না যখন আরো বাড়লো, তখন নীচের উৎসব বন্ধ হল। আমন্ত্রিত অতিথিরা উৎসব বন্ধ করে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এবং ওপরে ছুটতে লাগলেন। সবাই বুঝলেন যে ওপরে মিঃ কেনের শোবার ঘরে কিছু একটা হয়েছে। ও ঘরে মিঃ কেনের দুটি শিশু ঘুমিয়ে আছে। এবং অত্যন্ত শীতের জন্যে ও ঘরে আগুনও রয়েছে। সুতরাং কিছু একটা বিপদ নিশ্চয়ই ঘটেছে।

মিসেস্ কেন উইগস্ নীচে থেকেই বাড়ী ফাটিয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে বুঝি পুড়ে গেল।

মিঃ কেন্ ও আরও অনেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। এমন সময় নিকোলাসকে একটি শিশুকে কোলে করে ওপরের ঘর থেকে নীচে নেমে আসতে দেখা গেল। মিসেস্ কেন্ তাড়াতাড়ি তাঁর শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে দেখতে লাগলেন যে কোথাও পুড়েছে কিনা। তা দেখে নিকোলাস বললো ঃ ভয় পাবেন না। আপনার খোকা ভালই আছে। আর ঘরেরও কোন ক্ষতি হয়নি। আপনার পরিচারিকার বয়স অল্প। সে আগুনের পাশে বসে আপনার শিশুদের পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই কারণে তার চুলে আগুন ধরে যায়। আপনারা যে চিৎকার এবং কান্না শুনেছেন, তা ঐ মেয়েটির। আমি চিৎকার শুনে ওপরে যাই এবং তার চুলের আগুন তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলি। সেইজন্যেই আপনাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে দেরি করলে ঐ মেয়েটি আরো ভয় পেত এবং আপনাদের অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। এমনকি আপনাদের সন্তানের গায়েও আগুন লাগতে পারতো। যাইহোক কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। এইটাই আনন্দের।

মিসেস্ কেন্ সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেয়েটিকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সবাই তখন নিকোলাসকে নিয়ে পড়লো। চারিদিক থেকে নিকোলাসকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাতে লাগলো। কেউ কেউ আশীর্বাদও করলো। নিকোলাস বিনীত ভাবে সে সব অভিনন্দন গ্রহণ করলো এবং অত্যাধিক পরিশ্রমের জন্যে সকলেন কাছে বিদায় অনুমতি চাইলো। সে বললো ঃ আবার

আপনারা উৎসব করুন। তবে সে উৎসবে আমার যোগদানের কোন শক্তি নেই। আজ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি বিশ্রামের জন্যে আপনাদের কাছে বিদায়ের অনুমতি চাইছি। আপনারা অনুমতি দিলে আমি মিঃ নিউম্যানের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারি।

নিকোলাসের এ কথায় কেউ আর কোন প্রকার আপত্তি জানালেন না। সবাই তাকে অভিনন্দন সহকারে বিদায় জানালেন। নিকোলাস সে স্থান ত্যাগ করে মিঃ নিউম্যান নগস্-এর ঘরে বিশ্রাম নিতে চলে এলো।

সবাই তখন এক বাক্যে নিকোলাসের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। কেউ বললেন : চমৎকার ভদ্রলোক। ব্যবহার ভাল। চরিত্র ভাল। এমন ভদ্রলোক সহজে মেলা ভার।

মিসেস্ কেন্ বললেন : ভারী মিষ্টি চেহারা ছেলেটির। আর চাল-চলনেও বেশ আভিজাত্যের ছাপ আছে। মনে হয় কোন অভিজাত বংশীয়।

বাইরে যখন নিকোলাসের আলোচনায় সকলে মুখর, নিকোলাস তখন মিঃ নিউম্যানের ঘরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সারাদিনের ক্লান্তিতে ক্ষয়ে যাওয়া শরীরে শরীরে তখন অঢেল ঘুম নেমেছে।

[১১]

পরের দিন সকাল। নিকোলাস ঘুম থেকে উঠে জানালায় এসে দাঁড়ালো। সে খুবই চিন্তিত। হাতে পয়সা আর নেই বললেই চলে। এখুনি একটা কাজ যোগাড় না করতে পারলেই নয়। যে করে হোক একটা কাজ চাই-ই। তারপর একটা ঘরও ভাড়া করা দরকার। অবশ্য আপাততঃ নগস্-এর এ ঘরেও দিন কাটানো চলে। তবে তাকে অসুবিধায় ফেলতে নিকোলাসের মন চাইলো না।

নিকোলাস ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে লাগলো। নানা চিন্তা তার মাথায় জট্ পাকাতে লাগলো।

নিকোলাস খোঁজ নিয়ে জানলো যে ঐ বাড়ীতেই একখানা ঘর খালি আছে। এবং ভাড়াও অল্প। নিকোলাস আর দেরী না করে সে-ঘরখানা ভাড়া করে ফেললো। তারপর নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রও কিনে নিয়ে এলো। স্মাইক্ ঘরে বসে এসব দেখতে লাগলো আর গত রাতের বাসি রুটি চিবুতে লাগলো। নিকোলাস তার ঘরের কাজ শেষ করে স্মাইক্‌কে ঘরে বসিয়ে রেখে রাজপথে নেমে এলো।

একটু কিছু কাজ তাকে জোগাড় করতেই হবে। নিজের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে নিকোলাস একেবারেই নারাজ। নগস্‌কে অসুবিধায় ফেলবার ইচ্ছা তার একেবারেই নেই। যদিও নগস্ এ দায়িত্ব খুশি মনেই পালন করতে চাইবে। তবুও নয়। একটা কাজ আজই তাকে পেতেই হবে। নিকোলাস টানা পায়ে পথ চলতে লাগলো।

অনেক পথ পেরিয়ে এসে নিকোলাস একটা রাস্তার মোড়ে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। সামনে তাকিয়ে দেখলো যে একটা বাড়ীর দেওয়ালে সাইনবোর্ডে লেখা আছে, "জেনারেল এজেন্সি অফিস"। নিকোলাস একভাবে কিছুক্ষণ ঐ সাইন বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। একটু ভাবলো। পরে সেই বোর্ড অনুশরণ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ওপরে উঠতেই একজন ভদ্রলোক নিকোলাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিকোলাস ঐ এজেন্সির বিসদ বিবরণ জানতে চাইলো। ভদ্রলোক বললেন: আপনার, কি ধরনের কাজ হলে ভাল হয়?

নিকোলাস বললো: কোন বিশিষ্ট লোকের সেক্রেটারীর কাজ অথবা ঐ ধরণের কোন কাজ হলেই ভাল হয়।

ভদ্রলোক তখন বললেন: আচ্ছা ভেতরে আসুন। আমি দেখছি। ভদ্রলোক নিকোলাসকে ভেতরে নিয়ে এলেন। পরে নানা প্রকার কাগজ-পত্র এবং ফাইল দেখে বললেন: হ্যাঁ। পাওয়া গেছে। পার্লামেণ্টের একজন সদস্য আছেন। নাম মিঃ গ্রেগস্ বেরি। থাকেন ম্যাঞ্চেষ্টার ভবনে। এখান থেকে খুব বেশীদূর নয়। তাঁর একজন সেক্রেটারী প্রয়োজন বলে তিনি জানিয়েছেন। আপনি ম্যানচেষ্টার ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

নিকোলাস তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

ম্যানচেষ্টার ভবন খুঁজে বার করতে নিকোলাসের বিশেষ অসুবিধা হল না। নিকোলাস সে ভবনের ভেতরে ঢুকে একটি বড় ঘরের দেওয়ালে মিঃ গ্রেগস্‌বেরির নাম লেখা দেখতে পেল। সে ঘরে অনেক লোকের ভীড়। নিকোলাস অনুমানে বুঝলো যে ওদের মাঝখানে যে বিশিষ্ট লোকটি বসে ওদের বক্তব্য শুনছেন, তিনিই পার্লমেণ্ট সদস্য। নিকোলাস সবার পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলো। বুঝতে পারলো যে এরাই গ্রেগস্‌বেরির ভোটদাতা। এরা ভোট দিয়েই মিঃ গ্রেগস্‌বেরিকে পার্লামেণ্টে পাঠিয়েছে। কিন্তু তিনি এখন ভোটদাতাগণের কথামত চলছেন না। নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। এবং প্রয়োজনে এই সব ভোট দাতাদের পক্ষ সমর্থন না করে অন্যের পক্ষ সমর্থন করছেন। ভোটদাতাগণ তাঁর এই ব্যবহারে খুব্ধ হয়ে তাঁকে অভিযোগ জানতে এসেছেন।

নিকোলাস দেখলো যে ভোটদাতাদের শত অভিযোগ এবং অনুযোগ সত্বেও সেই ভদ্রলোকটি শুধুমাত্র বিনয়ের হাসি হাসলেন। মুখে বিশেষ কিছুই বললেন না।

তাঁর এই ব্যাবহারে তাঁরা আরও খুব্ধ এবং রাগান্বিত হলেন। এবং শেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে-ভবন ত্যাগ করলেন।

ভদ্রলোকটি তখন নিজের কাজে মন দেবার চেষ্টা করলেন। এবারে নিকোলাস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সামনে এসে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক হঠাৎ নিকোলাসকে দেখতে পেয়ে বললেন: কে আপনি? আপনি এখানে কি চান? আপনি কি ভোটার? গোয়েন্দা? না সাংবাদিক? আমার সম্বন্ধে কাগজে অনেক কিছুই লেখা হচ্ছে যা একটুও সত্যি নয়।

ভদ্রলোকের কথার তোড়ে নিকোলাস দু'পা পিছিয়ে গেল। পরে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তার এখানে আসার কারণ ব্যক্ত করলো। 'জেনারেল এজেন্সি অফিস' যে তাকে এখানে পাঠিয়েছে সে কথাও নিকোলাস জানালো।

ভদ্রলোকের গলার স্বর তখন একটু নরম হল। তিনি নিকোলাসকে ঘরে এনে বসালেন। এবং বললেন : একজন পার্লামেন্টের সদস্যের সেক্রেটারী হওয়া খুবই কঠিন কাজ। এ ধরনের সেক্রাটারীর কি যে কাজ তা কি আপনি জানেন ?

নিকোলাস বললো : মোটামুটি জানা আছে।

তিনি বললেন : যেমন ?

: যেমন ধরুণ : চিঠিপত্র লেখা। সেগুলো সঠিক জায়গায় পাঠানো। কাগজ-পত্র এবং দলিল-দস্তবেজ্ ঠিক রাখা। আপনার নির্দেশমত জরুরী সব পত্র লেখা। আপনার বক্তৃতার নকল রেখে কাগজে ছাপতে পাঠানো। আপনার প্রতিদিনের কাজের তালিকা তৈরী করা এবং আপনাকে সময় মত মনে করিয়ে দেওয়া। এই ধরনের নানা কাজ করতে হবে বলেই আমি মনে করি।

: চমৎকার। আমি খুশি। ভাল কথা। আপনার নামটা কি ?

ভদ্রলোক নিকোলাসের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

নিকোলাস বললো : আমার নাম নিকলবি।

ভদ্রলোক বললেন : আপনার কাজের কথা সবই শুনলাম। আপনি যে-সব কাজের কথা বললেন সে-সব কাজ তো করতেই হবে। এ ছাড়া আরও কাজ আছে।

নিকোলাস বললো : আপনি বলুন কি কাজ।

: আমার সেক্রেটারীর প্রধান গুণ হবে পররাষ্ট্রনীতি। পররাষ্ট্রনীতিতে তার জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য থাকবে। সমস্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় গুলো পড়তে হবে। সভা-সমিতিতে জন-নেতারা যা বলবেন তা জেনে রাখতে হবে। এবং সময় মত আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে। আপনি কি এ সমস্ত কাজ পারবেন ?

: আমি পারবো।

: বেশ। তাহলে শুরু করুন। এবং এ-সব কাজের জন্যে আপনাকে সপ্তাহে ১৫ শিলিং বেতন দেওয়া হবে।

নিকোলাস অবাক হয়ে বললো : সেকি। মাত্র ১৫ শিলিং।

: কেন ? কম হল। মিঃ গ্রেগস্‌বেরি চোখ তুলে নিকোলাসের দিকে তাকালেন।

: কিন্তু দায়িত্ব তো অনেক।

: তা তো হবেই। সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই বেশী।

: আমি দুঃখিত মিঃ গ্রেগস্‌বেরি। নিকোলাস উঠে দাঁড়িয়ে বললো : আমার পক্ষে এ-কাজ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নমস্কার। আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত।

মিঃ গ্রেগস্‌বেরি ও উঠে দাঁড়ালেন। নিকোলাস আর দেরী না করে রাস্তায় নেমে এলো এবং ক্লান্ত পায়ে পথ চলতে লাগলো।

বাড়ী ফিরতেই নিউম্যাম নগস্ সামনে এসে দাঁড়ালো। নিকোলাস হতাশ হয়ে

বললো ঃ কিছুই হল না। বুঝলে। খাওয়া-থাকার খরচা দূরে থাক, ঘর ভাড়াটাও জোগাড় করতে অসুবিধা হবে। জ্যেঠামশাই আসবার আগেই যদি আমার যা'হোক কিছু একটা কাজ জোগাড় করে নিতে পারতাম, তবে নির্ভয়ে আমি তার কথার জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু কাজ একটা না পেলে আমার মন স্বাভাবিক ভাবেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

নিউম্যান কথা শুনে বললো ঃ একটা সামান্য কাজ অবশ্য আছে, তবে সে কাজ এতই সামান্য যে আপনার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

ঃ কি সে কাজ ? নিকোলাস সাগ্রহে তাকালো।

নিউম্যান বললো ঃ গত রাত্রে আপনি যে শিশুকে আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন তার মা আজ সকালে আমার কাছে আপনার পরিচয় জানতে চাইছিল।

ঃ কেন ?

ঃ তিনি তাঁর সন্তানদের ফরাসীভাষা শেখাবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজছেন। এবং আপনার কথা বলছিলেন। তবে বেতন মাত্র সপ্তাহে ৫ শিলিং। সেইজন্যেই আমি বলছিলাম যে এ-কাজ না নেওয়াই ভাল।

নিকোলাস জবাবে বলল ঃ তুমি দেখো নগস্। আমি আপাততঃ এ কাজ নেব। কারণ একই বাড়ীতে বলে কাজ করতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

ঃ এ কাজটা অবশ্য আপনি যখন খুশি করতে পারেন। সময় কোন বাঁধাধরা নেই।

নিকোলাস আবার বললো ঃ তুমি দেখো নগস্। আমি পড়াতে রাজী।

নিউম্যান আনন্দে সে সংবাদ মিসেস্ কেন্ উইগস্ কে জানালো। মিসেস্ কেন্ উইগস্ খুশি হয়ে এগিয়ে এসে নিকোলাসের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করলেন। এবং নিকোলাস সেই দিন থেকেই শিক্ষকতার কাজ শুরু করলো।

[১২]

এবারে আমরা মিস্ কেট্ নিকলবির আলোচনায় আসবো।

মিস্ কেট্ নিকলবি নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর দোকানে এসে হাজির হল। মনটা তার স্বাভাবিক ভাবেই ভারাক্রান্ত। বাবা মারা না গেলে এমন কাজ তাকে কোনদিনও করতে হত না। কিন্তু সময় মানুষের সমান যায় না। তাই বাধ্য হয়েই আজ তাকে এ কাজে নিযুক্ত হতে হয়েছে। এখন একমাত্র তার ভাই নিকোলাসই ভরসা। তার উন্নতি হলেই তবে আজকে তাদের সংসারের উন্নতি হবে। আর তা যদি না হয়, তবে তাকে দীর্ঘদিন এই ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর পোষাকের দোকানে পড়ে থাকতে হবে। তিনি লোক কেমন। কিম্বা এ কাজ-ই বা কেমন এ সব কিছুই তার জানা নেই। এ তার এক নতুন জগতে পদক্ষেপ। এখন দেখাই যাক। কি দাঁড়ায়।

মিস্ কেট্ নিকলবি নানা কথা চিন্তা করতে করতে ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনীর বাড়ীর

কড়া নাড়লো।

একজন ভৃত্য দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো।

কেট্ বললো: ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী আছেন?

: হ্যাঁ! আছেন।

: তা'হলে তাকে বলো যে আমি মিস্ কেট্ তাঁর দোকানে কাজে এসেছি। আজ থেকে আমার এখানে কাজ করবার কথা আছে।

ভৃত্য বললো: ও! তা'হলে আপনি এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।

মিস্ কেট্ ওপরের ঘরে এসে বসলো। এবং শুনতে পেল যে পাশের ঘরে মিঃ এবং মিসেস্ ম্যাণ্টালিনীর মধ্যে নানা প্রকার ঝগড়া চলছে। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী তাঁর স্বামীর চরিত্রে বারবার সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এবং তাঁর স্বামী বারবার তা অস্বীকার করছেন। তিনি স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা করছেন! স্ত্রী তাঁর স্বামীর চরিত্র দোষের জন্যে কিছুতেই টাকা দেবেন না। আর তাঁর স্বামীও ছাড়বেন না। এই ভাবে ও-ঘরে ঝগড়া চলতে লাগলো! আর এ-ঘরে মিস্ কেট্ একা একা চুপ করে বসে সে ঝগড়া শুনতে লাগলো! বাড়ীর ভৃত্য ম্যাডামকে ডেকে দিচ্ছে বলে সেই যে চলে গেল আর তার দেখা নেই। অনেকক্ষণ একা ও-ঘরে বসে থেকে মিস্ কেট্ কেমন যেন অসহায় অনুভব করতে লাগলো।

পাশের ঘরে ঝগড়া তখনও চলেছে। মিঃ ম্যাণ্টালিনী তাঁর স্ত্রীকে নানা ভাবে সততা প্রমাণের চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং নানা মিষ্টি কথায় ও আদরে ম্যাডামকে খুশি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ টাকা তাঁর চাই-ই। এবং এখনই।

মিস্ কেট্ এ-ঘরে বসে বুঝতে পারলো যে শেষে ম্যাডাম্ তাঁর স্বামীর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন এবং তাঁকে টাকা দেবার জন্যে এ-ঘরে এলেন। এ-ঘরে এসেই তিনি অবাক। কেট্ উঠে দাঁড়ালো। ম্যাডাম্ বললেন: তুমি কতক্ষণ।

কেট্ বললো: বেশ কিছুক্ষণ। আপনার ভৃত্য আমাকে এখানে বসিয়ে আপনাকে ডাকতে গেল। কিন্তু আপনাকে খবর দিয়েছে কিনা আমি জানি না।

: ওকে আমি এবার তাড়াবো। কিছুই কাজ করে না। কোন কথাও শোনে না। যাই হোক, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী কেট্‌কে বাড়ীর পেছনের একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ও-ঘরে আরও অনেক মেয়েরা পোশাকের কাজ করছিলেন। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী মিস্ ন্যাগ্‌কে ডেকে কেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন: ওর সম্বন্ধে তোমাকে আমি আগেই বলেছি। আপাততঃ একে হালকা ধরনের কাজ দেবে। পরে কাজ বুঝে কাজে লাগাবে। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী তাঁর কথা শেষ করে চলে গেলেন। কেট্ কাজ শুরু করলো। মিস্ ন্যাগ্ তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলো। এবং তার সম্বন্ধে নানা কথা জেনে নিতে লাগলো।

এই ভাবে সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো। খাবারের ঘণ্টা পড়লো। সকলে খাবারের জন্যে তৈরী হল।

আহারের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। পরে আবার কাজ শুরু। শেষে দুপুর পাড়িয়ে বিকেল এলো।

বিকেলে একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা পোশাক দেখতে এলেন। মিস্ ন্যাগ্ কেট্‌কে পোশাক দেখাবার জন্যে এগিয়ে দিল। কিন্তু কেট্ ঐ মহিলাকে বিশেষ সুবিধায় আনতে পারলো না। ভদ্র মহিলা বরং একটু বিরক্ত মনোভাবই প্রকাশ করে বিদায় নিলেন।

কেট্ গম্ভীর হয়ে গেল। তারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। সে মিস্ ন্যাগের কাছে তার অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা চাইলো। কিন্তু মিস্ ন্যাগ্ বললো যে প্রথম প্রথম এমন হবেই। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা নেমে এল। দোকানের কর্মচারীদের ছুটির ঘণ্টা বাজলো। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী সামনে এসে দাঁড়ালেন। সব শুনলেন। তারপর সবাইকে সে-দিনের মত বিদায় জানালেন।

কেটু ছুটি পেয়ে বাড়ীর পথে রওনা হল। আজকে মাকে সে, সব খুলে বলবে এবং পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবে।

[১৩]

ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর পোশাকের দোকানে কেট্‌কে নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। কেট্ এখন এ-দোকানে নতুন। সুতরাং তাকে নিয়ে আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক।

আলোচনা প্রসঙ্গে মিস্ ন্যাগ্ ম্যাডামকে বললো ঃ কেট্ মেয়েটি সত্যিই ভাল। ও;ক দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে।

ম্যাডাম বললেন ঃ কি কাজ হবে তা'তো বুঝি না। খরিদ্দার তো দেখছি ওকে দেখে বিরক্তই হচ্ছে। ব্যবহারও জানে না। এমন মেয়েকে দিয়ে আমার কাজ চলবে কিনা জানি না।

মিস্ ন্যাগ্ বললো ঃ সবে নতুন এসেছে। তবে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া যাবে। কাজে উৎসাহী আছে।

ম্যাডাম বললেন ঃ দেখ তুমি। পার কিনা।

মিস্ ন্যাগের এ-কথাগুলো ম্যাডামকে বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেট্ সম্বন্ধে, ম্যাডামের মনের কথা জেনে নেওয়া। আসলে মিস্ ন্যাগ্ কেট্‌কে ভাল চোখে দেখতে পারছে না। তার প্রথম এবং প্রধাণ কারণ কেটের সৌন্দর্য্য এবং যৌবন। যা মিস্ ন্যাগের নেই। মিস্ ন্যাগের গোড়া থেকেই ধারণা হয়েছে যে, এই মেয়ে যদি এখানে থাকে তবে একদিন এই মেয়েই এখানে সর্ব্বময় কর্ত্রী হয়ে উঠবে। এবং তার পদমর্যাদা নিশ্চিত্ ভাবে ক্ষুন্ন হবে। এই সব কথা চিন্তা করেই মিস্ ন্যাগ্ গোড়া থেকেই ম্যাডামের মনের কথা জানবার চেষ্টা করতে লাগলো।

পরের দিন কেট্ দোকানে আসতেই, মিস্ ন্যাগ্ আদর করে তাকে দোকানে নিয়ে

এল এবং জানালো যে ম্যাডাম্ তার কাজে অত্যন্ত খুশি। এখানে তার কাজ পাকা।

কেট্ মনে মনে খুশি হল এবং সারাদিন মন দিয়ে কাজ করতে লাগলো। সে মিস্ ন্যাগের আসল উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা ধরতে পারলো না। সারাদিন কাজের পর মিস্ ন্যাগ এবং কেট্ একই সঙ্গে রাস্তায় নেমে এলো। তারা গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলো।

রাস্তার চৌমাথায় কেটের মা কেটের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কেট্ এগিয়ে এসে তার মায়ের সঙ্গে মিস্ ন্যাগের পরিচয় করিয়ে দিল। কেটের মা নমস্কার জানালেন। মিস্ ন্যাগ্ এতে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাদের নিজের বাড়ীতে যেতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানালো। মিসেস্ নিকলবি অসুবিধায় পড়ে গেলেন। কেটের নতুন চাকরি। একে অসন্তুষ্ট করাও চলে না। সুতরাং তাঁকে রাজী হতেই হল।

কথা বলতে বলতে তারা তিন জন মিস্ ন্যাগের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। বাসাটি মোটামুটি ভাবে সাজানো। এদের অবস্থা যে ভাল নয় সেটা কাউকে আর বলে দিতে হয় না। এক নজরেই বোঝা যায়।

মিস্ ন্যাগ্ তাঁদের স্ব-সম্মানে ভেতরে এনে বসালো। নানা আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। মিস্ ন্যাগ্ মিসেস্ নিকলবির কাছ থেকে তাঁদের পরিবারের সমস্ত খবর জেনে নিল। এবং বুঝলো যে এরা এক সময় খুবই অবস্থাপন্ন ছিল। আজকে নিকোলাসের পিতার মৃত্যুর জন্যেই তাঁদের এই অবস্থা। এবং কেট্কে বাধ্য হয়েই আজ এই পোশাকের দোকানে কাজ নিতে হয়েছে। তা' না হলে এরা এ-কাজের যেমন যোগ্য নয়, তেমন পদ মর্যাদার দিক থেকে উপযুক্তও নয়।

যাইহোক কথায় কথায় রাত বাড়লো। মিসেস্ নিকলবি উঠি উঠি করতে লাগলেন। কিন্তু মিস্ ন্যাগ্ না খাইয়ে ছাড়বে না। সে, রাতের খাবারের আয়োজন করলো।

মিসেস্ নিকলবি এবং কেট্ রাতের আহার শেষ করে বাড়ী ফিরলেন।

কয়েকটা দিন এই ভাবেই কাটলো। কেট্ ঐ পোশাকের দোকানে যাতায়াত করতে লাগলো। কিন্তু শেষে একদিন অকস্মাৎ ঘটনার পরিবর্তন ঘটলো।

একজন অভিজাত বংশের বৃদ্ধ লর্ড তাঁর সদ্য বিবাহিতা তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে ঐ পোশাকের দোকানে এলেন পোশাক কিনতে। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী মিস্ ন্যাগ্কে পোশাক দেখাতে বললেন। মিস্ ন্যাগ্ পোশাক নিয়ে এগিয়ে গেল। তা' দেখে বৃদ্ধ লর্ড বললেন ঃ তুমি কেন ? সেই সুন্দরী মেয়েটি কোথায় ? তাকে ডাক।

ম্যাডাম্ সঙ্গে সঙ্গে মিস্ ন্যাগ্কে সরিয়ে দিয়ে কেট্কে ডেকে পাঠালেন। কেট্ পোশাক নিয়ে এগিয়ে এলো। বৃদ্ধ লর্ড বারবার কেট্কে দেখতে লাগলেন এবং খুশি হয়ে পোশাক পছন্দ করলেন। তাঁর তরুণী স্ত্রীও কেট্কে খুব পছন্দ বলে জানালেন। এবং পোশাক কিনে নিয়ে চলে গেলেন। কেটের ব্যবহারে আজকে ম্যাডামও খুশি। কারণ এই ধরনের লর্ডদের খুশি রাখতে পারলে তার দোকানের বিক্রী বাড়বে।

কিন্তু ওদিকে মিস্ ন্যাগ্ নিজের ঘরে এসে আগুন-জ্বালায় জ্বলতে লাগলো। এবং চিৎকার করে কেট্কে গালি-গালাজ দিতে লাগলো। বলতে লাগলো ঃ অসভ্য

মেয়ে। বদ্ মেয়ে। মেয়েটা কৌশলে জাল ছড়িয়ে আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করছে। আমার চাক্রি খাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমি এতদিন এখানে একচ্ছত্র কর্ত্তী হিসাবে আছি। কিন্তু আজকের মত অপমান আমি কোনদিনই হইনি। আমি দেখে নেব যে ও মেয়ে কেমন করে এখানে চাকরি করে। ঘরের আর সকলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মিস্ ন্যাগ্ কিছুতেই থামবে না। শেষে কেট্ও সে-ঘরে এসে তাকে তার ভুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সে কিছুতেই শুনবে না।

মিস্ ন্যাগ্ সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আপন মনে চিৎকার করে যেতে লাগলো। সবাই তখন তাদের চেষ্টা থেকে বাধ্য হয়েই বিরত থাকলো।

[১৪]

ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর দোকানে কাজ করতে এসে কেট্ প্রথম দিকে ভেবেছিল যে যাহোক কিছু একটা কাজ পাওয়া গেল। সংসারে সে অন্ততঃ কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু মিস্ ন্যাগের সে-দিনের ব্যবহার তাকে অবাক করলো। সে এতটা আশা করেনি। শেষে ভেবেছিল, মিস্ ন্যাগ্ হয়তো তার ব্যবহারের জন্যে পরে দুঃখ প্রকাশ করবে। সে-দিন যে সে সত্যিই সৌজন্য বোধ হারিয়ে ফেলেছিল তার জন্য কেটের কাছে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু পরের দিন কেট্ কাজে গিয়ে দেখলো যে তার ধারণা ভুল। মিস্ ন্যাগের দুঃখ প্রকাশ দূরে থাক কেটের প্রতি তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরও বেড়েছে। মিস্ ন্যাগের ব্যবহার দেখে মনে হল তার এ বিদ্বেষ ও ঘৃণা উত্তরোত্তর বাড়বে। এবং কেটের সে-আন্দাজ একটুও মিথ্যে নয়। দিন যত এগিয়েছে, সময় যত পার হয়েছে, কেটের প্রতি মিস্ ন্যাগের ব্যাবহার ততই খারাপ হয়েছে। তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ততই বেড়েছে।

ইদানীং ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী কেট্কেই একটু বেশী খাতির করছিলেন। কারণ পোশাক দেখতে এবং কিনতে যাঁরাই ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর দোকানে আসেন, তাঁরা এসে আগেই কেট্কে খোঁজ করেন। সুতরাং ইদানীং ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী কোন খরিদ্দার দোকানে এলেই কেট্কে ওপরে ডেকে পাঠান। এবং কেট্ও সঙ্গে সঙ্গে ওপরে চলে আসে। কেটের সাহচর্য্যে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর দোকানের বিক্রী এখন বাড়তির দিকে। সেইজন্যে বর্তমানে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী কেট্কে বিশেষ সুনজরে দেখছেন।

কিন্তু ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর এই সুনজরে দেখার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অন্য। ম্যাডামের ডাকে কেট্ যখনই ওপরে চলে আসে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের বিদ্রূপ এবং উপহাসে ঘর মুখর হয়ে ওঠে। ঘরের সকলে মিস্ ন্যাগের সহযোগিতায় কেটের প্রতি কটাক্ষ ও রাগ প্রকাশ করতে থাকে। কেট্ ওপরে চলে গেলে মিগ্ ন্যাগ্ বলে যে, এই দোকানে একদিন সে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। তাকে না হলে ম্যাডামের চলতো না। কিন্তু

আজকে ম্যাডাম কেট্‌কে পেয়ে তাকে ভুলে গেছে।

তাদের ব্যবহারে শেষে কেটে্‌র জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতো লাগলো। দোকানে উপস্থিত হলেই তাকে ঘিরে নানা কথা আলোচনা হত। এবং ধীরে ধীরে সে-ঘর বিদ্রূপ ও কটাক্ষে ভরে উঠতো। এই ভাবে সারা সপ্তাহ কেটের দুর্বহ ভাবেই কাটতো। শুধুমাত্র শনিবার এলে সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতো। ভাবতো যে যা হোক একটা দিন সে ঐ দূষিত আবহাওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবে।

সেদিনও দিনটা ছিল শনিবার। কেট্‌ তার কাজ শেষ করে পথে নামলো এবং একটি রাস্তার মোড়ে এসে তার মায়ের দেখা পেল। মিসেস্‌ নিকলবি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁর কন্যাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ী ফিরবেন।

কেট্‌ এগিয়ে এসে দেখলো যে মায়ের কাছে তার জ্যেঠামশাই রালফ্‌ নিকলবিও দাঁড়িয়ে। তিনি তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। কেট্‌কে দেখে রালফ্‌ নিকলবি বললেন ঃ এই যে তুমি এসে গেছ। তোমার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। কেট্‌ মুখ তুলে তার জ্যেঠামশায়ের দিকে তাকালো। রালফ্‌ নিকলবি বললেন ঃ শোনো! আগামীকাল আমার বাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসবেন। খাওয়া-দাওয়াও করবেন। সুতরাং বুঝতেই পারছো। পরিবেশণের ভারটা তোমাকে নিতে হবে। জানোইতো এ-সব ব্যাপারে আমার ঠিক অভ্যাস নেই।

মিসেস্‌ নিকলবি হেসে বললেন ঃ আপনার দুঃচিন্তার কোন কারণ নেই। আমি আগামীকাল ঠিক সময়ে কেট্‌কে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।

রালফ্‌ নিকলবি বললেন ঃ হ্যাঁ! আগামীকাল সকালে তাঁরা আসবেন। আমার গাড়ী গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে।

কেট্‌ জবাবে বললো ঃ গাড়ী দরকার হবে না জ্যেঠামশাই। আমি একটা গাড়ী ভাড়া করেই চলে যেতে পারবো। তবে আপনাদের আদপ-কায়দা কিন্তু কিছুই আমার জানা নেই। কোন কিছু অপরাধ হলে মার্জনা করবেন। সেটা কিন্তু আগেই আপনাকে বলে রাখলাম।

ঃ হ্যাঁ! তবে ঠিক সময়ে এসো কিন্তু। আমি এখন চলি। আমার অন্য কাজ রয়েছে। রালফ্‌ নিকলবি ওদের অভিবাদন জানিয়ে অন্য পথ ধরে চলে গেলেন।

এরপর মিসেস্‌ নিকলবি কেট্‌কে নিয়ে নানা কথা আলোচনা করতে করতে বাড়ী ফিরলেন। তিনি কেট্‌কে বার বারই বলতে লাগলেন যে তার জ্যেঠামশাই সত্যিই খুব ভাল লোক। আজকে তিনি জায়গা না দিলে কিম্বা কেট্‌ আর নিকোলাস-কে একটা কিছু কাজে না ঢোকাতে পারলে কে দেখতো। সুতরাং তিনি যে, লোক হিসাবে খুবই ভাল এবং সৎ এ-কথা সন্দেহাতীত।

পরের দিন সকালে কেট্‌ তার পোশাক-পরিচ্ছদ শেষ করে একটা ভাড়া গাড়ীতে মিঃ রালফ্‌ নিকলবির বাড়ীতে এলো। সে আশা করছিলো যে তার জ্যেঠামশাই-এর কর্মচারী নিউম্যান নগস্‌ এসে তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে হাজির হয়ে দেখলো যে ব্যবস্থা অন্য প্রকার। নিউম্যান নগস্‌ অনুপস্থিত। জন কয়েক উর্দ্দিধারী বেয়ারা সুন্দর সুন্দর পোশাকে ঘরের মধ্যে পাইচারী করছে।

কেট্ মায়ের হলঘরটাতে এসে দাঁড়ালো এবং অবাক হল। ঘরটি অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো। দেওয়ালে নানা বর্ণের তৈলচিত্র ও বহু দামীদামী আসবাবে পূর্ণ। কেট্ একটি চেয়ারে একা একা চুপচাপ বসে রইলো। বাড়ীতে অন্য কোন মহিলা না থাকার জন্যে তার ঐ সময়টা খুবই খারাপ লাগছিল। সে বসে বসে ঘরের দামীদামী আসবাব ও তৈলচিত্র গুলো দেখছিল। এমন সময় রালফ্ নিকলবি সুন্দর পোশাকে পাশের ঘর থেকে এ-ঘরে এসে বললেন : অতিথিরা সব এসে গেছেন। তারা সব পাশের ঘরে। তুমি এসো আলাপ করিয়ে দিই।

কেট্ সে কথায় কেমন যেন অস্বস্তিভরে বললো : মহিলা বলতে কি শুধু আমি একা ? আর কেউ নেই।

রালফ্ নিকলবি বললেন : না। তাতে তোমার অসুবিধার কোন কারণ নেই। এরা সবাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

রালফ্ নিকলবি কেটে্র হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

পাশের ঘরে অভ্যাগতেরা পারস্পারিক আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। অভ্যাগতের মধ্যে ছিলেন লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিস্ফট্, সার মলবেরী হক্। মিঃ পাইক ও প্লক্।

এঁরা তাঁদের নিজেদের আলোচনার মধ্যে হঠাৎ কেট্‌কে দেখে থমকে গেলেন। তাঁদের আলোচনা বন্ধ হল। রালফ্ এগিয়ে এসে কেট্‌কে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন : আমার ভাইঝি। মিস্ কেট্ নিকলবি।

তাঁরা আলাপে অত্যন্ত খুশি হয়ে কেট্‌কে নিজেদের মধ্যে বসালেন এবং নানা ভাবে তাকে আপ্যায়ণ শুরু করলেন। রালফ্ কেট্‌কে তাদের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে নিজে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

টেবিলে নানা প্রকার আহার্য্য এবং পানীয়। সকলেই আহারের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু কেট্ চুপচাপ বসে। তখন সকলেই কেট্‌কে খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সবাই তার সেবার জন্যে পাগল। সবাই তার স্পর্শ পেতে ব্যাকুল। কেট্ আগে কার দিকে তাকাবে এবং কথা বলবে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ওঁদের পরস্পরের মধ্যে কথা কাটাকাটি, মনোমালিন্য এবং ঝগড়া। সবাই আশা করছেন কেট্ তাঁরই দিকে আগে তাকাবে এবং কথা বলবে। কিন্তু কেট্ একেবারেই মাথা নীচু করে বসে। এমন উৎভট্ অবস্থার মধ্যে সে জীবনেও পড়েনি। এবং জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ীতে এসে সে যে এমন অবস্থায় পড়বে, এটা আশাও করেনি। এখন সে বুঝতে পারলো যে তার জ্যেঠামশাই কোন একটি ব্যাপারে এঁদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্যে তাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। কিন্তু কেট্ তখন উপায়হীন। আশে পাশে জ্যেঠামশাইও নেই যে তাঁর সাহায্য চাইবে। কেটের সাড়া না পাওয়া সত্ত্বেও অভ্যাগত অতিথিরা কেট্‌কে নিয়ে ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগলেন এবং অশালীন ব্যবহার শুরু করলেন।

কেট্ তখন বাধ্য হয়েই সেই ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে এলো এবং কাঁদতে শুরু করলো। সে বারবারই ভাবতে লাগলো যে, আজ তাদের পিতা বেঁচে নেই বলেই

তার জ্যেঠামশাই তাকে এমন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে পেরেছেন। এবং অপমান করতে সাহস পেলেন।

কেট্ যখন অঝোরে কেঁদে চলেছে এবং রালফ্ ও আশেপাশে নেই, সেই সুযোগে সার মলবেরী হক্ এ ঘরে এসে চুপিচুপি কেট্‌কে বললেন ঃ মিস্ কেট্। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার চোখ দুটি কিন্তু ভারী মিষ্টি। আপনি হাসলে বা কথা বললে— । সার মলবেরী হক্ কথা বলতে বলতে কেটের একেবারে শরীর ঘেঁসে দাঁড়ালেন।

কেট্ তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বললো ঃ আপনার ভদ্রতাবোধের খুবই অভাব দেখতে পাচ্ছি। আপনি এখন যেতে পারেন।

সার মলবেরী হক্ সে কথায় কিন্তু একটুও বিচলিত বলে মনে হল না। তা'দেখে কেট্ নিজেই সে-ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

সার মলবেরী হক্ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কেটের হাত চেপে ধরে বললেন ঃ আপনি বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

ঃ আপনার সঙ্গে আমার কোন কথাই থাকতে পারে না। আপনি হাত ছাড়ুন। না হলে আমি এখুনি আমার জ্যেঠামশাইকে ডাকবো।

কেট্ জোর করে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর সার মলবেরী হক্ তাকে বারবার ধরে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঘরের মধ্যে যখন এমন অবস্থা চলছে তখন হঠাৎ রালফ্ নিকলবি ঘরে এলেন এবং অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সার মলবেরী হক্‌কে বললেন ঃ আপনার কাছে এতটা আশা করিনি। আপনি এখুনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

কথা শুনে সার মলবেরী হক্ উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

রালফ্ বললেন ঃ হ্যাঁ। দিতে বাধ্য হচ্ছি।

ঃ আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে লর্ডকে আমিই এখানে নিয়ে এসেছি।

ঃ না। ভুলিনি। সেটা আমার মনে আছে।

ঃ আজ যদি লর্ড আমারই মত আপনার ভাইঝির সঙ্গে এ-প্রকার ব্যবহার করতেন তবে আপনি কি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন?

ঃ আমি আশা করি যে, সে এ-প্রকার ব্যবহার আমার ভাইঝির সঙ্গে করতো না। কারণ সে চরিত্রহীন হলেও আপনার মত পাকা লম্পট্ না। কিছু অসৌজন্য ব্যবহার হয়তো সে করতো, কিন্তু বাড়াবাড়ি করতো না। আপনি একজন পাকা লম্পট্ বলেই বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। এবং আপনি জানবেন যে, আমি আমার ভাইঝিকে একজন পাকা লম্পটের খেলনা হতে দিতে পারি না।

ঃ পারবেন। তবে, শুধু হাতে পারবেন না। সেটা বুঝতেই পারছি। লর্ডের মত দরাজ হাত নাহলে যদি আপনি এগুবেন না ভেবে থাকেন, তবে ভুল করেছেন। আমাকে বাদ দিয়ে আমি আপনাকে লর্ডের কাছে যেতে দিচ্ছি না জানবেন। কারণ লর্ডকে এখানে আপনার কথামত আমিই নিয়ে এসেছি। আবার আমিই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তার কাছে পেঁছুতে গেলে আগে আমাকে ভেট্ দিতে হবে।

আমাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। এটা আশা করি আপনি মনে রাখবেন।

রালফ্ সে-কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন ঃ রাখবো। আপনি এখন দয়া করে বাইরে যান।

ঃ বেশ! সার মলবেরী হক্ আর অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

রালফ্ নিকলবি কিছুক্ষণ সার মলবেরী হকের চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একটু ভাবলেন। পরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাইঝির সামনে এসে দাঁড়ালেন। কেট্ তখনও লজ্জা, অপমান ও ঘৃণায় নিজের মুখ ঢেকে কাঁদছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে রালফ্ নিকলবি কেমন যেন নিজেকে অপরাধী মনে করলেন এবং বেশ বিব্রত হয়ে বললেন ঃ তুমি কেঁদো না কেট্। এমন যে একটা ঘটনা ঘটতে পারে আমি আশাই করিনি। তোমাকে এখানে নিয়ে আসাই আমার ভুল হয়েছিল।

কেট্ কাঁদতে কাঁদতে বললো ঃ জ্যেঠামশাই, আমি কি অজান্তে আপনার কাছে দোষী? আমি কি কোন অপরাধ করেছি। যার জন্যে আজকে আপনি আমাকে এমন ভাবে অপমান করবার সুযোগ নিলেন।

সে কথা শুনে রালফ্ নিকলবি আবেগের সঙ্গে বললেন ঃ না। না। কেট্। তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা। এ-ঘটনাটা তুমি ভুলে যাবার চেষ্টা করো। চলো, আমি নিজে তোমাকে বাড়ী পেঁছে দিই।

রালফ্ নিকলবি কেট্কে বাড়ী পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। সেইদিন কেটের অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি দেখে ক্ষণিকের জন্যে তার ছোট ভাই-এর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। যাকে দীর্ঘদিন পলকের জন্যেও মনে পড়েনি। তিনি সেদিন সত্যিই কেমন যেন একটা মানসিক আঘাত অনুভব করতে লাগলেন। যে আঘাত তিনি জীবনেও অনুভব করেননি

[১৫]

রালফ্ নিকলবির বাড়ী থেকে ফিরে এসে কেট্ নিজেকে বেশ অসুস্থ মনে করতে লাগলো। চোখ-মুখ লাল। মাথা ধরেছে। সমস্ত শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ঘিরে আছে। কেট্ আশা করলো পরের দিন হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। এবং ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনীর দোকানে হাজির হতে কোন অসুবিধাই হবে না। যদিও সেখানে হাজিরা দিতে হবে অতি ভোরে। কেট্ ভাবলো কালকে আবার কি হয় কে জানে। শরীরটা ঠিক থাকলে হয়।

কিন্তু থাকলো না। অতি ভোরে উঠেই কেট্ বুঝলো যে তার পক্ষে আজকে আর কাজে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ শরীরের অবস্থা আগেরই মত। একটুও ভালর দিকে আসেনি।

মিসেস্ নিকলবি কেট্কে নিয়ে অসুবিধায় পড়লেন। নতুন চাকরি। জ্যেঠা-মশাইয়ের সুপারিশে হয়েছে। আর তা' ছাড়া কেট্ আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্যেও সেখানে অনুপস্থিত থাকেনি। সেইজন্যে ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী কেট্কে ভারী পছন্দ

করেন। যদিও গোড়ার দিকে তিনি কেটের প্রতি বিরূপ মনোভাবই পোষণ করতেন। কিন্তু কেটের কর্তব্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য এবং কাজ শেখার আগ্রহ ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর মনোভাব পালটাতে সাহায্য করেছে। এ সব কথা মিসেস্ নিকলবিও জানেন। সেইজন্যে তিনি আজকে কেটের হঠাৎ অসুস্থতার জন্যে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে গেলেন। প্রথম অসুবিধা, এখন এই ভোরে কেটের অসুস্থ সংবাদ তাঁকে কে পেঁছে দেবে। আর দ্বিতীয় অসুবিধা, যদি এই অসুস্থ সংবাদ তাঁকে পেঁছে দেওয়াই হয় তবে তিনি এ সংবাদকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করবেন

যাই হোক সংবাদ যখন দিতেই হবে তখন আর অকারণ কাল বিলম্ব করে লাভ নেই। তিনি মিস্ লা-ক্রিভির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। মিস্ লা-ক্রিভির বাড়ী ছেড়ে আসার পর তিনি তাঁর সঙ্গে নিজের স্বার্থেই যোগাযোগ রেখেছিলেন। যদি কখনও এ যোগাযোগ কাজে লাগে। এবং আজকেই কাজে লেগে গেল। তিনি মিস্ লা-ক্রিভির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে সব খুলে বললেন এবং শেষে জানালেন যে তিনি যদি কেটের অসুস্থ সংবাদটা দয়া করে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীকে জানিয়ে আসেন তবে খুবই ভাল হয়। কারণ এ সংবাদটা ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে গিয়ে তাঁকে জানিয়ে আসা দরকার। যা'তে তিনি মনে কিছু না করেন।

মিস্ লা-ক্রিভি সে সংবাদ শুনেই রাজী হয়ে গেলেন। এবং আর কাল বিলম্ব না করে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে তিনি ভাবলেন যে কেট্ হঠাৎ অসস্থ হয়ে পড়লো কেন? সেটাও জানা দরকার। গতকাল তো সে তার জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিল। সেখানে কি তার কিছু হয়েছিল।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে মিস্ লা-ক্রিভি ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর দোকানে এসে হাজির হলেন। ম্যাডাম ম্যাণ্টালিনী তখনো ঘুমিয়ে। বাইরে মিস্ ন্যাগের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি মিস্ ন্যাগ্‌কে সব কথা খুলে বললেন এবং আজকে কেটের অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

মিস্ ন্যাগ্ কিন্তু সে দুঃখ প্রকাশে কোন কান দিল না। সে উপরন্তু বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেই বললো ঃ তাকে দয়া করে এখানে পাঠাবেন না।

মিস্ ন্যাগের কথা শুনে মিস্ লা-ক্রিভি অবাক হয়ে বললেন ঃ কেন?

মিস্ ন্যাগ্ জবাব দিল ঃ তাকে আর আমাদের দরকার নেই। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

কথা শুনে মিস্ লা-ক্রিভি রাগে বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ কিন্তু এ মতামতটা তো দেবেন দোকানের মালিক। আপনার মতামতের কোন মূল্য আছে কি? আপনি দয়া করে আপনার মালিককে কেটের অসুস্থ সংবাদটা জানাবেন। এবং এ ব্যাপারে যদি কোন মতামত দেবার থাকে তবে তিনি নিজেই দেবেন। আচ্ছা! নমস্কার!

মিস্ লা-ক্রিভি রাস্তায় নেমে এলেন। এবং চলতে চলতে ভাবতে লাগলেন যে এই মহিলাটি ভারী অদ্ভুত প্রকৃতির। এবং চেহারাটিও আশ্চর্য্য রকমের অস্বাভাবিক। মিস্ লা-ক্রিভি মনে মনে ভাবলেন এর একটা ছবি আঁকতে পারলে ভাল হত। অর্থাৎ

ঐ ছবিতে ঐ মহিলার মুখভঙ্গিটি যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলা যেত। কারণ স্বাভাবিক অথবা সুন্দর মুখশ্রী অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু অস্বাভাবিক মুখশ্রী সচরাচর চোখে পড়ে না। এবং এই সব দুর্লভ বস্তুর প্রতিই শিল্পীর আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই বেশী।

মিস্ লা-ক্রিভি আপন মনে চিন্তা করতে করতে অনেক পথ পার হলেন এবং শেষে নিজের বাসায় পা দিলেন। বেলা তখন অনেক। মিস্ ক্রিভি বাসায় পা দিয়েই পরিচারিকাকে প্রাতরাশ আনতে বললেন। পরিচারিকা প্রভাতী ভোজের আয়োজন করলো। এবং তিনি আহারে মন দিলেন। কিন্তু শুরুতেই বাধা পড়লো। দরজায় কার যেন পায়ের আওয়াজ পেলেন। তিনি মুখ তুলে তাকালেন। দেখলেন নিকোলাস দাঁড়িয়ে। এমন অবাক তিনি জীবনেও হন নি। নিকোলাসকে এমন সময় এখানে দেখবেন এ তাঁর আশাতীত। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: নিকোলাস। তুমি!

: হ্যাঁ। আমি। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত।

: না না। সে সব কিছু নয়। তোমাকে দেখে আমি খুব আনন্দ পেলাম এবং খুশি হলাম। তিনি তাঁর পরিচারিকাকে ডেকে নিকোলাসের জন্যেও প্রাতরাশের আয়োজন করতে বললেন।

নিকোলাস বললো: যাক! আমাকে ভুলে যাননি তা'হলে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমাকে চিনতেও পারবেন না।

: তোমাকে চিনতে পারবো না এটা হতে পারে না। তবে তোমার শরীর খুব ভাল দেখছি না। ইয়র্কশায়ার ছেড়ে হঠাৎ কি মনে করে?

: আমি আমার জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি তার ভণ্ডামী জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চাই। সেইজন্যে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। শুনলাম তিনি বাড়ী নেই। তিনি আমার মা এবং বোনের কাছে আমারই বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে গেছেন। এখন আমি আপনার কাছে একটু সাহায্য আশা করি।

: বলো, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি।

: আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। সেখানে আমার জ্যেঠামশাই বসে থাকলে, আমার মাকে আড়ালে ডেকে বলতে হবে যে আমি এখানে এসেছি এবং কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি মাকে খবর না পাঠিয়ে আগেই যেতে চাই না। কারণ আমার মা আমাকে হঠাৎ দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে পারেন। আপনি এ-খবর দিলে কিছুক্ষণ পরেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব এবং জ্যেঠামশাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়াবো।

: বেশ। আমি এখনই চলে যাচ্ছি। এবং তুমি একটু পরে সেখানে যেও। মিস্ লা-ক্রিভি খবর দিতে বেরিয়ে পড়লেন এবং নিকোলাসও তার নিজের পথ ধরলো।

মিসেস্ নিকলবির বাড়ীতে এসে মিস্ লা-ক্রিভি দেখলেন যে মিঃ রালফ্ নিকলবি আগেই সেখানে হাজির হয়েছেন। এবং নিকোলাসের বিরুদ্ধে নানা কথা বিশদ ভাবে বলে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর বলা শেষ করে মিস্ স্কুইয়ার্সের চিঠিটি তাদের পড়ে শোনালেন। এবং সব শেষে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ালো যে, নিকোলাসের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যত

তিনি গড়ে দিয়েছিলেন তা নিকোলাস নিজে হাতেই ভেঙে দিয়েছে। এবং ভেঙে দিয়েই আসেনি। সে তার মনিবকে মারাত্মক ভাবে প্রহার করেছে। এমন প্রহার করেছে যে সে মারা যেতে পারতো। এ ছাড়াও সে একটি বহুমূল্য আংটি চুরি করেছে এবং একটি স্কুলের ছাত্রকে নিয়ে পালিয়েছে। অর্থাৎ সোজা কথায় সে এখন একজন খুনী, লম্পট্ এবং চোরে পরিণত হয়েছে। সে ইয়র্কশায়ার থেকে পালিয়ে ঐ ছাত্রটিকে নিয়ে কোথায় যে আত্মগোপন করে আছে তা'ও জানা যাচ্ছে না। শেষে তিনি মিসেস্ নিকলবিকে বললেন ঃ তা'হলে বলুন যে এই প্রকার খুনী ভাইপোকে নিয়ে আমি কি করতে পারি। আমি তো এখন পুলিশকে জানানো ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। কারণ স্কুলের ছাত্র নিরুদ্দেশ। এতো সোজা কথা নয়। যে কোন মুহূর্তে যে কোন দিক থেকে যে কোন বিপদ আসতে পারে। এবং যদি সত্যি আসে তবে আমাকেই সে বোঝা বইতে হবে। সুতরাং আমি নিরুপায়। সত্য-প্রকাশে আমি বাধ্য।

মিসেস্ নিকলবি এতক্ষণ চুপ করে মিঃ রালফ্ নিকলবির কথা শুনছিলেন। এবারে তিনি বললেন ঃ কিন্তু আমার ছেলে চোর, খুনী, লম্পট্ একথা বিশ্বাস করতে আমার মন চাইছে না।

কেট্ সে কথা শুনে জোরের সঙ্গে বললো ঃ এ অসম্ভব। আমার ভাই চোর হতেই পারে না।

রালফ্ নিকলবি সে কথায় বিনয়ের সঙ্গে বললেন ঃ কিন্তু এ চিঠি সে কথাই প্রমাণ করে। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে। আমার ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে আপনারা নিরুপায় হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমিও যথাসাধ্য আপনাদের উপকারের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার ভাইপো আমাদের মধ্যে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তার উচিত ছিল এ-সব ঘটনার পর, আমার কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া। এসে দেখা করা। কিন্তু ছোকরা এত কর্ত্তব্যহীন এবং বেপরোয়া যে, সে সৌজন্য বোধটুকুও সে আজ হারিয়ে বসে আছে।

নিকোলাস দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো। রালফ্ নিকলবি তাকে দেখে হঠাৎ ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠে বললেন ঃ এই যে তুমি। এতদিনে তোমার কর্ত্তব্য-বোধ জেগেছে তাহলে ?

নিকোলাস স্পষ্ট ভাবে জবাব দিল ঃ না। এখনো জাগেনি। আপনি এখন যেতে পারেন। আপনার ভণ্ডামী আজ আমি ধরে ফেলেছি। অকারণ শাস্তি দেবার জন্যে আপনি আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের প্রতি আপনার কোন দয়া বা মমতা কোনদিন ছিল না। বা এখনো নেই। আছে শুধু ভণ্ডামী আর উৎপীড়নের অদম্য ইচ্ছা। কিন্তু আপনার এ-ইচ্ছা চরিতার্থ করতে আমি দেব না জানবেন।

রালফ্ নিকলবিও রেগে গিয়ে বললেন ঃ যে ছাত্রটিকে চুরি করে এনেছ, তাকে তুমি কোথায় রেখেছ। জবাব দাও।

হঠাৎ কেট্ বলে উঠলো ঃ দাদা! এ-সময় তোমার কিন্তু নরম হলে চলবে না। তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়াও এবং ওনার কথার প্রতিবাদ কর।

ঃ নিশ্চয়ই করবো বোন। এবং ওনার কথার জবাব আমি স্পষ্ট ভাবেই দেব। শেষে নিকোলাস ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো ঃ শুনুন জ্যেঠামশাই, ছেলেটিকে আমি চুরি করে আনিনি। সে স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে চলে এসেছে এবং এখন সে আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু কেন চলে এসেছে জানেন? অমানুষিক অত্যাচার। আপনি জানেন না যে ছেলেটিকে ঐ লোকটি কি অমানুষিক প্রহার করতো। আর সে ব্যাচারী দীর্ঘদিন নীরবে সহ্য করে শেষে আর থাকতে না পেরে আমার সঙ্গে চলে এসেছে।

রালফ্ নিকলবি বললেন ঃ তার অর্থই হল যে তুমি তাকে চলে আসতে প্রলোভিত করেছ। এটাকে চুরি করাই বলে। শুনুন মিসেস্ নিকলবি আপনার ছেলে চোর কিনা। ছেলেটাকে তার অভিভাবককে না জানিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসাকে আপনি চুরি ছাড়া আর কি বলতে পারেন।

মিসেস্ নিকলবি বললেন ঃ কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে আমার ছেলে কোনদিন অবাধ্য হতে পারে বা চুরি করতে পারে। আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার নিকোলাস চোর!

রালফ্ নিকলবি বললেন ঃ আপনি চোর শুনেই অবাক হচ্ছেন। আপনার ছেলের কীর্তিকথা আরও শুনুন। অবশ্য ও যদি সব স্বীকার করতে সাহস পায়।

ঃ আমি সব জানাবার জন্যেই এখানে এসেছি। আপনি প্রশ্ন করলে জবাবও পাবেন।

কেট্ বললো ঃ দাদা! তোমার ভীত হবার কোন কারণ নেই। মা সব কথা জানতে পারলে সবই তিনি বুঝতে পারবেন এবং আসল সত্যও উদ্ঘাটিত হবে। তুমি জবাব দিয়ে যাও।

রালফ্ নিকলবি বললেন ঃ তুমি মিঃ স্কুইয়ার্সকে মারাত্মক ভাবে আঘাত করেছিলে।

ঃ হ্যাঁ। করেছি। না করে কোন উপায় ছিল না। আমি তাকে আঘাত না করলে ঐ ছেলেটি সেদিন মারা যেত। এবং আপনি জানবেন যে ভবিষ্যতে যদি তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় তবে তাকে আমি এমন আঘাত করবো যে সারাজীবন তার মনে থাকবে।

রালফ্ নিকলবি বললেন ঃ চমৎকার! চমৎকার তোমার শিক্ষা হয়েছে। আর তোমাকেই আমি বিশ্বাস করে ওখানে শিক্ষকতা করতে পাঠিয়েছিলাম। শুনুন মিসেস্ নিকলবি। আপনার ছেলের কীর্তি আপনি নিজে কানেই শুনুন।

তারপর নিকোলাস, যে আংটিটা তুমি চুরি করে এনেছ সেটি কোথায় ?

নিকোলাস বললো : চুরি আমি করিনি। তারা আমাকে চোর প্রমাণ করবার জন্যে একটি আংটি আমার পোশাকের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আমি পরে সেটা দেখতে পাই এবং আমার গাড়ীর চালকের হাত দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিই। আমি আশা করি এতদিনে তারা সে আংটিটি পেয়েছে।

রালফ্ নিকলবি বললেন : তুমি আশা কর যে তারা সেটি পেয়েছে। কিন্তু এখন জেনে নাও যে তারা সে আংটিটি পায় নি। এবং সে-কথাই তারা পত্র মারফৎ আমাকে জানিয়েছে।

মিসেস্ নিকলবি চোখ তুলে নিকোলাসের দিকে তাকালেন এবং বললেন : আমি এ-সব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভাবতেই পারি না যে আমার কপাল এত মন্দ। আমার নিকোলাস এত নীচে নামতে পারে। আমার একি হল।

রালফ্ নিকলবি বললেন : আপনার কিছুই হয়নি মিসেস্ নিকলবি। আপনি শুধু জানুন যে তারা সে-আংটিটি পায় নি। এবং তাহলে সে-আংটিটি চুরি গেছে কিনা আপনিই এখন বুঝুন।

কেট্ বললো : মা তুমি এখনই এত অস্থির হচ্ছ কেন ? উনি তোমাকে যা বলছেন তা কিছুই সত্যি নয়। ওনার কথার মধ্যে অনেক কিছুই অতিরঞ্জিত। কেটের কথায় রালফ্ নিকলবি তার দিকে কটাক্ষে তাকালেন এবং বললেন : তাহলে মিসেস্ নিকলবি আপনাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ হল। আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর আপনারা আমার কাছে কিছু উপকারের আশায় এসেছিলেন। এবং আমি আমার সাধ্যমত করবার চেষ্টা করেছি। নিকোলাসকে একটা শিক্ষকতার কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলাম। যদি সে সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকতো, তবে নিশ্চিত্ উন্নতি হত। কেটকেও আমি একটা মোটামুটি কাজ যোগাড় করে দিয়েছি। এবং সব শেষে আপনাদের যাতে বাড়ীভাড়া না লাগে তার জন্যে আমি আমার বাড়ীও ছেড়ে দিয়েছি। এবং ভবিষ্যতে আমি হয়তো আপনাদের জন্যে আরো কিছু করবার কথা চিন্তা করতাম। বিশেষ করে কেটের জন্যে। মেয়েটি ভাল। কাজেই তার প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। কিন্তু ভাগ্য বিপরীত। তাই আপনার পুত্রের অশিক্ষা এবং অপমান আমাকে আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে যাবার আগে বলে যাই যে আপনাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হয়ে গেল। আপনারা এখন থেকে আপনাদের পথ খুঁজে নেবেন। আমার অর্থের এক কপর্দকও আপনার ঐ উচ্ছৃঙ্খল, জেদী আর গোঁয়াড়-ছেলেটা পাবে না। সে যদি কোনদিন জেলে যায় আমি ছাড়াতে যাব না। তার যদি কোন অন্যায়ের জন্যে ফাঁসী হয় আমি খোঁজ নিতেও আসবো না। তার জন্য আমি শুধু ঘৃণা আর অভিশাপই রেখে যেতে পারি। এর বেশী কিছু নয়। আপনারা ওকে ত্যাগ করতে পারবেন না তা জানি। সেইজন্যে আমি নিজেই আপনাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ করে চলে যাচ্ছি।

রালফ্ নিকলবি তার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। নিকোলাস বললো : আপনি যেতে পারেন। আপনাকে এখন আর আমি ভয়ও পাই না। শ্রদ্ধাও করি

না। ভবিষ্যতে দরকার হলে আপনাকেও উচিত শিক্ষা দেবার ইচ্ছা আমার রইলো জানবেন।

মিসেস্ নিকলবি এই সব গোলমালের মধ্যে পড়ে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ এ সব কি হল। এখন আমি কি করি। আমার উপায় কি। কে আমাকে পথ বলে দেবে। পরে তিনি রালফ্ নিকলবিকে বললেন ঃ আপনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। কেটকেও আপনি স্নেহ করেন। তার উন্নতিও আপনি আশা করেন। ত'ও আমি জানি। কিন্তু আমি নিকোলাসকে কি করে ত্যাগ করি। সে কাজ আমি পারি না। সে অন্যায় করলেও পারি না। আমি অনাহারে মারা গেলেও পারি না।

মিসেস্ নিকলবি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

কেট্ বললো ঃ তুমি অস্থির হোয়ো না মা। দাদা যা বলেছে সব ঠিক। সে অন্যায় কিছুই করেনি। তুমি দাদাকে বুঝতে ভুল কোরো না।

রালফ্ নিকলবি সে-কথা শোনার পর সেখানে আর দাঁড়ালেন না। তিনি বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। তখন হঠাৎ নিকোলাস বলে উঠলো ঃ দাঁড়ান জ্যেঠামশাই। আমি শেষ বারের মত দুটো কথা বলি। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার বোনের জীবনে উন্নতির কথা কিছু ভাবছেন। এবং আমি এখানে থাকলে সে কাজ আপনি করবেন না। সুতরাং আমার বোনের উন্নতির কথা চিন্তা করেই আমি ঠিক করলাম যে, আমি নিজেই এদের সংস্রব ত্যাগ করবো। এবং যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি দেখা করবো না।

কেট্ তখন চিৎকার করে বললো ঃ দাদা! দাদা! তুমি এ-সব কথা বোলো না। তুমি চলে গেলে আমাদের অবস্থা কি হবে জানো?

নিকোলাস বললে ঃ জ্যেঠামশাই তোমাদের উন্নতির ব্যবস্থা করবেন। আমাদের আপাততঃ দুঃখ, কষ্ট হবে, তবে পরে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সে কষ্ট সহ্য করতে পারবো। আগামীদিনে যখন আবার আমাদের দেখা হবে, তখন আবার আমরা একসঙ্গে মিলিত হব এবং একটি সুন্দর, সুস্থ পরিবার গড়ে তুলতে পারবো। দারিদ্র বলে সেখানে কিছু থাকবে না। এই আশা নিয়েই আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। নিকোলাস সেখানে আর না দাঁড়িয়ে রাজপথে নেমে এলো এবং বাড়ীর দিকে চলতে লাগলো।

এখন সে এবং স্মাইক্ এই বিশাল জগতে একা। এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

[১৭]

গত কয়েকদিন ধরে মিসেস্ নিকলবি এবং কেটের জীবনে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। নিকোলাস সেই যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল আর ফিরলো না। মিসেস্ নিকলবি সে দুঃখ ভুলতে পারছেন না। তার ওপর সংসারের অভাব অনটন তো লেগেই আছে। রালফ্ নিকলবি এখন থেকে তাদের কি চোখে দেখবেন, সেটা এখনও

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর পূর্বের সহানুভূতি এ-পরিবার আর পাবে কিনা সে কথা সময়ে বিবেচ্য। কেট্ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে। তার জেঠামশাইয়ের বাড়ীতে সে, যে ব্যবহার পেয়েছে তা সে ভুলতে পারছে না। এবং সেইজন্যেই সে নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হয়ে পড়ছে। মানসিক উত্তেজনা তার এখনও কমেনি। তার এ-কথাই বারবার মনে হচ্ছে যে, জেঠামশাই এবারে যে ব্যবহার পেলেন, এর পর মিসেস্ ম্যাণ্টালিনীর দোকানের কাজ আর থাকবে কিনা। যদি না থাকে, তবে কেট্ একটুও আশ্চর্য্য হবে না। এবং খুঁটিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে বোধ হয় আর থাকবে না।

যাইহোক গত কয়েক দিনের বিশ্রামে কেটের মানসিক উত্তেজনা একটু কমলো। সে একদিন ভোরে আবার প্রস্তুতি নিয়ে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর দোকানে এসে হাজির হল।

কিন্তু এসেই অবাক। সকলের কাছে পূর্বের সহযোগিতা সে এখন আর পাচ্ছে না। মিস্ ন্যাগের কাছে সে কোন প্রকার সহযোগিতা আশা করে না। বরং কিছু অসহযোগিতাই কামনা করে। এবং তার কারণ ও অনেক। বিশেষ করে কেটের প্রতি তার সৌন্দর্য্যের ঈর্ষা। কিন্তু অন্যান্য সকলে তো এতদিন তাকে সহযোগিতাই করে এসেছে। তবুও আজকে সে তাদের সহযোগিতা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। কেট্ অনুমানে বুঝে নিল যে, তার অনুপস্থিতিতে মিস্ ন্যাগ্ তার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা রটনা করে তাদের হাত করেছে। এবং তাদের সহানুভূতি আদায় করেছে। যে কারণে আজকে কেট্‌কে তারা সহযোগিতা করতে নারাজ। যাইহোক এত অসুবিধা সত্ত্বেও কেট্ আপন মনে নিজের কাজ করে যেতে লাগলো।

এমন সময় ওপর থেকে মিসেস্ ম্যাণ্টালিনী কেট্‌কে ডেকে পাঠালেন এবং তার কুশল প্রশ্ন করলেন।

জবাবে কেট্ জানালো যে সে আপাততঃ সুস্থ। মিসেস্ ম্যাণ্টালিনী বললেন যে ঘরের জামাকাপড় গুলো গুছিয়ে রাখো। খরিদ্দার এলে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। সহনশীল হবে। এবং আমার দোকানটি ছবির মত রাখবে। যা'তে কোন খরিদ্দার এলে তার চোখে ভাল লাগে এবং আকৃষ্ট হয়। তবেই দোকান চলবে।

কেট্ মিসেস্ ম্যাণ্টালিনীর কথাগুলো শুনছিল আর হাতে কাজ করছিল। এমন সময় মিঃ ম্যাণ্টালিনী ঘরে এলেন। তাকে দেখে মিসেস্ ম্যাণ্টালিনী বললেন : তুমি এখন যাও, পরে আসবে। এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে। মিঃ ম্যাণ্টালিনী সে কথার জবাবে বললেন ঃ তুমি বিরক্ত হোয়ো না। আমার কিছু টাকার দরকার।

মিসেস্ ম্যাণ্টালিনী বললেন ঃ আমাদের সংসারে অনেক বাজে খরচ চলছে। এ-সব কমাতে হবে। বাজারে অনেক টাকা বাকী। পরিশোধের কোন পথ পাওয়া যাচ্ছে না। আর পরিশোধ করতে না পারলে দোকানের ক্ষতি হয়ে যাবে। এবং এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই দোকানের উপার্জ্জনেই আমাদের সংসার চলে। এ-সব কথা তুমি ভুলে যেতে পার। কিন্তু আমি ভুলে যেতে পারি না। কেট্ সেই ঘরেই কাজ করতে করতে তাদের আলোচনা শুনতে লাগলো এবং মিঃ ম্যাণ্টালিনীর জন্যে একটু অস্বস্তিও অনুভব করতে লাগলো। কারণ কথার মাঝে মাঝেই মিঃ

ম্যাণ্টালিনী কেটের দিকে বারবার লোভাতুরের মত তাকাচ্ছিলেন।

মিঃ ম্যাণ্টালিনী তার ম্যাডামের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায় এখানে এসেছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তা' সম্ভব হল না দেখে, তিনি মনের দুঃখে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। এমন সময় দু'জন লোক সেই দোকানে ঢুকে বললো ঃ এটা কি ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর কাপড়ের দোকান।

কেট্ বললো ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কা'কে চান?

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললেন ঃ ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী আছেন?

ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী সে কথা শুনে এগিয়ে এসে বললেন ঃ আমিই ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী। দোকানের কর্ত্রী।

আগন্তুক বললেন ঃ ভালই হল। এই নিন্ সরকারী ক্রোক্ পত্র। বাজারে পাওনাদারের টাকা মিটিয়ে না দিলে, এ দোকান ক্রোক্ হবে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী একটা বড় রকমের আঘাত পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং রাগে ফুলতে ফুলতে তাঁর স্বামীকে বললেন ঃ এখন সামলাও। শুধু আমার কাছে হাত পেতে টাকা টাকা করো। এখন এ-সব সামলাবে কে। আমি এ-সব সামলাতে পারবো না। তোমার জন্যেই আজ আমার এই সর্ব্বনাশ। তুমি শুধু আমার টাকা দু'হাতে উড়িয়েছ আর আমি দিনরাত পরিশ্রম করে রোজগার করেছি। এখন এরা সরকারী পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছেন। কি জবাব দেবে দাও।

মিঃ ম্যাণ্টালিনী দেখলেন যে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এখন এ পরিস্থিতি সামলাতে বেগ পেতে হবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নিলেন এবং গভীর অনুতাপের সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

তাঁর চলে যাওয়া দেখে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী প্রমাদ গুনলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কেট্‌কে বললেন ঃ শীঘ্রই চলো কেট্। ওনাকে এখনি সামলাতে হবে।

কেট্ অবাক হয়ে বললো ঃ কেন?

ম্যাডাম্ জবাবে বললেন ঃ উনি হয়তো এখুনি আত্মহত্যা করবেন। কথা শুনে কেট্ তো অবাক। ম্যাডাম্ আবার বললেন ঃ আমি কোন-প্রকার রূঢ় কথা বললে বা আচরণ করলে উনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এর আগেও উনি দু'একবার এ চেষ্টা করেছেন এবং আমি অনেক কষ্টে সামাল দিয়েছি। এসো কেট্। আর দেরি করা উচিত হবে না। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এবং সেই সঙ্গে কেট্ও দৌড়ে গেল।

পাশের ঘরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে, মিঃ ম্যাণ্টালিনী একটা ছুরিতে বিশেষ মনোযোগে শান্ দিচ্ছেন।

ম্যাডাম্ ছুটে-গিয়ে তাঁর স্বামীর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলেন এবং তাঁকে নানা প্রবোধ বাক্যে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কেট্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলো। শেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী সকল নারী-কর্ম্মীকে বরখাস্ত করলেন এবং কেট্‌কে আর দরকার হবে কিনা পরে জানাবেন বললেন। কারণ এখন তাঁর নাম দেউলিয়াদের খাতায়।

তিনি আর দোকান চালাতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

কেট্ দোকান ছেড়ে চলে এলো। এবং মনে মনে বুঝলো যে, এ-কাজ তার শেষ হল। আবার নতুন কিছু দেখতে হবে।

বাড়ীতে গিয়ে মাকে সব জানালো কেট্। মা সব শুনলেন। তারপর থেকে কেটের জন্যে আবার নতুন করে চাক্‌রির সন্ধান চলতে লাগলো। এবং বেশ কিছুদিন বাদে অনেক অনুসন্ধানের পর কেট্ এক নব-দম্পতির গৃহিণীকে দেখাশোনা ও তার সঙ্গদানের চাকরি পেল। মানে এক কথায় সেই কোমল স্বভাবা আদরিণী গৃহিণীর সঙ্গিণীর চাক্‌রি। মাইনে মোটামুটি ভালই। এতে মিসেস্ নিকলবি এবং কেট্ দু'জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

[১৮]

মায়ের কাছ থেকে ফিরে এসে নিকোলাস কয়েকদিন চুপচাপ ঘরে বসে কাটালো। স্মাইক্ সারাদিন নিকোলাসকে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। এবং তাকে নানা কাজে সাহায্য করবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুখে বিশেষ কিছু বলে না। কয়েকদিন ঘরে বসে থাকবার পর, নিকোলাস আবার নতুন করে কাজের চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কোন কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারলো না। তখন সে বাধ্য হয়ে লণ্ডন ত্যাগ করার সংকল্প করলো।

দিন ঠিক হয়ে গেল। নিকোলাস ভাবলো শেষবারের মত লণ্ডন ত্যাগ করার আগে সে একবার তার মা এবং বোনের সঙ্গে দেখা করে আসবে। সেই কথা চিন্তা করে সে একদিন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেখানে মায়ের সঙ্গে দেখা হল বটে, কিন্তু কেটের দেখা পেল না। কারণ কেট্ সেখানে থাকে না। কেট্ তখন তার নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছে এবং সেখানেই বাস করে। নিকোলাস মায়ের সঙ্গে দেখা করে মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে এলো। আশা ছিল শেষবারের মত কেটের সঙ্গে একবার দেখা হবে। কিন্তু তার সে আশা অপূর্ণ রইলো।

এবারে যাত্রার প্রস্তুতি। নিকোলাস তার ঘরের জিনিষপত্র বিক্রি করে ঘরভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর যেটুকু সম্বল রইলো সেটা কয়েকদিনের চলতি পথের খরচা মাত্র। নিকোলাস সেই অর্থই হাতে নিয়ে স্মাইককে সঙ্গে করে পথে নামলো। এখন শুধু পথ আর পথ। দীর্ঘ পথ তাদের পরিক্রমা করতে হবে। তবে যদি কিছু পাওয়া যায়। যদি রোজগারের কোন সন্ধান কেউ দিতে পারে।

রাস্তার চৌমাথায় এসে নিকোলাস দেখলো, নিউম্যান নগস্ এদিকেই আসছে। নিকোলাস তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিউম্যান নগস্ বললোঃ আপনি এতদিন এখানে ছিলেন কিন্তু আমি কোন সাহায্য করতে পারিনি। কারণ আমার ক্ষমতা ছিল না। এবং আজকেও নেই। কিন্তু তবুও প্রশ্ন করি যে এখন আপনি কোথায় যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

নিকোলাস বললোঃ আপাততঃ কিংস্‌টনে। তারপর সেখান থেকে কোথায় যাব এখনও ঠিক করতে পারি নি।

নিউম্যান নগস্ বললোঃ আপনার ঠিকানাটা পেলে মাঝে মাঝে খবর নিতে পারতাম।

নিকোলাস বললোঃ সেটা হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু ঘনঘন জায়গা বদলাতে হবে বলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তোমাকে আমার মনে থাকবে। এবং কোনদিন যদি স্থির হয়ে কোথাও থাকতে পারি তবে ঠিকানা তোমাকে জানাবো। তুমি তখন পত্র দিও। আপাততঃ আমাদের অনিশ্চিত্ পদযাত্রা। তুমি এখন এসো। আমরা যাত্রা করি। আমার শুভ ইচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করো। নিকোলাস নিউম্যান নগস্-এর হাত স্পর্শ করলো। নিউম্যান বিদায় নিল। নিকোলাস স্মাইক্‌কে নিয়ে পথ চলতে শুরু করলো।

বেশ কিছু পথ এগিয়ে এসে নিকোলাস বিশ্রামের জন্যে স্মাইক্‌কে নিয়ে পথের এক পাশে বসলো। পরে স্মাইককে বললোঃ আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি জানো?

স্মাইক্ বললোঃ না। আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই আমি যাব। আমার কাজ আপনার সেবা করা। কিন্তু সে সুযোগ আপনি আমাকে দেন না।

নিকোলাস বললঃ ও কথা থাক স্মাইক্। শোনো। আমরা এখন পোর্টস্ মাউথে যাচ্ছি। সেখানে জাহাজে যদি কোন কাজ পাই তবে তোমার-আমার দু'জনেরই চলে যাবে। তুমিও আমাকে সহযোগিতা করবে। তাহলে দেখবে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

ঃ আমরা কি আজই সেখানে পেঁাছে যাব।

ঃ না। আমরা প্রথমে যাব গোডালমিং। এখান থেকে ত্রিশ মাইল পথ। সেখানে একদিন বিশ্রাম করে, তারপর সেখান থেকে পোর্টস্ মাউথ। সেটাও দীর্ঘ পথ। এতপথ পাড়ি দিতে তোমার বেশ কষ্টই হবে। কিন্তু কোন উপায় নেই। আমাদের পাড়ি দিতেই হবে।

স্মাইক্ বললোঃ আপনাকে সেবা করবার জন্যে আমি সব দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত।

ঃ শোনো স্মাইক্। তোমার কি ছোটবেলার কথা মনে আছে?

ঃ কিছু কিছু আছে। তবে আগে আরও ভাল ছিল। ইয়র্কশায়ারে গিয়ে অত্যধিক উৎপীড়ন এবং প্রহারে আমার মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেছে। এখন আর বিশেষ কিছু মনে করতে পারি না।

ঃ তোমার মাকে মনে পড়ে?

ঃ পড়ে না। কে আমার মা, কে আমার বাবা, আমি জানি না। তবে ছোট-বেলায় যে ঘরটায় আমি থাকতাম, সে-ঘরখানা আমি আজও ভুলিনি। সে-ঘরে একটা বড় ঘড়ি ছিল। এবং ঘরের ছাদের কাছে একটা বড় দরজা ছিল। আমি সে-ঘরে একা একা থাকতাম। কেউ আমার সঙ্গে থাকতো না। আমি ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীহীন। একা একা আছি।

নিকোলাস বললোঃ এখন তো তুমি আমাকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছ।

ঃ হ্যাঁ। পেয়েছি। এবং সেইজন্যেই আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার মন চায় না।

সারাজীবনে কেউ আমাকে একদিনের জন্যেই করুণা করেনি। ভালবাসার কথা শোনায়নি। স্নেহের চোখে দেখেনি। কিন্তু আপনি এ-সবই করেছেন। আপনি মহান। সেইজন্যে আমি সারাজীবন আপনার পাশে পাশে থেকে আপনাকে সেবা করতে চাই। আপনি সেই সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

নিকোলাস বললো ঃ আচ্ছা! এখন ওঠো। আবার যাত্রা শুরু করা যাক। বেলা বাড়ছে। এখনও অনেক পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে।

নিকোলাস স্মাইক্‌কে নিয়ে আরও অনেক পথ পার হয়ে এলো এবং শেষে সন্ধ্যায় একটি কুটিরে এসে আশ্রয় নিল। সেখানে তারা রাতের মত বিশ্রাম নিয়ে, পরের দিন সকালে আবার যাত্রা করলো। এবারের পথ আরও বন্ধুর। আরও দুর্গম।

সারাদিন পথ চলার পর তারা সন্ধ্যায় আবার একটি পান্থশালায় এসে আশ্রয় নিল। এখান থেকে পোর্টস্‌মাউথ্‌ বার মাইল পথ।

পান্থশালার মালিক তাদের জন্যে সে-রাতের মত খাবার ব্যবস্থা করলেন। খাবার টেবিলে নিকোলাসের সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের আলাপ হল। নাম মিঃ ক্রুমেলস্‌। তিনি থিয়েটারের ম্যানেজার। নিকোলাস ম্যানেজারকে তার ইচ্ছার কথা জানালো। শুনে ম্যানেজার বললেন ঃ কাজের জন্যে অতদূরে গিয়ে কি করবেন। আর তা'ছাড়া সেখানে কাজ জানা লোক অনেক আছে। আপনারা অনভিজ্ঞ। সুতরাং আপনাদের কাজ না'ও হতে পারে। তার চেয়ে আসুন আপনারা আমার থিয়েটারে যোগ দিন। আপনার চেহারা ভাল। আমার কাজে লাগবে। স্মাইকের মত একটি চেহারাও আমার দরকার আছে। সুতরাং ওকে আমি কাজে লাগাতে পারবো। আপনারা অনায়াসেই আমার থিয়েটারে যোগ দিতে পারেন। সপ্তাহে এক পাউণ্ড করে পাবেন।

নিকোলাস বললো ঃ কিন্তু এ-কাজেও আমরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। থিয়েটার আমি জীবনেও করিনি।

ঃ আমি শিখিয়ে নেব। তা'ছাড়া অফিসের লেখাপড়ার কাজও করবেন। পারলে নাটকও লিখবেন।

ঃ ও কাজ আমি পারবো। আমার অভ্যাস আছে।

ম্যানেজার বললেন ঃ তাহলে আসুন। ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে দিলেন। নিকোলাস তাঁর হাত স্পর্শ করলো। এবং থিয়েটারে যোগ দিল। এখান থেকে নিকোলাস ও স্মাইকের আবার নতুন জীবন শুরু।

[১৯]

আপাততঃ ওদের গন্তব্যস্থান পোর্টস্‌মাউথ্‌। নিকোলাস স্মাইক্‌কে নিয়ে ওখানেই যেতে চেয়েছিল একটা চাকরির চেষ্টায়। কিন্তু এখন যাচ্ছে রঙ্গালয়ে অভিনয় করতে। ম্যানেজার মিঃ ক্রুমেলস্‌।

মিঃ ক্রুমেলস্‌ তাঁর রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও জিনিষ-পত্র নিয়ে নানা স্থানে ভ্রমণের জন্যে একটা গাড়ী ও একটি টাট্টুঘোড়া ব্যবহার করতেন। এই গাড়ীটি ও

টাট্টুঘোড়া তাঁর অভিনয়ের নানা জিনিষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিত।

নিকোলাস ও স্মাইক্ মিঃ ক্রমেলস্-এর সঙ্গে ঐ টাট্টুঘোড়ায় চেপে পোর্টস্ মাউথে যাত্রা করলো। আর গাড়ীতে অন্যান্য জিনিষ।

ঘোড়াটি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং বেতো। চলতে চায় না। মিঃ ক্রমেলস্-এর সঙ্গে আরও কিছু লোকজন ছিলেন। তাঁরা ঘোড়াটাকে টানতে টানতে এবং চাবুক মারতে মারতে তার গতিবেগ বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গতি আর বাড়ে না। শেষ পর্যন্ত এই ভাবে তাঁরা পোর্টস্ মাউথে এসে পৌঁছুলেন। ম্যানেজার অভিনয়ের জিনিষ-পত্র বাড়ীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে, নিকোলাস এবং স্মাইক্কে তাঁর রঙ্গালয়ে নিয়ে এলেন।

রঙ্গালয়টি দেখে নিকোলাস অবাক হল। এখানে তার নতুন জীবন শুরু হবে। রঙ্গালয়টি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বেশ উঁচু করে অভিনয়ের অনেকখানি জায়গা। তা'তে নানা দৃশ্যপট পর পর সাজানো। নীচে চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি যে-সব জিনিষ রঙ্গালয়ে প্রয়োজন সবই আছে। তবে পুরনো। দেখলে মনে হয় এ রঙ্গালয়টি বহুদিনের।

ম্যানেজার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিকোলাসের আলাপ করিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে আরও অনেকের সঙ্গে। তাঁরা সকলেই এক জায়গায় বসে গল্প-গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। আলাপের সময় নিকোলাস নিজেকে মিঃ জনসন্ নামে পরিচয় দিল। এই নামটি নিউম্যান নগস্-এর দেওয়া। যখন নিকোলাস নিউম্যান নগস্-এর বাড়ীতে কোন এক ভাড়াটের ছেলেমেয়েদের শিক্ষকের কাজ করতো, তখন নিউম্যান নগস্ তাকে মিঃ জনসন্ নামেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তার একমাত্র কারণ ছিল কাজটি অত্যন্ত ছোট। মাইনেও অল্প। সুতরাং ছদ্মনামই ভাল। এখানেও নিকোলাস ভেবে দেখলো যে এ-কাজটি তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। সে পারবে কিনা। কিম্বা এ-কাজ আদৌ থাকবে কিনা তার জানা নেই। এবং এখানে থাকলে তার সুনাম-কি-দুর্ণাম হবে সেটাও বিবেচ্য। এই সব নানা কথা চিন্তা করে নিকোলাস এখানে নিজে মিঃ জনসন্ নামেই পরিচিত হতে চাইলো।

নিকোলাসের সঙ্গে আলাপ করে ম্যানেজারের স্ত্রী এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই খুশি। ওদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। এবং সে-আলোচনায় নানা রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অভিনয় জগতের কথাও পরিবেশিত হতে লাগলো। নানাজনে নানা মতামত পেশ করতে লাগলো। নিকোলাস সে-আলোচনা মোটামুটি ভাবে চালিয়ে গেল। কারণ সে অভিনয় জগতের লোক নয়। তার এত বিসদ বিবরণ জানা নেই। তবে বর্তমান নাট্যজগত সম্বন্ধে তার যথেষ্ট পড়াশোনা আছে। যা সে ঐ আলোচনায় পেশ করলো। ওরা সকলেই নিকোলাস এবং স্মাইক্কে পেয়ে খুশি হল। এবং নিকোলাসও আনন্দিত।

কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার বললেন ঃ এবারে আমাদের মহড়া আরম্ভ হবে। আপনারা আমাদের মহড়া দেখুন। নিকোলাস রঙ্গালয়ের দিকে তাকালো।

মহড়া শুরু হল। নানা নাটকের নানা ধরণের মহড়া। ম্যানেজারের মেয়েটি পাকা অভিনেত্রী। সে বেশ ভাল অভিনয় করে সকলকে খুশি করলো।

ম্যানেজার উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ আপাততঃ আমাদের মহড়া শেষ। আবার আগামীকাল শুরু হবে। উপস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ম্যানেজারকে সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেদের পথে রওনা হয়ে গেল। পরে ম্যানেজার নিকোলাসকে ডেকে একটা ফরাসী নাটক তার হাতে দিয়ে বললেনঃ আপনি তো ফরাসী জানেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে তর্জমা করে ফেলুন। আমাদের কাজে লাগবে। নিকোলাস হাত পেতে সে-নাটকটি নিল। ম্যানেজার বললেনঃ আপনাদের থাকবার জায়গা বোধহয় এখনও ঠিক হয়নি।

নিকোলাস বললোঃ আজ্ঞে না।

ম্যানেজার বললেন ঃ তা'হলে আমাদের বাড়ীতে দয়া করে আসুন। ডিনারের পর আমার ছেলে আপনাদের একটা ভাল জায়গা দেখিয়ে দেবে। সেখানে আপনারা ভালভাবেই থাকতে পারবেন।

নিকোলাস বললোঃ বেশ। চলুন।

ম্যানেজারের সঙ্গে নিকোলাস তাঁদের বাসায় এলো। বাসাটি ভাল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডিনারের আয়োজন করা হল। নিকোলাস এবং স্মাইকের খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। তারা পেট ভরে খেল। এবং পরিতৃপ্ত আহারের পর নিজেদের বাসার দিকে রওনা হল।

পোর্টস্ মাউথের কাছেই একখানা সুন্দর ঘর, ভাড়া পাওয়া গেল। ভাড়াও অল্প। অগ্রিম জমাও দিতে হবে না। নিকোলাস এবং স্মাইক্ খুব খুশি। তারা সে-ঘরে তাদের জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বিশ্রামের জন্য তৈরী হল।

পথ-পরিশ্রমে আজ তারা সত্যিই খুব ক্লান্ত।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নিকোলাস জানালায় এসে দাঁড়ালো। গতকাল অনেক পরিশ্রম গিয়েছে। আজ ঘুমের পর শরীরটা ভালই লাগছে। নিকোলাস নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে করলো। স্মাইক্ ঘুম থেকে আগেই উঠেছে। সে এখন বাইরে। নিকোলাস সেই ফরাসী নাটকটা নিয়ে বসবে বসবে ভাবছে, এমন সময় দু'জন অভিনেতা ঘরে এলো। নাম মিঃ ফোলিয়ার ও মিঃ লেন্‌ভিলি। নিকোলাস অভ্যর্থনা করে তাদের ঘরে বসালো। তারা সোফায় বসে নিকোলাসের ঘরের খুব সুখ্যাতি করতে লাগলো। শেষে বললো ঃ আপনার নাটকের কতদূর।

নিকোলাস্ বললো ঃ বইটা আমি পড়েছি। ভালই বলতে হবে। সম্ভাবনা আছে।

মিঃ লেন্‌ভিলি বললো ঃ আমার ভূমিকাটি কি? আমার ভূমিকাতে কি কিছু দেখাবার আছে।

ঃ আছে। নিকোলাস জবাব দিল ঃ আপনি আপনার ছেলে, স্ত্রী ও চাকরকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন এবং পরে ধৈর্য রাখতে না পেরে আপনার বড় ছেলেকে ছোরা মারবেন।

মিঃ লেন্‌ভিলি আনন্দে বলে উঠলো ঃ চমৎকার ! চমৎকার ! আপনি জমিয়েছেন ভালই।

নিকোলাস বললো ঃ তারপর আপনার অনুশোচনার পালা। আপনার এ অনুশোচনা দীর্ঘদিন চলতে থাকবে। এবং শেষে একদিন আপনি আত্মহত্যার সংকল্প করে পিস্তল তুলবেন। তখনি ঘড়িতে দশটা বাজবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার শৈশবের নানা কথা মনে পড়ে যাবে। আপনার হাতের পিস্তল আর উঠবে না। মাটিতে পড়ে যাবে। তারপর থেকেই আপনার জীবনের পরিবর্তন শুরু। আপনি ধীরে ধীরে একটি ধর্মপরায়ণ মানুষে পরিণত হবেন।

নিকোলাসের কথা শুনে মিঃ লেন্‌ভিলি বললো ঃ অপূর্ব হয়েছে। এখানে নাটক শেষ হলে সাফল্য অনিবার্য। নাটকের বাঁধুনিটাও ভাল হবে। দর্শকরাও খুশি হবে। এবং টিকিটও বিক্রি হবে। আপনার নাটকে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি মিঃ জনসন্। নিকোলাস একটু হেসে তার দিকে তাকালো।

মিঃ ফোলিয়ার অনেকক্ষণ থেকেই কথা বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না। এবারে সে বললো ঃ মিঃ জনসন্ আমার ভূমিকাটি কি, সেটা একটু দয়া করে বলবেন।

নিকোলাস বললো ঃ আপনিই সেই বিশ্বস্ত চাকর। ঐ পরিবারের সঙ্গে আপনিও বিতাড়িত হবেন। এবং ওদের সঙ্গেই বাস করবেন।

মিঃ ফোলিয়ার কিন্তু সে-কথায় বিশেষ খুশি হল না। সে দুঃখ প্রকাশ করে বললো ঃ সেই গতানুগতিক ব্যাপার। এই ভূমিকায় আমি আগেও বহুবার অভিনয় করেছি। আপনি দয়া করে ঐ ভূমিকায় একটি নৃত্য জুড়ে দিন। যা'তে আমি কিছু দেখাতে পারি।

নিকোলাস অবাক হয়ে বললো ঃ তা' কি করে হবে। এটা কি করে সম্ভব।

মিঃ লেন্‌ভিলি বললোঃ অসম্ভব কিছু হবে না। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন যে ঐ বিপন্না মহিলার ছেলেটি খুব কাঁদছে। মহিলা কিছুতেই তাকে থামাতে পারছে না। তখন চাকরটি তাকে থামাবার জন্যে তাকে নাচ দেখাচ্ছে। যে নাচ সে প্রায়ই বাড়ীতে দেখাতো এবং ছেলেটি তার কান্না থামাতো। আপনি এ ভাবেও একটি নাচ ঐ ভূমিকায় অনায়সেই জুড়ে দিতে পারেন।

নিকোলাস বললো ঃ কথাটা অবশ্য মন্দ বলেননি। আমি ভেবে দেখবো।

মিঃ ফোলিয়ার বললো ঃ ভেবে দেখবার কিছু নেই। এটা খুব ভাল প্রস্তাব। আপনি দয়া করে এটা জুড়ে দেবেন। তা' না হলে আমার অভিনয়টা একটুও জমবে না। অর্থাৎ আমি জমাতে পারবো না।

নিকোলাস বললো ঃ আচ্ছা ! ভেবে দেখি।

ওরা বিদায় জানিয়ে চলে গেল। নিকোলাস সারাদিন পরিশ্রম করে নাটকের তর্জমা শেষ করলো। পরে সন্ধ্যায় রঙ্গালয়ের দিকে যাত্রা করলো। স্মাইক্ সেখানে আগেই চলে গেছে।

রঙ্গালয়ে পৌঁছে নিকোলাস অবাক হল। গতকাল সকালে যে অবস্থা দেখে

এসেছিল, আজ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আসর জমজমাট্। দর্শকে পূর্ণ। চারিদিকে আলো। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট্ অপূর্ব ভাবে সাজানো। আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুসজ্জিত পোষাক এবং অত্যধিক রং-এ, তাদের মুখের আদল একেবারে পাল্টানো।

নাটকের অভিনয় শুরু হল। দর্শকদের ঘন ঘন হাত তালি পড়তে লাগলো। নিকোলাস বুঝলো যে নাটক জমে উঠেছে। অনেকক্ষণ ধরে নাটক অভিনয় চলতে লাগলো এবং শেষে এক সময় সে-নাটকের অভিনয় শেষ হল।

ম্যানেজার এগিয়ে এসে বললেনঃ কেমন দেখলেন ?

নিকোলাস বললোঃ খুবই চমৎকার।

ঃ নায়িকার অভিনয় ?

ঃ সুন্দর। মহিলার প্রতিভা আছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

ঃ আমি ভাবছি আগামী সোমবার আমাদের নায়িকার সাহায্য-রজনী হিসাবে আপনার নাটকের উদ্বোধন করবো। তা'হলে একদিকে সাহায্য-রজনী এবং অপর দিকে আপনার নাটকের উদ্বোধন, এ-দুটো কাজ এক সঙ্গেই হয়ে যাবে। আর তা'ছাড়া নায়িকার সাহায্য-রজনী বললে, টিকিট-টাও ভালই বিক্রি হবে। আপনি কি বলেন ?

নিকোলাস বললো ঃ বেশ ভালই হবে। আপনার পরিকল্পনাটি মন্দ নয়।

ম্যানেজার আবার বললেন ঃ তবে হ্যাঁ! এর মধ্যে নায়কের ভূমিকাটি আপনাকে রপ্ত করে নিতে হবে।

ঃ আমি চেষ্টা করবো। তবে পারবো কিনা বলতে পারিনা।

ঃ তবে একটা কথা। ম্যানেজার নিকোলাসের দিকে তাকালেন। একটু ক্যানভাস্ করা দরকার। অর্থাৎ আপনি, নায়িকা এবং আমার ছোট মেয়ে একটু ক্যানভাসে বেরুবেন। বাড়ী বাড়ী যেতে হবে। তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। হ্যাণ্ডবিল্ দিতে হবে। আমাদের রঙ্গালয়ের পৃষ্টপোষক এবং সহানুভূতিশীল দর্শক অনেক। তাদের কাছে গেলে তারা টিকিট নেবেই। আপনি নাট্যকার এবং অভিনেতা স্বয়ং গেলে গুরুত্ব আরও বাড়বে। আমি সেইজন্যেই বলছি যে, আপনি আমাদের একটু সহযোগিতা করুন। এতে অসম্মানের কিছু নেই।

নিকোলাস গম্ভির ভাবে বললো ঃ আমায় ক্ষমা করবেন। এখানে আমার কোন পরিচিতি নেই। আর তা'ছাড়া এ-ভাবে বাড়ী বাড়ী টিকিট বিক্রি করতে যাওয়া আমি অসম্মানের বলে মনে করি।

কথার মাঝে ম্যানেজারের স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন। তিনি সব শুনে নিকোলাসকে বার বার রাজী হবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষে অন্য কোন উপায় না দেখে, নিকোলাসকে বাধ্য হয়েই সে-প্রস্তাবে রাজী হতে হল। ঠিক হল পরদিন সকালে নিকোলাস নায়িকার বাড়ীতে যাবে এবং সেখান থেকে তারা একত্রে ক্যানভাসে বেরুবে। পরে বাড়ী এসে আবার নাটক নিয়ে বসবে।

সেই মতই কাজ শুরু হল। নিকোলাস পরেরদিন সকালে নায়িকার বাড়ী গিয়ে হাজির হল। ম্যানেজারের কন্যাটিও এলো। তারা সকলে কাগজ-পত্র নিয়ে ক্যানভাস্ শুরু করলো।

ক্যানভাস্ এবং টিকিট বিক্রি ভালই হল। সকলেই নিকোলাসের নাটক দেখতে আসবে। নিকোলাসও অনেক পরিশ্রম করে নাটক তৈরী করলো। শেষে অভিনয়ের দিন এলো। গ্যালারী এবং দর্শকের স্থান পূর্ণ। অভিনয় শুরু হল। নিকোলাস নিজের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করলো। সকলের মুখেই নিকোলাসের প্রশংসা শোনা যেতে লাগলো। সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে সে-দিনের অভিনয় শেষ হল।

এরপর সে-নাটকের অভিনয় পর পর বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে লাগলো। দর্শকের ভীড়ও প্রচুর হতে লাগলে। ম্যানেজারের রোজগারও ভালই হতে লাগলো। এবং নিকোলাসও বাড়তি কিছু পেল। নিকোলাস বেশ খুশি। তার এ-কাজে উৎসাহও আসতে লাগলো। ভাবলো দেখা যাক, এ-বিভাগে কোন উন্নতি করা যায় কিনা।

একদিন সকালে নিকোলাস নানা নাট্যকারের নাটক নিয়ে পড়াশোনা করছিল। এমন সময় ম্যানেজার দেখা করতে এলেন। নিকোলাস তাকে আদর করে ঘরে এনে বসালো।

ম্যানেজার বললেনঃ আপনি হয়তো মিস্ পিটোকার-এর নাম শুনে থাকবেন। থিয়েটার রয়ালের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী।

নিকোলাস বললোঃ আমি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি।

ঃ তাহলে তো ভালই। তিনি আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত বন্ধু। আজই এখানে এসে পৌঁছুবেন। তিনি একদিন আমাদের রঙ্গালয়ে অভিনয়ও করবেন। এবং আপনাকে তাঁর সঙ্গে একটি ছোট্ট ভূমিকাতে অভিনয় করতে হবে।

ঃ বেশ। আমি রাজী।

ঃ আপনি তা'হলে তৈরী থাকবেন। আমি এখন চলি। মিস্ পিটোকার-কে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ম্যানেজার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নিকোলাস চিন্তা করতে লাগলো। এ-এক নতুন জীবন। নতুন কাজ। বেঁচে থাকবার জন্যে যে এ-ধরনের কাজ তাকে করতে হবে, সে কথা আগে সে জীবনেও কল্পনা করেনি। কিন্তু তবুও জুটে যখন গেছে তখন এ জীবনবেই মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর মা এবং কেট্। এদের খুশি করাও তার কর্তব্য। তাকে ধীরে ধীরে সে দায়িত্বও নিতে হবে। কেটের চাকরি কেমন চলছে কে জানে। নিকোলাস তার নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করে সোজা হয়ে বসলো।

নির্দিষ্ট সময়ে মিস্ পিটোকার এখানে এসে পৌঁছুলেন। এইরঙ্গালয়েনিকোলাসের সঙ্গে একরাত্রি অভিনয়ও করলেন। নিকোলাসের সঙ্গে আলাপ হতেই নিকোলাস বুঝলো যে খুবই বুদ্ধিমতী নারী। লণ্ডনের কেন্‌উইগ্‌স্ পরিবারের সঙ্গে নিকোলাস পূর্ব্ব-পরিচিত। এবং এই মহিলাও সেই পরিবারের একজন। সেইজন্যেই নিকোলাস এই মহিলাকে চেনে। কিন্তু নিকোলাসের সঙ্গে আলাপের সময় মিস্ পিটোকার সে প্রসঙ্গে একেবারেই এলেন না। সেইজন্যে নিকোলাসও আর সে-কথা উত্থাপন করলো না। তবে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং আলাপী। নিকোলাস আলাপ করে

খুশিই হল।

অভিনয়ের পরে রাত্রে বাসায় ফিরে নিকোলাস আহারে বসেছে, এমন সময় স্মাইক্ এসে খবর দিল যে, একজন ভদ্রলোক তার খোঁজে এসেছেন। নিকোলাস তাঁকে নিয়ে আসতে বললো। যিনি ঘরে এলেন তিনি মিঃ লিলিভিক্।

নিকোলাস অবাক হয়ে বললো ঃ আপনি?

ঃ হ্যাঁ! আমি। আজ সকালেই এসেছি। আপনাকে অবাক করে দেবার জন্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আপনার অভিনয় দেখলাম।' ভালই লাগলো। আপনার যে এ-বিষয়েও দক্ষতা আছে সে-কথা আমার জানা ছিল না।

নিকোলাস হেসে বললো ঃ আমার-ও ছিল না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি। তবে আজকের অভিনয় যে ভাল হয়েছে, সে কৃতিত্বের সবটুকু পাওনা মিস্ পিটোকারের। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি চতুরা। অভিনয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর অনেক। আমি তাঁর কাছে শিশু মাত্র।

মিস্ পিটোকারের প্রশংসা শুনে মিঃ লিলিভিক-এর চোখ দুটো কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন ঃ তাঁর কথা আর আমাকে বলবেন না। আমি তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত। অভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। এবং সে-আলাপ এখন প্রেমের পর্য্যায়ে এসেছে।

নিকোলাস কথা শুনে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালো।

তিনি বললেন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ! অবাক হবেন না। আমি দীর্ঘ জীবন চিরকুমার আছি। কিন্তু আর থাকতে রাজী নই। মিস্ পিটোকারকে আমার কথা জানিয়েছি। তিনি রাজী। কাজেই বুঝতেই পারছেন আজ রাত্রে ম্যানেজারের বাড়ীতে আমাদের শুভ কাজ সম্পন্ন হবে। আপনাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। সেইজন্যেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম। আপনার উপস্থিতি একান্ত ভাবেই আমি কামনা করি।

নিকোলাস তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো ঃ অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকবো জানবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে নিকোলাস ম্যানেজারের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। নিমন্ত্রিত অনেকেই এসেছেন। রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও। এবং বাইরের আরও লোকজন। বাড়ীটার চারিদিকে আলো দিয়ে সাজানো। সকলেই আনন্দে মুখর। এবং সেই আনন্দ-মুখর রাত্রে তাঁদের শুভকাজও শেষ হয়ে গেল। নিকোলাস আহার শেষে অনেক রাতে বাড়ী ফিরলো।

[২০]

এবারে আমরা এমন দু'জন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে আলোচনা করবো, যাদের সম্বন্ধে আগে বিশেষ আলোচনা হয়নি। তাঁরা হচ্ছেন লর্ড-ফ্রেডারিক ভেরিসফট্ ও তাঁর বন্ধু সার মলবেরী হক্।

বেলা তিনটে বাজে। রিজেন্ট স্ট্রীটের একটি সুন্দর বাড়ীর দোতলার ঘরে ওরা

দু'জন বসে প্রাতরাশে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ আগেই তাঁরা ঘুম থেকে উঠেছেন। গত রাতের বীভৎস ব্যাভিচারের পর, এই মাত্র তাঁদের ঘুম ভাঙ্‌লো। তাঁরা এখনও শ্রান্ত এবং ক্লান্ত। চোখের ঘুম এখনও মুছে যায় নি। পাশে সে-দিনের সংবাদপত্র অপঠিত অবস্থায় পড়ে। একবর্ণ পড়বার ইচ্ছাও কারও জাগেনি। তাঁরা দু'জনে বসে প্রাতরাশ সারছিলেন আর টুকরো টুকরো কথায় আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের সে আলাপে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। অবসন্ন দেহে ও মনে আহারের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত চোখে এলোমেলো কথায় একে অপরকে ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছিলেন।

কথার মাঝখানে হঠাৎ সার মলবেরী হক্‌ বলে উঠলেন ঃ আজকে আমাদের শরীর ভাল নেই। সুতরাং এমন একজনের সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার, যা'তে আমাদের শরীর বেশ সুস্থ এবং গরম হয়ে ওঠে।

লর্ড বললেন ঃ আজকে আমার শরীরের যা' অবস্থা, তাতে কোন আলোচনাতেই আমার আগ্রহ আসবে না।

সার হক্‌ বললেন ঃ কেন ? আমার যদি এখন রালফ্‌ নিকলবির ভাইঝির সম্বন্ধে, আলোচনা করি, তবে তোমার শরীর আশা করা যায় সুস্থ এবং চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

লর্ড বললেন ঃ বেশ ! তুমি আলোচনা করে দেখো।

সার হক্‌ বললেন ঃ মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। কি বলো।

লর্ড বললেন ঃ এ-কথা আর নতুন করে বলবার নেই। আমি অনেকবার বলেছি।

ঃ তুমি তো তাকে খুঁজে বার করবে বলেছিলে।

ঃ হ্যাঁ ! বলেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। মেয়েটি সেই যে রালফের বাড়ী থেকে চলে গেল, আর এ-পথ মাড়ালই না। আমি ভেবেছিলাম হয়তো সে আরও দু'একবার এখানে আসবে।

হক্‌ বললেন ঃ তুমি আমার সাহায্য ছাড়া তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। চেষ্টা করলেও পারবে না।

ঃ বেশ ! তা'হলে তুমি এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।

ঃ রালফ্‌ সে-দিন ডিনারের সময় মেয়েটিকে কেন এনেছিল জান ?

ঃ না।

ঃ তোমাকে ভোলাবার জন্যে। রালফ্‌ ভারী চালাক। সে তার সুন্দরী ভাই-ঝিকে সামনে রেখে তোমার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চেয়েছিল।

ঃ আমি ঠিক জানি না। তবে সে-দিন দেখলাম যে তুমি তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে অন্য ঘরে গেলে এবং অনেকক্ষণ সে-ঘরে রইলে। আশা করি তুমি তার সঙ্গে আলাপ করবার ভাল ভাবেই সুযোগ পেয়েছো।

ঃ তা পেয়েছি। তবে তাতে ফল কিছু ভাল হয় নি। মানে কাজ কিছু উদ্ধার হয় নি। তবে তুমি অনায়াসেই একটা সুযোগ করে নিতে পার।

ঃ কেমন করে ?

ঃ তুমি রালফ্‌ নিকলবিকে সোজাসুজি বলবে যে যদি তোমার সঙ্গে তার লেনদেন বজায় রাখতে হয়, তবে তার ভাইঝির ঠিকানা জানাতে হবে। সে কোথায় থাকে, সে-কথা

বলতে হবে। তবে ব্যবসা ঠিকমত চলবে। নতুবা সব বন্ধ করে দেওয়া হবে। তুমি ভাল করে ঐ বুড়ো ব্যাটাকে ভয় দেখাও দেখি। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ বুড়ো ব্যাটা সব কথা তোমাকে জানিয়ে দেবে। তখন সেই ঠিকানা ধরে সেখানে পৌঁছুবার একটা পথ বার করা যাবে।

লর্ড সার হকের কথা শুনে বললেনঃ বেশ! এবারে দেখা হলে সেই ভাবেই বলবো।

সার হক্ বললেনঃ বলবে কি। এ-সব কাজে দেরি করলে কি চলে। চলো এখুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি এবং রালফের বাড়ী যাই। সেখানে গিয়ে সময় এবং সুযোগ বুঝে কথাটা পেশ করা যাবে।

লর্ড বললেনঃ বেশ! চলো। দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

তারা দুজনে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে রালফের বাড়ীর দিকে চললেন।

রালফ্ নিকলবি বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁদের দেখে একটু অবাকই হলেন এবং ঘরে এনে বসালেন। তাঁদের দেখে রালফ্ নিকলবির সে-দিনের ঘটনাবলী মনে পড়ে গেল। কিন্তু তবুও তিনি হাসি মুখে তাঁদের আদর-আপ্যায়ণ করলেন। খাবারের আয়োজন করলেন।

প্রথমে টাকা-পয়সা লেন-দেন নিয়ে নানা কথা হল। আদান-প্রদানের কথাও হল। লর্ড কেটের কথাটা উত্থাপনের জন্য প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এবারে টাকা-পয়সার কথা শেষ হতেই তিনি একটু সুযোগ পেলেন এবং রালফ্ নিকলবিকে বললেনঃ আপনার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে। রালফ্ নিকলবি চোখ তুলে তাকালেন। লর্ড, সার হক্-কে সেখান থেকে সরে যেতে ইংগীত করলেন। সার হক্ উঠে পড়ে বললেনঃ বেশীক্ষণ সময় নিও না ভাই। একা একা বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না। সার হক্ পাশের ঘরে চলে গেলেনঃ লর্ড তার চলে যাওয়ার পথ টুকু ভাল করে লক্ষ্য করে রালফ্ নিকলবিকে বললেন: টাকা-পয়সায় লেন-দেন আপনার সঙ্গে ঠিক থাকবে। এবং এ-ছাড়াও আপনি বাড়তি কিছু পাবেন। তবে একটা খবর আপনাকে দিতে হবে।

রালফ্ নিকলবি বললেনঃ কি খবর।

লর্ড বললেনঃ আপনার ভাইঝির খবর। আপনার ভাইঝি সত্যিই অতি সুন্দরী। তাকে আরেক বার আমি দেখতে চাই। কাজেই তার ঠিকানাটা আমাকে দিতে হবে। অর্থাৎ সে কোথায় থাকে, কার কাছে থাকে ইত্যাদি আমাকে জানাতে হবে। মানে আমি জানতে চাই। তবে তার ঠিকানাটা আপনি গোপনে আমাকে জানাবেন। যা'তে সার হক্ জানতে না পারে।

রালফ্ নিকলবি বললেনঃ কেন? সে নিজেও-কি আপনার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় নেমেছে নাকি?

লর্ড বললেনঃ লোকটা আমার বন্ধু বটে। তবে অত্যন্ত খারাপ চরিত্রের লোক। ওকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি আপনার ভাইঝির কোন ক্ষতি করবো না। এ

বিশ্বাস আপনি রাখতে পারেন। শুধু মাত্র তাকে দেখতে চাই। তাকে দেখতে পেলেই আমি খুশি থাকবো। মনে রাখবেন, আপনি আমার সাহায্যে অনেক টাকা রোজগার করেছেন। এবং ভবিষ্যতে আরও করবার সুযোগ পাবেন। আমিই আপনাকে সে সুযোগ করে দেব। তার পরিবর্তে আমি তার ঠিকানাটা চাই।

লর্ডের কথা শুনে রালফ্ নিকলবি অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। ভাবলেন সার হক্ যদি কেটের বর্তমান ঠিকানা না জানতে পারে, তবে লর্ডকে নিয়ে তাঁর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। কারণ লর্ড অত সাহসী নয়। সার হকের মত অত বেপরোয়াও নয়। সে মোটামুটি ভাবে ভদ্র এবং মিষ্টভাষী। সুতরাং একে কেটের ঠিকানা জানালে কেটের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু সে কিছু টাকা রোজগারের সুবিধা করে নিতে পারবে। এই সব নানা কথা চিন্তা করে রালফ্ নিকলবি বললেন: আমি আপনাকে তার ঠিকানাটা জানাতে পারি। তবে আমাকে কথা দিতে হবে যে আপনি এ-ঠিকানা সার হক্‌কে দেবেন না।

লর্ড সে-কথায় উৎসাহ পেয়ে বললেন: আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ব্যাপারটা গোপনেই থাকবে।

রালফ্ নিকলবি তখন কেটের বর্তমান ঠিকানাটা লর্ডকে জানালেন এবং বললেন: বর্তমানে যে-পরিবারে কেট্-নিযুক্ত তারা আপনার মত উচ্চ সম্প্রদায় এবং অভিজাত পরিবারের লোক পেলে খুব খুশিই হবে। আপনি যে-কোন দিন সেখানে গেলেই তার দেখা পাবেন। তবে আমার শেষ কথা যে আপনি সার হক্‌কে এ-কথা জানাবেন না। লর্ড মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানালেন।

লর্ড কেটের ঠিকানা পেয়ে খুবই খুশি। তিনি তখন সার হক্‌কে সে-ঘরে ডেকে পাঠালেন। সার হক্ এসে বললেন: তোমাদের আলোচনা শেষ করতে এত সময় লাগলো। কি ব্যাপার বলোতো।

লর্ড সে-কথা চাপা দিয়ে বললেন: তেমন কিছু নয়। চলো এবারে আমরা উঠবো। লর্ড উঠে দাঁড়ালেন এবং রালফ্ নিকলবিকে নমস্কার জানিয়ে নীচে নেমে এলেন সঙ্গে সার্ হক্।

নীচে নেমে আসতেই নিউম্যান নগস্ ঘণ্টাধ্বনি করলো। রালফ্ নিকলবি বুঝলেন যে, কেউ একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তিনি চোখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন। মিসেস্ নিকলবি ঘরে এলেন। রালফ্ নিকলবি তাঁকে দেখে অত্যধিক অবাক হলেন। কিন্তু ঘটনাটা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটলো যে রালফ্ নিকলবি তাঁদের সঙ্গে মিসেস্ নিকলবির আলাপ না করিয়ে দিয়ে পারলেন না। এত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একের সঙ্গে অপরের আলাপ না করালে সকলেরই সৌজন্য বোধে বাধে। বিশেষতঃ লর্ড সেখানে উপস্থিত। এবং তিনি সেখানে লর্ডের সঙ্গে নানা লেন-দেনে জড়িত। রালফ্ নিকলবি মুহূর্তের মধ্যে নানা কথা ভেবে নিয়ে, লর্ডকে মিসেস্ নিকলবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

এমন আশ্চর্য্য ঘটনা যে ঘটতে পারে লর্ড এবং সার হক্ কল্পনাই করতে পারেন নি। মিসেস্ নিকলবি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁরা অবাক হয়ে বিগলিত ভাবে

মিসেস্ নিকলবিকে প্রতি-নমষ্কার জানালেন। সার হক্ এমন সুযোগ জীবনেও আশা করেন নি। তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এসে মিসেস্ নিকলবির সঙ্গে নানা ভাবে আলাপ শুরু করে দিলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য মিসেস্ নিকলবির ঠিকানাটা জেনে নেওয়া।

মিসেস্ নিকলবিও এই অভিজাত লর্ড সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনিও আশা করেন নি যে, এমন একটা সুযোগ তাঁর জীবনে আসতে পারে। তিনি আলাপে বুঝলেন যে কেটকে এঁরা সবাই ভাল ভাবেই চেনেন। এবং কেটের সম্বন্ধে-এঁরা দুজনেই আগ্রহী। অর্থাৎ কেট্ তাঁকে এ-ব্যাপারে কিছুই জানায় নি। কেট্ সব কিছুই তাঁকে বলে। কিন্তু এমন একটি সুন্দর ঘটনা কেন তাঁকে জানালো না, তিনি বুঝতে পারলেন না।

রালফ্ নিকলবি অনেকক্ষণ উপায়হীন ভাবে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনছিলেন। মাঝে মাঝে বাধা দেবারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁরা তখন মিসেস্ নিকলবিকে নিয়ে এত বেশি উৎসাহী এবং কৌতূহলী যে, তিনি তাঁদের মধ্যে বাধা দেবার চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। শেষে তিনি বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে মিসেস্‌কে বললেনঃ আপনার হাতে ও কাগজগুলো কি। আমার জন্যে এনেছেন কি?

মিসেস্ নিকলবি বললেনঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এ-পথেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম আপনাকে দিয়ে যাই। রালফ্ নিকলবি হাত বাড়িয়ে সে কাগজগুলো নিলেন। সার হক্ কথায় কথায় মিসেস্ নিকলবির কাছ থেকে তাঁর বর্তমান ঠিকানাটা জেনে নিলেন। এবং বললেনঃ আপনি কি এখন এখানে বসবেন না চলে যাবেন। মিসেস্ নিকলবি হেসে বললেনঃ না। আমার কাজ শেষ। আমি চলেই যাব। আমার অন্যত্র কাজ আছে।

সার হক্ বললেনঃ তাহলে চলুন এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। আপনাকে বাসে তুলে দিই।

মিসেস্ নিকলবি বললেনঃ বেশ! চলুন।

সার হক্ এবং লর্ড, মিসেস্ নিকলবিকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। রালফ্ নিকলবি স্থবির দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ভাবলেনঃ আমি যদি ঠিকানাটা না দিতাম তা হলেও মিসেস্ নিকলবি দিয়ে দিতেন। কারণ মিসেস্ নিকলবির আলাপে বোঝা গেল যে তিনি এ আলাপে খুব খুশি। আলাপটা যখন সোজাসুজি হয়ে গেল তখন এখন থেকে সব দায়িত্ব মিসেস্ নিকলবির ওপরই বর্তাবে। এবং তিনি তাঁদের ঠিকানা দিলেও দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। তিনি নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত ভাবলেন এবং ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মিসেস্ নিকলবিকে তাঁরা বাসে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন এবং পরে আবার দেখা হবে সে-কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বাসে উঠে মিসেস্ নিকলবি ভাবলেন এরা দুজনেই ধনী এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান। কেট্ যদি এঁদের দু'জনের যে কোন একজনকে পছন্দ করে এবং বিবাহে মত

দেয়, তবে তিনি আপত্তি তো করবেনই না বরং খুশি হবেন।

কেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে করতে মিসেস্ নিকলবি বাড়ীর পথে রওনা হলেন।

বাড়ী ফিরেও তাঁর স্বপ্ন শেষ হল না। তিনি একের পর এক স্বপ্ন দেখে যেতে লাগলেন। কন্যার সুখের স্বপ্ন। নিজের স্বচ্ছল অবস্থার স্বপ্ন। নিকোলাসের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তিনি ভাবলেন কেটের সঙ্গে যদি সার মলবেরী হকের বিয়েটা হয়ে যায় তবে তাঁর মেয়ে হবে সার মলবেরী হক্। কিম্বা লেডী মলবেরী হক্। তখন চমৎকার শুনতে লাগবে।

সার মলবেরী হক্ তাঁর বিবাহে নিশ্চয়ই বিরাট ভোজ দেবেন। সমাজের বড় বড় সব লোকেরা উপস্থিত থাকবেন। লর্ড-ব্যারন-রা সব যোগ দেবেন। এ-বিবাহে শুধু মাত্র কেট্ই যে সমাজে উন্নিত হবে তা নয়। তিনিও হবেন। বড় ঘরের বড় মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সুযোগ আসবে। এই সব কথা চিন্তা করে তিনি সেইদিন এমনকি পরের দিনও পুলকে এবং আনন্দে এক স্বপ্নরাজ্যে বিরাজ করতে লাগলেন। পরের দিন তিনি যখন আহারে বসেছেন, তখন তাঁর পরিচারিকা এসে খবর দিল যে দুই জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিলেন যে সার মলবেরী হক্ ও লর্ড তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কথাটা মনে হতেই তিনি কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন এবং নিজের আহার্য্য দ্রব্য একপাশে সরিয়ে রেখে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

ঘরে যাঁরা ঢুকলেন তাঁরা হলেন মিঃ পাইক্ ও মিঃ প্লক্। মিসেস্ নিকলবি অবাক হয়ে তাঁদের মুখের দিকে তাকালেন। মিসেস্ নিকলবি যে ওদের চিনতে পারেন নি সে কথা বুঝেই মিঃ পাইক্ ও মিঃ প্লক্ বললেনঃ আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আমরা দুঃখিত ম্যাডাম্। আমরা সার মলবেরী হকের বন্ধু। বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সে-কথা শুনে মিসেস্ নিকলবি সঙ্গে সঙ্গে বললেনঃ কি প্রয়োজন এখুনি বলুন। আমি শুনতে প্রস্তুত। সার হক্ পাঠিয়েছেন এর চেয়ে আর আনন্দের কি হতে পারে।

ঃ হ্যাঁ। আপনাকে এখুনি আমরা জানাবো। তবে তার আগে জানাই যে আপনার মেয়ে কেটের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং আপনার প্রতি তিনি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাশীল। আপনাদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত।

মিসেস্ নিকলবি বললেনঃ না না। তিনি আনন্দিত কেন হবেন। বরং আমরাই আনন্দিত। আমরাই তাঁর মত অভিজাত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুশি হয়েছি। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। এখন প্রয়োজনের কথাটা আপনারা দয়া করে বলুন। আমি সার মলবেরী হকের কথা শোনবার জন্যে ব্যাগ্র হয়ে আছি। মিসেস্ নিকলবি তখন মনে মনে ভাবলেন যে, এবারে তাঁরা নিশ্চয়ই সার মলবেরী হকের সঙ্গে কেটের বিবাহের প্রস্তাব করবেন। তিনি সেই কথা চিন্তা করে মনে মনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগলেন এবং বিবাহের প্রস্তাব এলে তিনি কি জবাব দেবেন তাঁর জন্য

তৈরী হতে লাগলেন।

মিঃ পাইক্ ও মিঃ প্রক্ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ আমরা সার মলবেরী হকের কাছ থেকে এক জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি।

ঃ কি সে বার্তা। মিসেস্ নিকলবি চোখ তুলে তাকালেন।

তাঁরা বললেন ঃ সার মলবেরী হক্ আজ রাত্রে আপনাকে থিয়েটারে যাবার জন্যে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মিসেস্ নিকলবি সে-কথা শুনে কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে বললেন ঃ আমি থিয়েটার দেখি না। আমাকে মাফ্ করবেন। সার হক্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলবেন যে আমি দুঃখিত।

ঃ কিন্তু ম্যাডাম্ আপনাকে যেতেই হবে। সার হক্ বার বার করে বলে পাঠিয়েছেন। আমরা সে-খবর জানাতেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি না গেলে তিনি বিশেষ দুঃখ পাবেন বলেছেন।

ঃ না না। দুঃখ দিতে আমি চাই না। কিন্তু—।

ঃ আপনার কোন অসুবিধা হবে না। সার হক্ তাঁর নিজের গাড়ী পাঠাবেন। সেখানে সার হক্ যাবেন। লর্ড যাবেন। মিঃ রালফ্ নিকলবি যাবেন। এবং আমরাও যাব।

ঃ আমার ভাসুরও যাবেন?

ঃ হ্যাঁ। আপনাকে আবার পেঁছে দেবারও ব্যবস্থা করা হবে।

ঃ তা'হলে অবশ্য যেতেই হয়। তা' নাহলে ভাসুর মহাশয় আবার হয়তো কত কি ভাবতে পারেন।

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইজন্যেই বলছি আপনি দয়া করে আসুন। তা'হলে এখন আমরা চলি। আপনি দয়া করে তৈরী থাকবেন।

মিসেস্ নিকলবি সে-কথা শুনে তাড়াতাড়ি বললেন ঃ না না। আপনারা দয়া করে বসুন। আমি খাবারের আয়োজন করি।

তিনি মিঃ পাইক্ ও মিঃ প্রক্‌-কে ভূরি ভোজে আপ্যায়ন করলেন। তাঁরা আহার শেষ করে শেষ বারের মত মিসেস্ নিকলবিকে থিয়েটারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

তাঁরা চলে যেতে মিসেস্ নিকলবি আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে তাঁর অনুমানই ঠিক। তিনি সত্যিই অতিব দূরদর্শিনী। এবারে তিনি জয়ী হবেন-ই। সার মলবেরী হক্ যে তাঁর কন্যার প্রেমে আকণ্ঠ-নিমগ্ন এ-বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে এখন থিয়েটারে গিয়ে তাঁর প্রথম কাজ হবে সার মলবেরীর মন আরও ভাল করে জানা। এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়া।

নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী এলো। তিনি থিয়েটারে এসে বক্সে বসলেন। দেখলেন সার মলবেরী হক্, লর্ড ও মিঃ পাইক্ ও প্রক্ বসে।

তাঁরা সকলে মিসেস্ নিকলবিকে আপ্যায়ন করে বসালেন। তিনিও সকলকে

আপ্যায়ন করলেন।

এমন সময় পাশের বক্সে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসে বসলেন। তাঁদের মধ্যে কেট্-কেও দেখা গেল। কেট্ যে বাড়ীর গৃহিনীকে দেখা শোনা করে, এরা সেই পরিবার ভুক্ত।

কেট্ তার মাকে দেখে বললো ঃ মা, তুমি। আমি তোমাকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ। তখন থিয়েটার আরম্ভ হতে অনেক দেরি। সার হক্, লর্ড ও অন্যান্যরা সকলে কেট্কে ঘিরে ধরলো। তখন কেটের অনুগামীরাও এসে এদের সঙ্গে আলাপ করলো। এবং দুটি বক্স্ ভাগাভাগি করে বসবার ব্যবস্থা হল। এ-ব্যবস্থা করলেন সার হকের দুই জন ভাঁড় মিঃ পাইক্ ও প্লক্। ফলে লর্ড, মিসেস্ নিকলবি ও অন্যান্য সকলে এক বক্সে বসতে বাধ্য হলেন। এবং অন্য বক্সে বসলেন সার হক্, কেট্, পাইক্ ও প্লক্।

থিয়েটার শুরু হল। মিসেস্ নিকলবি এ ব্যাপারে কেট্কে একটু সুযোগ করে দিলেন। দু'জনের মন জানাজানি-র সুবিধা হবে বলে। কিন্তু সেই থিয়েটারে কেট্ স্যার হকের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হল। সার হক যা' ব্যবহার করলেন, তা' সেদিনের চেয়েও আরও জঘন্য এবং অশালীন। থিয়েটার শেষ হতেই কেট্ আর কোন কথা না বলে গোপনে কাঁদতে কাঁদতে নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসলো এবং নিজেদের লোকের সঙ্গে বাড়ী চলে গেল। কেটের মা এ-সব কিছুই জানতে পারলেন না। তিনিও অন্য গাড়ীতে নিজের বাড়ী ফিরলেন।

ওরা সকলে চলে যেতে, সার হক্ লর্ডকে বললেন ঃ কেমন বুঝলে ?

লর্ড বললেন ঃ ভালই। তুমি তো দেখলাম ভালই গুছিয়ে নিলে। আর আমাকে পাঠালে কেটের মায়ের কাছে।

ঃ আরে আগে কেটের মায়ের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করো। আমি সে-সুযোগই আজ তোমাকে করে দিলাম। কেটের মায়ের সঙ্গে আলাপ থাকলে, তুমি যখন খুশি তাঁর বাড়িতে যেতে পারবে।

লর্ড বললেন ঃ তা অবশ্য।

ঃ তুমি জানবে ঐ মেয়ের ওপর আমার কোন লোভ নেই। এ-সব ব্যবস্থা তোমার জন্যেই করা। এখন তা'হলে বলো যে তোমার জন্যে আমি কত চিন্তা করছি।

লর্ড বললেন ঃ তুমি সত্যিই আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তোমার মত বন্ধু আমার আর দ্বিতীয়টি নেই। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

তাঁরা কথা বলতে বলতে একটি ক্লাবের দিকে এগুতে লাগলেন।

[২১]

থিয়েটার দেখে বাড়ী ফেরার পর থেকে মিসেস্ নিকলবির স্বপ্ন দেখা আরও বাড়তে লাগলো। প্রথমে তিনি যে স্বপ্ন এবং কল্পনার রাজ্যে বাস করছিলেন, সেটা

একটা মোটামুটি পর্যায়ের বলা যেতে পারে। কিন্তু থিয়েটারে কেটের উপস্থিতি এবং সার হকের কেবিনে কেটের নির্জন উপস্থিতি তার কল্পনার রংকে আরও শতগুণ বাড়িয়ে দিল। তিনি ধরে নিলেন যে, কেবলমাত্র সার হক্-ই কেটের রূপে এবং গুণে মুগ্ধ নয়। কেট্ও সার হকের প্রতি আকৃষ্ট। এবং মেয়ের এই আকর্ষণ যদি দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে, তবে শুভ কাজে বিপদ ঘটতে পারে এই আশংকায়, তিনি কেটকে একদীর্ঘ পত্র লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি কেটকে বিশেষ ভাবে ধৈর্য্য এবং সংযম রেখে চলতে উপদেশ দিলেন। কারণ এই শুভ সময়ে যদি কেট্ ধৈর্য্য ও সংযম না রাখে তবে সার হকের কাছে কেটের আকর্ষণ কমে যাবে। সার হক্ কেট্কে অত্যন্ত ছোট করে দেখবেন। তার ফলে ভবিষ্যতে কেটের শুভ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

মায়ের পত্র পেয়ে কেট্ শুধু অবাকই হল না, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অনুভব করতে লাগলো। মায়ের ধারণা যে কত বড় ভুল, সে-কথা ভেবে সে নিজের ঘরে বসে কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু বেশীক্ষণ এভাবে কাঁদলে চলবে না। তার কর্ত্তব্য নিজে সব সময় প্রফুল্ল থাকা এবং সঙ্গিনীকে প্রফুল্ল রাখা। কিন্তু সে যদি নিজেকেই প্রফুল্ল ভাবে অপরের কাছে উপস্থাপন করতে না পারে, তবে অপরকে কি করে প্রফুল্ল রাখবে। কি ভাবে সে তার সঙ্গিনীকে আনন্দে রাখবে। বিশেষতঃ তার কাজই যখন সঙ্গিনীকে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গ-দান করা।

কেট্ নানা কথা ভেবে নিজেকে সংবরণ করলো এবং পড়ন্ত বিকেলে নিজের প্রসাধন শেষ করে মিসেস্ উইটিটারলির ঘরে এসে হাজির হল। এখন তার সঙ্গিনীকে বই পড়ে শোনাবার সময়। কেট্ একটি চেয়ারে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বই খুলে বসলো। মিসেস্ উইটিটারলি শুয়ে। কেট্ বই খুলে বসতেই মিসেস্ উইটিটারলি বললেন ঃ তুমি কি আজ অসুস্থ। সে-কথা শুনে কেট্ অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললোঃ কাল রাতের পর থেকে আমার শরীরটা ভাল নেই। থিয়েটার দেখতে আমি অনভ্যস্থ।

মিসেস্ বললেন ঃ তুমি সার হক্ এবং লর্ডকে কোথায় চিনলে ?

কেট্ বললো ঃ আমার জেঠ্যামশাইয়ের বাড়ী।

ঃ তোমার সঙ্গে কি তাঁদের পরিচয় দীর্ঘ দিনের ?

ঃ আজ্ঞে না। আমি তাঁদের এই দ্বিতীয়বার মাত্র দেখলাম।

ঃ তাঁরা আজকে এখানে আসবেন বলেছেন।

কেট্ অবাক হয়ে বললো ঃ এখানে আসবেন ? কেন ?

ঃ দেখা করতে।

ইতিমধ্যে পরিচালিকা এসে খবর দিল যে তাঁরা এসে গেছেন। মিসেস্ বললেন ঃ এখানে নিয়ে এসো।

কেট্ সে-কথা শুনে ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

মিসেস্ বললেন ঃ তুমি যেও না কেট্।

কেট্ তখন উপায়হীন হয়ে বললো ঃ আপনি দয়া করে আমাকে যেতে অনুমতি দিন।

মিসেস্ তখন প্রায় উত্তেজিত হয়েই বললেন ঃ আমাকে উত্তেজিত কোরো না কেট্।

আমার শরীর ভাল নয়। কোন রকম উত্তেজনা আমার শরীরে সহ্য হয় না। যাঁরা আসবেন তাঁর সমাজের বিশিষ্ট লোক। তাঁদের আপ্যায়নের জন্যে তোমার থাকা দরকার, এ-কথা কি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

কেট্ কিন্তু সে-কথার আর প্রতিবাদ করবার অবকাশ পেল না। তার আগেই সার হক, লর্ড এবং পাইক্ ও প্লক্ ঘরে এসে দাঁড়ালেন। মিসেস্ তাঁদের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা আসন গ্রহণ করেই কেট্‌কে তোষামোদ করতে শুরু করলেন। তার সঙ্গে কথা বলা ও মেলামেশার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। মিঃ পাইক্ ও প্লক্ মিসেস্‌কে নানা কথায় ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। আর এদিকে সার হক্ ও লর্ড, কেট্‌কে নিয়ে পড়লেন তার সাহচর্য্য লাভের জন্যে।

কেট্ উপায়হীন! অপরের বাড়ী চাক্‌রি করে সে। অভ্যাগতদের অসম্মানও করতে পারে না। আবার তাদের সঙ্গে খোলামনে মেলামেশা করাও অসম্ভব। তাঁরা অনায়াসেই অশালীন ব্যবহারে পটু। তার ওপর সুযোগ দিলে আর রক্ষা নেই। সেইজন্যে কেট্ নিজেকে অত্যন্ত সংযত রেখে তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথা বলতে লাগলো।

প্রথম দিন তাদের উপস্থিতির কারণ মিসেস্ সব ধরতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন থিয়েটারে আলাপ, সেই কারণে দেখা করতে এসেছেন। তার ওপর এরা অভিজাত বংশীয় ভদ্রলোক। লর্ড পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাঁদের আগমনে প্রথম দিনে তিনি বরং আনন্দিতই হলেন এবং গর্ব অনুভব করতে লাগলেন এই ভেবে যে তাঁর মত পরিবারের বাড়ীতেও ইদানীং লর্ড-ব্যারণ পরিবারের লোকেরা যাতায়াত করছে। কিন্তু কিছুদিন পরে তার সে ভুল ভাঙল।

সে-দিনের পর সার হক্, লর্ড এবং তাঁদের দু'জন ভক্ত-সঙ্গী প্রায়ই সে পরিবারে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। মিসেস্ উইটিটারলি গোড়ার দিকে আপ্যায়ণও ভালই করতে লাগলেন। ভোজনেরও আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁদের সম্মানার্থে নানা আদর-আবদারও মেনে নিতে লাগলেন। কেট্-কেও চাক্‌রির জন্যে সে সব সভায় যোগ দিতে হতে লাগলো। নিজেকে আগের চেয়ে সহজ করে' আনতে হ'তে লাগলো। সে মনে মনে তাঁদের আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করে। কিন্তু এখানে সে উপায়হীন। চাক্‌রির খাতিরে তাকে এ-কাজ করতেই হবে। সে তাঁদের আগমনে সাদর-সম্ভাষণ জানাতো সত্যি, তবে পরে নিভৃতে নিজের ঘরে বসে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে কাঁদতো। আর ভগবানকে ডাকতো।

এদিকে কিন্তু কেট্ সহজ হয়ে যাবার জন্যে তার ভক্ত-বৃন্দ অর্থাৎ আগন্তুকেরা কেটের ওপর সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে সে চেষ্টা এমন পর্য্যায়ে আসতে লাগলো যে, মিসেস্ উইটিটারলির চোখে সেটা সহজেই ধরা পড়তে লাগলো। তিনি বুঝলেন যে, এঁরা এতদিন কেটের জন্যেই এখানে আসা-যাওয়া করেছে এবং আজও করে। কেটের ভক্ত হ'তেই তাঁরা ব্যস্ত এবং পাগল। কেটের অনুগ্রহ পাবার আশা শুধু মাত্র সার হকের-ই নেই। লর্ডের-ও রয়েছে। আর বাকী দু'জন আসেন তাঁকে আড়ালে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে। এই কথাটা যখন মিসেস-এর মাথায় সোজা

ভাবে ঢুকলো, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর ধারনা হ'ল যে, কেটই তাঁদের এ-ব্যাপারে সুযোগ করে দিচ্ছে। তা' না হ'লে তাঁরা অকারণ এ-বাড়ীতে আসবেনই বা কেন। আর কেটকে নিয়ে এত নাচা-নাচিই বা করবেন কেন। সুতরাং তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, এ-ব্যাপারে কেটই দায়ী। কেট্ তাঁকে পরোক্ষ ভাবে অপমান করবার জন্যেই এ-কাজ করছে। তিনি এ-কথা ভেবে আর স্থির থাকতে না পেরে সেদিনের মত আগন্তুক-রা চলে যেতেই, কেট্‌কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ আমি জানতাম যে তুমি অত্যন্ত ভাল মেয়ে। এবং নিষ্কলুষ চরিত্র। কিন্তু এখন আমার সে ধারণা পাল্‌টেছে। তুমি যতই নিজেকে চালাক মনে করো না কেন, আমিও তোমারই মত নারী। সুতরাং তোমার চালাকী ধরবার ক্ষমতা আমার আছে। তোমার আকর্ষণ করবার শক্তি আমার চেয়ে বেশী আমি জানি। একদিন ও আকর্ষণ আমারও ছিল। কিন্তু আজ বয়সের জন্যে সে আকর্ষণে ভাটা পড়েছে। কিন্তু তুমি আমারই ঘরে বসে আমারই সঙ্গে রূপের প্রতিযোগিতায় নামবে, এটা আমি সহ্য করতে পারি না। তোমার এ-ধরণের ব্যবহার আমার মনকে পীড়িত করেছে। এবং তোমার প্রতি আমার ধারণাও পাল্‌টেছে। আমি আশা করি আগামী দিনে তুমি এ-ধরণের কাজ আর করবে না। নিজেকে সংযত রাখবে। নিজেকে স্বাভাবিক ভাবে পরিবেশন করবে। অভ্যাগতদের সাহচর্য্য দেওয়া সামাজিক রীতি। কিন্তু অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। তার ফলও ভাল হয় না। আশা করি তুমি আমার কথাগুলো স্মরণ রেখে চলবার চেষ্টা করবে।

মিসেস্ উইটিটারলির কথা শুনে কেট্ অত্যাধিক অবাক হ'ল। সে রাগে এবং দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে বললোঃ আপনার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি। আপনি অন্যায় ভাবে এ মিথ্যা অভিযোগ আমার ওপর চাপাচ্ছেন। এ অত্যন্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত। আপনি নিষ্ঠুর। সেই কারণে আমাকে—।

কথা শেষ করতে পারলো না কেট্। মিসেস্ উইটিটারলি মাঝ-পথে বাধা দিয়ে বললেনঃ আমাকে অকারণ দোষারোপ কোরো না। তুমি আমার কথাগুলো ভাল করে ভেবে দেখ।

রাগে কেট্ জবাব দিল ঃ ভেবে দেখবার কিছু নেই। আপনার চোখ থাকলে আপনি দেখতে পেতেন। এবং মন থাকলে বুঝতে পারতেন। ঐ ধরণের লোকের সাহচর্য্যে আসতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। এবং এর জন্যে আমাকে অশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে আসছে। ঐ লম্পট্ লোকগুলো কেন এখানে আসে, সেটা আপনি ভাল করেই বুঝতে পারেন। তাদের জাল বিস্তারের কৌশল এবং কারণ আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়। তারা দিনের পর দিন কিভাবে আমাকে নির্য্যাতিন করে চলেছে, তা'দেখেও আপনি প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা করেন নি। আমার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখান নি। আপনি আমার-ই মত নারী। আমি আশা করেছিলাম যে, এ-ব্যাপারে আপনার সাহায্য আমি পাব। কিন্তু দুঃখের কথা যে, আপনি সে-সব কিছু না করে আজকে অকারণ আমার-ই মাথায় দোষ চাপাচ্ছেন। আমারও সহ্যের একটা সীমা আছে। আপনার এখানে

আমি চাকরি করতে এসেছি এ-কথা ঠিক। কিন্তু তা'বলে আমি আমার মনুষ্যত্ব বা নারীত্ব বিকিয়ে দিতে পারি না।

কেট্ ভাবতেও পারেনি যে, এত গুলো কথা সে এক সঙ্গে আজ তার সঙ্গিনীকে শুনিয়ে দিতে পারবে। তার মন অনেকদিন থেকেই এ কথাগুলো বলবার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলো না। আজ মিসেস্ উইটিটারলির কথার স্ফুলিঙ্গে তার রাগের পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো।

কেট্ কথাগুলো একটানা শুনিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তার পরের অবস্থার কথা চিন্তা করলো না।

মিসেস্ উইটিটারলি কোন প্রকার উত্তেজনা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁকে সহজ করে রাখা এবং সাহচর্য দেওয়াই কেটের প্রধান কাজ ছিল। আজকে তিনি কেটের কথা শুনে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। সোফায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

মিঃ উইটিটারলি ছুটে এলেন। ডাক্তার ডাকলেন। ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন।

কেট্ সেদিকে ফিরেও তাকালো না। সে বেশভূষা শেষ করে তার জ্যেঠামশাই-এর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করবার জন্যে রওনা হয়ে গেল।

রালফ্ নিকলবির বাড়ীতে এসে কেট্ দেখলো, নিউম্যান নগস্ দাঁড়িয়ে। তাকে দিয়ে জ্যেঠামশাইকে খবর পাঠালো।

রালফ্ নিকলবি সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ নিয়ে এসো।

কেট্ সোজাসুজি বললো ঃ আপনার বন্ধুরা আমাকে দিনের পর দিন নির্যাতন এবং অপমান করে চলেছে। আজকে এর একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।

রালফ্ বললেন ঃ আমার কোন বন্ধু-রা। এ-জগতে আমার কোন বন্ধু নেই।

ঃ আপনি যাদের সঙ্গে আপনারই বাড়ীতে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সব অভদ্র লম্পট্ লোকগুলো। আপনি জেনে শুনেই সেদিন আমার সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? কেন আপনি আমার এত ক্ষতি করতে চাইলেন। আপনি ভুলে গেছেন যে, আমি আপনারই ভাই-এর মেয়ে। এবং আপনার ভাইঝি। আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যা'তে আমাকে আর বিপন্না হতে না হয়।

রালফ্ জবাবে বললেন ঃ কিন্তু কি ভাবে আমি তা' করতে পারি।

কেট্ বললো ঃ তারা যখন আপনার বন্ধু! তখন যে কোন ভাবেই আপনি সে কাজ করতে পারেন। আমাকে এ-বিপদ থেকে উদ্ধার করা আপনার উচিত। এবং আপনার কাছে আমারও ন্যায় সঙ্গত দাবী আছে।

রালফ্ বললেন ঃ তা আছে! তবে—

কেট্ বললো ঃ আমার মা সুখের স্বপ্নে বিভোর। তিনি এই-সব লোকগুলোর আসল চরিত্র জানেনা না। সুতরাং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া বৃথা। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। আপনি আমাকে বাঁচান।

ঃ কিন্তু তুমি বলো যে, আমি কি ভাবে এ-কাজ করতে পারি। আমি তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।

ঃ আপনি যে-ভাবে হোক করুন। কেট্ জ্যেঠামশাই-এর হাত চেপে ধরলো।

রালফ্ সরে গিয়ে বললেন ঃ তা'আমি পারি না কেট্।

ঃ আপনি পারেন না।

ঃ না। আমরা এখন পরস্পর ব্যবসার সূত্রে জড়িত। তাদের অসম্মান করলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং আমি এ-কাজ করতে পারি না। শোনো কেট্, সকল মানুষের জীবনেই এক বার করে পরীক্ষা আসে। তোমার জীবনেও এটা একটা পরীক্ষা। এবং আমি জানি যে, তুমি এ-পরীক্ষায় উৎতীর্ণ হবে। ওরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তারপর একদিন ওদের নেশা ছুটে যাবে। ওরা তখন বিরক্ত হয়ে নিজেরাই সরে দাঁড়াবে।

ঃ কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন জ্যেঠামশাই, এই সময়ের মধ্যে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে। আমি আমার সমাজে ছোট হয়ে যাব। অসতী প্রমাণিত হব। লোকে আমাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। আমাকে ভুল বুঝবে। অবমাননা করবে। একটা অসহ্য জীবন আমাকে ঘিরে ধরবে। আমি ওদের খেলনা হয়ে পড়বো। না। না। এ আমি হতে দিতে পারি না।

ঃ তা'হলে আমারও আর করবার কিছু নেই। আমি দুঃখিত।

ঃ বেশ! আমি আমার নিজের পথ নিজেই বেছে নেব।

কেট্ আর সেখানে দাঁড়ালো না। ঘর ছেড়ে চলে গেল। নিউম্যান নগস্ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনলো। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কিন্তু মুখে কিছুই বললো না।

কেট্ চলে যেতে, রালফ্ নিকলবি মনে মনে ভাবলেন যে, এ-ঘটনায় তাঁর বেশ সুবিধাই হল। তিনি এবারে ঐ লম্পট্ দুটির কাছ থেকে উচিত মূল্য আদায় করতে পারবেন এবং তাদের নিজের কব্জায় রাখতে পারবেন।

রালফ্ নিকলবি চিন্তা করতে করতে নিজের শয়ন ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। নিউম্যান নগস্ আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে লাগলো।

[২২]

এবারে আমরা ফিরে আসবো পোর্টস্ মাউথে।

পোর্টস্ মাউথে থিয়েটারের ম্যানেজার মিঃ ক্রুমেলস্-এর আসর জম-জমাট। এই জম-জমাটের মূলে নিকোলাস। নিকোলাস-এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছে। পোর্টস মাউথে তাকে এখন সকলেই এক-ডাকে চেনে। ম্যানেজার মিঃ ক্রুমেলস্ এখন নিকোলাসকে খাতিরও করে। কারণ সে জানে যে, আজকে তার এই সাফল্যের মূলে নিকোলাস। সেইজন্যে মিঃ ক্রুমেলস্ এখন আরও কিছুদিন থাকবেন বলেই স্থির করেছেন।

এরই মধ্যে নিকোলাসকে কেন্দ্র করে একটা সাহায্য-রজনীরও ব্যবস্থা করলেন মিঃ ক্রুমেলস্। এবং সে-অভিনয়ে সাফল্যও এলো অভাবনিত। নিকোলাসও সে [illegible] অভিনয়ে টাকাও পেল প্রচুর।

নিকোলাসের মনটা আজ খুশিতে ভরপুর। সে যেন আজ অনেকদিন পর সাফল্যের সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছে। হয়তো এই ভাবে একদিন তার হাতে অনেক টাকা আসবে। তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে! এবং সব শেষে সে তার মা ও বোনকে নিয়ে একটা নিশ্চিত্ আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করতে পারবে।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে নিকোলাস বাড়ী ফিরলো। পরে ইয়র্কশায়ারের জন্ ব্রাউডিকে তাঁর ঋণের টাকা পাঠিয়ে দিল। ইয়র্কশায়ারের পথে যে লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং যার আনুকুল্যে সে ইয়র্কশায়ার ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিল, তা'কে নিকোলাস কখনোই ভুলতে পারে না। সেইজন্যেই তার বদান্যতার কথা স্মরণ করেই, সে তাকে তাঁর প্রাপ্য টাকা পাঠালো। বাকী টাকা সে একটি চিঠির সঙ্গে নিউম্যান নগস্-কে পাঠালো। সেই চিঠিতে সে লিখে দিল যে ,সে যেন এই টাকা তার বোন কেটের হাতে দেয়। কিন্তু সে কি ভাবে এই টাকা উপার্জন করেছে সে কথা যেন সে কেটকে না জানায়। সে সেই চিঠিতে নগস্‌কে আরও জানালো যে সে এখানে মিঃ জনসন নামেই পরিচিত। যে নাম নগস্ নিজেই একদিন নিকোলাসকে দিয়েছিল। পরিশেষে সে নগস্‌কে অনুরোধ করলো যে. সে যেন তার মা এবং বোনের একটু খোঁজ-খবর নিয়ে তাকে জানায়।

চিঠি লেখা শেষ করে নিকোলাস সে-চিঠি ডাকে পাঠালো। তারপর খুশি মনে স্মাইক-এর সঙ্গে গল্প করতে লাগলো। গল্পের মাঝে নিকোলাস এক সময় স্মাইক-কে বললো: তোমার যেমন একজন শত্রু ছিল সকুইয়ারস্। যা'কে আমি মোটামুটি ভাবে শাস্তি দিতে পেরেছিলাম। ঠিক তেমনই আমারও একজন শত্রু আছে। তিনি লণ্ডনের একজন খ্যাতিমান লোক। তাঁকে শাস্তি দেওয়াও আমার একটি মহান কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। কিন্তু সময় এবং সুযোগের অভাবে সেটি হয়ে উঠছে না। তবে একদিন আমার সময় নিশ্চয়ই আসবে। এবং তিনি আমার যে অনিষ্ট করেছেন, যে শাস্তি দিয়েছেন, তাঁর জবাব আমি চাইবোই।

স্মাইক্ সব শুনে বললো: সেই মহান ব্যক্তির নামটা কি।

নিকোলাস বললো: তাঁর নাম। তাঁর নাম বললে কি তুমি মনে রাখতে পারবে।

: পারবো। স্মাইক চোখ তুলে তাকালো।

নিকোলাস বললো: তাঁর নাম রালফ্ নিকলবি। আমার আপন জ্যেঠামশাই। আমি যে তাঁর মত একজন ধনী ও নিষ্ঠুর লোকের ভাইপো এটা খুবই দুঃখের কথা। যাইহোক যা' সত্য তাকে সত্য বলে মেনেই নিতে হবে। তবে শাস্তি আমি তাকে দেবই। আজই হোক আর কালই হোক। এটা আমার সংকল্প।

কথার মাঝখানে মিঃ ফোলেয়ার ঘরে এসে দাঁড়ালো। সে অভিনেতাদের একজন। মিঃ ক্রুমেলস্-এর রঙ্গমঞ্চে সে একজন নিয়মিত অভিনেতা। তাকে দেখে নিকোলাস সাদর-সম্ভাষণ করে বললো: এসো! এসো! তারপর খবর কি বলো।

মিঃ ফোলেয়ার বললো: আমি আপনার জন্যে একটি পত্র এনেছি। সে, পত্রখানা নিকোলাসের হাতে দিল।

নিকোলাস পত্র পড়ে অবাক। জীবনে কেউ যে তাকে এমন পত্র লিখতে পারে

নিকোলাস ভাবতেও পারেনি। পত্রখানি লিখেছেন মিঃ লেন্‌ভিলি। রঙ্গমঞ্চের একজন প্রখ্যাত অভিনেতা। অবশ্য এখন আর তিনি প্রখ্যাত নন। নিকোলাস থিয়েটারে যোগ দেবার ফলে তাঁর প্রভাব এবং প্রতিপত্তি অনেক অংশে হ্রাস পেয়েছে। তিনি এখন মোটামুটি ভাবে সেই রঙ্গমঞ্চে উপেক্ষিত-ও বলা যেতে পারে। সেইজন্যে সে স্বাভাবিক ভাবেই নিকোলাসের প্রতি ঈর্ষালু। নিকোলাসের সুনাম এবং দক্ষ অভিনয় তার ঈর্ষাকে দিনে দিনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এ-কথা নিকোলাস জানে এবং নানা জনের মুখে শুনেছে। কিন্তু সে যে কোন কারণ না দেখিয়েই হঠাৎ পত্রে এমন একটা দ্বন্দ-যুদ্ধের আহ্বান জানাবে এটা নিকোলাস ভাবতেই পারেনি। পত্রে নিকোলাসকে সোজাসুজি ভাবে দ্বন্দ-যুদ্ধে আহ্বান জানানো হয়েছে। পত্রে সময় এবং দিন লেখা। আগামী মঙ্গলবার। অভিনয়ের দিন রঙ্গমঞ্চে এই দ্বন্দ-যুদ্ধের আহ্বান।

নিকোলাস পত্র পড়ে, গম্ভীর হয়ে গেল। পরে মিঃ ফোলেয়ারের কাছে আসল ঘটনা জানতে চাইলো। তাতে মিঃ ফোলেয়ার যে-কথা জানালো, তা একই। নিকোলাস সে-কথা জানে। তার বেশী কিছু নয়!

মিঃ ফোলেয়ার যা' জানালো তার মোটকথা, মিঃ লেনভিলি বর্তমানে রঙ্গমঞ্চে উপেক্ষিত এবং অপাংতেয়। তার অভিনয় দক্ষতা আর প্রশংসা পাচ্ছে না। তার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সে অনেকদিন থেকেই এ-যন্ত্রনা ভোগ করছে এবং নিকোলাসকে একটা বিপদের জালে জড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পেরে উঠছে না। শেষে অধৈর্য্য হয়েই এই পত্রাঘাত। তার ধারণা, যদি সে কিছুদিনের জন্যে নিকোলাসকে জখম করে ফেলে রাখতে পারে, তবে সে আবার তার পূর্ব্ব-প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে। এবং রঙ্গমঞ্চে তার কদরও আবার বাড়বে। পরে নিকোলাস সুস্থ হয়ে আবার রঙ্গমঞ্চে ফিরে এলেও, সে হয় তো আর নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। এটাই মিঃ লেনভিলির ধারণা।

সব কথা শুনে নিকোলাস নিজেকে বেশ অপমানিত বোধ করলো। তখন এ দ্বন্দ-যুদ্ধ স্বীকার করে না নিলে লোকে তাকে ছোট করে দেখবে! লোকচক্ষে সে হেয় প্রতিপন্ন হবে। এ-ভীরুতা নিকোলাস কখনোই স্বীকার করে নিতে পারে না। সেই-জন্যে সে অনেক চিন্তা করে মিঃ ফোলেয়ারকে বললো ঃ ভদ্রলোককে জানাবেন যে আমি প্রস্তুত। আগামী দিনে তিনি যেন তৈরী থাকেন।

নিকোলাসের কথা শুনে মিঃ ফোলেয়ার চমকে চোখ তুলে তাকালো। সে বললো ঃ আপনি রাজি।

নিকোলাস বললো ঃ হ্যাঁ। আমি রাজি। তাকে আমি শায়েস্তা করতে চাই। এ ধরনের দ্বন্দ-যুদ্ধে আমার অভ্যাস আছে। আমি ভয় পাই না। আপনারা সবাই সে-দিন উপস্থিত থাকলে দেখতে পাবেন যে, এ-দ্বন্দ যুদ্ধের ফল কি দাঁড়ায়।

কথা শুনে মিঃ ফোলেয়ার বললো ঃ আমি আপনার সব কথা অবশ্যই তাঁকে জানাবো। এবং সব শুনে তিনি হয়তো পিছিয়েও যেতে পারেন।

নিকোলাস অবাক হয়ে বললো ঃ কেন? তিনি নিজেই তো আমাকে প্রথমে এ যুদ্ধে আহ্বান করেছেন।

ঃ তা করেছেন। তা তিনি আশা করেননি যে, আপনি এ-যুদ্ধ স্বীকার করে নেবেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, আপনি এ-পত্র পাঠ করেই পিছিয়ে যাবেন। আমার মনে হয় সেইজন্যেই তিনি এ-পত্র লিখেছিলেন। এখন আপনি স্বীকার করে নেবার ফলে তাঁর পিছিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। অন্ততঃ আমি সে-কথাই মনে করি। কারণ স্বভাবে তিনি অত্যন্ত ভীরু। কিন্তু তা' স্বত্ত্বেও তিনি এই চালটা চেলে বাজিমাৎ করতে চেয়েছিলেন। এখন দেখছি তা' হবার নয়। আপনি তেজস্বী পুরুষ। এ-কথা জেনে আমি খুশি হলাম। যাইহোক আপনার সব কথা তাঁকে আমি জানাবো। আচ্ছা! নমস্কার। আগামী মঙ্গলবার রঙ্গমঞ্চে আবার আমাদের দেখা হবে।

মিঃ ফোলেয়ার চলে গেল। নিকোলাস চিন্তা করতে লাগলো যে, আগামী দিনে অবস্থা কি দাঁড়াবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিকোলাস রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, মিঃ লেন্‌ভিলি এক পাশে গম্ভীর মুখে বসে। তাঁকে ঘিরে অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা আসর জমিয়ে। নিকোলাস সোজাসুজি তাঁর কাছে গিয়ে বললোঃ আপনার পত্র আমি পেয়েছি। এবং আপনাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মিঃ লেন্‌ভিলি বললেনঃ আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা থাকতে পারে না। আপনাকে আমি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করি।

নিকোলাস সে-কথার জবাব দিতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে একজন ভদ্রলোক ছুটে এসে নিকোলাসকে চেপে ধরে মাটিতে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো। নিকোলাস এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে এলো এবং মাটিতে ফেলে দিয়ে মিঃ লেনভিলির দিকে ছুটে গেল। মিঃ লেনভিলি আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু নিকোলাস ছাড়বার পাত্র নয়। সে তাকেও মাটিতে ফেলে নিজের আয়ত্বে নিয়ে এল।

ঘটনাটা হঠাৎ এমন ঘটলো যে, এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। রঙ্গমঞ্চের সকলেই তাদের ঘিরে ধরলো। মীমাংসায় নিয়ে এলো। এবং ঝগড়া মিটিয়ে দিল। নিকোলাস মিঃ লেনভিলিকে বললোঃ আপনি মনে অকারণ ঈর্ষা পোষণ করবেন না। এতে অকারণ আপনার বিপদ হতে পারে। আপনি অভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়ে দর্শকদের মন জয়ের চেষ্টা করুন। তা'হলে কিছু ফল পাবেন। এ-ভাবে নোংরা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে নিজের এবং অপরের ক্ষতি করবার চেষ্টা করবেন না। কারণ এতে ফল ভাল হয় না।

নিকোলাসের কথা উপস্থিত সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিল। তার বীরত্বের প্রশংসাও অনেকের মুখে শোনা যেতে লাগলো। এবং মিঃ লেন্‌ভিলির নিন্দা করতে লাগলো।

যাইহোক এ-ঘটনার এবং প্রসঙ্গের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো। এ-প্রসঙ্গ আর কেউ উত্থাপণের চেষ্টা করলো না। সকলেই ব্যাপারটা এখানেই মিটিয়ে দিলো।

নিকোলাস সেদিন বাড়ী ফিরতেই, স্মাইক্‌ তা'কে একখানা চিঠি এগিয়ে দিল। পত্রখানা নিউম্যান নগস্‌-এর লেখা। নিকোলাস তাড়াতাড়ি সে-চিঠি খুলে পড়তে

লাগল। তা'তে লেখা নিউম্যান নগস্ সব টাকা ফেরৎপাঠিয়ে দিচ্ছে। কারণ এখন কেট্ কিম্বা নিকোলাসের মায়ের কোন টাকার দরকার নেই। বরং এ-টাকা রেখে দিলে এক সময় নিকোলাসেরই অনেক কাজ দেবে। কেট্ এবং মায়ের শরীর আপাততঃ ভালই আছে। তবে শীঘ্র এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে, যাতে কেট্‌কে হয়তো নিকোলাসের সাহায্য নিতে হতে পারে। যদি সে-প্রকার কোন আশংকা দেখা দেয়, তবে নিউম্যান্ পত্রে সে-কথা জানাবে। এবং নিকোলাস যেন তখন অতি শীঘ্রই কেট্‌কে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। তবে আপাততঃ দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

চিঠি পড়ে নিকোলাস চিন্তিত হয়ে পড়লো। ভাবলো তার জ্যেঠামশাই আবার কেট্ কিম্বা তার মাকে কোন প্রকার বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে কিনা। কারণ সে নিজে অনেক কষ্টে জ্যেঠামশাই-এর বিপদের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এখন আবার ওদের সামলানো যাবে কিনা কে জানে।

নিকোলাস ভাবলো তাকে যে-কোন মুহূর্তে এই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে। যদি হঠাৎ তার ডাক আসে। সেইজন্যে ম্যানেজারকে আগেই জানিয়ে রাখা দরকার। রঙ্গমঞ্চে গিয়ে নিকোলাস্ সব কথাই ম্যানেজারকে জানালো। শুনে ম্যানেজার অবাক। তাঁর এই রকম ফলবান মঞ্চে আবার ভাটা পড়তে পারে। ম্যানেজারের স্ত্রীও নিকোলাস-কে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু নিকোলাসের এক কথা। ডাক এলে তাকে যেতেই হবে। কোন বাঁধনই তারে বেঁধে রাখতে পারবে না।

নিকোলাসের চলে যাবার কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে, রঙ্গমঞ্চের সকলেই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। শুধু মাত্র একজন ছাড়া। তিনি মিঃ লেন্‌ভিলি। যাঁর প্রতিভা নিকোলাস ম্লান করে দিয়েছিল। তিনি আবার নিজেকে প্রকাশের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

মিঃ লেন্‌ভিলি স্বপ্ন দেখছেন বটে, কিন্তু থিয়েটারের ম্যানেজার মিঃ ক্রুমেলস্ নিকোলাসের চলে যাবার সংবাদে চিন্তিত। তিনি নিকোলাসকে সামনে রেখে অনেক অর্থ রোজগারের স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু হঠাৎ-ই বাধা এলো। তিনি তখন নিকোলাসকে বেতন বাড়িয়ে দিতে চাইলেন। তার নাটক রচনার জন্যেও অর্থ দিতে চাইলেন। কিন্তু নিকোলাসের ঐ এক কথা। বোনের কোন দুঃসংবাদ এলে; কিম্বা নগস্ চলে আসবার জন্যে কোন পত্র দিলে, তাকে এখানকার সব কাজ ফেলে চলে যেতেই হবে। এটাই তার প্রথম কথা ছিল। এবং শেষ কথা।

ম্যানেজার আর কি করবেন। তিনি তখন নিকোলাসকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে যতটা সম্ভব অর্থ উপার্জনের পথ দেখতে লাগলেন। নিকোলাস সে ব্যাপারটা অনায়াসেই বুঝতে পারলো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। সে ম্যানেজারের কথা অনুসারে রাতের পর রাত অভিনয় করে যেতে লাগলো।

এর মধ্যে নিকোলাস্ কয়েকটা পার্টিতেও যোগ দিল। তাকে নিয়েই সেই সব পার্টির আয়োজন। তার চলে যাবার সংবাদে সবাই মর্মাহত। সবাই তাকে এখানে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলো। নানাভাবে প্রলোভণও দেখাতে লাগলো। কিন্তু নিকোলাস্ তার সিদ্ধান্তে অনড়। শেষে সকলেই নিকোলাসকে ধরে

রাখবার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত রইলো এবং নিকোলাসও মনে মনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

ম্যানেজার শেষ বারের মত প্রচার পত্র প্রকাশ করলেন। তা'তে জানালেন নিকোলাস-এর ওরফে মিঃ জনসন-এর শেষ অভিনয় রজনী।

থিয়েটারে অসম্ভব ভীড় হতে লাগলো। প্রচুর দর্শক টিকিট না পেয়ে ফিরে যেতে লাগলো। সকলেই জানলো যে অদ্য শেষ রজনী। নিকোলাসের শেষ অভিনয়।

নিউম্যান নগস্-এর পত্র যথা সময়েই এলো। সেই পত্রে নগস্ নিকোলাসকে অতি শীঘ্র লণ্ডনে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালো। যেন সে আজই রওনা হয়ে পড়ে।

নিকোলাস আর কালবিলম্ব না করে স্মাইক্-কে সব জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিতে বললো। পরে সে ম্যানেজারের বাড়ী ছুটলো তাঁকে শেষ-সংবাদ জানাবার জন্যে। ম্যানেজার শুনেই অবাক। তিনি বললেন ঃ কিন্তু আপনার নামে প্রচার-পত্র ছাড়া হয়েছে। আপনি আজ রাত্রে শেষ বারের মত অভিনয় করবেন। জনসাধারণ সেই কথাই জানে।

নিকোলাস বললো ঃ তা' জানে সত্য। কিন্তু আমার সামনে বিপদ। দেরি করলে আমার বোন হয়তো কোন বিপদে পড়ে যেতে পারে। আমার মায়েরও কোন সংবাদ আমার জানা নেই। সুতরাং আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আমায় আপনি মাফ্ করুন। আমার কোন উপায় নেই। আমার চলে যাবার পরিবর্তে আপনি যদি আমার সারা মাসের দেয় মাহিনাও ফেরৎ চান আমি দিতে পারি। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করতে পারি না। আমি দুঃখিত মিঃ ক্রুমেলস্।

ঃ কিন্তু মাত্র একটা রাত।

ঃ একেবারেই অসম্ভব। আর সে অভিনয় একটুও ভাল হবে না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বিদায় দিন।

ঃ বেশ। তা'হলে আপনি আসুন। আপনার যাত্রা শুভ হোক এবং আপনি বিপদ মুক্ত হোন এই কামনাই করি।

নিকোলাস্ সে কথার পর আর সেখানে দাঁড়ালো না। বাড়ী ফিরে দেখলো স্মাইক্ সব গোছ-গাছ শেষ করে দাঁড়িয়ে। সে সঙ্গে সঙ্গে স্মাইক-এর হাত ধরে গাড়ী ধরবার জন্যে রাস্তায় নেমে এলো।

[২৩]

রালফ্ নিকলবি এ-সব ঘটনা কিছুই জানতেন না। তাঁরই কর্ম্মচারী নিউম্যান নগস্ যে গোপনে নিকলাসকে পত্র লিখে তাঁকে জালে ফেলবার চেষ্টা করছে, এ-কথা তার কল্পনারও বাইরে। ইদানীং তিনি নানা ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। কেট্ সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার পর থেকে তাঁর চিন্তা আরও বেড়েছে। তিনি তাঁর হিসাব নিয়ে বারবার বসছেন। কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই সে কাজে মনঃসংযোগ

করতে পারছেন না। শেষে তিনি হিসাব ত্যাগ করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর ভাবতে লাগলেন যে, নিকোলাসকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না। তার যদি কোনদিন কোন কারণে জেল হয়, বা ফাঁসি যেতে হয়, তবে তিনি মনে মনে খুশিই হবেন। ভাববেন আপদ চুকলো। বিপদ কাটলো। এবং সেই সঙ্গে যদি তাদের মায়েরও কোন বিপদ ঘনিয়ে আসে, তাহলেও তিনি অখুশি কিছু হবেন না। কারণ মিসেস্ নিকলবির প্রতি তিনি মনে মনে আন্তরিক ভাবে অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। কিন্তু কেটের প্রতি তিনি বারবার কঠোর হতে গিয়েও পারেন না। কেটকে বার বার বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েও তিনি শান্তি পাননি। চিন্তিত থেকেছেন এই ভেবে যে, তার যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়! তিনি তাকে এগিয়ে দিয়েছেন এ-কথা সত্যি। কিন্তু তেমন আবার কড়া নজরও রেখেছেন। যেন মেয়েটা কোন বিপদে পা না দেয়। কেটের প্রতি তিনি স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল।

তিনি ঐ ঘরের মধ্যে একা একা পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলেন যে, আজ কেট্ যদি তাঁর কাছে এসে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়, তবে তিনি তাকে আশ্রয় দেবেন। নিজের বাড়ীতে রাখবেন। এবং আদর-যত্নও কিছু কমতি করবেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে রালফ্ নিকলবি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় এবং সন্তানহীন বলে মনে করতে লাগলেন। তাঁর দীর্ঘ একক-জীবনে তিনি এই বোধহয় প্রথম দিন, যে-দিন তিনি নিজের জীবনের লাভ-লোকসানের হিসাব কষতে বসলেন। এ-কাজ তাঁর প্রকৃতি গত নয়। বরং ভয়ানক ভাবে স্বভাব-বিরুদ্ধ। তবুও কেন যেন আজকে তিনি সারা সকালটা স্মৃতি চারণায় নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। এবং এই দীর্ঘ একক-জীবনে আজকে কেট্‌কেই যেন তাঁর একমাত্র সম্বল বলে মনে হতে লাগলো।

তিনি কেট্‌কে নানা ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন যে, আজ যদি কেট্ সত্যিই এ-বাড়ীতে আসে, তবে এ-বৃহৎ অট্টালিকা আনন্দে জল্‌মল্ করবে। তিনি এ-বাড়ী আবার নতুন করে সাজাবেন। এবং কেটকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করবেন।

তিনি যে এই সব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন, সেটা দূর থেকে নিউম্যান নগস্ দেখছিল আর হাসছিল। সে ভাবছিল: তোমার তো সময় হয়ে আসছে। নিকোলাস এসে পড়লো বলে। তখন বুঝতে পারবে বাপু কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। তোমার তখন বিপদ হবেই হবে।

রালফ্ নিকলবি ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে হঠাৎ নিউম্যানকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন। নিউম্যান কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি বললেন: ওখানে বসে বসে কি করছো।

নিউম্যান জবাব দিল: আজ্ঞে কিছু না। আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি। কোন কিছু আদেশ থাকলে বলুন। পালন করি।

রালফ্ নিকলবি বললেন: হ্যাঁ। আছে। এই টাকার থলিটা ব্রড্‌ষ্ট্রীটে রেখে এসো। তাড়াতাড়ি যাবে আর আসবে।

নিউম্যান থলিটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামলো।

ব্রড্স্ট্রীটে টাকার থলিটা পৌঁছে দিয়ে নিউম্যান চিন্তা করতে লাগলো যে, এবারে সে কি করবে। তারপর অনেক চিন্তা করে মিস্ লা-ক্রিভির বাড়ীতে এসে দরজায় কড়া নাড়লো।

লা-ক্রিভি দরজা খুলে নিউম্যানকে দেখে অবাক। তিনি বললেন : হঠাৎ কি মনে করে। ভেতরে এসো।

নিউম্যান ভেতরে গিয়ে একটি চেয়ারে আসন নিল। তারপর বললো : আপনি বোধহয় আমাকে ভুলে গেছেন। অবশ্য দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। কাজেই ভুলে যাবারই কথা।

লা-ক্রিভি সে কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন : সত্যিকথা বলতে কি আমি প্রথমে তোমাকে দেখে চিনতেই পারি নি। তার জন্যে আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত নিউম্যান। যাইহোক কেটের কোন খবর জানা থাকলে আমাকে বলো। কারণ আমি তার জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন আছি। অনেকদিন আমি তাকে দেখি না।

নিউম্যান সে-কথা শুনে অবাক হয়ে বললো : সেকি! আপনার সঙ্গে তার দেখা হয় না।

লা-ক্রিভি বললেন : না। আমি অনেকদিন বাইরে ছিলাম। আমার এক ভাই অনেক দিন পরে এখানে বেড়াতে এসেছিল। আমার একমাত্র আত্মীয়। পল্লীগ্রামে থাকে। সেখানকার একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে। অনেককাল পরে সে আমার এখানে এসেছিল এবং এখানকার কাজ শেষে আমাকে তার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে আমাদের দেখা বলে আমি তার অনুরোধ এড়াতে পারিনি। সেইজন্যে তার সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। এবং বেশ কিছুদিন পরে আবার ফিরে এলাম। সেই কারণে কেটের বর্ত্তমান খবর আমার কিছুই জানা নেই।

নিউম্যান সব শুনে বললো : তার মায়ের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে।

লা-ক্রিভি জবাব দিলেন : দু' একদিন আগে অবশ্য হয়েছিল। তার সঙ্গে আলাপে মনে হল তিনি একটি বিশেষ আশায় বুক বেঁধেছেন।

নিউম্যান সে-কথা শুনে লা-ক্রিভির দিকে চোখ তুলে তাকালো।

লা-ক্রিভি তা' দেখে বললেন : অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, তাঁর মনের দীর্ঘ-দিনের একটি ইচ্ছার ফলবতীর কথা ভাবছেন। কিন্তু তিনি তাঁর মনের গোপন ইচ্ছার কথা আমাকে জানান নি। তবে তাঁরই মুখে শুনলাম যে, কেট্ নাকি দু'একবার এখানে এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। এবং আমাকে না পেয়ে হতাশ হয়েছে। এটা অবশ্য তার মায়ের কথা। আমি জানিনা কেন কেট্ আমার এখানে এসেছিল। অর্থাৎ সে কি বলতে চায়। যাইহোক আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে তাকে হয়তো একটা চিঠি দিতে পারি। লা-ক্রিভি পরে একটু থেমে বললেন : কেটের জোঠামশাই কেমন আছেন জানো! তাঁর স্বাস্থ্য?

নিউম্যান বললো : তিনি ভালই আছেন। আমার হাত-পা বাঁধা। আমার কোন উপায় নেই, তাই ঐ অমানুষটার অত্যাচার আমি দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটাকে আমি শেষ করে ফেলি। কিন্তু ঐ যে বললাম, আমার

কোন উপায় নেই। তবে উপায় একদিন আসবে। আজকে আমি নিজেকে অনেক বুঝিয়ে পোষ মানিয়ে রেখেছি। অনেক সংযত রেখেছি। কিন্তু সে-দিন আর রাখবো না। সে-দিন আমি ঐ অমানুষটার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করবো। আমার দীর্ঘ দিনের মনের সাধ আমি তাকে প্রহার করে মিটিয়ে নেব।

ঃ প্রহার? লা-ক্রিভি অবাক হয়ে নিউম্যানের মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন কি ব্যাপার বলো তো। তোমার মনিবকে তুমি প্রহার করতে চাইছো, এতো ভাল কথা নয়। তোমাকে দেখে আগে এ-কথা কখনোই মনে হয় নি। মনিবের ওপর তোমার রাগের কারণটা কি আগে বলো।

নিউম্যান বললো ঃ লোকটা অমানুষ। মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই। শুধু টাকাই চিনেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন এ-টাকা ঐ অমানুষের ভোগে লাগবে না। শেষে নিউম্যান, রালফ ও কেটের সমস্ত ঘটনা লা-ক্রিভিকে জানালো। বললো ঃ নিজের ভ্রাতুস্পুত্রীকে কয়েকজন লম্পট্ আর চরিত্রহীনের কাছে এগিয়ে দিয়ে অর্থ রোজগার করতে আমি আজ পর্যন্ত অন্য কোন মানুষকে দেখিনি। আমি রালফ্-এর কান্ড দেখে অবাক হয়ে গেছি। ওটা কি মানুষ। এ-ঘটনা শোনার পরও কি আপনি বলবেন যে লোকটার মনুষ্যত্ব বলতে কিছু আছে। সেইজন্যেই বলছিলাম যে, আমি অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আর করবো না। সেই কারণেই আমি গোপনে নিকোলাসকে এখানে চলে আসবার জন্যে পত্র দিয়েছি। নিকোলাস এলে তারপর আমি ঐ অমানুষটার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো। এবারে নিকোলাসও দেখবেন ছেড়ে কথা কইবে না।

লা-ক্রিভি বললেন ঃ এ-সব কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তুমি যখন জানতে তখন এতদিন চুপ করে ছিলে কেন? কেট্‌কে অনেক আগেই সেখান থেকে সরিয়ে আনতে পারতে।

ঃ না। পারতাম না। তার আত্মীয় ছাড়া তাকে কোথাও সরানো অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষতঃ এ-ব্যাপারে যখন তার নিজের জ্যেঠামশাই জড়িত।

ঃ তা বটে।

নিউম্যান বললো ঃ তাকে সময় মত নিশ্চয়ই সরানো হবে জানবেন। এবং সেই কারণেই নিকোলাসকে পত্র লিখে এখানে আনাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখন আমি জানতে চাই যে, কেটকে সরিয়ে আপনার এখানে নিয়ে এলে আপনি জায়গা দেবেন কিনা।

ঃ জায়গা না দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ-কথা তোমার আগেই জানা উচিত ছিল।

ঃ আমার জানা আছে। তবুও একবার সোজাসুজি জেনে রাখলাম।

ঃ কিন্তু নিকোলাস এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তুমি তাকে সব কথা জানাও তবে সে হয়তো একটা ভয়ানক বিপদ বাঁধিয়ে বসবে। কাজেই আমার মনে হয় যে, সে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সব কথা না জানানোই ভালো।

ঃ কিন্তু জানতে চাইলে কি করা যাবে।

ঃ সে যেদিন এখানে এসে পৌঁছুবে, সেদিন তুমি অনেক রাতে বাড়ী ফিরবে। আমি মিসেস্ নিকল্বিকে নিয়ে থিয়েটারে চলে যাব। কেটের ঠিকানা সে জানে না। তাহলে সে এখানে এসে কাউকেই পাচ্ছে না। তুমি অনেক রাতে বাড়ী ফিরবে এবং তখন নিকোলাসকে নিয়ে বসে আলাপ-আলোচনা চালাবে। তা'হলে সুবিধা হবে এই যে সে কেটের সব কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্যেঠামশাই-এর কাছে প্রতিশোধ নিতে যেতে পারবে না। তাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হবে। তার ফলে তার রাগ পড়ে আসতে পারে। এবং মনটাও স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে। তখন সে, যে প্রতিশোধ নেবে সেটাই স্বাভাবিক হবে। হঠাৎ কিছু করে বসলে ফল তো ভাল হবেই না, বরং খারাপ হতে পারে। আমার মনে হয় তুমি এই মতই ব্যবস্থা কর।

নিউম্যান সব কথা শুনে বললো ঃ বেশ। আমি তা'হলে সেই মতই ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনি খবর পেলেই কেটের মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। এখন আমি উঠি। অনেক কাজ আছে।

নিউম্যান নগস্ চলে গেল। লা-ক্রিভি সব কথা পুনরায় ভাবতে লাগলেন। এবং ভেবে আশ্চর্য হতে লাগলেন।

[২৪]

লণ্ডন শহর। জনাকীর্ণ রাজপথ। দোকান-পাট সব উজ্জ্বল আলোক মালায় সাজানো। জন স্রোতের শেষ নেই। নানা জাতীয় গাড়ীতে রাজপথ পূর্ণ। পান্থশালা এবং হটেলগুলো আড্ডায় জম-জমাট। জনবহুল এই লণ্ডন শহরে এক দিকে জীবন অপর দিকে মৃত্যু পাশাপাশি প্রবহমান। একদিকে দারিদ্র অপর দিকে প্রাচুর্য্যের এমন অসম দৃশ্য অন্য শহরে বড় একটা দেখা যায় না।

নিকোলাস স্মাইককে নিয়ে লণ্ডনে এলো। অনেকদিন পরে আবার নতুন করে তার লণ্ডনে আসা। আজকের জম-জমাট লণ্ডন শহর দেখে নিকোলাস্ স্মাইক্‌কে বললো ঃ বুঝতে কষ্ট হয় না যে আমরা লণ্ডনে এসেছি। যে লণ্ডন ছেড়ে আমি চলে গিয়েছিলাম, আজকের লণ্ডনের সঙ্গে তার মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। যাইহোক, এসো আমরা গাড়ী ছেড়ে দিয়ে একটা পান্থশালায় উঠি এবং নিউম্যানকে খোঁজ করি। কেটের জন্যে আমার মন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কেট্ নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। তা' না হলে নিউম্যান অমন করে আমাকে পত্র লিখতো না। এসো স্মাইক্। আর দেরি করা যাবে না।

গাড়ী ছেড়ে দিয়ে নিকোলাস কাছাকাছি একটি পান্থশালায় এসে একখানা ঘর ভাড়া করলো। সেখানে জিনিস-পত্র রেখে এবং স্মাইক্‌-কে বসিয়ে সে নিউম্যানের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল।

নিউম্যান বাড়ী নেই। কিন্তু ঘরখানা সুন্দরভাবে সাজানো। এমন কি খাবার টেবিলে খাবারও সাজানো। নিকোলাস বুঝতে পারলো যে, এ সমস্ত ব্যবস্থা তারই

জন্যে। কিন্তু নিউম্যান্ বাড়ী নেই দেখে সে অবাক হল। এমন তো হবার কথা নয় নিকোলাস আরও চিন্তিত হয়ে পাশের ঘরের লোকটিকে ডাকলো।

সে বললো ঃ নিউম্যান একটা বিশেষ কাজে লণ্ডনের বাইরে গেছে। ফিরতে রাত হবে। তবে সে আমাকে আপনার দেখা-শোনার ভার দিয়ে গেছে। আপনি ঘরে বিশ্রাম করুন এবং টেবিলের আহার্য্য আপনারি জন্যে রাখা আছে। আপনি সে আহার্য্য অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারেন।

নিকোলাস বললো ঃ আমি এখন খুবই উৎকণ্ঠিত আছি। তাকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বলতে পারেন।

লোকটি বললো ঃ আজ্ঞে না।

ঃ তা'হলে আমি একটু ঘুরে আসছি। নিউম্যান এলে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলবেন।

ঃ আজ্ঞে বলবো।

নিকোলাস সেখান থেকে বেরিয়ে মিস্ লা-ক্রিভির বাড়ীতে গেল। কিন্তু তাকেও দেখা পেল না। নিকোলাস্ ভাবলো, কি ব্যাপার। কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি কেট্ খুবই বিপদে পড়েছে। যারজন্যে সকলেই সেখানে। ছুটতে ছুটতে নিকোলাস্ তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলো। কিন্তু সেখানেও ঐ একই কথা। তার মাও বাড়িতে নেই। নিকোলাস তখন নিশ্চিত্ হ'লো এই ভেবে যে, কেট্ বিপদে না পড়ে পারে না। সবাই যখন একজায়গায় উপস্থিত হয়েছে, তখন কেটের সমূহ বিপদ উপস্থিত। যার জন্যেই কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিকোলাস তখন তার মায়ের পরিচারিকাকে কেটের বাড়ীর ঠিকানা চাইলো। কিন্তু পরিচারিকা জানালো যে, সে কেটের ঠিকানা জানে না। এবং কেট্ এখানে আসেও খুব কম। তবে কেট্ যে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে, একথাও সে নিকোলাসকে জানালো। সুতরাং ওখানে কেট্‌কে পাওয়া যাবে না।

নিকোলাস্ সব শুনে হতাশ হয়ে আবার নিউম্যানের বাড়ীর দিকে ছুটলো। কিন্তু তখনো নিউম্যান বাড়ী আসেনি। নিকোলাস হতাশ হয়ে বসে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ সে নিউম্যানের ঘরে বসে রইলো। তার জন্যে অপেক্ষা করলো। শেষে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। এবং অনেকক্ষণ পায়চারি করবার পরও যখন নিউম্যান এলো না, তখন নিকোলাস অধৈর্য্য হয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। রাজপথে এলোমেলো ঘুরে বেড়ালো। মন তখন উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যে এত ভরপুর যে, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু নিকোলাস উপায়হীন। কোন পথও সে বার করতে পারছে না। কেটের ঠিকানাও জানা যাচ্ছে না। তবে কেট্ যে কোন দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত্ হয়ে গেল।

নিকোলাস আরও কিছু পথ ঘুরে বেড়ালো। তারপর ক্লান্ত হয়ে একটা হটেলে ঢুকে পড়লো। সেই হটেলে আরও কিছু ধনী লোক গল্প-গুজবের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছিল। নিকোলাস তাদের কাছাকাছি বসে কফি আর বিস্কুটের অর্ডার দিল।

নিকোলাস্ খেতে খেতে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলো। তারা নানা কথা আলোচনা করছিলো। তার মধ্যে মাঝে মাঝে কেটের কথাও উঠছিল। এখানে কেটের আলোচনা শুনে নিকোলাস অবাক। সে কান পেতে সব শুনতে লাগলো।

যাঁরা ওপাশে বসে কেটের সম্বন্ধে আলোচনা চালাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুখ্য দু'জন ব্যক্তি ছিলেন। একজন লর্ড ভেরিসফট্ ও অপরজন সার মলবেরী হক্। তাঁরাই কেটের আলোচনা ঐ টেবিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন।

নিকোলাস্ প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু পরে যখন তার জ্যেঠামশাই-এর নাম উঠলো, এবং তাঁকে ওঁরা যে ভাবে চিত্রিত করলেন, তা'তে নিকোলাস-এর আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইলো না যে, এ আলোচনা তার বোনকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে। সে তখন তার খাওয়া ফেলে উৎগ্রীব হয়ে শুনতে লাগলো।

শেষে সে আলোচনা তাঁরা এমন পর্য্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন যে, নিকোলাস-এর পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হল না। সে সোজাসুজি সার মলবেরী হক্-এর কাছে এসে বললো ঃ আপনি দয়া করে একটু বাইরে আসবেন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

হক্ বললেন ঃ আপনি কে ?

নিকোলাস্ তখন তার নামের কার্ড খানা তাঁকে দেখালো। নিকোলাস-এর নামের কার্ড দেখে সার হক্ এবং লর্ড, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালেন। তাঁদের চোখে তখন উদ্বেগ এবং বিস্ময়ের রেখাও ফুটে উঠলো।

নিকোলাস তখন সার হক্-কে বললো ঃ আপনার নাম।

সার হক্ বললেন ঃ বলবো না।

ঃ তা'হলে আপনি দয়া করে একটু বাইরে আসুন।

ঃ আমি আপনার কথায় বাইরে যেতে বাধ্য নই।

ঃ বেশ! তাহলে আমি-ই অপেক্ষা করছি। বাইরে এক সময় আপনাকে যেতেই হবে। তখন আমি আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো।

ঃ মানে ?

ঃ মানে তখন বুঝবেন। আপনার নাম বলতে যদি আপত্তি থাকে তবে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ আপনি টেবিলে আমার বোনের সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তাঁতে আপনাকে আমি ছাড়তে পারি না।

নিকোলাস্ তার নিজের খাবারের বিল চুকিয়ে দিয়ে সেখানে চেয়ার টেনে বসলো। সবাই তখন চুপ। কেউ কোন কথা বলতে সাহস পেল না। সেই আসরের অনেকে তখন সার হক্-কে তাঁর ঠিকানা ও নাম জানাতে অনুরোধ করলো। কিন্তু সার হক্ রাজি হলেন না।

তখন সকলে উপায়হীন হয়ে সে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। রয়ে গেলেন একমাত্র সার হক্। নিকোলাস্ একপাশে বসে সার হক্-কে দেখতে লাগলো। সার হক্ একটু একটু করে নিজের খাবার খেতে লাগলেন আর চোখবুজে ধূমপান করতে লাগলেন। এইভাবে অনেক সময় কাটলো। নিকোলাস্ ও বসে, সার হক্-ও বসে।

শেষে অনেক সময় পার করে, সার হক্ সেই হটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। নিকোলাস্ ও সঙ্গে সঙ্গে এলো। সার হক-এর গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে। সার হক্ গাড়ীতে উঠতে গেলেন।

নিকোলাস্ বললো : গাড়ীতে উঠলেই আমার হাত থেকে আপনি রেহাই পাবেন না। আমাকে জবাব দিতেই হবে।

: তোমাকে জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সার হক্ গাড়ীতে উঠতে গেলেন। নিকোলাস্ সঙ্গে সঙ্গে সার হক্-কে গাড়ী থেকে টেনে নামালো। সার হক্ আর কোন কথা না বলে তাঁর হাতের চাবুক খানা নিকোলাস-এর মুখে বসিয়ে দিলেন। নিকোলাস চাবুক খেতে তড়িতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার চোখ-মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। নিকোলাস্ তখন তীব্র গতিতে সে চাবুক খানা কেড়ে নিয়ে, সার হক্-কে চাবুক পেটা করতে লাগলো।

সার হক্ তখন মরিয়া হয়ে রক্তাক্ত দেহে গাড়ীতে উঠে বসে গাড়ী চালাতে হুকুম দিলেন। গাড়ী চলতে লাগলো। এবং পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিকোলাস্ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখ-মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাথা ঘুরছে। আশপাশে তখন অনেক লোক জমে! নানা দিকে চিৎকার, গোলমাল শোনা যেতে লাগলো। রাস্তায় লোক জমে যেতে লাগলো। নিকোলাস্ উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে পাশ কাটিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়লো। তার রক্তধারা তখন-ও থামেনি।

[২৫]

স্মাইক্ অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসে নিকোলাস্-এর জন্যে অপেক্ষা করলো। কিন্তু শেষে রাত বাড়ছে দেখে, সে একা আর থাকতে না পেরে, নিউম্যান-এর বাড়ী এসে হাজির হল। নিউম্যান্ তখন তার বাড়ীতে ফিরে এসেছে। এবং নিকোলাস-এর অপেক্ষায় রয়েছে। সেখানে এসে স্মাইক্ ও যোগ দিল। কিন্তু নিকোলাস-এর দেখা নেই। শেষে অনেক রাতে নিকোলাস বাড়ী ফিরলো। তাকে দেখে নিউম্যান-ও স্মাইক্ অবাক। সারা শরীর রক্তাক্ত। চোখেমুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

নিকোলাস্ সব কথা নিউম্যানকে খুলে বলে শেষে বললো ; নিউম্যান, আমি সব কথা জানতে পেরেছি। এবং বাকিটা অনুমানে বুঝে নিয়েছি। আমাদের জ্যেঠামশাই আমাদের কি ক্ষতি করেছেন, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। তবে তুমি জানবে যে তাঁকেও আমি ছেড়ে দেব না। তাঁকেও জবাবদিহি করতে হবে। আজকে আমি আঘাত পেয়েছি এ-কথা সত্য। তবে এ-আঘাত একদিন সেরে যাবে। আমি সুস্থও হয়ে যাব। তার জন্যে চিন্তা করবার কিছু নেই। এখন তুমি বাকি ঘটনাটা আমাকে খুলে বল। আমি আগাগোড়া সব শুনতে চাই। এবং সেই অনুসারে আমার কার্য্যপ্রণালী ঠিক করতে চাই। তুমি বিনা দ্বিধায় এবং সংকোচে আমাকে সব বল।

নিউম্যান্ বললো : আমি আপনাকে সব খুলে বলবো বলেই, চিঠি লিখেছি। কিন্তু তার আগে আপনি আপনার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগান। নিউম্যান ওষুধ এনে নিকোলাস-এর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতে দিতে কেট্ও রালফ-এর সমস্ত ঘটনা তাকে

বিসদ ভাবে জানালো।

সব-কথা শুনে নিকোলাস, বললো ঃ আমি কালকে একখানা পত্র দেব। তুমি আমার জ্যেঠামশাইকে দিয়ে আসবে। আর দ্বিতীয় কাজ, মিস্ লা-ক্রিভিকে আমার মায়ের কাছে পাঠাবে। কারণ আমার মাকে ওখান থেকে কালকেই আমি সরিয়ে আনবো। আর তৃতীয় কাজটা হচ্ছে আমার। আমি কেটের বাড়ী গিয়ে তাকে তার কাজ ছাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবো। তুমি কেটের ঠিকানাটা আমাকে দাও। আমি এখন স্মাইক্-কে নিয়ে আমার বাসায় ফিরে যাচ্ছি। আগামীকাল থেকে যেমন বললাম, তেমন ভাবে কাজ শুরু করে দেবে। এ ব্যাপারে আমি আর একটুও দেরি করতে চাই না। কারণ আমাদের জ্যেঠামশায়-এর হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। আমি এখন চলি।

নিকোলাস, স্মাইক-কে নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে এসে জ্যেঠামশাইকে একখানা পত্র লিখলো। তারপর বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লো। আজকের মত ক্লান্ত নিকোলাস্ অনেকদিন হয়নি। আঘাতের সমস্ত স্থান তখন জ্বলে যাচ্ছে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে নিকোলাস-এর দেরি হয়ে গেল। সারা শরীরে ব্যথা। তবুও সেই সব ভুলে নিকোলাস্ একখানা গাড়ী ভাড়া করে কেটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। পথে জেনে নিল যে নিউম্যান্ তার কথা মত আগেই চলে গেছে।

অনেক পথ ঘুরে নিকোলাস্ কেটের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। কেট তখন বাগানে বেড়াচ্ছিল। সে দাদাকে দেখে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। নিকোলাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো ঃ কেঁদোনা বোন। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। এখানে কাজ করবার তোমার আর দরকার নেই। কেটও রাজি। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় সে নিজেও আর থাকতে রাজি নয়।

নিকোলাস্ মিঃ উইটিটারলিকে ডেকে কথাবার্তা বললো। মিঃ উইটিটারলিও কোন প্রকার আপত্তি করলেন না। কারণ ইদানীং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কেটের বনিবনা হচ্ছিল না। সুতরাং তিনিও কেটকে বরখাস্তের চিন্তাই করছিলেন।

নিকোলাস্ কেট্‌কে সেখান থেকে বার করে নিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সেখানে গিয়ে দেখলো যে নিউম্যান্ ও লা-ক্রিভি হাজির। এবং জিনিষপত্র বাইরে বার করা হচ্ছে। নিকোলাস-এর মা কয়েকবার আপত্তি করলেন বটে, কিন্তু সে কথা কেউ শুনলো না। শেষে তিনি রাজি হয়ে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী চলতে শুরু করলো। মিসেস্ নিকলবী বললেন ঃ নিকোলাস-এর জ্যেঠামশাই যে এতবড় শয়তান সে-কথা তিনি জানতেন না। তিনি নিজেই বরং ঐ সার হক্-এর সঙ্গে কেট-এর্ বিবাহের কথা চিন্তা করছিলেন।

নিকোলাস্ তাঁদের লা-ক্রিভির বাসায় এনে তুললো। এবং নিউম্যানকে গতরাতে লেখা চিঠিখানা দিয়ে বললো ঃ এই চিঠিখানায় তুমি এক্ষুনিই আমার জ্যেঠামশাইকে দিয়ে এসো। আর সেই সঙ্গে তাঁর বাড়ীর চাবিটাও তাঁকে দেবে। আমরা যে সেখান থেকে চলে এসেছি, সে-কথা আপাততঃ তাঁকে জানাবে না। সব কথা ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে। আমি সেইটাই চাই। তা'হলে আমি সেই সুযোগে নিজেকে প্রস্তুত করে

নিতে পারবো।

নিউম্যান্‌ মাথা নেড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। নিকোলাস্‌ বিশ্রাম নিতে বসলো। গত কয়েকদিনের ক্লান্তিতে তার শরীর ও মন আর নড়তে চাইছে না।

নিউম্যান্‌ রালফ-এর বাড়ীতে পেঁাছে তাঁকে নিকোলাস-এর চিঠিটা দিল। রালফ্‌ সে চিঠি খুলে পড়লেন। তা'তে লেখা : আপনার চরিত্র এবং উদ্দেশ্য এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট। আপনাকে কোন প্রকারের তিরষ্কার করতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। কারণ আমি জানি যে, কোন প্রকার তিরষ্কার আপনার পাষাণ হৃদয়কে কিছুমাত্রও বিচলিত করতে পারবে না। আপনি এখন বৃদ্ধ। মরবার সময় হয়েছে। সুতরাং আপনার মৃত্যুদিনের ওপরই আপনার উপযুক্ত শাস্তিকে ছেড়ে দিলাম। আপনার মৃত্যুদিনে শুধু মাত্র আপনার আজীবন কুকর্মের স্মৃতি ছাড়া, আর কেউ আপনার পাশে থাকবে না জানবেন। এবং সেইটাই আপনার শেষ শাস্তি হয়ে দেখা দেবে। সেইজন্যে আমি নিজে হাতে আর কিছু করতে চাই না।

রালফ্‌ নিকলবি সে পত্রখানা বার বার পড়লেন এবং নিউম্যান-এর দিকে এক ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু নিউম্যান সম্পূর্ণ উদাসীন রইলো। এবং রালফ-এর অবস্থাটা ভাল ভাবে উপলব্ধি করে খুশি হতে লাগলো।

[২৬]

মিঃ ম্যাণ্টালিনী অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষে মিঃ রালফ্‌ নিকলবির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, সামনেই নিউম্যান্‌-এর দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু গেল না। নিউম্যানকে না পেয়ে মিঃ ম্যাণ্টালিনী তখন সোজা রালফ-এর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু তাঁকে আর বেশীদূর এগুতে হল না। নিউম্যান্‌ সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো : কাকে চান?

মিঃ ম্যাণ্টালিনী বললেন : আমি রালফ্‌ নিকলবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

: তাঁর শরীর আজ অসুস্থ। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দেখা হবে না।

মিঃ ম্যাণ্টালিণী তখন একটু চিন্তা করলেন। পরে নিজের নামের কার্ডটা নিউম্যান্‌-এর হাতে দিয়ে বললেন : এটা তোমার মনিবকে দেখাও। দেখি তিনি কি বলেন।

নিউম্যান, চলে গেল এবং একটু পরেই এসে বললো : আপনি ভেতরে যান। আপনার ডাক পড়েছে।

মিঃ ম্যাণ্টালিনী রালফ-এর ঘরে এলেন। এবং তাঁকে দেখে বললেন : আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত। আপনার শরীর খুবই খারাপ দেখছি।

কথা শুনে রালফ্‌ নিকলবি বললেন : আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন।

: হ্যাঁ বলবো। সেই কথা বলতেই এসেছি। আমি টাকা চাই। বিলের বদলে টাকা।

: টাকার বাজার খুব খারাপ। কা'কে বিশ্বাস করবো আর কা'কে করবো না,

সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এখন ব্যবসা চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমি আর পেরে উঠছি না।

হতাশ হবেন না মিঃ রালফ্ নিকলবি। আমার দাবী বেশী নয়। মাত্র দু'খানা বিল। ৭৫ টাকার।

ঃ কতোতে বিচবেন।

ঃ আপনি বলুন।

ঃ আমি ২৫ টাকার বেশী দিতে পারবো না। বাজার মন্দা। তবে আপনি আমার বিশেষ বন্ধু বলেই দিতে রাজি।

ঃ বেশ। তাই দিন। আমি রাজি।

রালফ্ নিকলবি বিল নিয়ে টাকা দিলেন। এমন সময় ঝড়ের মত ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী সে ঘরে প্রবেশ করলেন। ম্যাডাম-কে দেখে মিঃ ম্যাণ্টালিনী অবাক। রালফ্ও সেদিকে তাকিয়ে।

ম্যাডাম বললেন ঃ তোমার কি লজ্জা বলতে কিছু নেই। অথচ লোক-সমাজে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয় আমার দলিলপত্রের কিছু অংশ এখানে বেচে টাকা নিতে এসেছ। পরে তিনি রালফ-এর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন ঃ শুনুন মিঃ নিকলবি। আপনি এই লোকটার কাছ থেকে কোন কিছু দয়া করে কিনবেন না। লোকটা আমাকে পথে বসাচ্ছে। তার এ ধরনের উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দিতে আমি পারি না। মানুষের ব্যায়ের একটা সীমা আছে। কিন্তু তিনি সে সীমাও অতিক্রম করে গেছেন। আমার জীবনটা বিষ করে দিয়েছেন। ওঁর জন্যে আমার দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। আজ সকালেই উনি আমার কিছু দলিল চুরি করে এনেছেন, বেচে দেবার জন্যে। আমি আর পেরে উঠছি না মিঃ নিকলবি।

মিঃ নিকলবি বললেন ঃ আপনাদের পারিবারিক ঝগড়ায় আমি কি করতে পারি। আপনাদের নিজেদের ঝগড়া নিজেরাই মিটিয়ে নিন। আমাকে অকারণ আর আপনাদের মধ্যে টানবেন না।

মিঃ ম্যাণ্টালিনী অনেকক্ষণ থেকেই কোন কথা বলছিলেন না। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনছিল না।

ম্যাডাম্ বলতে লাগলেন ঃ আমার ব্যাবসার অবস্থা আপনি জানেন। উঁনার জন্যে দেনার দায়ে বিক্রি হতে বসেছে। বাধ্য হয়ে অনেক টাকা দিয়ে মিস্ ন্যাগ্‌কে আমার কারবারে রাখতে হয়েছে। আমি ঠিক করেছি, এখন থেকে ওঁর হাত-খরচা আর পোষাকের জন্যে বাৎসরিক কিছু টাকা ঠিক করে দেব। তার বেশী আর উনি পাবেন না। এবং ঐ টাকাতেই ও'নাকে চালাতে হবে।

মিঃ নিকলবি বললেন ঃ ঠিক কথা। এটাই সুন্দর ব্যবস্থা। আপনি অনায়াসেই এ-ব্যবস্থা নিতে পারেন।

সে-কথা শুনে মিঃ ম্যাণ্টালিনী নিজের মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ না। না। এ হতে পারে না। আমার জন্যে তোমার জীবনটা বিষিয়ে যাবে এ হতে পারে না। আমি এ-জীবন আর রাখবো না। আমি নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করবো।

মিঃ ম্যাণ্টালিনীর কথা শুনে ম্যাডাম্ অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন ঃ ও কাজটা আর তুমি দয়া করে কোরো না। আমাকে আর শেষটুকু জ্বালিও না। আপাততঃ আমি কোন ব্যবস্থাই নেব না। যেমন চলছে তেমনই চলবে। তোমার হাত-খরচার টাকা যেমন পাচ্ছিলে তেমনি পাবে। নাও! এখন চলো।

মিঃ নিকলবি ওদের দাম্পত্য জীবনটা উপভোগ করে শুধু হাসলেন। মুখে কিছু বললেন না। ম্যাডাম্ ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মিঃ ম্যাণ্টালিনী রালফ্‌কে বললেন ঃ বিলটা আপনি সময় মত ভাঙ্গিয়ে নেবেন'। টাকাটা আমার কাছে রইলো। আর একটা কথা আপনাকে জানাতে ভুলে গেছি। সেটাও জানিয়ে যাই। সার মলবেরী হক্-এর কি হয়েছে আপনি নিশ্চই জানেন।

ঃ না। জানি না। তবে কাগজে দেখছিলাম যে তিনি আহত হয়েছেন। জীবনের আশঙ্কা ও আছে। তবে ওটা এমন কিছু খবর নয়। এমন ঘটনা লণ্ডনে প্রায়ই ঘটে।

ঃ তা জানি। তবে সার হক্-এর ঘটনাটা একটুও আকস্মিক্ নয়। আপনার ভাইপো তাঁকে গাড়ীতে ওঠবার সময় আক্রমণ করে এবং জখম করে দেয়।

ঃ আক্রমণের কারণ ?

ঃ সার মলবেরী হক্ এবং লর্ড তাঁদের বন্ধুদের নিয়ে একটা হটেলে আড্ডা জমাচ্ছিলেন এবং কেট-এর আলোচনা করছিলেন। সেখানে আপনার ভাইপো'ও কফি পান করছিল। সে শুনতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করে। কারণ সার হক্-ই সে আলোচনার নায়ক ছিলেন।

ঃ আমার ভাইপো কি আঘাত পেয়েছে।

ঃ পেয়েছে। তবে সে আঘাত তেমন কিছু নয়। খুবই সামান্য। আপনি এ ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করবেন। আপনি তাঁহলে কিছুই জানতেন না।

ঃ না। জানতাম না। রালফ্ নিকলবি কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

মিঃ ম্যাণ্টালিনী বললেন ঃ ম্যাডাম বাইরে দাঁড়িয়ে। আমরা এখন চলি। আবার পরে দেখা হবে।

দম্পতি-রা বিদায় নিলে, রালফ্ নিকলবি মনে মনে বলতে লাগলেন ঃ শয়তানটা তা'হলে আবার ছাড়া পেয়েছে। আমার কাজে এখন পদে পদে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। একদিন সে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে লিখেছিল। শয়তানটার চেষ্টা কি সেই দিকে নাকি। আমার সমন্ধে তার বোনের মন বিষিয়ে তুলছে, এ আমি অনুমানেই বুঝতে পারছি। তার অর্থ, কেটকে দিয়ে আর যা খুশি করানো সম্ভব হবে না। পরে তিনি ভাবলেন ঃ আচ্ছা, দেখাই যাক্ ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয়। সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

তিনি নিজের মনকে সুস্থ করবার জন্যে, অসুস্থ অবস্থায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ করা সম্ভব হল না। তাঁকে অবাক করে দিয়ে মিঃ স্কুইয়ারস্ ঘরে ঢুকলেন।

রালফ্ নিকলবি অবাক হয়ে বললেন ঃ আপনি! আপনি এখন কোথা থেকে

এলেন ?

ঃ প্রতি বছরে যেমন ছেলে জোগাড় করতে শহরে আসি। এবারেও তেমন এসেছি। এবং এবারে আমার ছেলেও সঙ্গে আছে।

ঃ বেশ। ভাল কথা। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ?

ঃ ভাল।

ঃ আমার পাঠানো শয়তানটা আপনাকে যে আঘাত করেছিল সেটা সেরেছে তো ?

ঃ সেরেছে। তবে আঘাতটা মারাত্মক ভাবে করেছিল। আমাকে অনেকদিন বিছানায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে। অনেক টাকা-পয়সাও ব্যায় করতে হয়েছে। অবশ্য অন্য ভাবে সে টাকা আমি তুলে নিয়েছি।

ঃ কি ভাবে ?

ঃ আমার ছাত্রদের কাছ থেকে বেশী বিল আদায় করে।

ঃ ভাল কথা। তবে এখন যদি আপনাকে সে আঘাতের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে আপনি কি নিতে প্রস্তুত।

ঃ নিশ্চয়ই। সে আমার ভয়ানক ভাবে ক্ষতি করে গেছে। নিজে তো পালিয়েছে, আবার সঙ্গে একজন কে নিয়ে গেছে।

ঃ কে সে ?

ঃ স্মাইক্। বছর কুড়ি বয়স। রোগা। বুদ্ধি কম।

ঃ আপনি তাকে খুব মারতেন।

ঃ হ্যাঁ। মারতাম। কারণ তার কাছ থেকে আমি কোনদিনই টাকা পাই নি। টাকা পাবার আশাও ছিল না। একজন অপরিচিত লোক আমার ওখানে তাকে প্রথমে ভর্ত্তি করে দিয়েছিল। প্রথমে কয়েকটা মাস টাকাও পাঠিয়েছিল। তারপরই সব শেষ। শেষে তার ঠিকানায় আমি পত্রও দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন জবাব পাইনি। আসলে ঐ ঠিকানায় কেউ থাকতো না। শয়তানটা যদি ছেলেটাকে নিয়ে না পালাতো তবে ঐ লোকটার আবার দেখা পেলে হয়তো বাকী টাকাটা আদায়ের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু এখন সে পথও আর খোলা নেই। ব্যাটা সব বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

ঃ হিসাবে আপনিও যেমন পাকা। আমিও পাকা। স্মাইক্ সম্পর্কে পরে আবার আমি আপনার সঙ্গে হিসাবে বসবো। কিন্তু এখন বলতে চাই যে, আমার ভাইপোকে আঘাত করতে হলে, ঐ ছেলেটাকেই কাজে লাগাতে হবে।

ঃ বেশ। আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি আছি। আমার কথা হচ্ছে, শয়তানটাকে এমন শাস্তি দিতে হবে, যাতে সারা জীবন তার মনে থাকে। আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে খুব ভুগিয়েছে। আচ্ছা নমস্কার। এখন চলি। অনেক কাজ আছে। আবার পরে দেখা হবে।

মিঃ স্কুইয়ায়স্ চলে গেলেন। রালফ্ নিকলবি মনে মনে ঘৃণা, ক্রোধ আর একক জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর ভাইপোকে শাস্তি দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতে লাগলেন। কেটের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল, কিন্তু নিকোলাস্ অসহ্য। নিকোলাস-এর সাহস এবং উচিত বক্তা

হিসাবে মনে করতে রালফ-এর তাঁর ভাই-এর কথা মনে পড়লো। তাঁর গ্রামের সকলে ভাইকে সাহসী, প্রফুল্লমনা ও সরল লোক বলে প্রশংসা করতো। আর তাঁকে বলতো লোভী। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, লোভ এবং অর্থই যে সকল সুখের মূল একথা প্রমাণ করে ছাড়বেন। এবং নিকোলাস-এর সঙ্গে তিনি শীঘ্রই বোঝাপড়া করবেন।

অসুস্থতার জন্যে রালফ্ নিকলবি আর বেশীক্ষণ চিন্তা করতে না পেরে, অলস শরীরে এক সময় শয্যা নিলেন।

[২৭]

মিস্ লা-ক্রিভির বাড়ীতে কেট্ ও তার মা ভাল ভাবেই আশ্রয় পেলেন। লা-ক্রিভি তাঁদের খুবই যত্ন নিতে লাগলেন। নিকোলাস্ খবর পেল যে সার হক্-এর জীবনের আশঙ্কা করা যাচ্ছে। নিকোলাস্ গোপনে তাঁর সংবাদ প্রতিদিন নিতে লাগলো। এবং শেষে একদিন শুনলো যে, সার হক্-এর জীবনের আর কোন আশঙ্কা নেই। বিপদ কেটে গেছে। তখন নিকোলাস্ একদিন স্মাইক্-এর সন্ধানে তার পুরোনো বাসায় গিয়ে হাজির হল। স্মাইক তাকে দেখে বললো ঃ আপনি এসেছেন। আমি ভাবলাম আবার কোন নতুন বিপদে পড়লেন বুঝি।

নিকোলাস বললো ঃ না। আর কোন বিপদ নয়। বিপদ অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সেইজন্যেই ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তোমাকে এখন এ-বাসা ছাড়তে হবে। নিকোলাস-এর কথা শুনে স্মাইক্ চোখ তুলে তাকালো।

নিকোলাস্ বললো ঃ তোমাকে এবারে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব। সেখানে আমার মা, বোন এবং লা-ক্রিভি আছেন।

ঃ আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন? স্মাইক্ অবাক চোখে তাকালো।

ঃ হ্যাঁ। কেন? অসুবিধা কি?

ঃ না। কিছু না। আমি অনেকদিন, অনেক রাত ধরে বাড়ীর স্বপ্ন দেখেছি। আজ পর্য্যন্ত কেউ আমাকে বাড়ীর কথা বলেনি। কেউ আমাকে চিঠি লেখেনি। আমার কোন আত্মীয়-পরিজন নেই। আমি আত্মীয় কি জিনিষ জানি না। বাড়ী কি জিনিষ জানি না। সংসার বা পরিবার কি জিনিষ জানি না। সুতরাং আমাকে নিয়ে গিয়ে আপনি নানা অসুবিধায় পড়তে পারেন। আমি তা চাই না। কাজেই আমার না যাওয়াই ভাল।

ঃ ওসব কথা এখন রাখো। তুমি আর আমি অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। জীবনে হাজার বিপদ এলেও তুমি আমার বন্ধু থাকবে। আমাদের সারা জীবনে আর ছাড়াছাড়ি হওয়া সম্ভব নয়। এখন চলো আমার বাড়ী। আমার মা-বোনের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে তোমাকে পেয়ে ওরা কত খুশি হবে।

নিকোলাস্ স্মাইক্-কে নিয়ে লা-ক্রিভির বাড়ীতে এলো। মা, বোন এবং কেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ওরা স্মাইক্-কে বেশ ভাল ভাবেই গ্রহণ করলো। এবং আদর যত্ন করতে লাগলো। নিকোলাস-এর মুখে স্মাইক-এর জীবনের সব কথা শুনে

কেট, তার মা এবং লা-ক্রিভি খুবই দুঃখ পেলেন। সকলেই স্মাইক্-কে সহানুভূতির চোখে দেখতে লাগলেন। মিসেস্ নিকলবি বললেন: স্মাইক্ নামটা অনেকটা পাইকের মত। আমার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ছে। তারপরই তিনি একটু ভেবে বললেন: আচ্ছা! থাক! আমি বেশী চিন্তা করলে হয়তো অসুস্থ বোধ করতে পারি। কাজেই ও আলোচনা আপাততঃ থাক।

নিকোলাস্ এদিকটা মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে এলো। মা এবং বোনের বর্ত্তমানে আর কোন বিপদ সে আশা করে না। রালফ্ নিকলবি-র কাছ থেকে সে এদের নিজের কাছে সরিয়ে আনতে পেরে খুশি। সার হক্-এর-দিক থেকেও সে কোন বিপদ আশা করে না। কারণ বর্তমানে তিনি সুস্থ। স্মাইক-এর দিক থেকেও নিকোলাস্ নিশ্চিন্ত। কারণ তাদের পরিবারে সে তার আচারে ও ব্যবহারে অনেক আগেই সমাদৃত। এখন নিকোলাস-এর সামনে সমস্যা একমাত্র একটাই। সেটা হচ্ছে অর্থ উপার্জনের সমস্যা। সংসার প্রতিপালনের একটা সুষ্ঠু পথ তাকে বার করতেই হবে। হাতের জমানো পয়সা ফুরিয়ে আসছে। সুতরাং এখন থেকেই চেষ্টা করা দরকার। নিকোলাস্ মিঃ ক্রমেলস্-এর কথাও ভাবলো। তাঁর থিয়েটারে আবার নতুন করে যোগ দিলে হয়তো তিনি নেবেনও। এবং অর্থ রোজগারও ভালই হবে। কিন্তু কেট-এর জীবন ভাল হবে না। কেট কোন প্রকারেই উন্নত-জীবন যাপনের সুযোগ পাবে না। তাকে দিবারাত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। কেট্কে নিয়ে এ এক ভয়ানক অসুবিধার ব্যাপার হয়ে পড়বে। তা'ছাড়াও মিসেস্ নিকলবিও রাজি হবেন না। কারণ অভিনেতাদের জীবন তাঁর একটুও পছন্দ নয়। তাঁর শিক্ষিত পুত্র অভিনেতার জীবন যাপন করবে, এ তিনি ভাবতেও পারেন না। সুতরাং ও পথে আর যাওয়া যাবে না।

নিকোলাস অনেক ভেবে একদিন নিজের নাম লেখাবার জন্যে চাকরির অফিসে এসে হাজির হল। যেখানে নিজের নাম লেখালে চাক্রির একটা খোঁজ আশা করা যায়।

সেখানে নিকোলাস-এর সঙ্গে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের আলাপ হয়ে গেল। নাম মিঃ চেরিবল্। অমায়িক ভদ্রলোক। নিকোলাসকেও তাঁর খুব ভাল লাগলো। সেইজন্যে তিনিও উৎসুখে নিকোলাস-এর সঙ্গে আলাপ করলেন। তার নাম, ঠিকানা এবং পরিচয় নিলেন। নিকোলাস্ তাঁর পরিচয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে, এবং খোলা মনে তার সব ঘটনা তাঁকে জানালো। সে যে চাক্রি খুঁজতে এখানে এসেছে, সে-কথাও জানাতে ভুললো না।

নিকোলাস-এর সব কথা শুনে মিঃ চেরিবল্ খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে তাঁর নিজের ব্যবসা—"চেরিবল ব্রাদার্স-"এ একটা ভাল চাকরী দিলেন। মাইনে ভালই। চেরিবল ব্রাদার্স-এর মালিক মিঃ চেরিবল ও তাঁর ভাই। সুতরাং চাকরি দিতে মিঃ চেরিবল-এর কোন অসুবিধা ছিল না। নিকোলাস্ চাক্রি পেয়ে মিঃ চেরিবল্কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। মিঃ চেরিবল নিকোলাস-কে

চাক্‌রির সঙ্গে একটা ভাল বাড়ীতে থাকবার বন্দোবস্তও করে দিলেন। এবং নানা প্রকার আসবাব-পত্রও যোগালেন।

নিকোলাস্‌. তার বোন, মা ও স্মাইক্‌-কে নিয়ে সে বাড়ীতে উঠে এলো এবং আরামে বাস করতে লাগলো। এক সময় যারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল, সেই নিকোলাস্‌-পরিবার আজ সুখী পরিবারই বলা চলে। আনন্দে বাড়ীটা সারা দিনই জম্‌-জমাট থাকে। কিন্তু ধনী রালফ্‌ আজ বৃদ্ধ এবং একা। হতাশা এবং দীর্ঘ জীবনের দীর্ঘশ্বাস তাঁর জীবনকে ঘিরে আছে। একক জীবনে আজ তিনি নিঃসঙ্গী ও নিরুপায় দর্শক মাত্র।

নিকোলাস্‌ নতুন কাজে যোগ দিয়ে খুবই উৎসাহ বোধ করতে লাগলো। জীবনের নানা বাধা-বিপত্তি আর চড়াই-উৎবাই পেরিয়ে, আজকে তার পরিবারের সকলকে নিয়ে সে নোঙর বাঁধতে পেরেছে। পিতার মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ জীবন যে ভয়ানক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে পার হয়ে আসতে হয়েছে, আজকের "চেরিবল্‌ ব্রাদার্স"—এর চাকরি তাকে এক স্থিতিশীল পর্য্যায়ে নিয়ে এলো। সেইজন্যে, নিকোলাস্‌ এবং তার পরিবার বর্গ চেরিবল্‌ ভাতৃদ্বয়কে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। এ চাকরিতে নিকোলাস্‌-পবিবার পুনরায় তাদের পুরোনো ঐতিহ্য ও সমাজ ফিরে পেল। এবং রালফ্‌ নিকলবির হাত থেকে পুরোপুরি ভাবে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেল।

নিকোলাস্‌ এখন একান্ত ভাবেই চাক্‌রিজীবি। উৎসাহে ভরপুর। সে তার মা এবং আদরের বোনকে সুখী করতে চায়। এবং সেই সঙ্গে ভাতৃবন্ধনে সে স্মাইক্‌কেও বাঁধতে চায়। বেচারী স্মাইক্‌। যে আজকের সমাজ, সংসার বলতে কিছু জানে না। বোঝে না। সারা জীবনে যে ছেলেটি কারো কাছে কোন আশার বাণী, কোন স্বান্তনার বাণী শোনে নি। নিকোলাস্‌ তাকে আশা এবং সান্তনায় বিশ্বাস আনাতে চায়।

একদিন নিকোলাস্‌ তার কাজে বেরিয়ে ভাবলো যে, একবার সে 'কেন্‌' পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যাবে। 'কেন্‌' পরিবারের কর্তা হচ্ছেন মিঃ কেনউইগস্‌। মিঃ কেনউইগস্‌ অনেকগুলি পুত্র-কন্যার জনক। অবস্থা মোটামুটি। এই 'কেন্‌' পরিবারে নিকোলাস্‌ প্রথমে লণ্ডনে এসে আশ্রয় নেয় এবং শিক্ষকতা করে। অর্থাৎ এই মিঃ কেনউইগস্‌-এর ছেলে-মেয়েদের একসময় নিকোলাস্‌ কিছু দিন পড়িয়েছিল। মিঃ লিলিভিক্‌ মিঃ কেনউইগস্‌-এর আত্মীয়। মিঃ লিলিভিক্‌ দীর্ঘকাল অকৃতদার ছিলেন। পরে হেনরিয়েটা পেটোকারকে বিয়ে করেন। নিকোলাস-এর সঙ্গে মিঃ লিলিভিক-এর আলাপ পোর্টস মাউথে থিয়েটারে। মিঃ লিলিভিকের বিবাহেও নিকোলাস্‌ নিমন্ত্রিত ছিল।

লণ্ডনে মিঃ কেনউইগস্‌-এর পরিবারের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। অনেকগুলি সন্তানের পিতা হবার জন্যে তিনি সংসারের দায়িত্ব তেমনভাবে পালন করতে পারেন না। এবং পারিবারিক মর্য্যাদা শত চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্বেও রাখতে পারেন না। তবে তাঁর সব কটি পুত্র-কন্যাই দেখতে সুন্দর। তিনি একটি ধারণা দীর্ঘদিন যাবৎ মনেমনে পোষণ করে আসছেন যে মিঃ লিলিভিক-এর বয়স হয়ে আসছে। এবং তিনি

যখন এতদিন আর বিয়ে করেন নি, তখন আর ওপথ মাড়াবেন না। যদি তিনি আর বিয়ে না করেন, তবে তাঁর যে সম্পত্তি আছে সেটা মিঃ কেনউইগস্-এর পরিবারবর্গই পাবে। সেটা যদি পাওয়া যায়, তবে একদিন এই পরিবার কিছু আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পাবে। এমন একটা আশা মিঃ কেনউইগস্ মনে মনে দীর্ঘদিন পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এখন যে মিঃ লিলিভিক্ বিবাহিত, এ-খবর তিনি জানতেন না।

মিঃ লিলিভিক-এর বিবাহের পর যখন নিকোলাস্ পোর্টস্ মাউথ ছেড়ে চলে আসে, তখন মিঃ লিলিভিক্ তাঁর বিবাহের খবরটা মিঃ কেনউইগস্‌কে জানাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। আজকে নিকোলাস অফিসে যাবার পথে ভাবলো যে মিঃ লিলিভিক-এর বিবাহের খবরটা মিঃ কেনউইগস্‌কে সে জানিয়ে যাবে। মিঃ কেনউইগস্-এর বাসায় এসে নিকোলাস্ দেখলো যে, তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তাঁর স্ত্রী আবার একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সেখানে ডাক্তার ধাত্রী এবং পরিবারের আরও অনেকে উপস্থিত। ডাক্তার কথা প্রসঙ্গে মিঃ কেনউইগস্‌কে জানালেন যে, এই সন্তানকে নিয়ে আপনার ছ'টি হল।

মিঃ কেনউইগস্ বললেনঃ হ্যাঁ। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশীই হয়েছে। এবং সেইজন্যেই আমার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। তবে একটি আশার কথা আপনাকে শোনাই যে আমার পুত্র-কন্যারা আমার এক আত্মীয়ের কিছু সম্পত্তি পেতে পারে। ওটা পেলে আমি আশা করি আমার অবস্থা এতটা খারাপ থাকবে না। ঠিক এমন সময় নিকোলাস্ সেখানে এসে হাজির। নিকোলাসকে দেখে মিঃ কেনউইগস্ অত্যন্ত অবাক হলেন এবং নানা প্রকার কুশল প্রশ্ন করলে। নিকোলাস্ সে সব কথার উত্তর দেবার পর মিঃ লিলিভিক-এর বিবাহের সংবাদটা মিঃ কেনউইগস্-এর কানে দিল। সংবাদ শুনে মিঃ কেনউইগস্ শুধু অবাকই হলেন না। রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। তিনি মিঃ লিলিভিক-কে নানাভাবে গালিগালাজ করতে লাগলেন। এবং সেইদিনই তিনি বুঝলেন যে, তাঁর দীর্ঘদিনের আশার মূলে আজ কুঠারঘাত করা হল। তিনি যেমন নিঃস্ব ছিলেন এবং আজও আছেন, তেমনই থাকবেন। অবস্থা পরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনা নেই। সবকথা শুনে নিকোলাস ও দুঃখ প্রকাশ করলো। কিন্তু তার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করে না জানিয়েও কোন উপায় নেই। তাকে একথা জানাতেই হবে। মিঃ কেনউইগস্ বললেনঃ আপনার কর্ত্তব্য আপনি করলেন। কিন্তু আমাদের শেষ আশার আলোকটুকুও আজ নিভলো।

নিকোলাস্ সেখান থেকে বিদায় নিয়ে 'চেরিবল্ ব্রাদার্স'—এ ছুটলো কাজে যোগ দিতে। মিঃ টিম্ যিনি আজ দীর্ঘদিন ধরে ঐ অফিসে হিসাবের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর আজ জন্মদিন। 'চেরিবল ব্রাদার্স' এর পক্ষ থেকে আজ তাঁকে কিছু উপহার দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে খাবারের আয়োজন। আজকে মিঃ টিম্ তাঁর এই জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দায়িত্ব নিকোলাস-এর হাতে অর্পণ করবেন। যদিও তিনি তাঁর কাজ অনেকদিন আগেই নিকোলাসকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মিঃ টিম্ প্রতিষ্ঠানের একজন দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর এই বিদায় এ প্রতিষ্ঠানের কাছে নিঃসন্দেহে বেদনাবহ। কিন্তু বয়সের কথা চিন্তা করে প্রতিষ্ঠান তাঁকে অবসর

নিতে অনুরোধ জানিয়েছে। অবসর নিলে তিনি যদিও তাঁর প্রাপ্য বেতন আর পাবেন না তবে আর্থিক সাহায্য সবসময়ই পাবেন। কারণ এ প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে নানা ভাবে ঋণী। আজকে এই বিদায়ের দিনেও তিনি তাঁর হিসাবের খাতা ছাড়তে নারাজ। পাছে নিকোলাস্ হিসাবে কোন ভুল করে বসে। পাছে প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি হয়, সেইজন্য তিনি সর্ব্বদাই শঙ্কিত। নিকোলাস্ বারবার তাঁর কাছে খাতা লেখবার জন্যে অধীরতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু তিনি সে কথায় আমল দেননি। তিনি নিকোলাসকে গোড়া থেকে শুধু একটা কথাই বলে আসছেন যে, এ কাজে ধৈর্য্যের দরকার। অস্থিরতার মধ্যে কাজ করলে এ কাজে ভুল হতে পারে। এবং তা'তে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে। শেষে এ-কথা ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক ভ্রাতৃযুগলের কানে গেল। তাঁরা এসে টিম্‌কে তাঁর কাজের ভার নিকোলাস-এর হাতে তুলে দিতে অনুরোধ জানালেন। টিম্ নিকোলাসের হাতে কাজের ভার তুলে দিয়ে নজর রাখতে লাগলেন যে, সে কেমন কাজ করে। নিকোলাস-এর অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কাজ শুরু করলো। তাতে টিম্ খুব খুশি হলেন এবং তার কাজ দেখে তিনি প্রতিষ্ঠানকে জানাতে বাধ্য হলেন যে, তিনি নিকোলাস-এর কাজে খুশি। এবং এই যুবকই তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারবে। তাঁর কাজের যোগ্য মর্য্যাদা দিতে পারবে। এ-যুবকের নিয়োগ খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এখন তাঁর কাজের দায়িত্বভার তাকে অর্পণ করে তিনি খুশি মনে দায়মুক্ত হলেন। প্রতিষ্ঠানের মালিক ভ্রতৃদ্বয় তাঁর এ মন্তব্যে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে শেষ বারের মত বিদায় জানালেন।

বেলা পাঁচটা নাগাদ প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হল। এবারে মিঃ টিমের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের পালা। ভাল ভাবেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হল। সে প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মী যোগ দিলেন। মিঃ টিমকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি সুদৃশ্য এবং দামী নস্যের কৌটা উপহার দেওয়া হল। এবং সেই সঙ্গে একখানি মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্কের চেক্।

অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল। প্রতিষ্ঠানের মালিক ভ্রাতৃদ্বয় সকলের অনুমতি নিয়ে বিদায় নিলেন। মিঃ টিম্‌ও যাবার জন্যে প্রস্তুত। শেষ বন্ধন যখন ছিঁড়ে গেছে, তখন আর অকারণ কালক্ষেপ না করাই ভাল। তিনি ব্যথিত মনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং শেষ বারের মত নিকোলাসকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

তাঁর বিদায়ের পর নিকোলাসও আর দেরি করলো না। রাত এগারোটা। বাড়ীতে মা এবং বোন স্বভাবতই চিন্তিত থাকবেন। স্মাইক্‌ও অভুক্ত থাকবে। নিকোলাস জোড় পায়ে হাঁটতে লাগলো।

বাড়ী ফিরে নিকোলাস দেখলো যে, কেট্ ঘুমিয়ে পড়েছে। মা স্মাইক-কে নিয়ে জেগে। নিকোলাস তার দেরির কারণ মাকে জানালো। মিসেস্ নিকলবি স্মাইক্‌কে শুতে যেতে বললেন। স্মাইক চলে গেল। তখন নিকোলাস-এর মা নিকোলাস্‌কে বললেন: আজ তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। রাতও অনেক হল। এখন বিশ্রাম নাও। তবে একটা কথা আমি তোমাকে অনেকদিন থেকেই বলবো ভাবছি।

: কি বলো মা। নিকোলাস চোখ তুলে তাকালো।

নিকোলাস-এর মা বললেন: আমাদের বাড়ীর পাশে যে ভদ্রলোক থাকেন তাঁর সঙ্গে তোমার কি আলাপ হয়েছে।

ঃ না মা। সময় কোথায়। আর তা'ছাড়া প্রয়োজনই বা কি। তাঁর সঙ্গে আমাদের তো কোন সম্পর্ক নেই।

: না তা' অবশ্যই নেই তবে। নিকোলাস-এর মা কথা বলতে বলতে চুপ করে গেলেন। নিকোলাস্ সেটা বুঝতে পেরে বললো: তুমি আমাকে নিঃসংকোচে খুলে বলতে পার। তিনি কি তোমায় কিছু বলেছেন।

ঃ না বাবা। তেমন কিছু নয়। ব্যবহারে তিনি একজন ভদ্রলোক সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি প্রথম প্রথম তাঁকে আমাদের বাগানে বসে থাকতে দেখতাম! প্রথমে আমি ভাবতাম যে, আমরা নতুন এসেছি তাই বুঝি উনি লক্ষ করছেন। কিন্তু তার পরে দেখলাম, উনি নানা প্রকার ফলমূল এবং খাবার আমাদের পাঠাতে লাগলেন।

নিকোলাস্ বললো: আমার মনে হয় ভদ্রলোক অসভ্যতা প্রকাশের সুযোগ খুঁজছেন। ও'কে এখনি শায়েস্তা করা দরকার।

ঃ না। না। ভদ্রলোকের ব্যবহারে অশিষ্ঠতা কিছু নেই। কিন্তু তবুও আমি তাঁর এ প্রচেষ্ঠাকে গোড়া থেকেই ভদ্রভাবে বন্ধ করতে চাই। যা'তে এটা আর বেশীদূর এগুতে না পারে। অবশ্য ভদ্রলোক মনে কোন প্রকার আঘাত পান এটাও আমি চাই না। সব বুঝে এবং সাবধানে আমাদের এগুতে হবে।

: তাহলে তুমি এ-ঘটনাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন। এটাকে সোজাসুজি ভাবে নিলেই তো সোজা হয়ে যায়। মনের মালিণ্য আর থাকে না।

: তা অবশ্যই। তবে একদিনের ঘটনাই আমাকে বেশী চিন্তিত করে ফেলেছে।

ঃ কি সে ঘটনা। নিকোলাস্ উৎসুখ চোখে মায়ের দিকে তাকালো।

ঃ একদিন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, তিনি আমাকে কোন কিছু বলতে চাইছেন। অর্থাৎ কোনকিছু জানাতে চাইছেন। সেটা ভাল কি মন্দ আমি জানি না। কি তিনি প্রকাশ করতে চাইছেন, সেটাও আমার জানা নেই। তবে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগলো না। আমার চিন্তা কেট্‌কে নিয়ে। কেট্ সুন্দরী এবং কুমারী। তার বিবাহটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কারণ এই সব লোক হয়তো ধীরে ধীরে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করবে। এবং তারপর সে ঘনিষ্টতার সুযোগ নেবে। এমন ঘটনাই আমি বর্তমানে আমার জীবনে দেখতে পাচ্ছি। সেই কারণেই ভয় হয়।

নিকোলাস্ বললো: ভয় পাবার তোমার কোন কারণ নেই মা। ঐ লোকটার কথার ওপর তুমি কোন গুরুত্ব দিও না। তুমি আপাতত: ওকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর। তারপরও যদি বিরক্ত করে, তখন তুমি আমাকে জানিও। আমি তার যথাযথ ব্যবস্থা নেব। যাই হোক আজ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি এখন শুতে যাচ্ছি। আর একটা কথা। তুমি আপাতত: এ-সব কিছুই কেট্‌কে জানিও না।

নিকোলাস্ চলে যেতে, নিকোলাসের মা ঐ ঘরে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। এ ব্যাপারটা নিষ্পত্তির পথ খুঁজতে লাগলেন। পরে আলো নিভিয়ে শুতে চলে গেলেন।

কেট্ এ ব্যাপার কিছুই জানে না। সে তার নিজের ভাই এবং মাকে পেয়েই খুশি। সে এত আনন্দিত যে সারাদিন ঐ নতুন বাড়ীতে আনন্দে গান গেয়ে বেড়ায়। দায়-দায়িত্ব এখন তার একেবারেই নেই। কাজে যেতে হয় না। দোকানের দায়িত্ব বহন করতে হয় না। সে এখন সবদিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনেছে। এবং হালকাও বোধ করছে। সেইজন্যে এ বাড়ীতে তার আনন্দ এবং উৎসাহই সব চেয়ে বেশী। তার মনের এই শান্তির ফলে আজকাল কেট-এর চেহারায় সৌন্দর্য্য এবং স্নিগ্ধতা প্রকাশ পাচ্ছে। সে আরও রূপবতী হয়ে উঠছে।

মিস্ লা-ক্রিভি মাঝে মাঝে কেটকে এ কথা শোনাতেন। এবং এ নিয়ে ঠাট্টাও করতেন। কেট্ কিন্তু কোন জবাব দিত না। শুধু হাসতো। আজকেও মিস্ লা-ক্রিভি এলেন। তবে অন্য দিনের মত সে কথা আর পাড়লেন না। অন্য প্রসঙ্গে এলেন। তিনি স্মাইক্-এর প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি বললেন: আজকাল স্মাইক-এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং সেটা শুভ। সে এখন আর আগের মত বুদ্ধিহীন নেই। অনেক চালাক্ চতুর হয়েছে। চেহারাটা অবশ্য আগের মত রোগাই আছে। তবে মনে হচ্ছে আগের চেয়ে আজকাল সে কাজে অনেক উৎসাহ পাচ্ছে। তার নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসছে।

কেট্ বললো: ও সত্যিই খুব ভাল ছেলে। আমার নানা কাজে ও সাহায্য করে। আমি ওর মনে প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি। সারা জীবন ও অনেক কষ্ট পেয়েছে। কোন সহানুভূতির কথা কোনদিন কারও কাছে শোনেনি। আমি ওর মনে সে সব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবো।

মিস্ লা-ক্রিভি বললেন: তোমার মত আমিও চেষ্টা করছি। স্মাইক্ পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলে, স্বাভাবিক হলে, আমরা সবাই খুশি হব। তবে শোনো। আজকে আমি ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। আশা করি তোমার আপত্তি নেই।

কেট্ হাসি মুখে রাজি হল। মিস্ ক্রিভি স্মাইককে নিয়ে বিদায় নিলেন।

এবারে আমরা সার মলবেরী হুক-এর আলোচনায় আসবো। নিকোলাস-এর হাতে জখম হবার পর, এ পর্য্যন্ত তাঁর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। শোনা যাচ্ছে, তিনি এখনও, সুস্থ হননি। বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হবে। নিকোলাস-এর সে আঘাতে তাঁর সমস্ত শরীর যে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল, সে ক্ষত সারতে সময় লাগবে।

কোন এক সকালে সার মলবেরী হক্ অসুস্থ অবস্থায় নিজের শয্যায় বসেছিলেন। তাঁর শরীর যেমন সুস্থ নয়, মনও তেমন বিরক্তিপূর্ণ। আজকে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর কোন বন্ধু নেই। কারণ বন্ধু যদি থাকতো তবে সেদিন সে হটেলে এমন ঘটনা কখনোই ঘটতে পারতো না। সঙ্গে বন্ধু তাঁর অনেক-ই ছিল। কিন্তু বিপদ বুঝে সবাই তাঁকে একা রেখে সরে পড়েছিল। সেইজন্যেই সে ঘটনার পর থেকে তিনি তাঁর বন্ধুদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত। কিন্তু মুখে তিনি কাউকেই কিছু বলতে

পারছেন না। অথচ মনেমনে অকারণ এঁদের সহ্য করতে হচ্ছে। আজকেও তিনি তাঁর ঘরে একা বসে। কেউ এসে একবারও তার কোন খবর নিচ্ছে না। কিন্তু পাশের ঘরে বসে তাঁরই দুই বন্ধু পাইক্ ও প্লক্ (তাঁবেদার, বলা যেতে পারে) আনন্দে তাঁরই পয়সায় সুরা পান করছে এবং অশ্রাব্য আলোচনায় মত্ত রয়েছে। আজকে তাঁর কাছে এ আলোচনা অসহ্য জেনেও তারা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং তিনিও উপায়হীন, ভাবে সহ্য করছেন।

কিন্তু একসময় সার মলবেরী হক্ আর থাকতে না পেরে তাদের চুপ করতে বলে পাঠালেন। এবং তাস খেলবার জন্যে এঘরে আসতে বললেন।

পাইক্ এবং প্লক্ এ-ঘরে এলো। তাস খেলা চলতে লাগলো। এমন সময় চাকর এসে সংবাদ দিল যে মিঃ রালফ্ নিকলবি দেখা করতে এসেছেন। সার হক্ তাস খেলতে খেলতে বললেন ঃ বলে দাও যে এখন দেখা হবে না। আমি ব্যস্ত আছি। চাকরটা চলে গেল এবং পরক্ষণেই আবার এসে বললো ঃ আজ্ঞে আপনি কেমন আছেন তিনি জানতে চাইছেন।

সার হক্ বললেন ঃ বল ভাল।

ভৃত্যটি চলে গেল এবং তখনই আবার এসে বললো ঃ মিঃ নিকলবি বললেন তিনি বিশেষ এক জরুরী কাছে এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার। আসলে ভৃত্যটি দেখা করিয়ে দেবার জন্যে রালফ-এর কাছ থেকে আগেই কিছু দক্ষিণা নিয়েছিল। সেইজন্যে সে নিজেও নানাভাবে রালফ্-কে উপস্থিত করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

ভৃত্যের শেষ কথাটি শুনে সার হক্ একটু চিন্তা করলেন। পরে বললেন ঃ আচ্ছা, নিয়ে এসো।

রালফ্ নিকলবি ঘরে এলেন এবং সার হক্‌কে দেখে কৃত্রিম বিনয়ের সঙ্গে বললেন ঃ আপনার চেহারা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে সার হক্। আপনাকে চেনাই যাচ্ছে না।

সার হক্ জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ। মিঃ নিকলবি। আমি হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছি।

সেকথা শুনে রালফ্ নিকলবি মনে মনে একটু হাসলেন। কিন্তু মুখে সহানুভূতির সুর এনে বললেন ঃ। আমি প্রতিদিন আপনার খবর নিয়ে গেছি। দেখা করবার কথাও চিন্তা করেছি। কিন্তু আপনার কষ্ট হবে ভেবে আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি।

সার হক বললেন : হ্যাঁ। কষ্ট আগেও হয়েছে। এখনো হচ্ছে। তবে উন্নতির পথে। এটাই আশার কথা। তারপর কি মনে করে। সার হক্ রালফ-এর দিকে তাকালেন।

রালফ্ নিকলবি বললেন ঃ লর্ড-এর কিছু দলিল-পত্র এনেছিলাম। সে গুলো আবার নতুন করে লিখে নিতে হবে। অবশ্য এ-কাজ পরে করলেও চলবে। এখন আপনার সুস্থ হয়ে ওঠাই বড় কথা। রালফ্ নিকলবি এর পর একটু ইতস্ততঃ করে বললেন ঃ সার হক্। আমি আপনার আঘাতের সত্য ঘটনা শুনে খুবই মর্ম্মাহত

হয়েছি।

সার হক্ অবাক হয়ে রালফ্-এর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আপনি—।

ঃ হ্যাঁ! আমি সবই শুনেছি। আমার কোন আত্মীয় আপনার প্রতি এ দুর্ব্যবহার করেছে। এরজন্যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখিত জানবেন। এবং আমার শেষ কথা হচ্ছে যে, সেই বদ ছেলেটি আমার কেউ নয়। আমার আত্মীয় বলে আমি স্বীকার করি না। তাকে আপনারা যে কোন দণ্ড দিতে পারেন। তাকে যে কোন ভাবে আঘাত করতে পারেন। জেলে দিতে পারেন। যা আপনাদের খুশি। আমি কোন বাধা দেব না। কিছুই বলবো না। আমি তাকে এখন আমার শত্রু বলেই মনে করি।

সার হক্ বললেন ঃ আমি তা'হলে ধরে নিতে পারি যে, এই সত্য কথাটা এখন সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ আমি রটাতে চেয়েছিলাম যে আমি হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছি।

ঃ না। তা রটেনি সার হক্। আপনার আঘাতের সত্য ঘটনাটাই চারিদিকে চাউর করে বেড়াচ্ছে আপনারই বন্ধুরা। হাটে, মাটে, ঘাটে, ক্লাবে, হটেলে এবং শহরের প্রতিটি আসরে আপনার এ-আঘাত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সকলেই আপনাকে টাট্টা-বিদ্রুপ করছে।

রালফ-এর কথা শুনে সার হক্ রাগে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন ঃ রটতে দিন। কিন্তু সময় মানুষের এক রকম যায় না। একদিন আমি ও সুস্থ হয়ে উঠবো। তখন আমারও প্রতিশোধের পালা আসবে। তখন আমি এমন প্রতিশোধ নেব, ঐ ছেলেটার শরীরে এমন ক্ষত করে দেব, যা জীবনেও শুকোবে না। সারা জীবন আমাকে মনে রাখবে। জানবে যে অকারণ অন্যায়ের প্রতিফল কি দাঁড়ায়। আর ঐ ছেলেটির সে সতী বোনটি আছে। তার সতীত্বের দেমাক্ ও আমি ভাংবো। সবই আমি প্লান করে রেখেছি। এখন শুধুমাত্র আমার সুস্থতার অপেক্ষায়।

রালফ্ বললেন ঃ ছোঁড়াটাকে আপনারা উপযুক্ত শাস্তি দিলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। বড্ডো বেড়ে গেছে। এতটা ভাল নয়। আচ্ছা। আমি এখন উঠি। আবার দেখা হবে।

রালফ্ উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় লর্ড ঘরে এসে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এত সময় কি আলোচনা হচ্ছে। টাকা পয়সা নিয়ে বুঝি?

রালফ্ বললেন ঃ না। সার হক-এর আকস্মিক আঘাতের কথাই হচ্ছিলো।

লর্ড বললেন ঃ আকস্মিক কিছু নয়। এ আঘাতের জন্যে সার হক্ নিজেই দায়ী। যুবকটি অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্র। সে হক্-এর পরিচয়ের কার্ড দেখতে চেয়েছিল। বাড়ীর ঠিকানা চেয়েছিল। এ জিনিষ চাইবার অধিকার সকলেরই আছে। হক্ যদি ওটা দিয়ে দিত তা'হলে সমস্ত ব্যাপারটা সেখানেই মিটে যেত। কিন্তু সে তা' দিল না। ফলে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। আর তা'ছাড়াও আমি খবর পেয়েছি যে সেই যুবকের বোন অত্যন্ত সচ্চরিত্রা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি হটেলে বসে তার সম্বন্ধে যত সব নোংড়া কথা আলাপ-আলোচনা করা হয়, তবে কোন ভাই-ই ঠিক থাকতে

পারে না। সুতরাং যুবকটি অন্যায় কিছুই করেনি। সে উচিত কাজই করেছে। অন্যায় হক-এরই। এখন তা' সত্ত্বেও যদি হক্ আবার নতুন করে প্রতিশোধের কথা চিন্তা করে, তবে আমি নিজে বাধা দেব। কারণ এ ধরনের কাপুরুষোচিত কাজে আমি কখনোই এগিয়ে আসতে পারি না। সাহায্যও করতে পারি না। যুবকটি অত্যন্ত সৎ এবং শান্ত। সেই সময় সে যা' সাহসের পরিচয় দিয়েছে, তা' দেখলে সত্যি অবাক হতে হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে আমারও একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে। তখন আমারও মধ্যস্থতা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা' আমি করি নি। সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তা' বলে আমি এ-ব্যাপারে পরবর্তীকালে হক-এর সহযোগিতায় আসতে পারি না।

লর্ড এত কথা বলবার পর রালফ্-এর দিকে তাকিয়ে শেষ বারের মত বললেন: এ-ব্যাপারে আপনার মতামত আমার জানা নেই। তবে আমি আমার মতামত সোজা-সুজি আপনাকে জানালাম। আপনারা বসুন। আমি চলি। আমার কাজ আছে। পরে আবার দেখা হবে।

লর্ড তাঁর কথা শেষ করে চলে গেলেন।

রালফ্ তাঁর চলে যাবার পথটুকু দেখে নিয়ে বললেন: আপনি লর্ড-এর অনেক কিছুই আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু লর্ডকে পারেন নি।

: মানে? সার হক্ রালফ-এর দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

: মানে, লর্ডকে আপনি এখনও যোগ্য শিষ্য তৈরি করতে পারেননি। এইটাই দুঃখের।

সার হক্ হেসে বললেন: ওর জন্যে আপনি ভাববেন না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

রালফ্ কথা শেষ করে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

মিস্ লা-ক্রিভি স্মাইক্-কে বাড়ী নিয়ে এলেন। সারাদিন বসে তার সঙ্গে গল্প করলেন। সন্ধ্যার দিকে ভাল করে নিজে হাতে খাওয়ালেন। তারপর বাড়ীর পথে রওনা করে দিলেন।

এ-পথটুকু স্মাইক্ চিনতো। সে অনেকবার আসা-যাওয়া করেছে। আজকেও তার একটুও ভুল হয়নি। স্মাইক্ সারা পথটা নানা বাহারি দোকান দেখতে দেখতে আসছিল। হঠাৎ চৌমাথায় তার ওপর আচম্কা একখানা গাড়ী এসে পড়লো। স্মাইক্ তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে নিজেকে সামলালো। তারপর দেখলো মিঃ স্কুইয়ারস্ ও তাঁর ছেলে তারই সামনে দাঁড়িয়ে। স্মাইক্ কোন কথা বলার আগেই, তাঁরা দু'জনে স্মাইক-কে সেই গাড়ীতে তুলে, সমস্ত দরজা-জানালা এঁটে দিল। এবং গাড়ী নিমেষে ছুট্তে লাগলো।

গাড়ী এসে থামলো স্নলে নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী। তাঁরা স্মাইক্-কে মারতে মারতে সে বাড়ীতে তুললেন এবং স্মাইক-এর জুতো, জামা, কোট সব কেড়ে নিয়ে ওপরের ঘরে আট্কে রাখলেন।

মিঃ স্কুইয়ারস্ স্নলের স্ত্রীকে বললেন: এই ছেলেটাকে আমি অত্যন্ত ভাল-

বাসতাম। আমার স্ত্রী একে ছেলের মত ভালবাসতো। ভাল ভাল খাবার দিত। জুতো, জামা দিত। ভাল শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেটা এত শয়তান যে বলবার মত আমার ভাষা নেই। সে আমাদের না জানিয়ে একদিন নিকোলাস্ বলে একজন যুবকের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে পালালো। ব্যাটা এতবড় বেইমান। কিন্তু আজকে পথে হঠাৎ ওকে পেয়ে গেছি। আগে বাড়ী নিয়ে যাব। তারপর সব বোঝাপড়া করবো।

[২৮]

এ-কাহিনীর একজন বড় অংশীদার মিঃ ব্রাউডি। যাঁকে আমরা ইয়র্কশায়ারে দেখেছি। একজন উন্নতমনা, দরদীহৃদয় এবং সাহসী যুবকরূপে। তিনি স্মাইক-এর দুঃখে দুঃখী। তাকে নানা ভাবে সহযোগিতা এবং সাহায্য করবার চেষ্টা করেছেন। নিকোলাস্-কে লণ্ডনে চলে আসবার অর্থ জুগিয়েছেন। মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করেছেন। কিন্তু মুখে ভদ্রতা বজায় রেখেছেন। স্বভাবে কোমল অথচ দৃঢ়চেতা এই যুবককে আজ আমরা লণ্ডন শহরের রাজপথে একটি গাড়ীতে শহর অতিক্রম করতে দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী মিসেস্ ব্রাউডি এবং তার সখী মিস্ ফ্যানী স্কুইয়ারস্। বিয়ের পর এ'রা এসেছেন লণ্ডনে বেড়াতে এবং কটা দিন আনন্দে কাটাতে। সেই আনন্দের অংশীদাররূপে মিসেস্ ব্রাউডি মিস্ ফ্যানীকে পেয়ে আরো খুশি।

ও'রা রাজপথ দিয়ে নানা গীর্জা এবং দোকান-পাঠ দেখতে দেখতে একটি বড় হোটেলে এসে উপস্থিত হলেন। লণ্ডনে আসার কথা ও'দের অনেকদিন থেকেই চলছিল। আজকে আসতে পেরে ও'রা সত্যিই আনন্দিত।

হটেলে এসেই মিঃ জন ব্রাউডি মোটা একটা খাবারের অর্ডার দিলেন। খাবার টেবিলে মিস্ ফ্যানী ওয়েটারকে তার বাবার কথা জানতে চাইলো। বললোঃ শুনেছি, আমার বাবা লণ্ডনে এলে এই হটেলেই ওঠেন। তিনি এখন লণ্ডনেই আছেন। তবে এই হোটেলে আছেন কিনা জানি না। তুমি একটু খোঁজ করে আমাকে জানাবে।

ওয়েটার সে কথা শুনে মিস্ ফ্যানীর বাবাকে খোঁজ করলো। কিন্তু পেল না। সে পরে এসে মিস্ ফ্যানীকে সে কথা জানিয়ে গেল। মিস্ ফ্যানী তখন চিন্তা করতে লাগলো যে তার বাবা তা'হলে কোথায় যেতে পারেন।

মিঃ জন ব্রাউডি আরও কিছু খাবারের অর্ডার দিলেন। নানা উপকরণে এবং গাল-গল্পে খাওয়া চলতে লাগলো। মিঃ জন ব্রাউডি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কটাদিন লণ্ডনে আনন্দে কাটাতে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সখী। সুতরাং খরচার কার্পণ্য করলে সম্মান থাকবে না। এ-কথা তিনি ভাল ভাবেই জানেন।

সেই খাবার টেবিলেই বেড়াবার প্রোগ্রাম্ ঠিক হয়ে গেল। দর্শনীয় স্থান কোথায় কোথায় আছে এবং কি কি তার ও একটা হিসাব পাওয়া গেল। ও'দের আলোচনা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় আকস্মিকভাবে মিঃ স্কুইয়ারস্ এবং তাঁর পুত্র সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই হটেলে প্রবেশ করলেন। স্কুইয়ারস্ খাবার

ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন ঃ একি ব্যাপার। স্বপ্ন দেখছি নাতো।

মিস্ ফ্যানী বললো ঃ আমার বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেছে। তারা লণ্ডনে বেড়াতে এসেছে। আমাকেও সঙ্গে এনেছে।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ ভালই করেছে। বিয়ের পর সব যুবকেরাই জলের মতন টাকা খরচ করে। এটা না করে তারা যদি সে টাকা জমাতো তবে ভবিষ্যতে অনেক কাজে আসতো।

মিঃ জন ব্রাউডি সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন ঃ আপনি কি কিছু খাবেন।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ না আমি খাব না। তবে আমার ছেলে খাবে। তোমরা তার কিছু খাবারের আয়োজন করতে পার। এই কথা বলে তিনি একটি চেয়ারে উপবেশন করে বললেন ঃ এবারে লণ্ডনে এসে আমাদের ভালই হয়েছে।

মিস্ ফ্যানী বললো ঃ কেন বাবা।

ঃ আমরা বিশেষ একজনকে এবারে পাকড়াও করতে পেরেছি।

ঃ কাকে বাবা। মিঃ নিকোলাস্‌কে।

ঃ না স্মাইক্‌কে।

মিঃ জন ব্রাউডি সে-কথা শুনে বললেন ঃ বেচারা হতভাগাকে আপনি ধরেছেন।

ঃ হ্যাঁ! শুধু ধরেছি নয়। কিছু শিক্ষাও দিয়েছি। তারপর ইয়র্কশায়ারে নিয়ে উচিত শিক্ষা দেব।

ঃ এখন কোথায় তাকে রেখেছেন।

ঃ আমার বাসায়। তালা বন্ধ করে।

ঃ কী করে তাকে ধরলেন। এতবড় লণ্ডন শহরে তাকে খুঁজে পেলেন কি করে। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার।

তখন মিঃ স্কুইয়ারস্ কি ভাবে স্মাইক্‌কে ধরলেন তার বিসদ বিবরণ মিঃ জন ব্রাউডিকে পেশ করলেন এবং আপন আনন্দেই হো হো করে হাসতে লাগলেন।

জন সে হাসিতে একটুও খুশি হলেন না। বরং বিরক্তই বোধ করলেন।

সব শেষে মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ আগামীকালই আমরা ইয়র্কশায়ারে রওনা হয়ে যাচ্ছি। ঐ ছোঁড়াটাকে সাবধানে নিয়ে যাবার জন্যে আমি তিনজনের টিকিট কিনেছি। আমি, আমার ছেলে আর স্মাইক্। নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রদের পাঠিয়ে দেবে আমার এজেন্ট্। এবারে আর ওসব দায়িত্ব আমি নেব না। কারণ গোলমালের মধ্যে ও ব্যাটা পালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং গোড়া থেকেই আমি সাবধান হচ্ছি। এখন বলো ব্যবস্থাটি কেমন হয়েছে।

জন ব্রাউডি বললেন ঃ খুবই ভাল।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ আপনারা আজকে সন্ধ্যায় আমার বাসায় চা খেতে এলে খুব খুশি হব। কারণ আগামীকাল আপনি আর আমাকে পাচ্ছেন না।

জন ব্রাউডি বললেন ঃ নিশ্চয়ই যাব।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সারাদিন জন ব্রাউডি নানা কাজে ব্যস্ত রইলেন। স্ত্রী এবং মিস্ ফ্যানীকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। লণ্ডনের নানা দর্শনীয় স্থান দেখলেন। তারপর সন্ধ্যার দিকে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রী এবং মিস্ ফ্যানীকে নিয়ে মিঃ স্কুইয়ারস-এর বাসায় নিমন্ত্রণ রাখবার জন্যে রওনা হয়ে গেলেন।

মিঃ স্নলের বাড়ীতে যখন তাঁরা পৌঁছুলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। জন ব্রাউডি সেখানে উপস্থিত হয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সবাই শঙ্কিত এবং বিব্রত। শুধু তাঁর স্ত্রী বললেন : ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তাঁর এ-রকম প্রায়ই হয়ে থাকে। এটা বেশী পরিশ্রমের জন্যে হয়েছে। বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ওঁকে ওপরের ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিন। কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

সেই অনুসারেই ব্যবস্থা করা হল। জন ব্রাউডিকে ওপরের নিরিবিলি ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। তাঁর স্ত্রী সে ঘরে রইলেন। আর সবাই নীচে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রী এসে জানালেন যে জন ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারলেই শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। সে-কথায় সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এবং খাবারের টেবিলে এসে বসলেন।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য রকম। আসলে জন ব্রাউডি সুস্থই আছেন! তিনি একটুও অসুস্থ হয়ে পড়েন নি। এটা তাঁর অসুস্থতার অভিনয়। স্ত্রীকে সব কথা জানিয়েই এ-অভিনয় তিনি করলেন শুধু স্মাইক্‌কে মুক্তি দেবার জন্যে। স্মাইক্‌কে অপারিসীম যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্ত করবার জন্যে তিনি যখন দেখলেন যে তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ এগিয়ে এসেছে তখন তিনি বিছানায় উঠে বসে হাসতে লাগলেন এবং পাশের ঘরের চাবি খুলে স্মাইক-এর কাছে এগিয়ে গেলেন। চাবি বাইরেই ঝোলান ছিল। স্মাইক্ তাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো এবং চেনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

জন বললেন : আমি জন ব্রাউডি। ইয়র্কশায়ারে মিঃ স্কুইয়ারস-এর বাড়ীতে তুমি আমাকে অনেক বার দেখেছ।

স্মাইক্ বললো : হ্যাঁ! দেখেছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। তা' না হলে আমি মারা যাব।

: তোমাকে যখন ধরলো তুমি চিৎকার করে পুলিশ ডাকলে না কেন।

: আমি সময় পাই নি। এবং বুঝতেও পারিনি। সব বুঝতে পারলাম যখন ওরা আমাকে গাড়ীতে তুললো।

: আমার পাল্লায় পড়লে ব্যাটাকে এক হাত দেখিয়ে দিতাম। যাক! এখন চুপ করে বসে আমি কি করি দেখো। কোন কথা বোলো না।

জন ব্রাউডি তখন স্ক্রু খোলার যন্ত্রটা পকেট থেকে বার করে দরজার কুলুপটা যন্ত্র দিয়ে খুলে ফেললো এবং তালা সহ মেঝেতে সকলের চোখের সামনে ফেলে রাখলো। যা'তে সকলেই বুঝতে পারে যে স্মাইক্ ভেতর থেকে কোন যন্ত্রের সাহায্যে

ঐ ঘরের কুলুপ্ খুলে পালিয়েছে।

জন ব্রাউডি তাঁর হাতের কাজ শেষ করে স্মাইক্‌কে বললেন : ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? তুমি চলে যাবার পর লোকে জানবে যে তুমি নিজে কুলুপ্ খুলে পালিয়েছ। কেউ তোমাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করে নি। নাও। এখন পালাও। আচ্ছা! ও-গুলো কি তোমার জামা-প্যাণ্ট্।

: আজ্ঞে হ্যাঁ। স্মাইক্ তখন উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। মুক্তির এমন স্বাদ সে কল্পনাও করেনি। কেউ যে তাকে এ নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে এটা তার কল্পনার বাইরে ছিল।

জন বললেন : নাও? ওগুলো পরে নাও। চট্‌পট্ করো।

স্মাইক্ জামা-কাপড় পরে কাঁপতে কাঁপতে বললো : আমাকে ওরা ধরতে পারলে মেরে ফেলবে।

: কিচ্ছু ফেলবে না। মনে জোর আনো। এই মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না। নাও! সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে বাঁ হাতের পথ ধরবে। ও-পথটা নির্জ্জন। ওরা ডান হাতের ঘরে বসে আড্ডা জমাচ্ছে। জানতেও পারবে না। তুমি পথে নেবেই জোর পায়ে চলতে শুরু করবে। নির্জ্জন পথ ধরে হাঁটবে। আর যদি ওরা এই সময়ের মধ্যে ওপরে উঠে আসে, আমি তখন ওদের উলটো পথে নিয়ে যাবো। তুমি তা'হলে পালাবার আরও সময় পাবে। মনে জোর রেখে শক্ত পায়ে নেমে যাও। আমি দাঁড়িয়ে আছি।

স্মাইক-এর তখন মুক্তির আশায় চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করছে। কোন প্রকারে পথে নামতে পারলেই মুক্তি। সে গুটি গুটি ঐ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। এদিকে ওদিকে তাকালো। তারপর রাতের আঁধারে পথে নেমেই ছুট্‌দিল।

জন কিছুক্ষণ ওপরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন যাক্ একজনকে মুক্তি দেওয়া গেল। তারপর তিনি ঘরে এসে আবার পূর্ব্ব শয্যায় শুয়ে ঘুমের ভানকরে পড়ে রইলেন।

মুক্তি।

মুক্তি পেয়েই স্মাইক্ রাজপথ ধরে সোজা ছুটতে লাগলো। বুকভরে নিশ্বাস নিতে লাগলো, আর বার বার করে জন ব্রাউডিকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো। বেশ কিছু পথ ছুটে আসার পর স্মাইক্ বুঝলো যে এবারে তাকে ধরবার আর বিশেষ সম্ভাবনা নেই। তখন সে মনে মনে বেশ শক্তি এবং উৎসাহ পেতে লাগলো। এবং জোরে জোরে পা চালালো। একবার সে ভাবলো যে কোন পল্লীগ্রামে পালিয়ে যাবে। যেখানে মিঃ স্কুইয়ারস্ কোনদিন ও পৌঁছুতে পারবে না। পরে সে তার মত পরিবর্তন করলো শুধুমাত্র নিকোলাস, তার বোন, মা এবং নিউম্যানের জন্যে তারাই তার প্রথম মুক্তির পথ দেখিয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে না যাওয়া তার অন্যায় হবে। তার অনুচিত হবে। এই সব নানা কথা চিন্তা করে স্মাইক্ আবার লণ্ডনের পথ ধরলো। এবং দ্রুত হাঁটতে লাগলো।

লণ্ডন শহরে যখন সে উপস্থিত হল তখন রাত অনেক। দোকানপাট প্রায় সব

বন্ধ। রাস্তাও নির্জন। লোক চলাচলাও কমে এসেছে। এ শহর সন্ধ্যায় যে এত আলোক মালায় সাজানো থাকে, এখন দেখলে তা' অনুমান করা অসম্ভব।

স্মাইক্ নানা লোকের কাছে খবর নিয়ে নিয়ে এবং রাস্তা চিনে চিনে অনেক রাতে নিউম্যান নগস্-এর বাড়িতে এসে হাজির হল।

নিউম্যান নগস্ এবং নিকোলাস্ সারাদিন ধরে স্মাইক্কে খুজে ফিরেছে। কিন্তু কোথাও হদিশ পায় নি। নিউম্যান্ অনেকরাত্ত পর্য্যন্ত তার ঘরে বসে সে কথাই চিন্তা করছিল। ভাবছিল স্মাইক্ শেষ পর্য্যন্ত কোথায় যেতে পারে। লণ্ডনের পথ-ঘাট তার খুব বেশী জানা নেই। সুতরাং বেশীদূর তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেল নিউম্যান্। এবং খুলে দিয়ে অবাক হল। স্মাইক্ তারই সামনে দাঁড়িয়ে। স্মাইক্কে সে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এনে বসালো এবং অহেতুক এ আত্মগোপনের কারণ জানতে চাইলো। তার উত্তরে স্মাইক্ সমস্ত ঘটনা তাকে ব্যক্ত করলো।

সব শুনে নিউম্যান্ বললো: আমরা সারাদিন ধরে সবাই তোমাকে খুজে বেড়িয়েছি। তুমি ফিরে আসতে আমি খুশি। নিকোলাস, তার বোন এবং মা তোমাকে দেখতে পেলে আরো খুশি হবেন। তাঁরা খুবই ব্যাকুল হয়েছেন। এবং তোমার জন্যে চিন্তিত আছেন। যাইহোক আজ রাতটা তুমি এখানে বিশ্রাম করো। তুমি খুবই ক্লান্ত আমি দেখেই বুঝতে পারছি। কাল অতি ভোরে তোমাকে নিকো-লাস-এর কাছে নিয়ে যাব।

কিন্তু স্মাইক্ তাতে রাজি হল না। সে বললো: আজ রাতেই তাদের সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত। না হলে অন্যায় হবে।

নিউম্যান্ বললো: বেশ। তা'হলে চলো। তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি।

ওরা দু'জনেই অনেক রাতে আবার রাজ পথে নামলো। রাজপথ তখন আরও নির্জন। আরও শান্ত হয়ে এসেছে। স্মাইক-এর হাঁটবার আর কোন শক্তি নেই। তবু সে নিউম্যান-এর হাত ধরে ধরে কোনমতে পথ চলতে লাগলো।

নিকোলাস্ও সে রাত্রে নিজের ঘরে জেগে কাটাচ্ছিলো। আর ভাবছিল স্মাইককে কি করে উদ্ধার করা যাবে। ছেলেটা আশ্চর্য্য ভাবে উধাও হয়ে গেল। এতবড় লণ্ডন শহরে নানা চেষ্টা করেও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। নিকোলাস্ সেই সব কথাই নিজের ঘরে বসে আপন মনে চিন্তা করছিলো। হঠাৎ বাইরে পরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। এবং দরজা খুলে আনন্দে স্মাইক্কে জড়িয়ে ধরলো। তাদের কথাবার্তায় কেট্ ও তার মায়েরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁরাও এগিয়ে এলেন। এবং স্মাইককে ফিরে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

স্মাইক-এর সব ঘটনা শুনে নিকোলাস্ প্রথমে ভাবলো যে এ ঘটনার মূলে নিশ্চয়ই তার জ্যেঠামশাই জড়িত। তাঁরই আদেশে এবং ইচ্ছায় এ কাজ হয়েছে। পরে অনেক চিন্তা করে বুঝলো যে এ দায়িত্ব মিঃ স্কুইয়ারস্ একাই পালন করেছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই এ কাজ হয়েছে। অবশ্য লণ্ডন শহরে হঠাৎ স্মাইক্কে পেয়ে যাওয়াই এ ঘটনার মূল কারণ। স্মাইক্কে না পেলে মিঃ স্কুইয়ারস্ শত চেষ্টা

বা ইচ্ছা করলেও একাজ সমাধা করতে পারতো না। যাইহোক আজকে স্মাইক-এর মুক্তির ব্যাপারে জন ব্রাউডি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদাহ। এই জন ব্রাউডি একদিন তাকেও ইয়র্কশায়ার থেকে পালিয়ে আসতে অর্থ সাহায্য করেছিল। কাজেই আগামীকাল সে নিজে গিয়ে জন ব্রাউডি'কে ধন্যবাদ জানিয়ে আসবে। আর সেই সঙ্গে সত্য ঘটনার মূলে কে বা কারা জড়িত সে কথাটাও জেনে আসবে।

পরের দিন নিকোলাস-এর মনটা বেশ প্রফুল্লছিল। সে অফিসে পেঁাছেই নিজের হাতের টুকিটাকি কাজ সারলো। তারপর একখানা জরুরী চিঠি দেবার জন্যে মিঃ চার্লস্ চেরিবল-এর ঘরে ঢুকলো। এবং ঢুকেই অবাক হল। দেখলো মিঃ চেরিবল্ তাঁর নিজেরই চেয়ারে। সামনে একজন অপূর্ব সুন্দরী মহিলা নতজানু হয়ে বসে। পাশে তার পরিচারিকা দাঁড়িয়ে। সুন্দরী মহিলাকে দেখেই নিকোলাস্ চিনতে পারলো। এই মহিলাকে সে আগে রেজিস্ট্রারী অফিসে বার কয়েক দেখেছে। নিকোলাস্ যখন চাকরির জন্যে ঐ অফিসে নাম লেখাতে গিয়েছিল, তখন ঐ মহিলাও গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ মহিলা হঠাৎ এখানে কেমন করে এলেন। কেন এলেন। মিঃ চেরিবল-এর সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি। এ সমস্ত শত প্রশ্ন নিকোলাস-এর মনে ছবির মত উদয় হল বটে কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেল না। নিকোলাস্ অবাক হয়ে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো। হাতের চিঠি হাতেই রইলো। আর দেওয়া সম্ভব হল না। মিঃ চেরিবল্ নিকোলাস-এর মানসিক অবস্থাটা বুঝে নিয়ে তাকে বাইরে যেতে বললেন। নিকোলাস্ বাইরে চলে এলো। তখনও তার মাথায় ঐ যুবতী সুন্দরী মেয়েটির কথা ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। হাজার মহিলার মধ্য থেকেও একে অনায়াসেই আলাদা করে নেওয়া যায়। মেয়েটিকে নিকোলাস-এর কেন যেন ভাললেগে গেল। নিকোলাস্ একে আগেও দেখেছে। তখনও একটুও খারাপ লাগেনি। কিন্তু আজকের ভাল লাগাটা একটু অন্য ধরণের। তার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছাও হতে লাগলো। কিন্তু উপায়হীন। নিকোলাস্ বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগলো মেয়েটিকে আরেকবার দেখবার জন্যে। অনেকক্ষণ পরে মেয়েটি মিঃ চেরিবল-এর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং সোজা অফিস ছেড়ে চলে গেল। নিকোলাস্ দাঁড়িয়ে দেখলো। মেয়েটিকে তার আরো ভালো লাগলো। তার কল্পনা শক্তি এতদিন পরে ধীরে ধীরে ঐ মেয়েটিকে ঘিরে জাল বুনতে লাগলো। মেয়েটি অফিসে কেন এসেছিল সেটা জানবার জন্যে নিকোলাস্ অনেককে প্রশ্ন করলো। কিন্তু সঠিক কোন জবাব কেউ দিতে পারলো না। নিকোলাস-এর কৌতুহল আরো বাড়তে লাগলো। তার মনে হল এ এক রহস্য বটে। মেয়েটি এখানে কি কারণে এলো এ খোঁজটা তাকে বার করতেই হবে। সে গোপনে অফিসে সঠিক খবরের জন্যে লোক লাগালো। কিন্তু কেউ তাকে আসল কারণটা জানাতে পারলো না। নিকোলাস্ ভাবলো ঠিক আছে। আবার যদি ঐ মেয়েটি আসে তখন সে নিজেই খবর জানবার জন্যে উৎযোগী হবে।

সেদিনের পর থেকে নিকোলাস্ ঐ মেয়েটির জন্যে আশায় আশায় থাকতে লাগলো আর মনে মনে প্রেমের রঙিন জাল বুনতে লাগলো। এই ভাবে বেশ কয়েক মাস

পার হয়ে গেল। মেয়েটি আর আসে না। নিকোলাস-এর মনও ধীরে ধীরে নৈরাশ্যে ভরে উঠতে লাগলো। একটা ব্যর্থতা তাকে ঘিরে ধরতে লাগলো। দীর্ঘদিনের অদর্শনে তার মন আবার তাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল করে তুলতে লাগলো। কিন্তু নিকোলাস্ উপায়হীন।

এর মধ্যে অফিসে তার কাজের চাপ অত্যন্ত বাড়লো। তার সহকারী টিম্ ও সে, অফিসের নানা কাজে বাইরে যেতে লাগলো। এবং বাড়ী ফিরতেও দেরি হতে লাগলো। কাজের এই কঠিন চাপে নিকোলাস-এর মানসিক ভাবনা একটু কমলো। সে তার মনকে এই কাজে নিয়োজিত রাখবার চেষ্টা করতে লাগলো। যাতে মন আবার কল্পনা বিলাসী না হয়ে ওঠে।

নিকোলাস্ যখন এই ভাবে নিজের মনকে অনেকটা পোষ মানিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে ঠিক তখনই আবার সেই মেয়েটির দেখা পাওয়া গেল। মেয়েটি আবার অফিসে আসা-যাওয়া শুরু করলো। নিকোলাস্ এবারে তার এখানে আসবার কারণ বার করবার জন্যে আবার নতুন করে চেষ্টা সুরু করলো। কিন্তু এবারেও সে ব্যর্থ হল। তখন সে উপায়হীন হয়ে নিউম্যান্ নগস্-এর শরনাপন্ন হল। তাকে নিকোলাস্ সবকথা বলে শেষে বললো যে মেয়েটির নাম কি, কোথায় থাকে, বাড়ীর অবস্থা কেমন এবং এখানে কেন আসে, সে যেন সব খবর নেয় এবং তাকে জানায়। নিউম্যান্ রাজি হয়ে গেল। এবং খোঁজাখুঁজি শুরু করলো।

কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর নিউম্যান্ খবর নিয়ে এলো যে মেয়েটির নাম সিসিলিয়া ববস্টার। থাকে ১২ নং এজওয়ার রোডে। বাড়ীর অবস্থা মোটামুটি। সুন্দরী। সচ্চরিত্রা। এখানে একটা চাক্‌রির খোঁজে আসা-যাওয়া করছে। সব শেষে নিউম্যান জানালো যে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেই সে এসব কথা বলছে। অনুমানে নয়। মেয়েটির মা মৃতা। পিতা বর্ত্তমান। কিন্তু অত্যন্ত অত্যাচারী। মেয়েটি তার পিতার কাছ থেকে চলে আসতে চায়। এবং সেই জন্যেই সে একটা ভাল চাক্‌রির খোঁজ করছে। এ-ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করছে তার পরিচারিকা। নিউম্যান্ আরও জানালো যে, সে ঐ পরিচারিকার মাধ্যমে সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেছে এবং সব কথা জেনে নিয়েছে। নিকোলাস্ ইচ্ছে করলে আগামীকাল রাতে ঐ মেয়েটির সঙ্গে তার বাড়ীতে দেখা করতে পারে। সেই প্রকার কথাও দেওয়া আছে। নিকোলাস্ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

পরের দিন নিকোলাস্ নিউম্যানকে নিয়ে ভাল পোষাক পরে ঐ মেয়েটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। নিউম্যান্ অনেক পথ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিকোলাস্‌কে একটা নির্জন এবং পোড়ো বাড়ীর সামনে এসে দাঁড় করালো। নিকোলাস্ বাড়ীটা দেখে অবাক হল। রাস্তা-ঘাটও অত্যন্ত নোংড়া। নিকোলাস-এর মনে কেমন যেন একটা বিরক্তি জমতে লাগলো। অমন সুন্দরী একটি মেয়ে এমন বিশ্রী একটা বাড়ীতে বাসকরে একথা ভাবতে তার একটুও ভাল লাগলো না। যাইহোক সে উপায়হীন হয়ে একনির্জন গাছ তলায় নিউম্যান-এর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে নিউম্যান্ সে বাড়ী থেকে ফিরে এসে জানালো যে পরিচারিকা

মাধ্যমে মেয়েটিকে খবর দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি আলাপের জন্যে নীচে নেমে এসেছে।

নিকোলাস্ গ্রুটিগুটি এগিয়ে গেল। একটা অন্ধকার গলি পার হল। সেখানে পরিচারিকাকে দেখা গেল। পরিচারিকা আলো হাতে আরও অনেক গলি পথ পার করে করে নিকোলাস্কে একটি রান্না ঘরের সামনে এনে দাঁড় করালো। এবং মেয়েটিকে ডেকে আনতে সে বাড়ীর ওপরে চলে গেল। নিকোলাস্ আরও অবাক হয়ে নিউম্যান-এর দিকে তাকালো। নিউম্যান্ নিকোলাস-এর মনের অবস্থা একটুও বুঝতে পারলো না। সে তখন সাফল্যের গর্বে বুক সোজা করে দাঁড়ালো। নিকোলাস্ আগে বুঝতেই পারেনি যে তাকে এমন একটা অস্বাস্থ্য পরিবেশে নিউম্যান্ টেনে আনবে। সে অত্যন্ত বিরক্তি মনে পায়চারি করতে লাগলো।

এমন সময় পরিচারিকা মেয়েটিকে নিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে দাঁড়ালো। নিকোলাস্ তাকে দেখেই একেবারে পাথর হয়ে গেল। একি সে দেখছে। একি তার চোখের ভুল। না মনের ভুল। মেয়েটি লজ্জায় এবং ঘৃণায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে। ঠিক সেই সময় দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। পরিচারিকা বললোঃ বাড়ীর কর্ত্তা আসছেন। আপনারা আর দেরি করবেন না। এ পাশ দিয়ে পালান। আপনাদের দেখলে আর রক্ষা থাকবে না। কড়া নাড়ার শব্দ আরো বাড়লো। নিকোলাস্ শেষবারের মত মেয়েটিকে দেখে সে বাড়ীর বাগান পথ পেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালো।

রাস্তায় এসে নিকোলাস্ অত্যন্ত গম্ভির হয়ে গেল। নিউম্যান্ তা দেখে নিকোলাস্কে উৎসাহ দেবার জন্যে বললোঃ অত হতাশ হবেন না। দেখা তো হল। এবারে আস্তে আস্তে আলাপটা জমিয়ে তুলুন।

নিকোলাস্ বললোঃ হতাশ আমি হইনি নিউম্যান। তোমাকে যা'কে খোঁজ করতে বলেছিলাম এ-মেয়েটি তিনি নন। ইনি অন্য।

ঃ এ্যাঁ। বলেন কি। নিউম্যান্ অবাক চোখে তাকালো।

নিকোলাস্ বললোঃ আমি ঠিকই বলছি। তোমার ভুল হয়েছে। তুমি আমার কথা বুঝাতে না পেরে অন্য মেয়েকে এতদিন অনুসরণ করে এসেছ। তবে তার জন্যে অনুশোচনার কোন কারণ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন চলো আমরা বাড়ী ফিরি।

নিউম্যান্ দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরে গেল। নিকোলাস্ বাড়ী ফেরার পথে বার বার অফিসের মেয়েটির কথা চিন্তা করতে লাগলো। ভাবতে লাগলো যে সেই সুন্দরী যুবতী মেয়েটি চিরকালের জন্যে তার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আর কোন উপায়েই তার দেখা পাওয়া যাবে না। তার অফিসে আসবার কারণ কোন দিনও জানা যাবে না। সে রহস্য রহস্যতেই থাকবে। পথ চলতে চলতে নিকোলাস্ কেমন যেন ক্লান্ত অনুভব করতে লাগলো।

[২৯]

সেদিনের ঘটনার পর স্মাইক্ এখন বড় একটা বাড়ীর বাইরে যায় না। বাড়ীর সামনে যে বাগান আছে, সেখানেই সে বেশী সময় কাটিয়ে দেয়। তার

পরিচর্যায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। ফলে বাগানটি এখন বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। নানা প্রকার গাছ-গাছালী আর ফুলে ভরে উঠেছে। কেট্ এবং মিসেস্ নিকলবি, যে যে ফুল ভালবাসেন, সেই সেই সব গাছ স্মাইক্ এনে বাগানে লাগিয়েছে এবং ফুল ফোটাচ্ছে। ফলে এখন বাগানখানাকে আর বাগান না বলে লতাকুঞ্জও বলা যায়। কেট্ এবং মিসেস্ নিকলবি প্রায় বিকেলেই সে বাগানে এসে বসেন। গল্প-গুজব করেন। স্মাইক্ও তখন বাগানের কাজ করে। কেট্ও তার মা স্মাইক্‌কে নানা সুখ্যাতি করেন। বলেন ঃ ছেলেটি সত্যিই ভাল। সব কাজেই গভীর মনযোগ আছে। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও বিকেলে মিসেস্ নিকলবি ও কেট্ বাগানের একটি বেঞ্চে বসে। আলোচনা চলছিলো স্মাইক্‌কে নিয়ে। তার গভীর মনযোগ, মননশীলতা আর রুচি নিয়ে। স্মাইক্ সেখানে ছিল না। এমন সময় পাশের প্রাচীরে একটা শব্দ শোনা গেল। পরে একজনের মূর্তি দেখা গেল।

কেট্ ভয় পেয়ে বললো ঃ মা। আর দেরী নয়। এক্ষুনি ঘরে চল।

মা বললেন ঃ ব্যস্ত হোয়ো না কেট্। ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও। বিপদ ঘটবার কোন কারণ নেই। আমরা আমাদের বাড়ীতেই আছি।

মূর্তিটি এতক্ষণে প্রাচীরে উঠে বসলো। তখন বোঝা গেল যে সেই লোকটি আগের ভদ্রলোক। যিনি কিছুদিন আগে আকারে ইংগীতে মিসেস্ নিকলবিকে কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রলোক প্রাচীরে বসে কেট্ও তার মায়ের দিকে নানা প্রকার ফল-মূল, আনাজ ও শশা ছুঁড়েছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। এবং হাসতে লাগলেন। এ অবস্থার জন্যে কেট্ ও তার মা একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা অবাক হয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলেন। কেট্ ভাবলো লোকটা পাগল নাকি।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ সে কাজ করবার পর ধীরে ধীরে প্রাচীর থেকে নেমে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কেট্ বললো ঃ মা, আমার কিন্তু ভয় করছে। দাদা বাড়ী নেই। সুতরাং আমাদের চলে যাওয়াই ভাল।

ঃ তুমি বোসো কেট্। ভয় পাবার কিছু নেই। পরে সোজা লোকটিকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এখানে কি চান্। এ বাগান আমাদের। আপনি চলে যান।

লোকটি মিসেস্ নিকলবি কে বললো ঃ আপনি আমার হৃদয় আসন জুড়ে বসে আছেন। আপনি আমার হৃদয়ের রাণী।

লোকটির কথা শুনেই কেট্ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালো এবং বললো ঃ মা, চলে এসো।

মিসেস্ নিকলবি বললেন ঃ আপনি চলে যান বলছি। না হলে লোক ডাকবো।

লোকটি বললেন ঃ আপনার এমন সৌন্দর্য্য বৃথাই নষ্ট হতে দেবেন না। আমি আপনাকে ভালবাসি। আমি মৌমাছি হয়ে আপনার কুঞ্জে গুণগুণ গান গাইতে চাই।

কেট্ ঃ মা, তুমি কি এই সব কথা শুনবে।

কেটের মা ঃ আপনি যাবেন কিনা বলুন। আমি আগেই বলেছি যে এটা সরকারী জায়গা নয়।

লোকটি ঃ হ্যাঁ। তা'বটে। এ স্থান অতি পবিত্র। ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন। এমন মধুর জায়গা আমি জীবনে দেখিনি। আচ্ছা, আপনি কি কোন রাজকন্যা।

কেটের মা ঃ ঠাট্টার পাত্র আমরা নই।

লোকটি ঃ তাহলে কি কোন বিশপের আত্মীয়। পোপের কোন আপনজন। কিম্বা স্পিকারে কেউ?

কেটের মা ঃ আজ্ঞে না।

লোকটি ঃ তাহলে কমিশনারের ভ্রাতুষ্পুত্রী। লর্ড মেয়রের পুত্রবধূ?

কেটের মা ঃ এ সব গল্প কে রটাচ্ছে? আপনি? আমরা যে কেউ হই না কেন তা'তে আপনার কি?

লোকটি ঃ ম্যাডাম্। আপনি অতী সুন্দরী। আপনার পারিবারিক ব্যাপারে আমি মাথা দিতে চাই না। যদি ভুলকরে কিছু বলে থাকি আমায় ক্ষমা করবেন। আমার বয়স হয়েছে। সেই কারণে ভুল হতে পারে। তবে আমি যে আপনাকে ভালবাসি এতে কোন ভুল নেই।

কেট্ ঃ মা, তুমি কি চলে আসবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই পাগলটার কথা শুনবে।

লোকটি ঃ আমি পাগল নই ম্যাডাম্। আমি প্রেমে পাগল। আমার অনেক টাকা পয়সা আর সম্পত্তি আছে। হীরা মানিক আছে। আমি কয়েকটা প্রবাল দ্বীপের মালিক। আমার আত্মীয়েরা আমার সম্পত্তি গ্রাস করতে চাইছে। সেইজন্যে আমি চাই যে আপনি আমাকে বিয়ে করুন। আর আমি আপনাকে আমার সম্পত্তি সব লিখে দিয়ে মুক্ত হই। আপনি আমাকে বিয়ে করুন সুন্দরী ম্যাডাম্।

কেট্ ঃ ও বুড়ো বকে যাক মা। তুমি কোন জবাব দিও না।

কেটের মা ঃ না। আমি জবাব দেব। শুনুন আমার শেষ কথা। আমি বিধবা আছি এবং থাকবো। আমার ছেলেমেয়েরাই আমার প্রাণ। আপনি আর বাক্য ব্যায় না করে দয়া করে আসুন। আমাদের বিশ্রাম নিতে দিন। আপনি জীবনেও আর এ-প্রস্তাব আমার কাছে করবেন না। তা'হলে আপনার বিপদ হবে। ও সব সম্পত্তি আর প্রবালদ্বীপ আপনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমি আশা করি এর পর আপনি সাবধান হবেন।

বৃদ্ধ লোকটি আর কোন কথা না বলে প্রাচীর ডিঙিয়ে চলে গেলেন। কেট্ এবং কেটের মা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ বসবার আগেই সে বাগানে আরেক জনের আবির্ভাব ঘটলো। সে এসে বললো ঃ ঐ বুড়োটা এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের কি বলছিল? কোন ভালবাসার কথা।

কেটের মা বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকটা বোধহয় পাগল।

লোকটি বললেন : মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কেট্ বললো : কতদিন হ'ল।

লোকটি : অনেকদিন। সারবার আর কোন আশা নেই। আর তা'ছাড়া ভাল হওয়া উচিতও নয়।

কেটের মা : কেন ?

লোকটি : ঐ বৃদ্ধটি ভয়ানক নিষ্ঠুর। শয়তান। সে তার বৌ আর মেয়েদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেদের বার করে দিয়েছে। শেষে নিজে পাগল হয়ে বেঁচেছে। ও যদি পাগল না হত। যদি সুস্থ থাকতো তবে আরো অনেককে পাগল করে ছাড়তো। আরো অনেক লোকের সর্বনাশ হত। লোকটির কথায় আপনারা কান দেবেন না। আমি ওকে আপনাদের কাছে দেখে সে-কথাই জানতে এলাম। যা'তে আপনারা আবার ঐ বদ লোকটার খপ্পরে না পড়েন। এখন থেকে সাবধানে থাকবেন। ওকে এড়িয়ে যাবেন। আচ্ছা, নমস্কার। আমি চলি।

দ্বিতীয় লোকটি চলে যেতে কেট্ তার মাকে বললো : আচ্ছা মা, আগের লোকটি কি সত্যি পাগল ?

কেটের মা বললেন : আমি সব বুঝতে পারি না। তবে আমার মনে হয় ও'র টাকা-পয়সা চুরি করবার লোভে, ও'র আত্মীয়েরা চক্রান্ত করে ও'কে পাগল করেছে। এ-এক ধরণের ষড়যন্ত্র। আমার সে কথাই মনে হয়। কারণ লোকটার কথাবার্তার মধ্যে সৌজন্য বোধের অভাব আছে সত্য। কিন্তু চিন্তার কোন বিশৃঙ্খলতা নেই। যে-কথাগুলো ও আমাদের শুনিয়ে গেল, তা'তে পাগলামী আছে। ছেলেমানুষী আছে। কিন্তু তা'বলে তাকে পাগল বলা চলে না। কারণ এতে শৃঙ্খলাবোধ স্পষ্ট। আমার মনে হয় আমি ভুল কিছু বলিনি। অবশ্য এখানকার লোকেরা আরো ভাল বলতে পারবেন।

[৩০]

মিঃ জন ব্রাউডির কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁরা এখনও হটেলেই আছেন। স্নো হিল্ হটেল। সময় অপরাহ্ন। পরিচারক নানা ধরণের খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিচ্ছে। জন ক্ষুধার্ত। খাবার জন্যে সে ব্যস্ত। খাবার সাজানো শেষ হলে জন তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন।

মিসেস্ ব্রাউডি বললেন : তুমি শুরু কর আমার তেমন খিদে নেই।

জন ব্রাউডি আর কোন কথা না বলে খাওয়া শুরু করতে যাবে, এমন সময় পরিচারিকা আবার এসে জানালো যে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

জন ব্রাউডি বললেন : তাঁকে এখুনি এখানে নিয়ে এসো। কে এসেছেন আমি জানি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমি উদ্গ্রীব হয়ে আছি।

পরিচারক চলে গেল এবং পর মুহূর্তে নিকোলাস্‌কে নিয়ে ঘরে এলো।

নিকোলাস্ এসেই একবার খাবার টেবিলের দিকে তাকালো পরে মিসেস্ ব্রাউডির দিকে। জন নিকোলাস্-কে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন : আসুন বসা যাক। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। এই কথা বলে জন আর অপেক্ষা না করে খেতে শুরু করলেন। নিকোলাস্ জন ব্রাউডির স্ত্রীকে আগে থেকেই চিনতো। স্কুইয়ারস-এর বাড়ীতে থাকতে তাঁর মেয়ে ফ্যানীর সঙ্গে তাঁকে বার বার দেখছে। আলাপ হয়েছে। সেইজন্যে তাদের মধ্যে পুরোনো দিনের স্বপ্ন আর স্মৃতি নিয়ে নানা গল্প আর রসিকতা চলতে লাগলো। জন ব্রাউডিও সে আলোচনায় যোগ দিলেন। সে আলোচনায় মিসেস্ ব্রাউডি জনের বিয়ের আগের নানা ঘটনা, নানা মানসিক পরিবর্তনের কথা ফলাও করে নিকোলাস-এর কাছে পরিবেশন করলেন। জন খেতে খেতে মাঝে মাঝে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠতে লাগলেন। এবং মাঝে মাঝে প্রতিবাদও জানাতে লাগলেন। খাবার টেবিলে আলোচনাটা জমে উঠলো ভালই। গরম গল্পে ঘরখানা ভরপুর হয়ে রইলো। বেশ কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটলো। শেষে নিকোলাস্ আসল বক্তব্যে ফিরে এলো। কথা প্রসঙ্গে সে জনকে তার কৃতকর্মের জন্যে বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে লাগলো যে, জনের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার কথা তার সারা জীবন মনে থাকবে। তাঁর সহযোগিতা না পেলে সে নিজে কখনোই ইয়র্কশায়ার থেকে লণ্ডনে পাড়ি জমাতে পারতো না। যদিও তখন সে লণ্ডনে চলে আসতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তবুও তাঁর আর্থিক সাহায্য দীর্ঘদিনেও ভুলে যাবার নয়। নিকোলাস্ জনকে সেই পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগলো। নিকোলাস-এর কথায় জন লজ্জিত হয়ে বলতে লাগলেন : ও-সব কথা থাক মিঃ নিকোলাস্। আপনাকে আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করি। সেইজন্যেই আমি আমার নৈতিক কর্ত্তব্য করবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

নিকোলাস্ বললো : কর্ত্তব্য অনেকেরই আছে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় কেউ তার কর্ত্তব্য করতে চায় না। আপনি মহানুভব, আপনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সেইজন্যেই আপনার কর্ত্তব্য আপনি স্মরণ রেখেছেন এবং করেছেন। আপনার সহানুভূতি এবং সহযোগিতা না পেলে যেমন আমি লণ্ডনে আসতে পারতাম না, ঠিক তেমনি স্মাইক্‌কে যে দয়া ও করুণা দেখিয়েছেন তা'ও ভুলে যাবার নয়। আপনি সেই শয়তানের কবল থেকে স্মাইক্‌কে যে ভাবে উদ্ধার করেছেন তা' আমরা কেউ ভুলে যেতে পারি না। আপনার এই দয়া এবং সহযোগিতা আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আজীবন বেঁধে রাখবে। আমি আপনার উপকার জীবনেও ভুলতে পারি না।

জন ব্রাউডি এতক্ষণ মাথা নীচু করে নিকোলাস-এর কথা শুনছিল। এবারে সে মুখ তুলে হাসি মুখে বললো : আমি যে স্মাইক্‌কে মুক্ত করে দিয়েছি এ-কথা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে বেশ কিছু লোক আবার আমার শত্রু হয়ে পড়বে। এবং অপ্রসন্ন চোখে আমাদের দেখতে থাকবে। সুতরাং ওটা আপনি গোপনই রাখবেন।

মিসেস্ ব্রাউডি বললেন : ও। সে রাতের কথা মনে পড়লে আমার মনে হচ্ছিলো 'যে যদি আমরা ধরা পড়ে যাই তাহলে কি ঘটনা ঘটবে। এবং সেদিনের সে

আবহাওয়ার দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে হতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেদিন আমরা ভালভাবেই স্মাইক্‌কে বিপদ মুক্ত করে দিতে পেরেছি।

নিকোলাস্‌ বললো: স্মাইক্‌ চলে যাবার পর ঘটনাটা কি দাঁড়ালো।

জন্‌ হাসতে হাসতে বলে যেতে লাগলেন: কি আর দাঁড়াবে। আমি ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে রইলাম। আর ভাবতে লাগলাম যে স্মাইক্‌ সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত। স্মাইক্‌ নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঐ শয়তানটার হাতের বাইরে চলে গেছে। আমি তখনও ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে রইলাম। অনেক পরে মনীব এলো। আমি শুয়ে শুয়ে শুনলাম যে তিনি পাশের ঘরে ঢুকলেন এবং স্মাইক্‌কে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কোন উত্তর নেই। মাস্টার তখন আলো নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। তখন আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন: ব্যাটা পালিয়েছে। আমি বললাম: দরজা খোলার একটা শব্দ পেয়েছিলাম বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তখন আমার অসুস্থতার জন্যে এতটা খেয়াল করিনি। মাস্টার তখন আমাকে সাহায্যের জন্যে অনুরোধ জানালেন। আমি সেই সুযোগে তাঁকে নিয়ে উলটো দিকের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নিকোলাস্‌ বললো: এতো বেশ হাসির ব্যপার দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কত পা গেলেন।

জন বললেন: বেশী নয়। তবে তার মধ্যেই ব্যাটাকে জল-কাদায় নাজেহাল করে ছেড়েছি।

মিসেস্‌ ব্রাউডি বললেন: মাস্টারটার শরীরে একটু দয়া-মায়া বলতে কিছু নেই। ছাত্রদের যে কি কষ্টে রাখে তা' ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি তাঁর মেয়ে ফ্যানীর দীর্ঘ দিনের বন্ধু। সেইজন্যে মুখে কিছুই বলতে পারি না।

জন বললেন: হ্যাঁ। আমরা কারো সঙ্গেই ঝগড়া করতে চাই না। বিশেষতঃ প্রতিবেশীর সঙ্গে ত নই। তবে অন্যায়কে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবো। এইটাই আমার নীতি।

মিসেস্‌ ব্রাউডি বললেন: ফ্যানী আমার বন্ধু বটে। এমন কি বাসর-সঙ্গিনী। কিন্তু তবুও বলবো যে তার স্বভাবটাও অনেকটা তার বাপেরই মত। একটা রুক্ষতা আর মেজাজী-মন তাকে সব সময়ই ঘিরে থাকে। কিন্তু আমি জানি যে ও যত মেজাজই দেখাক না কেন বিয়ে ওর তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। মানে হওয়া সম্ভব নয়।

জন্‌ বললেন: কেন নয়? বিয়ে হওয়াটা আর বেশী কথা কি।

মিসেস্‌ বললেন: না। ফ্যানী মিঃ নিকোলাস্‌কে বিয়ের ব্যাপারে জড়াতে চেয়েছিল। তাকে ভালবেসেছিল। সে আমাকে এ কথা বলেছে। আজকে ফ্যানী এখানে অনুপস্থিত বলেই আমি এ-কথা বলতে পারছি। নিকোলাস্‌কে পাবার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

তখন নিকোলাস্‌ জবাবে বললো: আমি দুঃখিত মিসেস্‌। তখন এ-ধরণের

কোন ধারণাই আমার মনে ছিল না। তার মনে প্রভাব বিস্তারের কোন চেষ্টাই আমি করি নি। করবার ইচ্ছাও ছিল না।

মিসেস্ ব্রাউডি বললেন : অবশ্য আমি ফ্যানীর মুখে আপনার সম্বন্ধে অন্যরকম শুনেছিলাম।

নিকোলাস্ কৌতুক দৃষ্টি নিয়ে বললো : কি শুনেছিলেন?

: আমি শুনেছিলাম যে আপনি ফ্যানীকে বিয়ে করবেন বলে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আপনাদের মধ্যে নাকি বাগ্দান হবার কথাও ঠিক ছিল। মিসেস্ ব্রাউডির একথার পর ঘরের দৃশ্যপট দ্রুত পরিবর্তন হল। এবং এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হল। আচমকা ফ্যানী সেই ঘরে ঢুকে বিদ্রূপ কণ্ঠে বললো : তুমি আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। তাই না। আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে গোপনে সলাপরামর্শের কথা আমি আগেই জানতে পেরেছি বন্ধু। সেইজন্যে সময় মত আবার এসে হাজির হলাম। আমাকে দেখে তুমি খুশি হবে না জানি। তবুও তোমার কথার জবাব দিতে আমাকে আসতেই হল। যে লোকটি আমার বাবাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তুমি ভাবছো আমি তাকে মাল্যদান করে বরণ করবো। কি বলো? তোমার মত নীচ, জঘন্য আর দু'মুখো সাপের পক্ষে এ-কাজ অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু আমার পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে ফ্যানীর বাবা মিঃ স্কুইয়ারস্ এবং তার ছেলেও ঘরে এসে দাঁড়ালো।

জন বললেন : আস্তে কথা বলো ফ্যানী। এটা নিজের বাড়ী নয়। হটেল।

ফ্যানী আগের মতই চিৎকার করে বলতে লাগলো : আপনি আর কথা বলবেন না। আপনাকে আমি কৃপার পাত্র বলে মনে করি। আপনি যাকে বিয়ে করেছেন তাকে নিয়ে সারা জীবন আপনাকে ভুগতে হবে। আপনার শেষ জীবন যে কি কষ্টের হবে সেটা আমি এখনি বুঝতে পারছি। আপনার স্ত্রী কি কম চালাক। আমাকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমারই নামে অপবাদ রটালো।

মিসেস্ ব্রাউডি বললেন : তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না ফ্যানী। তোমার বক্তব্য তুমি তাড়াতাড়ি শেষ কর। তোমার এ-সব পাগলামী শোনবার সময় আমাদের নেই।

: দরকারও নেই। তোমাকে আমি চিরদিনের মত ত্যাগ করলাম। তোমার আমার সম্বন্ধ আজ থেকে এখানেই শেষ।

ফ্যানী ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ফ্যানীর ভাই মাষ্টার ওয়াক্ ফোর্ড ঘরে ঢুকেই গোড়াতেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিল। সে কারও কথায় কান না দিয়ে খাবার টেবিলে যে সব খাবার পড়েছিল তার সৎব্যবহার শুরু করে দিয়েছিল। এবং প্রায় শেষ করে এনেছিল। ফ্যানীর বাবার হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন : আরে ব্যাটা। তুই আমার শত্রুর উচ্ছিষ্ট খাবার খাচ্ছিস্। তোর লজ্জা বলতে কিছু নেই।

জন্ বললেন : ওকে মারবেন না। দাম আমি দেব। স্কুলের ছাত্রদের আপনি খেতে না দিয়ে খুশি হন। আর আমি খাইয়ে খুশি হই। আমি যদি আপনার

স্কুলের সব ছেলেকে ডেকে খাওয়াতে পারতাম তবে আরো খুশি হতাম। মানুষকে খাওয়াতে এবং আমি নিজে খেতে ভালবাসি। আপনার মত কৃপণ আমি হতে চাই না। যে অর্থ মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ আনে না সে অর্থের কোন মূল্য আছে বলে মনে করি না।

মিঃ স্কুইয়ারস্ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে জনের কথা শুনছিলেন। এবারে তিনি বললেন: ছোঁড়াটাকে তা'হলে আপনিই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

জন্ বললেন: হ্যাঁ। আমি। আমিই তাকে আপনার কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েছি। এবং আপনি জেনে রাখুন যে জীবনে যদি বার বার আমার সুযোগ আসে আমি বার বার'ই তা'দের মুক্ত করে দেবার চেষ্টা করবো।

: আদালতে এর জবাব দিতে হবে।

: আমাকে আদালত দেখাবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন। তা'হলে আপনার স্কুলকে আমি আদালতে টেনে নিয়ে যাব।

মিঃ স্কুইয়ারস্ চলে যাবার আগে নিকোলাস্‌কে বললেন: ছেলে চুরি করবার মজা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। এবারে ছেলের বাপ ছেলের দাবী নিয়ে তোমার কাছে আসবে। সাবধান থেকো।

তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বাইরে ফ্যানীর কান্নার শব্দ শোনা গেল। জন্ নিকোলাস্ এবং মিসেস্ জন্ ঘরে চুপচাপ বসে রইলেন। একটা যেন ঝড় বয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চুপকরে থাকবার পর জন্ সে ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পরিচারিকাকে ডেকে বললেন: আবার নতুন করে খাবারের আয়োজন করো। আজ বিকেলে অনেক ঝামেলা গেল। এবারে আমরা বিশ্রাম নেব।

আবার নতুন করে খাবার সাজানো হল। পরিচারিকা এসে একে একে সব সাজিয়ে দিয়ে গেল। মিঃ জন্ ব্রাউডি। মিসেস্ ব্রাউডি এবং নিকোলাস্। ভোজন চলতে লাগলো। ঘরের পরিবেশ এখন বেশ শান্ত। এই ঘরেই যে কিছুক্ষণ আগে একটা ঝড় বয়ে গেছে এখনকার পরিবেশ দেখে সে কথা মনে হবে না। উপস্থিত তিনজনে তাঁদের আহারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের আলাপ, আলোচনা চালাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে খুচরো খুচরো কথায় ঘরটাকে বেশ ভরিয়ে তুলছিলেন মিসেস্ ব্রাউডি। মিস্ ফ্যানীর কথাগুলো যে তার মনে কোন রেখাপাত্ করেছে এখন দেখলো সে কথা মনেই হবে না।

আলোচনা আর আহার যখন বেশ ভাল ভাবেই চলছে তখন সেই হটেলের নীচে হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল। মনে হল সেই হটেলের নীচে কিছু একটা ঘটছে। মিঃ জন্ ব্রাউডি এবং নিকোলাস্ প্রথমে ব্যাপারটা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো এবং ঘটনাটা অনুমান করবার চেষ্টা করতে লাগলো। মিসেস্ ব্রাউডির চোখে মুখে একটা ভীত ভাবই ফুটে উঠতে লাগলো। তিনি যে ভয় পেয়েছেন এটা পরিষ্কার।

গোলমালের আওয়াজটা আরো জোরে জোরে আসতে লাগলো। তখন নিকোলাস্ এবং জন্ ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন নীচে একজন যুবক একজন বয়স্ক লোককে উত্তেজিত ভাবে প্রহার করে চলেছে। তাকে ঘিরেই জনতার উল্লাস। বয়স্ক

লোকটি নীচে পড়ে আছে। আর যুবকটি তাকে চেপে ধরে ভালভাবে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে। জনতার কিছু লোক যুবকের পক্ষে। আবার কিছু লোক ও পক্ষে। নিকোলাস্ সে দৃশ্য দেখে বুঝলো যে যুবকটিকে না ছাড়িয়ে দিলে ঐ বয়স্ক লোকটি হয়তো মারাত্মক ভাবে জখম হতে পারে। এ-কথা চিন্তা করে নিকোলাস্ নীচে নেমে এসে যুবকটিকে অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে তুলে দাঁড় করালো। কিন্তু তা'তে ফল হল বিপরীত। উপস্থিত জনতা তখন নিকোলাস-এর বিরুদ্ধে চলে গেল এবং তাকে ঘিরে ফেললো। তাদের বক্তব্য, ঐ বয়স্ক লোকটিকে ভাল ভাবেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু নিকোলাস্ এ-কাজে বাধা দিয়েছে, সুতরাং নিকোলাস্‌কে-ও এ-ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, নিকোলাস্ আসল ঘটনা কিছুই জানে না। সে শুধু একটি বয়স্ক লোককে এ ভাবে মার খেতে দেখে শুধু মানবিক বোধে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু জনতা সে-সব কিছুই শুনবে না। তারা নিকোলাস্‌কে ঘিরে জবাব চাইতে লাগলো।

সিঁড়ির ওপরে জন্ ব্রাউডি নিকোলাস-এর অবস্থা দেখে শঙ্কিত হলেন। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে নিকোলাস্ যে কোন মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারে। আঘাত পেতে পারে। কাজেই তিনি আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে, জনতার মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। মিসেস্ ব্রাউডি তাঁকে আট্‌কাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। জন্ ব্রাউডি জনতার মধ্যে লাফিয়ে পড়েই প্রথমে কিল, চড়, ঘুঁষি চালাতে লাগলেন। যা'তে জনতা সরে যায়। ভীড় হাল্‌কা হয়। জনের অনুমানই সত্য হল। জনতা পিছু হট্‌তে লাগলো। ধীরে ধীরে পাত্‌লা হয়ে গেল। পরিবেশটা একটু শান্ত হতে নিকোলাস্ ঐ যুবককে আসল ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। জানতে চাইলো যে ব্যাপারটা কি ঘটেছে। কি নিয়ে এত গোলমাল। যুবকটি সংক্ষেপে যা জানালো তার মর্মকথা এই যে, এই যুবকটি হটেলের নীচে কফিখানায় বসে কফি খাচ্ছিলো। পাশে একটি সুন্দরী তরুণী বসে। তিনিও কফি খাচ্ছিলেন। এবং তাঁরই ওপাশে ঐ বয়স্ক লোকটি বসে খাবার খাচ্ছিলেন। খাওয়া ভালই চলছিল। কোন গোলমাল ছিল না। কিন্তু মাঝখানে গোলমাল বাঁধলো ঐ বয়স্ক লোকটিকে নিয়ে। তিনি বার বার ঐ সুন্দরী মহিলার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন আর নানা প্রকার অশিষ্ট মন্তব্য করছিলেন। প্রথমে তিনি সে মন্তব্য আস্তে আস্তে করছিলেন। পরে জোর গলায়। ফলে সেই কফিখানার অন্য লোকেরাও সে মন্তব্য শুনতে পাচ্ছিলো। এবং মহিলাটি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। তখন বাধ্য হয়ে আমি তাকে থামতে বলি। কিন্তু লোকটি প্রথমে একটু থামলো বটে, তবে কফিপান শেষ করে চলে যাবার মুখে একটা ভয়ানক অশ্লীল কটূক্তি করেছিল। তখন আমি বাইরে এসে ঐ লোকটাকে পাকড়াও করি। এবং সে কটূক্তির সমুচিত জবাব চাই। ফলে যা ঘটনা ঘটলো আপনারা সবাই তা' দেখেছেন। এমন বলুন যে আমি অন্যায় করেছি কিনা।

বয়স্ক লোকটি ততক্ষণে বেশ সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সেই যুবকটিকে পুনরায় কটাক্ষ করে বললেন যে, তাকে মারার ফল পেতে হবে। উনি যেন তার জন্যে তৈরী থাকেন। লোকটি আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

বাইরের পরিবেশ যখন শান্ত। অবস্থা যখন অনুকূলে তখন সুন্দরী মহিলাটি কাঁকখানা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সেই যুবকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। অনুমানে নিকোলাস্ বুঝলো যে সুন্দরী মহিলাটি যুবকের এ-ধরণের পরোপকারে মুগ্ধ। যুবকটি যে উপকার আজ তাকে করলো, তা'তে সে মনে মনে তার ওপর শ্রদ্ধাশীল না হয়ে পারে না। একটা অনুকম্পা বোধ তার জাগতেই হবে। অন্ততঃ তার চোখদুটি সে কথা প্রমাণ করে গেল। নিকোলাস্ ঠিক মুহূর্তে ঐ যুবকটির ওপর কেন যেন বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলো। যেন তারই এক প্রতিযোগি বলে মনে হতে লাগলো। নিকোলাস্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটিকে দেখতে লাগলো।

যুবকটি বললোঃ আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এখন বলুন কোথায় গিয়ে আপনাকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবো। যুবকটি কথা বলতে বলতে তাঁর নিজের নাম এবং ঠিকানার কার্ডটি নিকোলাস-এর হাতে দিল।

নিকোলাস্ পড়ে অবাক। সে কার্ডে লেখাঃ মিঃ ফ্রাংক্ চেরিবল্। নিকোলাস্ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলোঃ আপনি 'চেরিবল্ ব্রাদাস্''--এর ভাইপো। এ অফিসে আপনারই আসবার কথা আছে।

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু আপনি।

ঃ আমার নাম নিকোলাস্ নিকলবি।

ঃ ও আচ্ছা! আপনার নাম অনেকবার শুনেছি। চিঠিতে আপনার নাম অনেকবার লেখা হয়েছে। আমাদের অপ্রত্যাশিত আলাপে আমি খুশি। আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নিকোলাস্ সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জন্ ব্রাউডির সঙ্গে মিঃ ফ্রাংক্ চেরিবল-এর আলাপ করিয়ে দিল। জন্ তাঁদের ওপরে এনে বসালেন। এবং ভালভাবে আহার করালেন।

তিনজনের মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। ক্রমে রাত গভীর হল। তখন একে একে সবাই বিদায় নিলেন।

রাস্তায় চলতে চলতে নিকোলাস্ ভাবলো যে, এই চেরিবল্ ব্রাদার্স-এর ভাইপোটির কথা সে আগেও শুনেছে। ইনি গত চার বছর জার্মানীর কোন ফার্মে পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর ছ'মাস ইংল্যাণ্ডে একটা কারবার খোলবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেখানে সফলকাম হতে না পেরে এখানে এসেছেন এই ফার্মের হাল ধরতে। সুতরাং এখন কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি ভাবে তাকেও মনিব বলা যেতে পারে। সুতরাং এই যুবক যদি ভবিষ্যতে ঐ রহস্যময়ী সুন্দরী যুবতীটির অনুরাগী হন, কিম্বা যুবতীর ভালবাসা লাভ করেন, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এবং এ-ধরনের একটা প্রতিযোগিতায় নামা তার মত একজন কর্মচারীর পক্ষে উচিতও হবে না। সম্ভব ও নয়। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করে দেওয়াই ভাল।

নিকোলাস্ এই সব কথা চিন্তা করতে করতে সে রাত্রে বাড়ী ফিরলো।

পরের দিন চেরিবল্ ভ্রাতৃদ্বয় নিকোলাস্ এবং ফ্রাঙ্ককে নিজেদের ঘরে ডেকে পাঠালেন এবং আলাপ করিয়ে দিলেন। আলাপের শেষে চেরিবল্ ভ্রাতৃদ্বয় নিকোলাস্‌কে বললেন : তুমি আমাদের যে বাড়ীটায় বাস করছো, সেটাতে অনায়াসেই বাস করতে পার। সংকোচের কোন কারণ নেই। আমাদের এখানে যারা কাজ করে, তাদের সুযোগ-সুবিধার কথা আমরা সাধ্যমত চিন্তা করি। তারা কোন অসুবিধা ভোগ করুক এটা আমরা চাই না। কাজেই তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটা জানতে আগামীকাল রবিবারে আমরা তোমাদের বাড়ীতে চা-পান করতে যাব। সেখানে তোমার মা ও বোনের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবে। তাঁদের মুখে শুনবো যে তাঁদের সত্যিই কোন অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে কিনা। তুমি আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে অবশ্যই সেখানে থাকবে। লজ্জায় গা ঢাকা দেবে না। আচ্ছা, তুমি এখন এসো। আমরা আগামী রবিবার যাচ্ছি জানবে।

চেরিবল্ ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় নিকোলাস-এর মন পূর্ণ হয়ে উঠলো। মনিব এবং কর্মচারীর এত মধুর সম্পর্ক সে জীবনেও আশা করেনি। বাড়ী এসে নিকোলাস্ মাকে সব কথা খুলে বললো। মা শুনে অত্যন্ত আনন্দ পেলেন। নিকোলাস-এর অফিসের মনিব। সুতরাং নিঃসন্দেহে মাননীয় অতিথি।

কেট্ সারাদিন রাত ধরে ঘর-দোর সাজাতে লাগলো। মা সহযোগিতা করতে লাগলেন। প্রচুর ফুল কেনা হল। ওঁদের সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠলো। নিকোলাস্ অনেক কষ্ট করে আজকে সে তার অবস্থাকে মোটামুটি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এবং এ প্রতিষ্ঠানে থাকলে আরও ফিরবে এইটাই আশা করা যায়।

দেখতে দেখতে রবিবার চলে এলো। কেট্‌কে আজকে অত্যন্ত সুন্দরী দেখাতে লাগলো। কেটের মা খুব খুশি হলেন। ঠিক হল কেট্‌ই আহার পরিবেশন করবে।

নির্দিষ্ট সময়ে চেরিবল্ ভ্রাতৃদ্বয় ও ফ্রাঙ্ক্ এলেন। তাঁদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হল। কেট্ সুন্দর হাতে খাবার পরিবেশন করলো। নিকোলাস্ পরিবারের আতিথেয়তায় ওঁরা সকলেই খুশি হলেন। তারপর বাগানে বেড়াতে গেলেন। সেখানে পরস্পরের মধ্যে নানা কথা হতে লাগলো। কেট্ ফ্রাঙ্ককে দেখে খুবই লজ্জা পেতে লাগলো। এবং ফ্রাঙ্কও। স্মাইক্‌ও বরাবরই তাঁদের সঙ্গে রইলো।

ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। সকলে নিকোলাস-এর মাকে শেষ বারের মত বিদায় জানিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

চেরিবল্ পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিকোলাস-এর মা এবং কেট্ অত্যন্ত খুশি। এঁরা যে এ-শহরের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং মানী লোক, একথা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না।

[৩১]

রালফ্ নিকলবি দীর্ঘ সময় আমাদের আলোচনার বাইরে আছেন। এবারে তাঁর প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি দীর্ঘজীবন একক এবং নিঃসঙ্গ। কিন্তু তবুও তিনি এ জীবনে অভ্যস্ত। কোন অসুবিধা তিনি বোধ করেন না। তার কারণ মোটামুটি

ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য মাত্র দুটি বিষয়ে। এক, অর্থ রোজগার। দ্বিতীয়, সকলের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ। অর্থ রোজগার আর বিদ্বেষ ভাব, এই দুইটি তাঁর সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করে এসেছে। তিনি এ ছাড়া আর কোন দিকে তাকাননি। এবং তাকাবার সময়ও পাননি। আজকে সকালে তিনি তাঁর ঘরে বসে এই ধরনের এক বিদ্বেষের কথাই ভাবছিলেন। এমন সময় নিউম্যান্ এসে খবর দিল যে ওঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন।

রালফ্ নিকল্বি অবাক হয়ে বললেন ঃ ওরা কারা ?

ঃ সার মলবেরী হক্ ও লর্ড।

ঃ লোক, কোথায় গেছেন।

খবরে জানা গেল যে, তাঁরা বিদেশে শরীর সারাতে গেছেন। সার মলবেরী হক-এর মাথায় সেই আঘাতের পর ইরিসিপ্লস্ হয়েছে। ডাক্তারেরা তাঁকে বিদেশে যেতে উপদেশ দিয়েছেন।

ঃ কিন্তু লর্ড ?

ঃ তিনি ও সার হক-এর সঙ্গে গেছেন।

ঃ তাহলে ওরা প্রতিশোধ নিতে পারলো না।

ঃ আপাততঃ না।

ঃ আমি হলে প্রতিশোধ নিয়ে তবে বিদেশে যেতাম।

ঃ তা' হতে পারে।

রালফ্ নিকল্বি পরে একটু চিন্তা করে বললেন ঃ যাইহোক, আমি সার হক্‌কে যতদূর জানি, তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বার পাত্র নন্। নিকল্বির জন্যে তাকে এতবড় একটা অসুখে পড়তে হল। মদ ছাড়তে হল। খেলা ছাড়তে হল। এবং সবশেষে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে বিদেশে পাড়ি জমাতে হল। এমন একজন শত্রুকে কি সে ছেড়ে দিতে পারে ?

ঃ আজ্ঞে না। তা' পারে না।'

হঠাৎ রালফ্ নিকল্বির বাইরে যাবার কথা মনে পড়তে তিনি নিউম্যান্‌কে বললেন ঃ মিঃ স্কুইয়ারস্ আসবেন। তাঁকে বসিয়ে রাখবে। তাঁর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ও থাকবেন। তাঁকেও বসতে দেবে। আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।

রালফ্ নিকল্বি বেরিয়ে গেলেন। নিউম্যান্ নগস্ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

রালফ্ বাড়ী থেকে বেরিয়ে দু'একজন মক্কেলের বাড়ী গেলেন। তাগাদা করলেন। নিজের প্রাপ্য বুঝে নিলেন। এ-ব্যাপারে ধনী-নির্ধন তাঁর কাছে সমান। কিন্তু ব্যবহার সমান নয়। ধনীর কাছে তিনি বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র। এবং নির্ধনের কাছে তিনি বদরাগী ও মেজাজী। সময় মত টাকা না পেলে তিনি কোর্টেরও ভয় দেখান। যাইহোক সারাদিন নানা লোক এবং এটর্নীর বাড়ী ঘুরে, তিনি অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এক পার্কে এসে বসলেন এবং নানা প্যাঁচের কথা ভাবতে লাগলেন। নানা চক্রান্ত

জাল রচনা করতে লাগলেন। আশ-পাশ নির্জন। সে পার্কে তখন কোন লোক ছিল না। শুধু একজন দরিদ্র ভিক্ষুকবেশী লোক রালফ্‌কে অনেকক্ষণ থেকেই নজর রাখছিল। একমাত্র সেই লোকটিই পার্কের এককোণে দাঁড়িয়ে। রালফ্‌ চিন্তায় মগ্ন।

ধীরে ধীরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এলো। এলোমেলো বাতাস বইতে লাগলো। পরে ঝড় এবং বৃষ্টি। রালফ-এর চিন্তার সূত্র কেটে গেল। তিনি বসবার আসন ছেড়ে একটা বড় গাছের নীচে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, বৃষ্টিটা একটু ধরলেই সোজা বাড়ী চলে যাবেন। সেখানে আরও দু'জন ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে। রালফ্‌কে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, সেই দরিদ্র ভিক্ষুক বেশী লোকটি পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে এসে বললো ঃ আমাকে চিনতে পারেন।

লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন রালফ্‌ নিকলীব। রোগা শীর্ণ শরীর। পরনে মলিন পোষাক। বয়স ষাটের ওপর। মাথার চুল প্রায় সবই পাকা। এক কথায় বুভুক্ষার একটা পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

রালফ্‌ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ চিনেছি।

লোকটি বললো ঃ আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন দেখে আমি অবাক হচ্ছি। কারণ গত আট বছরের মধ্যে আপনার সঙ্গে আমার একবারও দেখা হয়নি। আর এই আট বছরে আমার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন অবর্ণনীয়।

রালফ্‌ বললেন ঃ এখানে কি মনে করে ?

ঃ আপনার সঙ্গে গুটি কয়েক কথা আছে।

ঃ আমার সঙ্গে।

ঃ আজ্ঞে। যদি দয়া করে শোনেন।

ঃ শুনতেই হবে। কারণ বৃষ্টি না ধরা পর্যন্ত আমি অন্য কোথাও যেতে পারছি না।

ঃ আমার কথাগুলো আপনার মনে কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না বলেই আমি মনে করি। তবুও বলি যে একসময় আমি আপনার চাকরি করেছি। এবং বেশ বিশ্বাসের সঙ্গেই করেছি। এখন আমার শরীর এবং পোষাক দেখে আপনি অনায়াসেই বুঝতে পারছেন যে আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। সামান্য রুটি জোগারের ক্ষমতাও আজ আর আমার নেই। সেইজন্যেই আজ আমি আপনার কাছে হাত পাত্‌তে বাধ্য হচ্ছি। মানে আপনি যদি কিছু করুণা আমায় করেন—

রালফ্‌ বললেন ঃ ভিক্ষার পথটা বাত্‌লেছ ভালই। মানুষের মনে করুণা জাগিয়ে যদি কিছু পাওয়া যায়। তোমার অভিনয় অভিনব। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এখানে কিছু সুবিধা হবে না। তুমি অন্যত্র দেখ।

ঃ শুনুন মিঃ নিকলীব। আমি গতকালই লণ্ডনে এসেছি। এবং এসেই আপনার খোঁজ করছি। আপনি যেখানে যেখানে যান সর্ব্বত্রই আমি খোঁজ করেছি। কিন্তু আপনাকে ধরতে পারিনি। আজকে হঠাৎ আপনাকে এখানে দেখতে পেলাম।

ঃ খুবই দুঃখের কথা। না পেলেই ভাল হ'ত।

ঃ আপনার কাছে হয়তো তাই। কিন্তু আপনি ভেবেদেখুন আমার এখন অনেক বয়স। শরীরও দুর্ব্বল। অর্থাৎ আমি শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল বলতে পারেন।

ঃ বয়সে তুমি-আমি প্রায় সমান। তুমি দুর্ব্বল হতে পার। কিন্তু আমি নই। না শরীরে। না মনে। সুতরাং তোমার সব বাজে কথায় মন ভিজবে না। শুধু মাত্র কথার মালা গেঁথে পয়সা রোজগার হয় না। আমারও কোনদিন হয় নি। আমাকে আজীবন পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করতে হয়েছে। কাজেই আমার কথা যদি শোনো তবে বলবো যে অকারণ বাক্যজাল বিস্তার না করে কাজের চেষ্টা দেখো। তা'তে অন্ততঃ আর কিছু না হোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবে।

ঃ কিন্তু আপনিই বলুন মিঃ নিকলবি, আজকে আমাকে এই শরীরে কে কাজ দেবে? আপনি দেবেন? অপরের কাছে কাজের দাবী করবার আগে আমি আপনার কাছেই সে দাবী করতে পারি।

ঃ পার না। কাজ আমি তোমাকে একদিন দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস রাখোনি।

আমি বিশ্বাস রাখিনি। লোকটি অবাক চোখে রালফ-এর দিকে তাকালো। পরে বলতে লাগলো ঃ আপনার বোধহয় মনে আছে যে, অনেকদিন আগে আমি একটা মোটা কাজ আপনাকে এনে দিয়েছিলাম। কথা ছিল লাভের একটা ভাগ আপনি আমায় দেবেন। কিন্তু তা'তো দেনইনি। উপরন্তু যে টাকা আমাকে আগাম দিয়েছিলেন, তার ওপর একটা সুদ ধরে আপনি সে-টাকা আমার কাছে দাবী করেন। আমি সে-সময় সে-টাকা দিতে না পারায় আপনি আমার নামে নালিশ করেন এবং আমাকে জেলে দেন। কিন্তু আপনি মনে করে দেখুন যে আমার দাবীটা তখন ন্যায্য ছিল কিনা। এবং আপনি আমার ওপর অন্যায় করেছেন কিনা। অথচ আমি বরাবরই আপনার বিশ্বস্ত ছিলাম।

রালফ্ বললেন ঃ হ্যাঁ। এবং বিশ্বাসের মূল্যস্বরূপ মাইনেও সময় মত পেয়েছ। পাওনি কি?

ঃ পেয়েছি কিন্তু আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে, আপনার একটা অত্যন্ত গোপন কথা আমার জানা ছিল। সে কথা প্রকাশ হলে আপনি সমাজে মুখ দেখাতে পারতেন না। আমি কিন্তু তখন শত বিপদে পড়েও সে কথা ফাঁস করিনি। যে কারণে আপনি আপনার কোন একটি ব্যবসার লাভের কিছু অংশও আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই আপনার মত পাল্‌টে গেল এবং আপনি আমাকে অকারণ জেলে পাঠালেন। তবে এখন আমি মুক্ত। এবং মুক্তি পেয়েই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঃ কেন?

ঃ আপনার সেই গোপন কথাটা গোপন রাখবার বিনিময়ে এখন আপনার কাছে আমি কিছু পেতে চাই। অর্থাৎ এক কথায় আমি এখন আপনার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাই। কারণ এই পৃথিবীতে আপনার মত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার অধিকার আমারও আছে।

ঃ এতক্ষণে তোমার আসল রূপ প্রকাশ পেল। আগে যে সব কথা মিষ্টি-মিষ্টি করে আমায় শোনালে সে তোমার আসল রূপ নয় সেটা আমি জানি। ওটা তোমার ছিল বিনয় এবং ভড়ং। বিনয়ে যখন দেখলে যে কোন কাজ হল না তখন ভয় দেখিয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টায় নেমেছ।. ভালই। আমি বুঝাতে পারছি যে তুমি তোমার সুপরিকল্পিত পথ ধরেই এগুচ্ছো। কিন্তু শুনে রাখ মিঃ—। একটু ভাবলেন মিঃ রালফ্‌। পরে বললেন ঃ তোমার নামটা যেন কি। অনেকদিনের অনভ্যাসে ভুলে গেছি।

লোকটি বললো ঃ আজ্ঞে ব্রুকার।

ঃ হ্যাঁ। ব্রুকার। শোনো ব্রুকার, আমার সোজা কথাটা শুনে রাখ। আসলে তোমার ঐ বিনয়টা ভড়ং। বিনয়ী তুমি কোন কালেই ছিলে না। এখনও নও। তুমি যখন আমাকে ভয় দেখিয়েছ, তখন আমিও বলে রাখি যে তুমি আমার গোপন সংবাদ যা তোমার জানা আছে তুমি প্রকাশ্যে দিবালোকে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিতে পার। তা'তে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কারণ আমি জানি যে আজকে তুমি সমস্ত জনসমাজকে যা' জানাবে, সে-কথা অতিরঞ্জিত হয়ে সকল মানুষের কানে চলে গেছে। সকলে তা' জেনে গেছে। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও লোকে আমাকে কাজ দেয়। আমি কাজ পাইও।

ঃ তা'হলে আপনি আমার জন্যে কিছুই করতে রাজী নন্‌।

ঃ না। তুমি যদি চালাকী না করতে। প্যাঁচ্‌ না কষতে। তবে আমি তোমাকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিতাম। কিন্তু তুমি তোমার নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছ। এটা জেনে রেখো যে ভয় দেখিয়ে কোন দিন মানুষের মন জয় করা যায় না।

রালফ্‌ নিকলবি তখন কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে চোখে বেশ একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ হতে লাগলো। তিনি আকাশে তাকালেন। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তিনি আর না দাঁড়িয়ে পার্ক ছেড়ে চলে গেলেন।

সেই ভিক্ষুক লোকটি একবার শেষ বারের মত রালফ-এর দিকে তাকালো। তার চোখ দুটো যেন জ্বলতে লাগলো। সে আবার কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা শুরু করলো।

পার্ক থেকে বেরিয়ে আসার পরও রালফ-এর মানসিক উত্তেজনা বিশেষ প্রশমিত হল না। তিনি অনেক পথ ঘুরে ঘুরে ম্যাডাম্‌ ম্যাণ্টালিনীর দোকানে এসে হাজির হলেন। দেখলেন দোকানের বাইরে বোর্ডে লেখা ঃ মিস্‌ ন্যাগ্‌। তিনি বুঝলেন যে এখন দোকানের মালিক হচ্ছেন মিস্‌ ন্যাগ্‌। দোকানের দেনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই এইসব ব্যবস্থা। তবে তাঁর পাওনা আদায় হলেই তিনি খুশি।

দোকানে পা রাখতেই হঠাৎ তিনি দোতলায় একটা গোলমাল আর চিৎকার শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। মিস্‌ ন্যাগ্‌ ছুটতে ছুটতে এসে বললো ঃ মিঃ নিকলবি আপনি এসে ভালই করেছেন। তাড়াতাড়ি ওপরে যান।

রালফ্‌ অবাক হয়ে বললেন ঃ কেন? কি ব্যাপার।

মিস্‌ ন্যাগ্‌ বললো ঃ উনি আবার সেই রকম করছেন। মানে ম্যাডাম্‌কে ভয় দেখাচ্ছেন। এখুনি হয়তো কিছু একটা করে বসবেন। মানে ভয়ানক কিছু একটা

অঘটন ঘটে যাবে। আপনার আসাতে ভালই হয়েছে। আপনি সামলাতে পারবেন।

ঃ আমি দেখছি।

রালফ্ তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন। দোতলার বসবার ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন মিঃ ম্যাণ্টালিনী তার বিছানায় দু'পা টান্ টান্ করে শুয়ে। দাঁতে দাঁত লাগা। হাত মুঠো করা। ঘাড় শক্ত। আশেপাশে লোকজনের ভীড়। দোকানের কর্মচারীরাও আছে। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর চোখে জল। রালফ্ দেখলেন নানা লোকের মুখে নানা মন্তব্য। কেউ বলছে বিষ খেয়েছেন। কেউ বলছে বিষ খাননি। খাবার চেষ্টা করেছেন। আবার কেউ বলছে চালাকী। ম্যাডাম-এর কাছে টাকা আদায়ের জন্যে ভান করে পড়ে আছেন।

রালফ্কে দেখে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী কান্নার সুরে বললেন ঃ আপনি এসে ভালই করেছেন। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই যে এই লোকটার মোহে আমি এতদিন মজে ছিলাম। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে এই লোকটা আমাকে একেবারে সর্ব্বশান্ত করে ছাড়বে। আমার ব্যবসা ডুবিয়েছে। এবারে আমাকে ডোবাবে। আমি আজকে আপনাদের সকলের সামনে বলে রাখছি যে আর আমি ঐ লোকটার বাজে খরচা যোগাতে পারবো না। এখন থেকে ও'র খরচা ও'কেই চালাতে হবে। এবং আপনি যদি টাকা ধার দেন আপনার নিজের দায়িত্বেই দেবেন। কারণ আমি আর শোধ করতে পারবো না। আমার আর ক্ষমতা নেই। এবারে আমি ও'নার আসল রূপ ধরতে পেরেছি। এবারে আমাকে যদি আইনের সাহায্যে আলাদা হয়ে যেতে হয় তাতেও আমি রাজী। পরে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী রালফ-এর দিকে চেয়ে বললেন ঃ আপনি জানেন মিঃ নিকলবি এর মধ্যে উনি আরও কয়েকবার আমাকে বিষ পানের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু বিষ পান করেননি। আমি এখন বুঝেছি যে এসব ভাঁওতা। চালাকী। টাকা আদায়ের ফন্দি। আমি আর ভুলছি না।

রালফ্ সে-কথা শুনে হেসে জবাব দিলেন ঃ কিন্তু ম্যাডাম্ আপনাকে ভুলতেই হবে। আপনি যে কথাগুলো এতক্ষণ বললেন এ-সব কিছুই আপনার মনের কথা নয়। আপনার মনে এখনো ঐ লোকটাকে হারাবার ভয় যথেষ্ট ভাবেই আছে। সুতরাং আপনাকে টাকা দিয়ে যেতেই হবে।

রালফ-এর কথাশুনে ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীর স্বামী তৎক্ষণাৎ বিছানায় উঠে বসে বললেন ঃ ঠিক কথা। টাকা দিতেই হবে। আর তা'ছাড়া আমার ম্যাডাম্ একা থাকবেন কেন। আমি তো রয়েছি। এই বলে মিঃ ম্যাণ্টালিনী সামনের টেবিল থেকে খাবারের প্লেটটা হাতে তুলে নিলেন এবং পরমানন্দে খেতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে ঘরের সকলে যে যার মত প্রস্থান করলো।

রালফ্ নিকলবি ঘড়ি দেখলেন। ন'টা প্রায় বাজে। বাড়ীতে দু'জন লোক আসবার কথা আছে। আজ আর এখানে টাকা আদয় করা যাবে না। এই কথা মনে হতেই মিঃ রালফ্ নিকলবি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। তিনি রাস্তায় নেমে এসে সোজা বাড়ীর পথ ধরলেন।

বাড়ী ফিরতেই নিউম্যান্ জানালো যে দু'জন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন। রালফ্ তাড়াতাড়ি বললেন ঃ বেশ। একখানা গাড়ী ডাক।

ঃ গাড়ী। নিউম্যান্ অবাক চোখে রালফ-এর দিকে তাকালো।

ঃ হ্যাঁ। গাড়ী। কোনদিন চড়ি না বটে। তবে আজকে জরুরী কাজে চড়তেই হবে।

নিউম্যান্ একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এলো। রালফ্ সেই ভদ্রলোক দু'জনকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে গন্তব্য স্থানের ঠিকানা দিলেন। গন্তব্য স্থানের ঠিকানা শুনেই নিউম্যান্ মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এখন উপায়। সে এখন কি করবে। কি ভাবে তাকে খবর দেবে।

এমন সময় পার্কের সেই ভিক্ষুকবেশী লোকটি নিউম্যান-এর কাছে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চাইলো। নিউম্যান্ অন্যমনস্ক ভাবে তাকে কিছু পয়সা দিল। তারপর সেই লোকটি যে দু'চার কথা নিউম্যান্কে জানালো, তা'তে নিউম্যান্ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে তাকে সব কথা জানাতে অনুরোধ করলো। লোকটি তখন একে একে সব ঘটনা নিউম্যান্কে বলে যেতে লাগলো।

নিউম্যান্ পথ চলতে চলতে অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তা' শুনতে লাগলো।

গাড়ী এসে থামলো নিকোলাস-এর বাড়ীতে। রাত তখন অনেক। পাড়া নিশুতি। কিন্তু নিকোলাস-এর ঘরে তখন পার্টি চলছে। খাওয়া-দাওয়া। আমোদ। আনন্দের ফোয়ারা বইছে। নিকোলাস্ই পার্টি দিয়েছে জন্ ব্রাউডি ও মিসেস্ ব্রাউডিকে উপলক্ষ করে। ও'নারা লণ্ডনে চলে যাবেন। অনেকদিন আর নিকোলাস-এর সঙ্গে দেখা হবে না। সেই উদ্দেশ্যেই এই আনন্দের আয়োজন। রাত প্রায় এগারোটা। আহার-আনন্দ শেষ হয়ে এসেছে। ও'নারা এবার সকলের কাছে বিদায় নিচ্ছেন। অনেকদিন আর দেখা হবে না। ও'নারা বললেন ঃ লণ্ডনের মধুর স্মৃতি নিয়ে আমরা ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের কথা মনে থাকবে এবং লণ্ডনে এলে দেখা হবে। বিদায়ের পালা শেষ হবার আগেই কড়া নড়ে উঠলো। সবাই উৎকর্ণ হলেন। এতরাতে আবার কে কড়া নাড়ে। মিসেস্ নিকলবি ভাবলেন হয়তো চেরিবল্ পরিবারের কেউ নিকোলাস্কে অফিসের কোন কাজে ডাকতে এসেছেন। কিম্বা মিস্ লা-ক্রিভি অসুস্থ হয়েও পড়তে পারেন। সেই সংবাদও আসতে পারে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে রালফ্ ঘরে এসে দাঁড়ালেন। আকস্মিক্ রালফ্কে এতরাতে দেখে ঘরের সকলেই বিস্মিত হলেন। কেট্ অশুভ কিছুর ইংগীত পেয়ে ভাই-এর পাশে এসে দাঁড়ালো। রালফ্ নিকোলাস্কে দেখিয়ে তার মাকে বললেন ঃ এই ছেলেটার কোন কথা বলবার আগে আমার কয়েকটা কথা মন দিয়ে শুনুন।

জন্ বললেন ঃ মাপ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই মিঃ রালফ্ নিকলবি।

রালফ্ বললেন ঃ আজ্ঞে। আপনার কথাই ঠিক।

জন্ বললেন ঃ আপনার কথা অনেক শুনেছি। এবং আপনাকে দেখেও সেটা আন্দাজ করেছি। তবে আজকে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম। আমার অনুরোধ আপনারা মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা করুন।

রালফ্ বললেন : আপনার নাম জানার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাকে আমি অনুমানে বুঝে নিয়েছি। আর আপনার পেছনে চোরের মত যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে, তাকেও আমি এখন চিনতে পেরেছি। আমাদের আজকের আলোচনা ওকে নিয়েই।

নিকোলাস্ এবারে নিজেকে সংহত করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জন্‌কে বললো : রালফ্ নিকলবি যদিও আমার জ্যেঠামশাই। আমার পরম আত্মীয় এবং শ্রদ্ধেয় গুণী জন। কিন্তু তবুও আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উনি হচ্ছেন পাপের একটি মূর্ত প্রতীক। উনি এখানে উপস্থিত থাকার সোজা অর্থ, আমার বোনকে অপমান করা। এ-ঘরের স্নিগ্ধ এবং শান্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করা। কিন্তু তা' আমি হতে দিতে পারি না জন্। আপনি এখুনি ও'কে এখান থেকে চলে যেতে বলুন। উনি যেন এখানে আর একটুও অপেক্ষা না করেন। তা' না হলে আমি হঠাৎ যে কি করে বসবো আমি নিজেই জানি না।

কথার মাঝে দরজার কোনে হঠাৎ স্কুইয়ারস-এর মুখ দেখা গেল। জন তাকে দেখতে পেয়ে বললেন : আরে ওখানে আমাদের ইয়র্কশায়ারের স্কুল মাষ্টার বলে মনে হচ্ছে। মিঃ স্কুইয়ারস্ দরজার কোন থেকে আরেকবার মুখ বার করলেন। তা'তে জন বললেন : আসুন। আসুন। মিঃ স্কুলমাষ্টার। আপনি তো হচ্ছেন এ-সবের মূলে। সুতরাং আপনি এগিয়ে না এলে ব্যাপারটা জমবে কেন।

রালফ্ সে কথায় গম্ভির হয়ে জনকে বললেন : এটা ঠাট্টার জায়গাও নয়। সময়ও নয়। কাজেই আপনার ঠাট্টা-বিদ্রূপ এখন দয়া করে রাখুন। আমাকে মিসেস্ নিকলবির সঙ্গে দুটো কথা বলতে দিন। পরে রালফ্ মিসেস্ নিকলবিকে বললেন : শুনুন মিসেস্ নিকলবি। আপনার ছেলে আমাকে যেমন আত্মীয় বলে স্বীকার করে না। আমিও তেমনই আপনার ছেলেকে আমার আত্মীয় বলে মনে করি না। অবশ্য আপনার মনে আছে কিনা জানি না যে, আপনি এই লন্ডনে এসে প্রথমে আমার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং নিয়েও ছিলেন। এখন হয়তো সে-কথা ভুলে যেতে পারেন।

মিসেস্ নিকলবি বললেন : না। আমি সে-কথা ভুলিনি।

রালফ্ বললেন : কিন্তু তবুও এখন আপনি মন খুলে সে-কথা স্বীকার করতে পারেন না। শুধু মাত্র আপনার ছেলের জন্যে। কারণ বর্তমানে আপনি আপনার ছেলের অধীনে বাস করছেন এবং তার মুখের দিকে তাকিয়েই আপনাকে চলতে হচ্ছে। সুতরাং সত্য কথা বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও যে আপনি সত্য কথাটা স্বীকার করেছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এই রাত্রে আজকে অকারণ এখানে আসিনি। এখানে আসবার একটা বিশেষ কারণ আছে বলেই আমি এসেছি। এবং কারণটা হচ্ছে, আমি স্মাইক্‌কে তার বাপের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই। সেইজন্যেই আজ আমার এখানে আসা। আপনি হয়তো জানেন না মিসেস্ নিকলবি যে, নিকোলাস্ যে ছেলেকে চুরি করে রেখেছে, তার বাপ আজ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

নিকোলাস্ বললো ঃ মিথ্যা কথা।

মিঃ স্কুইয়ারস্ তখন বাইরে থেকে একজন লোককে ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা এবং পোষাকে মলিন। লোকটির নাম মিঃ স্নলে। মিঃ স্নলে ঘরে ঢুকেই স্মাইক-এর দিকে তাকিয়ে কান্না ভরা গলায় বলতে লাগলো ঃ আয় বাবা আয় কোলে আয়। এভাবে বাপকে ছেড়ে আর কতদিন থাকবি বাপ্। ভগবান তোকে আবার পাইয়ে দিলেন। তোকে আমি কত খুঁজেছি। কে জানতো যে এখানে এমন অবস্থায় আবার তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে। সবই ভগবানের ইচ্ছা। আয় বাপ্ কাছে আয়। মিঃ স্নলে কান্না ভরা গলায় কথা বলতে বলতে স্মাইক-এর দিকে এগিয়ে গেল। স্মাইক্ তখন অত্যন্ত ভয় পেয়ে নিকোলসকে প্রাণপণ জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে লাগলো।

তা'দেখে নিকোলাস্ বললো ঃ বাপকে দেখে ছেলেকে এমন ভয় পেতে আমি জীবনে দেখিনি। তার অর্থ আপনি পিতা হিসাবে আপনার ছেলের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই করেননি। আপনি এর সত্যিকারের পিতা কিনা আমার জানা নেই। কিম্বা পিতা হয়ে থাকলেও, আপনি আবার আপনার পুত্রকে ঐ পাষণ্ডের হাতে তুলে দেবেন কিনা ভাবুন। মিঃ স্কুইয়ারস-এর স্কুলটা আসলে কোন স্কুল নয়। ওটা একটা নরক কুণ্ড। আপনি জানেন না যে, আপনার ছেলে ঐ পাষণ্ডটার হাতে কি মার খেয়েছে। এবং শেষে আমি ওকে উদ্ধার করে আনি।

মিঃ স্কুইয়ারস্ সে কথায় অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন ঃ সাবধান, প্রকাশ্যে এত লোকের মাঝে আমাকে অপমান করলে আমি সহ্য করবো না।

রালফ্ তাকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ ওসব কথা থাক। এখন মিঃ স্নলেকে এখানে প্রমান দিতে হবে যে এই স্মাইক্ তার ছেলে।

মিঃ স্নলে বললো ঃ হ্যাঁ! আমি প্রমান দিতে প্রস্তুত আছি। এখানে সব ঘটনাটা খুলে বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রমাণ হয়ে যাবে যে ঐ স্মাইক্ আমারই ছেলে।

মিঃ স্নলে তখন রালফ-এর শেখানো বুলি গুলো আওড়ে যেতে লাগলো। সে তখন সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে যেতে লাগলো ঃ শুনুন আপনারা। এখানে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে সে আমার প্রথম স্ত্রীর সন্তান। পরে নানা ঘটনার মাধ্যমে তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে। এবং আমার স্ত্রী তার ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। তার কয়েক বছর পরে আমার স্ত্রী আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে লিখে জানায় যে, তার ছেলেটি মারা গেছে। এবং আমি এযাবৎকাল জেনে এসেছি যে, আমার পুত্র মৃত। তখন আমার স্ত্রী একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করতো।

তারপর অনেক বছর পার হয়ে যায়। আমি আর আমার স্ত্রীর কোন খোঁজ রাখি না। দীর্ঘ কাল পরে আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় আমাকে একটি চিঠি লেখে। যে চিঠি এই কিছুদিন আগে আমার হাতে এসেছে। তা'তে তিনি লিখেছেন যে, আমার ছেলে মারা গেছে বলে যে কথা তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, সেটা সত্য নয়। আমার ছেলে ইয়র্কশায়ারে মিঃ স্কুইয়ারস-এর স্কুলে মানুষ হচ্ছে। আমি যেন তার মৃত্যুর

পর ছেলের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমার স্ত্রী সেই চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিনি কয়েক বছর সেই স্কুলে স্মাইক-এর জন্যে টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর অর্থাভাবে আর পারেননি। তিনি সব শেষে লিখেছিলেন : আমি যেন তার মৃত্যুর পর আমার ছেলের দায়িত্ব নিই এবং তাকে তার ভুলের জন্যে ক্ষমা করি।

রালফ্ নিকল্বি তখন আনন্দে হাসতে হাসতে বললেন : ঠিক। ঠিক। তুমি সব ঠিক ঠিক বলেছ। তোমার ডাইরীতে এসব কথাতো ভালকরেই লেখা আছে।

স্নলে বললো : হ্যাঁ। আছে।

রালফ্ বললেন : ছেলের জন্মের তারিখ। তোমাদের বিয়ের দলিল এবং তোমার স্ত্রীর চিঠি এসব ঐ সঙ্গে আছে কি।

: আছে।

: আছে। তাহ'লে এঁদের সামনে সে গুলো সব বার করে দাও। তাহলেই অকাট্য প্রমাণ মিলে যাবে।

স্নলে সে-সব কাগজ পত্র বার করে টেবিলে রাখলো। জন্ এবং নিকোলাস্ সে সব কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

মিঃ স্কুইয়ারস্ তার ঘাড় সোজা করে একটা ঔধ্যাত্ত্বের ভাব প্রকাশ করে চেয়ারে বসে পা নাচাতে লাগলো।

ঘরের পরিবেশটা যখন এই পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। অবস্থা যখন প্রায় অনুকুলে তখন রালফ্ নিকলবি সুযোগ বুঝে মিসেস্ নিকলবিকে বললেন : সমস্ত প্রমাণ যখন আমাদের হাতে তখন আমরা অনায়াসেই পুলিশের সাহায্য নিতে পারতাম। মানে সোজা কথায় একেবারে পুলিশ নিয়েই এখানে হাজির হতে পারতাম। কেউ আমাদের রুখতে পারতো না। এবং আপনার গুণধর পুত্রের এতগুলো অপ্রীতিকর কথাও আমাদের শুনতো হতো না। কিন্তু সে-কাজ আমি করি নি। তার একমাত্র কারণ আপনাদের প্রতি আমার প্রগাঢ় মমত্ববোধ। আপনারা আমার পরম আত্মীয় একথা আপনারা ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি।

স্নলে তখন স্মাইক-এর হাত ধরে আবার টেনে আনতে গেল। তা' দেখে স্মাইক্ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললো : আমি যাব না। আমি নিকোলাস-এর কাছেই থাকবো। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমি কিছুতেই যাব না।

মিঃ স্কুইয়ারস্ স্মাইক্কে জোর করে টেনে নিজের দখলে আনতে গেল। নিকোলাস্ তা' দেখে মিঃ স্কুইয়ারস্কে গলা-ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে সোজা বার করে দিল।

স্নলে তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো : তা'হলে আমার ছেলেকে আপনারা দেবেন না।

নিকোলাস্ বললো : আপনার ছেলেই তার নিজের পথ বেছে নেবে। সে যখন এখানেই থাকতে চাইছে, তখন এখানেই থাকবে। শত বিপদেও ওকে এখান থেকে টেনে বার করা যাবে না।

স্নলে বললো : ছেলেটা একেবারে অকৃতজ্ঞ। গোঁয়াড়। কাউকে ভালবাসতে পারে না। আমি ওর বাপ্। এতদিন পরে দেখা। কোথায় ছুটে আসবে। তা'

না আমার কাছেই আসতে চায় না। আমি শুনেছি যে মিঃ স্কুইয়ারস-এর স্ত্রী তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। নিজের ছেলের মত দেখতেন। ভাল ভাল খাবার খেতে দিতেন। পোশাক দিতেন। কিন্তু তবুও ঐ ব্যাটা ছোক্‌রাটা তাকেও ভালবাসতে পারেনি।

নিকোলাস্‌ বললো: এ সব মিথ্যে। সব সাজানো। তাকে অমানুবিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমি কিছুতেই ওকে ছাড়তে পারি না।

রালফ্‌, নিকলবি তখন অত্যাধিক রেগে গিয়ে বললেন: ওকে ধরে রাখা অসম্ভব। সোজা পথে না পাওয়া গেলে আইনের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। এবং সেখানেই [illegible] বোঝাপড়া হবে। অপরের ছেলেকে চুরি করে ধরে রাখবার ফল বাছাধন তখন হাতে হাতেই পাবে।

রালফ্‌ নিকোলাস-এর দিকে শেষবারের মত কঠোর ভাবে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

উপস্থিত আর সকলেও তখন আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রালফ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

নিকোলাস্‌ তখনও উত্তেজিত। কিন্তু জন্‌ এসে তাকে বসালো। মিসেস্‌ নিকলবি অনেকক্ষণ এক জায়গায় স্থবির হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মুখে কোন কথা জোগালো না। এ ধরনের একটা ঘটনা যে আদৌ ঘটতে পারে তা' তাঁর কল্পনাতীত ছিল। তিনি বার বার নিকোলাস-এর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। একটা বিশ্বাস, একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ তিনি নিকোলাস-এর মুখে দেখতে পেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

জন্‌ ব্রাউডি এবং তাঁর মিসেস্‌ সে রাতের মত বিদায় নিলেন। তবে যে কোন সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি তিনি রেখে গেলেন। বলে গেলেন যে নিকোলাস্‌ যেন কোন প্রকার সঙ্কোচ না করে। বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

নিকোলাস্‌ হাসিমুখে সে-রাতের মত তাঁদের বিদায় জানালো। তাঁরা চলে যেতে নিকোলাস্‌ চিন্তিত হল। বুঝতে পারলো যে এ-ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তার জ্যেঠামশাই সহজেই এ-জিনিষ মিটতে দেবেন না। এর পরিণতি ঘটতে সময় লাগবে। এর জের চলবে অনেকদিন। সুতরাং এ ঘটনার পেছনে একজন প্রবীন লোককে দাঁড় করানো প্রয়োজন। যাঁর কাছে আর কিছু না পাওয়া যাক্‌ অন্ততঃ যথাযথ যুক্তি, উপদেশ এবং পরামর্শ পাওয়া যাবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নিকোলাস্‌ এ ঘটনাটি চেরিবল্‌ ব্রাদার্সের মালিক ভ্রাতৃদ্বয়কে জানিয়ে রাখবে বলেই ঠিক করলো। ভাবলো, এঁদের জানিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে আর কিছু না পাওয়া যাক্‌ উপদেশ, পরামর্শ নিশ্চিত্‌ পাওয়া যাবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় নিকোলাস্‌ তার কাজের শেষে 'চেরিবল্‌ ব্রাদার্সের' ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন মিঃ চার্লস্‌কে সব ঘটনা খুলে বললো এবং শেষে জানলো যে, যে ব্যক্তি স্মাইক-এর পিতা বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছে তার ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং শিক্ষা এত নিম্নস্তরের যে তাকে স্মাইক-এর পিতা বলে বিশ্বাস করা কঠিন। নিকোলাস-এর সব

কথা শ্বনে মিঃ চার্লস্ বললেন: তোমার কথায় অবিশ্বাসের কিছ্ব নেই। সবই বিশ্বাস যোগ্য। কারণ আজই সকালে তোমার জ্যেঠামশাই আমাদের এখানে এসেছিলেন।

নিকোলাস্ অবাক হয়ে বললো: এখানে এসেছিলেন?

মিঃ চার্লস্ বললেন: হ্যাঁ। এসেছিলেন?

: কারণ?

: কারণ সোজা। তোমার বির্দ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলে, নানা মিথ্যা রটনা করে, তোমার ওপর আমাদের আস্থা নষ্ট করবার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের বির্প করে তোলবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারেননি। তার একমাত্র কারণ, তিনি [illegible] তর্ক এবং মান্বষের মানবিক অন্বভূতি, এসব কিছ্বই মানতে চান না। ক[illegible] গেল যে তিনি অত্যন্ত গোঁয়াড় এবং একরোখা মান্বষ। কিন্তু এতে সব [illegible] হাসিল করা যায় না! মান্বষের মন পাওয়া যায় না। এই সোজা কথাটা তাঁর জানা নেই। আমার ভাই নেড্ তাঁকে বেশ কিছ্ব কড়া কথা শ্বনিয়ে দিয়েছে। অবশ্য যখন তিনি কোন প্রকার য্বক্তিতে আসতে চান্নি, তখনই সে সব কথার প্রশ্ন উঠেছে। আর নেড্কে তো তুমি ভাল করেই চেন। ও সোজা কথার মান্বষ। সেইজন্যে ও গোড়া থেকেই তাঁকে অপছন্দ করে এসেছে। যাইহোক শেষে অনেক কথার পর তোমার জ্যেঠামশাই চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি যে আশা এবং ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলেন তা' ফলবান না হওয়াতে আমরা খ্বশি।

নিকোলাস্ মিঃ চার্লস-এর সবকথা শ্বনে বললো: আমার জ্যেঠামশাইয়ের কাছে আমার বির্দ্ধে এত কথা শোনার পরও যে আপনাদের বিশ্বাস অটুট্ আছে এর জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনাদের ঋণ শোধ করা আমার সম্ভব নয়। যে দ্বর্দিনে আপনারা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সে কথা কোনদিনও ভুলে যাওয়া যাবে না।

মিঃ চার্লস্ বললেন: কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় পরে অনেক পাবে। আপাততঃ শোনো, তোমাদের ওপর যাঁরা অবিচার করবার চেষ্টা করেছেন, অন্যায় করবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের যোগ্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো। তোমার মা, বোন এবং স্মাইক-এর কোন অন্যায় তাঁরা করতে সাহস পাবেন না। একথা তোমার মাকে বলে দিও। বোলো, তিনি যেন আমার কথায় স্বস্তি বোধ করেন। আমি তোমাদের বিপদের দিনে চিরদিন পাশে পাশে, থাকবো। এ বিশ্বাস যেন তিনি রাখেন।

নিকোলাস্ বললো: আমি একথা নিশ্চয়ই আমার মাকে জানাবো।

: এখন শোনো। আমি আজকে তোমার সঙ্গে একটু অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কথাটি অত্যন্ত জর্বরী এবং গোপনীয়। বিশ্বাসী লোক ছাড়া একথা বলা যাবে না। তোমাকে আমরা অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক বলে জানি এবং মনেও করি। আমার ভাই নেড্ও মনে করে। সেইজন্যে আমরা অনেক আলোচনার পর ঠিক করেছি যে তোমাকেই একথা জানাবো। অর্থাৎ একটি গোপন কাজের ভার আমরা তোমাকে দেব। একাজটা অত্যন্ত গ্বর্ত্বপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণও বটে।

: আজ্ঞে বলুন। আমাকে যে আপনারা বিশ্বাসযোগ্য লোক বলে মনে করেছেন এতেই আমি আনন্দিত।

: সে কথা ঠিক। তবে তোমার এই দায়িত্ব পূর্ণ কাজের পেছনে একজন সুন্দরী যুবতী জড়িত।

: সুন্দরী যুবতী। নিকোলাস্ অবাক হয়ে মিঃ চার্লস-এর দিকে তাকালো।

: হ্যাঁ। এই মহিলাকে অনেকদিন আগে আমারই এই ঘরে তুমি হয়তো মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখে থাকবে। তোমার সে ঘটনা মনে আছে কিনা জানি না।

[illegible]স্ বললো : হ্যাঁ। আমার মনে আছে। সেই সময় এই মহিলা বেশ [illegible]নার এখানে এসেছিলেন। এবং আপনার সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। [illegible]াঁকে এখানে আসতে দেখেছি বলে মনে হয় না।

মিঃ চার্লস্ বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। আমি সেই মেয়েটির কথাই বলছি। তুমি শুনে অবাক হবে যে আমি যখন যুবক। অর্থাৎ আমার যখন তোমার মত বয়স, তখন আমি ঐ সুন্দরী মহিলার মাকে ভালবাসতাম। তার মা'ও খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু নানা কারণ তিনি অন্য একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। আমি ভেবেছিলাম এই বিয়েটা মহিলাকে সুখি করবে। কিন্তু করেনি। অর্থ্যাৎ তিনি এ বিয়েতে সুখি হননি।

: কেন ?

: ভদ্রমহিলার স্বামী এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত লঘুচিত্ত এবং অস্থির মতি। খুব মেজাজী ছিলেনও বলতে পার। তাঁর হাতে টাকা এলে তিনি খরচা করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করতেন না। ফলে নিজের রোজগারে তাঁর চলতো না। আমিও কিছু কিছু অর্থ ওদের গোপনে সাহায্য করতাম। টাকাটা আমি দিতাম ও'র স্ত্রীর হাতে। পরে সেটা আর গোপন থাকেনি। তখন ভদ্রলোক সোজাসুজিভাবেই তাঁর স্ত্রীকে আমার কাছে টাকার জন্যে পাঠাতো। আমিও দিতাম। কিন্তু দেবার ফল হতো উলটো। ভদ্রলোক আমার দেওয়া টাকাটা নিয়েই উড়িয়ে দিতেন। আর তাঁর স্ত্রীকে এই টাকা আনার জন্যে ঠাট্টা, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা ইত্যাদি দিতেন। এবং নানা কথায় বিদ্রূপ করতেন। পরে তাঁর স্ত্রী সে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে মানসিক আঘাতে আঘাতে জর্জড়িত হয়ে মারা যান।

ঐ মহিলার বোনও দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন। আমার ভাই নেড-এর সঙ্গে বিয়েটার প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কপালে না থাকলে যা হয়। ঐ মহিলা বিয়ের আগেই হঠাৎ অসুখে পড়েন এবং মারা যান। মহিলার দিদির বিয়ের ফলে আমারও যেমন সারা জীবনে আর বিয়ে করা ঘটে ওঠেনি। আমার ভাই নেড্-এরও নয়। মহিলাটি মারা যাওয়ায় আমার ভাইও আর বিয়ে করেনি।

যাইহোক আগের মহিলা এবং তাঁর দিদির মৃত্যুর পর এই সুন্দরী মেয়েটি তখন তার বাপের কাছে বাস করতে লাগলো। কিন্তু বাপের তখন রোজগার প্রায় নেই বললেই হয়। অথচ মেজাজী খরচা চলছে। কে চালাবে। তিনি জানতেন যে

তাঁর স্ত্রী আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিত। এবং তাঁর বাহুল্যের খরচা জোগাতো। সেইজন্যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর মেয়েকে টাকার জন্যে আমার কাছে পাঠাতে লাগলেন। আমিও না দিয়ে পারতাম না। ঐ মেয়েটি দেখতেও অনেকটা ওর মায়েরই মত। সুতরাং আমার মানসিক দুর্বলতার জন্যে আমি টাকা দিতে বাধ্য হতাম। আর সেই ভদ্রলোক মেজাজে সেই টাকা খরচা করতেন। কিন্তু তাতেও কুলিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোতো না। তিনি গোপনে টাকা ধারও করতেন। তবে শোধ দিতে পারতেন না। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে সব পাওনাদারেরা একজোট হয়ে তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে ফেললো। [illegible] উপায়হীন হয়ে আমার কাছে আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ আমি বলতে [illegible] এখন আমারই এক বাড়ীতে আশ্রয়ে আছেন। তবে তোমাকে আমি আ[illegible] যে লোকটি অত্যন্ত গর্ব্বিত ধরণের। চাল নেই চুলো নেই কিন্তু মেজাজখানা বনেদী করেই তিনি রেখেছেন। তিনি এখন বলে পাঠিয়েছেন যে এখন থেকে আমাদের আর কোন সাহায্য তিনি নেবেন না। একমাত্র থাকবার আশ্রয়টুকু ছাড়া। ওটা বর্ত্তমানে না নিলেই নয়। তাই তিনি নাকি নিচ্ছেন। পরে অবস্থা যদি ভাল হয় তা'হলে এটাও তিনি নেবেন না। কিন্তু তিনি জানেন না যে তাঁর পক্ষে আর অবস্থা ভাল করা সম্ভব নয়। তিনি আর কোনদিনও তাঁর অবস্থা ভাল করতে পারবেন না। তার কারণ তিনি বর্তমানে মরণাপন্ন এবং একেবারেই কপর্দক শূন্য। রুগ্ন তিনি চিরকালই ছিলেন। এখন তো কোন কথাই নেই। অত্যাচার আর অনিয়মে তিনি নিজেই নিজের শরীরটা একেবারে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু এ-সবের জের এতদিন টেনে এসে-ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এখন টানছে তাঁর ঐ সুন্দরী মেয়ে। আমার সাহায্য যেহেতু তিনি নেবেন না। সেইহেতু আমার সাহায্য সোজাসুজিভাবে আর ঐ মেয়েটির হাতে এসে পড়ছে না। ফলে মেয়েটি অর্থকষ্টের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি এখন আর কোন উপায় দেখতে না পেরে ছবি আঁকার কাজ আর সেলাইয়ের কাজ করে কোনমতে দিনরাত্র পরিশ্রমে দিন চালাচ্ছে। কিন্তু বাপের সেদিকেও কোন খেয়াল নেই। শোনা যাচ্ছে যে তিনি নাকি মেয়ের কাছ থেকে সে টাকাটাও আত্মসাৎ করে মদে উড়িয়ে দিচ্ছেন। দেখো কি বিচিত্র।

নিকোলাস্ তখন উত্তেজিত হয়ে বললো: তা'হলে মেয়েটি তার বাপ্‌কে ছেড়ে আপনাদের কাছে এসে থাকলেই তো পারে। সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

: সে কথা আমরাও প্রথমে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

: কেন নয়। এ ছাড়া তো সোজা পথ আর আমি দেখছি না।

: পথ অবশ্য আমরা একটা বার করেছি। অবশ্য একটু ঘুরিয়ে। সেটা তোমাকে পরে বলছি। তবে আমাদের এখানে এসে ঐ মেয়েটির থাকা সম্ভব নয় এই কারণে যে মেয়েটি তার পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসে। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা সে। বাপ্‌কে ছেড়ে সে কোথাও যেতে রাজী নয়। বাপ্‌কে সে শতকষ্টেও দেখবে। অথচ বাপ্ কিন্তু তার মেয়ের প্রতি এত স্নেহশীল নয়। মেয়ের সুখ-দুঃখ, মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি তার কোন নজরই নেই। সে যদি কোন প্রকারে জানতে পারে যে মেয়ের হাতে

টাকা আরো তাদের আর রক্ষা নেই। তার জীবন অতিষ্ঠ করে সে টাকা সে বার করে নেবে। এবং মদে ওড়াবে।

নিকোলাস আর ঠিক থাকতে না পেরে রেগে গিয়ে বললো : লোকটার অর্থ সাহায্য দেওয়ার তো দূরের কথা শাস্তি হওয়া উচিত। লোকটা একেবারেই পাষণ্ড।

মিঃ চার্লস্ সে কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন : সত্যিই তাই। অথচ আমাদের কিছু করবারও উপায় নেই। সেইজন্যে আমি আর আমার ভাই নেড্ অনেক চিন্তা ভাবনা আর আলাপ-আলোচনা করে একটা উপায় বার করেছি। অ[illegible] উপায়টা এ[illegible]।

[illegible]।

[illegible] মেয়েটাকে গোপনে ডেকে এনে অর্থ সাহায্য নিতে রাজী করিয়েছি। তবে সে সাহায্য একসঙ্গে দেওয়া হবে না। দেওয়া হবে অল্প অল্প করে। কারণ একসঙ্গে দিলেই তার বাপ সে টাকা সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেবে।

নিকোলাস্ বললো : কিন্তু দেবেন কি ভাবে। মহিলার বাপ্ তো এ টাকা সোজাসুজি ভাবে নিতে রাজী নন্। তাঁর তো আবার আত্মসম্মান উঁচু সুরে বাঁধা।

: হ্যাঁ। সেইজন্যে আমরা ঠিক করেছি যে, মেয়েটি যে সব সেলাই-এর কাজ করে এবং ছবি আঁকে, আমরা সে সব জিনিষ অনেক দামে কিনে নেব। তাহলে লোকটি জানবে যে, কোন কোম্পানী তার মেয়ের সেলাই এবং ছবি কিনে নিচ্ছে এবং টাকা দিচ্ছে। সুতরাং এ কাজে তার বাবার কোন আপত্তি থাকতে তো পারেই না, উপরন্তু তিনি উৎসাহিত হবেন। তবে টাকা দেওয়া হবে অল্প অল্প করে। এবারে কাজের কথায় আসি। তোমাকে আমরা কোম্পানীর প্রতিনিধি রূপে দাঁড় করাতে চাই। মানে, এই কেনা-বেচাটা তোমার মাধ্যমেই আমরা করতে চাই। তুমি বিশ্বস্ত এবং চিন্তাশীল। আগুপিছু চিন্তা করে তুমি কথা বলতে পার। এবং এ কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করা তোমার দ্বারাই সম্ভব। সেইজন্যে আমি আর আমার ভাই নেড্ অনেক ভেবে-চিন্তে তোমাকেই এ-কাজের জন্যে ঠিক করেছি। আশা করি তুমি এ দায়িত্ব ভাল ভাবেই পালন করতে পারবে।

নিকোলাস্ বললো: আপনারা আমাকে দায়িত্বশীল মনে করেছেন, এইটাই আনন্দের। আপনাদের বিশ্বাস ভাজন থাকতেই আমি চাই। এবং আপনি জানবেন যে আমার কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনে আমি সব সময়ই সজাগ থাকবো।

মিঃ চার্লস্ বললেন : আমি ও তাই জানি। আমি এ-কাজের ভার আমার ভাইপো ফ্রাঙ্ক্ কেও দিতে পারতাম। কিন্তু খবর পেলাম যে ঐ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাইপো ফ্রাঙ্ক্-এর নাকি কোন এক হটেলে একবার দেখাও হয়েছিল। পরে তুমিও নাকি সেখানে হঠাৎ এসে পড়েছিলে।

: ও! আচ্ছা! এই বারে মেয়েটিকে আমি পরিষ্কার চিনতে পেরেছি। মেয়েটিকে তাহলে আমি চিনি।

ঃ হ্যাঁ। আমার ও তাই মনে হয়েছিল। তা যাইহোক সে ঘটনায় আমি জানতে পেলাম যে ফ্রাংক্ নাকি ঐ ঘটনার পরে মেয়েটির ওপর একটু স্পর্শ কাতর হয়ে পড়েছে। মানে, ভাল লেগেছে একথাও বলতে পার। সেইজন্যে আমি ফ্রাংক্‌কে আর এ-ব্যাপারে জড়াতে চাই না। কারণ সে অজ্ঞাতসারে হয়তো ঐ মেয়েটিকে ভালবাসতেও পারে। এবং শেষ পর্য্যায়ে তার ফল ভাল না'ও হতে পারে। সেই কারণে আমি [illegible]কে এ-ব্যাপার থেকে দূরে রাখতে চাই।

নিকো[illegible] বললো ঃ আপনি টিম্‌কেও এ-কাজের যোগ্য মনে করলেন না। ও তো বয়সী লোক।

ঃ তা'বটে। তবে অত্যন্ত বদরাগী। আর ঝগড়াটে। কোন কা[illegible] রক্ষা করতে, সে একেবারেই পারে না। হয়তো শেষে সে ঐ মেয়েটির [illegible] ঝগড়া বাধিয়ে বসতে পারে। ওকে-দিয়ে এ-কাজ চলবে না। তুমিই [illegible]জের যোগ্য লোক।

ঃ মেয়েটি কি জানে যে আপনারা এ কাজ করছেন।

ঃ জানে। তবে এটুকু জানে না যে, ও ছবি এবং সেলাই আমাদের কোন কাজে লাগবে না। মেয়েটি জানে যে ও-গুলো আমাদের কাজেই লাগবে। এ-টুকু শুধু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। না হ'লে সাহায্য দেওয়া যেত না। যাইহোক আমাদের আলোচনা শেষ। এখন তুমি বাড়ী চলে যাও। আগামীকাল থেকে কাজ শুরু করবে।

নিকোলাস্ তাঁকে নমস্কার জানিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। এবং বাড়ীর পথ ধরলো। পথে আসতে আসতে চিন্তা করতে লাগলো যে, একদিন এই মেয়েটির কথা সে নানা ভাবে চিন্তা করেছে। এবং এক সময় এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে এমন উন্মুখ্ হয়েছিলো যে, নিউম্যান্‌কে পর্য্যন্ত মেয়েটির বাড়ীর খোঁজ আনতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু নিউম্যান্ তখন সম্পূর্ণ ভুল ঠিকানা এনেছিল বলেই, সেদিন সে হতাশ হয়ে তার চিন্তা থেকে সরে এসেছিল। কিন্তু এখন স্বাভাবিক ভাবেই আবার মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সে নিজেও মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলতে পারে। এমন আশংকাও আছে। তবে এখন এমন অবস্থায় আত্মসুখ বিসর্জন দিতেই হবে। নিকোলাস্ মনে মনে সংকল্প করলো যে, সে যখন বিশ্বস্ততার দায়িত্ব নিয়েছে, তখন ভালভাবেই পালন করবে। বিশ্বাসঘাতকতার কোন কাজই সে করতে পারবে না। মেয়েটিকে তার যত ভালই লাগুক না কেন।

এই সব নানা কথা চিন্তা করতে করতে নিকোলাস্ সে-দিনের মত বাড়ী ফিরলো।

পরের দিন যথা সময়ে নিকোলাস্ সেই মেয়েটির বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। বাড়ীটা অত্যন্ত নোংরা। সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্রের ছাপ। নিকোলাস্ পরিচারিকাকে দিয়ে তার আসার সংবাদ মেয়েটিকে পাঠালো। পরে মেয়েটির নির্দ্দেশে নিকোলাস্ ওপরে উঠে এলো। ওপরের ঘরে এসে নিকোলাস্ দেখলো যে মেয়েটি তখন সেলাই-এর কাজে ব্যস্ত। আর তার পিতা অসুস্থ অবস্থায় একটি কোচে অর্দ্ধশায়িত। দেখে মনে হল বয়স পঞ্চাশের নীচে। কিন্তু অত্যাচারে অত্যাচারে শরীর অত্যন্ত জীর্ণ। অস্থি-

চর্মসার। লোকটি নিকোলাস্‌কে দেখেই প্রশ্ন করলো : আপনি এখানে কেন এসেছেন। কি দরকার। কে আপনাকে পাঠিয়েছে।

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নে নিকোলাস্ প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল। পরে নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিয়ে বললো : আমি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে আপনাদের এখানে এসেছি।

: কেন? কি প্রয়োজনে? লোকটি বেশ রূক্ষ গলায় প্রশ্ন করলেন।

নিকোলাস্ বললো : আমি কিছু ছবি আর সেলাই কিনতে এসেছি। [illegible] তার জন্যে [illegible] প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজী। নিকোলাস্ এই কথা বলে কিছু [illegible] রাখলো।

ঐ [illegible] দেখে লোকটি সোজা হয়ে বসে বললেন : ম্যাডেলিন্, দেখোতো কত আছে। টাকাগুলো ভালকরে গোনো। দেখ ঠিক দাম হল কিনা।

ম্যাডেলিন্ বললো : হ্যাঁ বাবা। ঠিক দামই হয়েছে।

ম্যাডেলিন-এর বাবা বললেন : তা'হলে চাকরটাকে ডাক। সে আমার জন্যে আজকের খবরের কাগজ, কিছু আঙ্গুর আর ভাল একবোতল মদ আনুক। তাড়াতাড়ি কর ম্যাডেলিন্। আর ওকে একখানা রসিদ লিখে দাও।

: রসিদ না হলেও চলবে। নিকোলাস্ জবাব দিল।

: কেন? এ টাকাটা কি আপনি দান করে গেলেন। দাম দিয়ে জিনিষ কিনলে রসিদ লাগে এটাকি আপনি জানেন না। আমার একদিন ছিল তখন আপনার মত পঞ্চাশজনকে আমি কিনে রাখতে পারতাম।

নিকোলাস্ বললো : আপনি অহেতুক রেগে যাচ্ছেন। আমি আপনার মেয়ের কাছে আরও জিনিষ কিনতে আসবো। কেনাবেচা আরও অনেক হবে। কাজেই রসিদের কোন প্রয়োজন ছিল না।

: আছে। আমার মেয়ে কারও দয়া ভিক্ষা করে না। আপনি প্রয়োজনের বেশী কথা বলবেন না। ম্যাডেলিন্, ওঁকে একখানা রসিদ লিখে দিয়ে বিদায় করো।

ম্যাডেলিন্ একখানা রসিদ লিখে নিকোলাস্‌কে দিল। নিকোলাস্ সেটা হাতে নিয়ে বললো : আবার কবে আসবো বলুন।

ম্যাডেলিন্-এর বাবা কড়া মেজাজে বললেন : যখন খুশি এসে আমার মেয়েকে বিরক্ত করবেন না। ম্যাডেলিন্, তুমি ওঁকে আসবার দিনটা জানিয়ে দাও।

ম্যাডেলিন্ বললো : ৩।৪ সপ্তাহ পরে আপনি আবার আসবেন। আমি জিনিষ তৈরী রাখবো।

ম্যাডেলিন্-এর বাবা বললেন : ৩।৪ সপ্তাহ পরে। এত দেরী করে। তা'হলে আমার চলবে কি করে।

নিকোলাস্ বললো : তা'হলে কি তার আগেই আমি আসবো?

ম্যাডেলিন্-এর বাবা জবাব দিলেন : আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই। আপনি এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার আসবেন। আমরা অকারণ অপরের বোঝা হতে চাই না। টাকা হাতে না থাকলে অপরের কাছে বাধ্যহয়েই হাত পাত্‌তে হয়। সেটা আমি একেবারেই

পছন্দ করি না। সুতরাং মনে রাখবেন। এক সপ্তাহ।

ঃ আজ্ঞে। নিকোলাস্ ম্যাডেলিন-এর পিতাকে নমস্কার জানিয়ে নীচে নেমে এলো। ম্যাডেলিন্ ও তার পথ অনুসরণ করে নীচে এলো।

নিকোলাস্ বললো ঃ চলি। আমার প্রতিষ্ঠানের যে কর্তব্যভার নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম, আশা করি তা' যথাযথ ভাবে আমি পালন করতে পেরেছি। আমার প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শেষ। আপনি এবং আপনার পিতা আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন [illegible]

ম্যাডেলিন্ ধরা গলায় বললো ঃ আমার অপরাধ নেবেন না। আমার বাবা একটু অন্য ধরনের মানুষ। তার ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ। সেইজন্যে [illegible]ই আপনাকে বলে থাকবে। আপনি সে সব কথায় আমাদের অপরাধী ক[illegible]

নিকোলাস্ জবাবে বললো ঃ আপনার কাহিনী আমার সবই জানা। সুতরাং এখানে আমার মনে করবার কিছুই নেই। এখানে আমাকে আরও অনেকবার আসতে হবে। সুতরাং আপনারই কর্ত্তব্য হবে আমাকে সামলে নেওয়া। আপনাদের পরিস্থিতির সঙ্গে আমাকে খাপখাইয়ে নেওয়া। যা'তে আমার আসা-যাওয়া সহজ হয়। এবং আমি আশা করি আপনি আমার জন্যে সেটুকু করবেন। আচ্ছা! নমস্কার। চলি। আবার দেখা হবে।

নিকোলাস্ সেখানে আর না দাঁড়িয়ে রাস্তায় নামলো।

[৩২]

রালফ্ নিকলবির দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। বাজারে অনেক টাকা বাকী। আদায়ের পথ বার করা যাচ্ছে না। তাঁর মত ঘুনো লোকও হিম্‌শিম্ খাচ্ছেন টাকা আদায় করতে। সারাদিন নেকড়ে বাঘের মত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। চিন্তা শুধু টাকা, আনা আর পাই। কি করে আদায় হবে।

ইদানীং মন-মেজাজ তার আরও খারাপ করে দিয়েছে স্মাইক-এর চিন্তা। স্মাইক্‌কে ধরে আনবার একটা পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। কিন্তু সেটাও খাটলো না। তবে সে চিন্তা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন নি। আপাততঃ অন্য একটি চিন্তা তাঁর মাথায় ঘোরা ফেরা করবার জন্যে, তিনি স্মাইক্-এর চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে রেখেছেন। পরে ভেবে-চিন্তে কিছু করবেন বলে। এখনও তিনি স্থির সংকল্পে আছেন যে, নিকোলাস্-এর কাছে এ ভাবে হার মানা যাবে না। অর্থাৎ তিনি মানবেন না। তবে আপাততঃ স্থগিত। বর্তমানে তিনি কোন একটি কাজে খুব বেশী সময় বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন। বাড়ীতে থাকেন না বললেই চলে। বাড়ীতে এখন শুধু মাত্র নিউম্যান্ একা। সে পাহারায় নিযুক্ত। লোকজন এলে খবরা-খবর দেবার জন্যে।

আজকেও রালফ্ নিকলবি ভোর বেলাতেই বেরিয়ে গেছেন। বেলা তিনটে বাজতে চললো এখনও তাঁর দেখা নেই। নিউম্যান্ অফিসের টুলে বসে নানা ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে চলেছে। ঘরে কেউ নেই। সে একা একা আপন মনেই বলে,

চলেছে ঃ সকালে আটটায় খেয়েছি। এখন বেলা তিনটে বাজতে চললো। লোকটার তব্ দেখা নেই। লোকটার ক্ষিদে বলে কিছ্ নেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার আছে। মানুষটা শুধু টাকা, আনা আর পাই-এর হিসাবেই মস্‌গুল্। এই টাকাতেই সে খাওয়া ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু আমি পারি না। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। যাবার সময় আবার হুকুম দিয়ে গেলেন যে, তিনি না আসা পর্যন্ত যেন আমি অপেক্ষা করি। লোকটা যে এত দেরী করবে তা' কে জানতো। আর কটা মিনিট আমি দেখবো। তারপর সোজা বাড়ীর পথে হাঁটা দেব। এ-ভাবে আমার চলবে না।

নিউম্যান্ ঐ ঘরে আপন মনে একা একা রাগে গজ্‌গজ্ করতে লাগলো আর বারবার বাইরে তাকাতে লাগলো। যদি রালফ্ নিকলবি এসে পড়েন। কিন্তু না। তখনও তিনি নিউম্যান-এর দৃশ্যপট-এর বাইরে।

নিউম্যান্ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর উঠি উঠি করতে লাগলো। এমন সময় সামনের রাস্তায় রালফ্ নিকলবি এবং সঙ্গে আরেকজনকে দেখা গেল। রালফ্ নিকলবি সেই লোকটির সঙ্গে আপন মনে কথা বলতে বলতে নিজের কর্মবার ঘরের দিকেই আসছিলেন।

রালফ্‌কে দেখে নিউম্যান্ পাশের ঘরে সরে গিয়ে আত্মগোপন করলো ঃ ভাবলো এখন দেখা দিলে আবার হয়তো বসিয়ে রাখবে ঃ সুতরাং আপাততঃ নিজেকে গোপনেই রাখা যাক। যদি প্রয়োজন হয় তবে দেখা দেব। আর তা' না হলে এখান থেকেই সোজা বাড়ী চলে যাব। নিজেকে এভাবে এখানে অকারণ আট্‌কে রাখার কোন অর্থ হয় না। লোকটা এখন বসে বসে কতক্ষণ বকবে তা' কে জানে। নিউম্যান্ পাশের ঘরে নিজেকে গোপন করে রালফ্-এর ওপর নজর রাখতে লাগলো।

রালফ্ নিজের ঘরে ঢুকে নিউম্যান্‌কে না দেখতে পেয়ে এদিকে ওদিকে তাকালো। পরে আপন মনেই বলে উঠলো ঃ ব্যাটা খেতে গেছে দেখছি। অথচ আমি তাকে এখানে থাকতে বলেছিলাম। কত লোক এসে ফিরে গেল তা' কে জানে। আবার কখন আসবে তা'ও অজানা।

রালফ-এর সঙ্গে যিনি এসেছিলেন তিনি গ্রাইড্। পুরো নাম আর্থার গ্রাইড্। খর্বাকৃতি। বৃদ্ধ। বয়স প'চাত্তরের কাছাকাছি। রোগা। কুঁজো। গায়ে ধূসর রঙের সেকেলে কোট। পরণে ছোট পা'জামা। পাকা চুল পেছনে ফেরানো। দাঁত প্রায় নেই বললেই হয়। গাল তোবড়ানো। লোকটাকে এক নজরে দেখলে মনে হয় অত্যন্ত ধূর্ত্ত, লোভী এবং কৌশলী। রালফ্ নিকলবির সঙ্গে এমন একজনের সাক্ষাৎ-কারের অর্থ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

গ্রাইড্ অনেকক্ষণ রালফ্‌কে দেখে নিয়ে বললেন ঃ আশা করি তুমি ভাল আছ। কি বলো ?

রালফ্ বললেন ঃ দেখতেই পাচ্ছ। আমি ভালই থাকি। খারাপ থাকবার কোন কারণ নেই। তবে আরও ভাল থাকতে পারতাম। কিন্তু কিছু লোকের জন্যে পারি না। যাইহোক তোমার খবর কি বলো। হঠাৎ কি মনে করে। মানে

তোমার হয়েছে। কি সেটা আমাকে সোজাসুজি বলে ফেল। কারণ আমার কাছে সময় মানেই টাকা। মানে, সময়কে আমি টাকা দিয়ে কিনি। কাজেই বুঝতে পারছো যে গল্প করবার মত সময় আমার নেই। যদিও অনেকদিন পরে আমাদের দেখা। তবুও বাজি গল্প থাক। কাজের কথা বলো। আমি শুনতে রাজী।

গ্রাইড্ সে-কথা শুনে বললেন ঃ তুমি আগের মতই আছ রালফ্। তোমাকে আমি দীর্ঘ দিন ধরে দেখছি। আমাদের অনেকেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তোমার কোন পরিবর্তন নেই। তুমি আগেও যেমন টাকার জন্যে পাগল ছিলে, আজও আছো। হয়তো আগামী দিনেও থাকবে। তোমার সঙ্গে আমি অনেককাল নানা ব্যবসায় জড়িয়ে ছিলাম। ফলবানও কিছু না হয়েছি তা' নয়। তবে পরিবর্তনশীল জগতে আমারও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তুমি [redacted] এবং অনন্য।

রালফ্ বললেন ঃ তোমার কথাগুলো শুনতে আমার ভালই লাগছে। তবে সময় আমার অল্প। সেইজন্যে এ-সব কথা নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। এটুকু জেনে রাখো যে আমি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছি বলেই আমার ব্যবসাটা এখনও টিকে আছে। তা' না হলে কবে উঠে যেত। যাই হোক—। রালফ্ নিজের ঘড়ি দেখলেন এবং বললেন ঃ এবারে কাজের কথায় এসো।

গ্রাইড্ বললেন ঃ আমার কাজের কথা শুনলে তুমি অবাকই হবে। তবুও বলতে যখন এসেছি তখন নিশ্চয়ই বলবো। গ্রাইড্ এবারে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন ঃ আমি আবার বিয়ে করবো। এ-ব্যাপারে তোমার মতামত আমি চাই।

রালফ্ বললেন ঃ আমার মতামত সেই সনাতন। আগেও যা' বলেছি। এখনও সে-কথাই বলবো।

ঃ মানে? গ্রাইড্ অবাক হয়ে রালফ্-এর দিকে তাকালেন।

ঃ মানে, এ-কথা তুমি আগেও বহুবার বলেছ। এখনও বলছো। এবং আগামী দিনেও বলবে। আর আমার জবাবও সেই সনাতনী। নতুন কিছু নেই। কাজেই ও-সব কথা ছেড়ে এখন কাজের কথায় এসো গ্রাইড্। আমার সময় অল্প।

গ্রাইড্ বললেন ঃ আমি জানি নিকলবি। আগে হয়তো এ-কথা তোমাকে বলেছি। কিন্তু কাজে পরিণত করতে পারি নি। কিন্তু এবারে আমি কাজে পরিণত করতে চাই। এখন এটা মিথ্যা কিছু নয়। সূর্যের মত সত্য। কাজেই তুমি এটাকে বাজে কথা না ভেবে বেশ গুরুত্ব দিয়ে জবাব দাও। অবশ্য এ বিয়েতে কিছু সর্ত আছে। সে-গুলো যথাযথ পালিত হলেই আমি রাজী।

রালফ্ অবাক হয়ে বললেন ঃ কি ব্যাপার বলো তো। তুমি কি সত্যি বিয়ে করবে নাকি।

ঃ হ্যা। সেইজন্যেই তোমার কাছে এসেছি।

ঃ কিন্তু বুড়ী পেলে কোথায়?

ঃ বুড়ী। হা-হা-হা—। গ্রাইড্ দরাজ গলায় হাসতে হাসতে বললেন ঃ বুড়ী নয় গো। বুড়ী নয়। একেবারে তাজা সুন্দরী তরুণী। বয়সটা এই উনিশ-বিশের

মধ্যে। আর চোখ দুটো অনেকটা দীঘল দীঘির মত। চুল ঘন কাল। ঠোঁট দুটো পাকা ফলের মত। নিতম্ব ভরাট এবং ভারী। এমন একটি মেয়েকে আমি বিয়ে করতে মনস্থ করেছি। এখন তোমার মতামত কি বলো।

ঃ মেয়েটি কে? রালফ্ বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রাইড্-এর দিকে তাকালেন।

ঃ মেয়েটির নাম ম্যাডেলিন্ ব্রে।

রালফ্ অনেক চিন্তা করে বললেন যে না, এ নামে তিনি কাউকে চেনেন না।

তখন গ্রাইড্ বললেন ঃ তুমি চেনো না কিহে। এক সময় আমরা দু'জনেই তার সঙ্গে অনেক ব্যবসার ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম। তুমি এখনও কিছু টাকা তার কাছে পাও। রালফ্ তখন আরও চিন্তা করে বললেন ঃ ও বুঝেছি। এখন আমি তা'কে আন্দাজ করতে পারছি। ম্যাডেলিন্ ব্রে। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী ছিল।

ঃ ছিল কি গো। এখনও আছে।

ঃ তা' তুমি তাকে বিয়ে করবে এটা কি রকম।

ঃ শোনো। মেয়েটা অত্যন্ত পিতৃভক্ত। বাপের জন্যে সে সব কিছু করতে পারে। গত দু'মাস একটানা আমি তার বাড়ীত যাতায়াত করছি। মেয়েটিকে বার বার দেখছি এবং লোভ হচ্ছে। কিন্তু কোন উপায় বার করতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে।

ঃ কি সেটা।

ঃ তুমি জান যে আমি ঐ ম্যাডেলিন-এর বাবার কাছে ১৭শ' পাউণ্ড পাই। এবং আমি যতদূর জানি তুমিও বেশ কিছু পাও। আমার পাওনা যখন মেটেনি, তেমন তোমারও নয়। কাজেই এখন তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য করো তবে, আমি তাকে বেশ একটা প্যাঁচে ফেলতে পারি।

ঃ প্যাঁচটা কি সেইটাই বলো।

ঃ আমি ম্যাডেলিন-এর বাবার কাছে তার মেয়ের বিয়ের কথা পাড়বো। মানে আমার সঙ্গে। সর্ত একটা অবশ্যই থাকবে। সর্ত থাকবে যে, আমার ঋণ থেকে সে মুক্তি পাবে। এ-ছাড়াও আমি তাকে এমন একটা মাসোহারা দেব, যাতে সে অনায়াসেই বিদেশে ভালভাবে কাটাতে পারে। এবং তাকে এ-কথাও বোঝাবো যে, সে যদি বিদেশে যায় তবে আরও অনেকদিন বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু এখানে থাকলে এই অভাব-অনটনে সে মারা যাবে। এটা আমার নয় ডাক্তারের কথা। তার মাথায় যদি মৃত্যু ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেও রাজী হয়ে যেতে পারে। এ-ছাড়া ঋণ মুক্তি তো আছেই। ওর মেয়ে ওকে যা ভালবাসে তাতে সে নিজেও রাজী হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কারণ বাপের জীবনের জন্যে ঐ মেয়ে সব কিছু করতে পারে। আমার মতলবটা কেমন এখন বলো।

ঃ খুব ভাল। এবং এখানেই এর শেষ বলে আমার মনে হয় না। আরও কিছু আছে। বলে ফেল।

ঃ হ্যাঁ। আছে। তুমি অত্যন্ত ধূর্ত এবং রসিকও বটে। কাজেই তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। এখন আমি বলতে চাই যে, তুমি যদি এ ব্যাপারে আমাকে

একটু সাহায্য করো, মানে আমার হয়ে যদি ওকালতী করতে রাজী থাক, তবে তোমার পাওনার অর্দ্ধেকও আমি দিতে রাজী। মানে, আমার হয়ে তুমি ব্রে-র বাবাকে কথাটা পাড়বে। আমার বলাটা ভাল দেখায় না। সেইজন্যেই তোমার সাহায্য চাইছি। আর তা'ছাড়া তুমি ও ভেবে দেখো যে, ঐ পড়ে থাকা টাকাটা তুমি আদায় করতে পারছো না। পারবেও না। আমি জানি। তুমি এটুকু উপকার করলে মোট টাকার অর্দ্ধেকটা অতি সহজেই পেয়ে যাচ্ছো। এটাও সোজা কথা নয়।

ঃ তোমার কথা কি শেষ হয়েছে। আমার মনে হয় আরেকটু আছে।

ঃ হ্যাঁ আছে। ম্যাডেলিন্ ব্রে-কে বিয়ে করলে শুনেছি নাকি যে সে একটা ছোট্ট সম্পত্তির মালিক হবে। অবশ্য এটা আমার শোনা কথা। আর যদিও হয় তবে সেটা খুবেই সামান্য।

ঃ যাক্। তোমার সব কথাই শুনলাম। অনেক সময় ব্যয়ও হল। এবারে আমাকে বলতে দাও।

ঃ বলো। তবে আর চাপ দিও না। অর্দ্ধেকের বেশী আমি দিতে পারবো না। কারণ এর পরে ব্রে-এর বাবাকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তাকেও একটা মাসোহারা দিতে হবে। সুতরাং সব দিক ভেবে তুমি আমাকে বিচার করবে বলেই আমি আশা করি।

ঃ শোনো গ্রাইড্। আমি সোজা কথার মানুষ। কাজেই আমার সোজা কথাটা শোনো। আমার সাহায্য ছাড়াও যদি তুমি ঐ মেয়েকে বিয়ে কর তবুও আমাকে পুরো টাকা দিতে হবে। আমার টাকা শোধ না করলে তুমি ব্রে-র বাবাকে বিদেশে পাঠাতে পারবে না। মানে, আমি পাঠাতে দেব না। সুতরা তুমি আমার কাছে আটক্ থাকবে এবং ঐ টাকা শোধ করতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয়তঃ আমাকে যদি ঐ বিয়েতে এগিয়ে আসতে হয়, তা'হলে তার মূল্য বাবদ পাঁচশো টাকা দিতে হবে। এখন পাঁচশো টাকা তোমার কাছে কিছুই নয়। এই পাঁচশো টাকার পরিবর্ত্তে তুমি যুবতী সুন্দরী একটি তাজা মেয়ে পেয়ে যাচ্ছ। যে মেয়েটির নিখুঁত শারীরিক বর্ণনা তুমি নিজেই দিয়েছ। আমি রস বিহীন লোক। আমি অত গুছিয়ে বলতে পারবো না। রালফ্ সবশেষে বললেনঃ তুমি চিন্তা করে দেখো। যদি রাজী থাকো এবং আজই যদি ঐ টাকাটা আমাকে দিয়ে একটা দলিলে সই করো, তবে এখুনি আমি কাজে নেমে যেতে পারি। আমার কোন অসুবিধা নেই। টাকার জন্যে আমি কাজ করতে প্রস্তুত। তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে, আমাকে টাকা দিয়ে সময় কিনতে হয়। সময় মানেই টাকা। কাজেই আমি অকারণ সময় নষ্ট করতে পারি না। আর যদি আমার প্রস্তাবে রাজী না থাক, তবে জানবে যে ঐ টাকা আমার আদায় হবেই। টাকা আমার মারা যাবে না। মানে, তুমি নিজেই দেবে। শেষে অবস্থা এমনি দাঁড়াবে। অর্থাৎ আমি দাঁড় করিয়ে ছাড়বো।

রালফ্-এর কথা শুনে গ্রাইড্ অনেকক্ষণ ভাবলেন। রালফ্কে কিছু কমাতেও অনুরোধ করলেন। কিন্তু রালফ্ রাজী হল না। শেষে গ্রাইড্ উপায়হীন হয়ে দলিলে সই দিয়ে রালফ্কে তার দালালী মিটিয়ে দিয়ে বললেনঃ তা'হলে চলো।

এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। শুভস্য শীঘ্রম্। শুভ কাজে দেরি করতে নেই।

রালফ্ বললেন : বেশ। চলো। আমি রাজী।

ওঁরা দু'জনে ঘর ছেড়ে চলে যেতে নিউম্যান্ নগস্ ঘরে এসে দাঁড়ালো এবং আপন মনেই বলতে লাগলো : এটা চক্রান্ত। এবারে ব্রে-র পালা। ব্যাটা পাকা শয়তান। শুধু চক্রান্ত আর চক্রান্ত। প্রতিকার বা প্রতিশোধের কোন পথ নেই। না হ'লে আমি একবার ব্যাটাকে দেখে নিতাম। যাক্। আমি আর কি করতে পারি। আপাততঃ হটেলে খেয়ে আসা যাক।

নিউম্যান্ একটি হটেলে খেতে চলে গেল। বাড়ীতে তালা পড়লো।

ম্যাডেলিন্ ব্রে-র বাড়ীতে এসে দু'জন চক্রান্তকারী জানতে পারলো যে ম্যাডেলিন্ ব্রে বাড়ীতে নেই। তার বাবা অসুস্থ অবস্থায় দোতলার ঘরে আছেন। ওঁরা দোতলায় উঠে এলেন। এবং ব্রে-র বাবার কাছে এসে বসলেন।

ব্রে-র বাবা তাদের খাতির যত্ন করলেন। ম্যাডেলিন্ ব্রে বাড়ী নেই সে কথাও জানালেন।

রালফ্ নানা কথার পর আসল কথায় এলেন। তিনি বললেন : আপনার শরীর ভাল নয়। কখন আছেন। কখন নেই। ব্রে আজও কুমারী। তার একটা বিয়ে দেওয়ার দরকার। এ ছাড়াও আপনার মাথায় ঋণের বোঝাও কিছু কম নয়। আমরা তো আছি। এবং আরও অনেকই আছেন। সেইজন্যেই আমি বলি কি যে, আপনি আপনার মেয়েকে গ্রাইড-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। গ্রাইড্ ধনী লোক। সে আপনার পাওনা সব মিটিয়ে দেবে।

ব্রে-র বাবা বললেন : আমার মেয়েকে আমি যে ভাবে মানুষ করেছি তাতে তার বড় লোকের ঘরেই বিয়ে হওয়া উচিত।

রালফ্ বললেন : আমিও তাই মনে করি। গ্রাইড্-এর অর্থ আছে। সে ধনী। আপনার মেয়ের সৌন্দর্য্য এবং গুণ আছে। সুতরাং এ যোগাযোগ কিছু খারাপ হবে না। আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন।

ব্রে-র বাবা বললেন : এ-ব্যাপারে আমি কিছুই ভাববো না। ভাববে আমার মেয়ে। তাকে আমি স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছি।

রালফ্ বললেন : বেশ। ভাল কথা। আপনার মেয়ে আপনাকে অত্যধিক ভালবাসে শুনেছি। তা' যদি হয়, তবে আপনার স্বার্থেই তার এ-কাজ করা উচিত। কারণ এটা করলে আপনি মোটামুটি ভাবে ঋণ মুক্ত হবেন। এবং বিদেশে একটা মোটা মাসোহারায় দিন কাটাতে পারবেন। বিদেশে থাকলে আপনার স্বাস্থ্য আরও ভালো হবে। আপনি দীর্ঘায়ু হবেন। আর এখানে এভাবে যদি আপনি বাস করেন তবে আপনি আরও রুগ্ন হয়ে পড়বেন এবং শেষ কালে মারাও যেতে পারেন। আর ঋণের কথা নাই বা বললাম। কাজেই আপনি সব দিক চিন্তা করে মেয়েকে বোঝাবেন। আপনাকে সে যদি সত্যিই ভালবাসে, তবে আপনার দীর্ঘায়ুতে সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। এবং আপনার স্বার্থেই সে রাজী হবে। এই আমার বিশ্বাস। গ্রাইড্ তার ঋণ তুলে নেবে। আমিও তুলে নেব।

ইতিমধ্যে ম্যাডেলিন্ ব্রে-র পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওঁরা সবাই চুপ করে গেলেন। ম্যাডেলিন্ ব্রে ঘরে এলো। বাবার মাথার কাছে বসলো এবং কুশল জানতে চাইলো। ব্রে-র বাবা কুশল জানালেন এবং বললেন : তুমি বড়ো ক্লান্ত মা। এখন বিশ্রাম করো। আমার জন্যে খাটতে খাটতে তুমি দুর্বল হয়ে পড়ছো। তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি উপায়হীন।

: বাবা বেশী কথা বললে তোমার শরীর খারাপ করবে। তুমি বিশ্রাম করো। আমি এখনি আসছি।

ম্যাডেলিন ব্রে ঘর ছেড়ে চলে যেতে ব্রে-র বাবা বললেন : আমাকে এক সপ্তাহ ভাবতে সময় দিন। এক সপ্তাহ পরে আপনারা আসবেন।

চক্রান্তকারী দু'জন খুশি হয়ে চলে গেলেন। ব্রে-র বাবা ভাবতে লাগলেন।

বাইরে এসে গ্রাইড্ বললেন : রালফ্ কি রকম বুঝলে। এ কাজ হবে বলে তুমি মনে কর।

রালফ্ হেসে বললেন : হতেই হবে। দেখলে না বাপ তার মেয়ের শারীরিক পরিশ্রমের জন্যে উদ্বিগ্ন। সে এব্যাপারে মুক্তি চায়। আর মেয়ে বাপের জন্যে উদ্বিগ্ন। সে'ও মুক্তি খুঁজছে। এবং এই দু'জন লোকের মুক্তির মূলে তুমি দাঁড়িয়ে। সুতরাং একাজ হতেই হবে। তবে একটা কথা বলি। মেয়েটি এখন বাপের দুঃখে কাঁদছে। বিয়ের পরে নিজের দুঃখে কাঁদবে।

গ্রাইড্ রালাফ-এর মুখের দিকে তাকালেন।

[৩৩]

ম্যাডেলিন্ ব্রে।

একদিকে চক্রান্তকারী গ্রাইড্ এবং অপর দিকে নিষ্কলুষ কল্পনা বিলাসী মনের অধিকারী নিকোলাস্। এই দুই-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ম্যাডেলিন্ ব্রে।

গ্রাইড্ পরবর্তী আলোচনার জন্যে অপেক্ষায় রত। ম্যাডেলিন্ ব্রে-র বাবা এক সপ্তাহ পরে তাঁদের আবার আসতে বলেছেন। সুতরাং আলোচনার পরবর্তী অধ্যায়ে কি ফলাফল দাঁড়াবে সেই চিন্তাতেই পুরোপুরি ভাবে নিমগ্ন গ্রাইড্। তবে গ্রাইড-এর সংকল্প, যে-ভাবেই হোক ম্যাডেলিন্ ব্রে-কে তার চাই। তাকে পেতেই হবে। একটা লালসা, একটা লোভ, একটা চক্রান্তের জালে গ্রাইড্ নিজেকে জড়িয়ে জড়িয়ে শেষে ম্যাডেলিন্ ব্রে-কে জড়াতে চাইছে।

কিন্তু অপর দিকে নিকোলাস্ একটা পরিপূর্ণ ভালবাসার প্রতীক হিসাবে ম্যাডেলিন্ ব্রে-র কাছে দাঁড়িয়ে।

সেদিনের দেখা-সাক্ষাতের পরে নিকোলাস্ পূর্বের প্রতিষ্ঠানের নাম করে ম্যাডেলিন্ ব্রে-র কাছে আরও কয়েক বার গিয়েছে। ছবি এবং সেলাই কিনে এনেছে। সে ম্যাডেলিনকে যতবারই দেখেছে ততবারই তার ভাল লেগেছে। প্রতিবারই নিকোলাস-এর মনে হয়েছে যে, তার মনের গোপন তলে যে ইচ্ছা সে দীর্ঘদিন যাবৎ

পোষ মানিয়ে মানিয়ে এসেছে তাকে এবারে মুক্তি দেয়। তার বিপর্যস্ত মনের সংবাদ সে ম্যাডেলিন্ ব্রে-র কাছে পেঁছে দেয়। কিন্তু নানা চিন্তায় বার বার এগিয়ে গিয়েও সে পরে পিছিয়ে এসেছে। এই পিছিয়ে আসবার প্রধাণ এবং প্রথম কারণ তার কর্ত্তব্য বোধ, দায়িত্ব বোধ এবং মানসিক প্রস্তুতি। চার্লস্ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছে, যে কঠোর দায়িত্ব পালনের অঙ্গিকার সে করেছে, তার পূর্ণ মর্য্যাদা তাকে দিতেই হবে। দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যের কাছে ব্যাক্তিগত সাধ-আহ্লাদের কোন স্থান হতে পারে না। পারা উচিতও নয়। ম্যাডেলিন্ ব্রে-র জন্যে তার মনের গোপন কোনে যে ভালবাসাই জমা থাক না কেন, তা' সে গোপনেই রক্ষা করবে। প্রকাশ হতে দেবে না।

ম্যাডেলিন ব্রে-র সঙ্গে নিকোলাস-এর দেখা হবার পর নিকোলাস্ প্রায় প্রতিদিনই বাড়ী ফেরার পথে এই সব নানা চিন্তায় নিজের মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করে, আর ভাবে, ঐ সুন্দরী তরুণী যে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জ্জন করে, যে কঠোর সংগ্রামে আজ সে লিপ্ত, তার কল্যাণ কামনাই আজ তারও সাধনা হোক। তারও কর্ত্তব্য হোক। তার দুর্য্যোগ জীবন-পথে সে ফুল ফোটাবারই চেষ্টা করবে। এই তার পুরষ্কার। তার এইটুকুই সে প্রাপ্য বলে মনে করে।

সেদিনও নিকোলাস্ এই চিন্তা করতে করতেই অফিকের কাজের পর বাড়ী ফিরছিল। একটা অলস চিন্তা আর মনকে সে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতেই পথ চলছিল। বাড়ী ফেরবার তেমন তাড়া ছিল না। সে সামনের সাজানো দোকানপাট আর নানা ধরনের প্রাচীর পত্রগুলো পড়তে পড়তে অলস পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি প্রাচীর পত্রের কাছে এসে সে থম্‌কে দাঁড়ালো। তা'তে লেখা মিঃ ক্রুমেলস্-এর শেষ অভিনয় রজনী। নিকোলাস্ আপন মনেই হাসলো। এই সেই মিঃ ক্রুমেলস্। যাঁর থিয়েটারে যোগ দিয়ে একদিন নিকোলাস্ নিজে অভিনয় শিক্ষা করেছে এবং খ্যাতিও কুড়িয়েছে। এবং শেষে তাঁদের শত অনুরোধ স্বত্বেও কর্ত্তব্যের খাতিরে সে ছেড়ে চলে এসেছে। সেই মিঃ ক্রুমেলস্ আজ এই শহরে এসেছেন শেষ অভিনয়ের জন্যে। সুতরাং একবার দেখা করতেই হয়।

নিকোলাস্ অনেক পথ ঘুরে থিয়েটারে এসে হাজির হল। ম্যানেজার ক্রুমেলস্ তাকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনেক খাবার খাওয়ালেন। অতীতের সুখ দুঃখ নিয়ে নানা আলোচনাও হল। নিকোলাস্ খুব খুশি। মিঃ ক্রুমেলস্‌ও। দীর্ঘদিন পরে তিনি নিকোলাস্‌কে আকস্মিক ভাবে পেয়েছেন। নানা কথার পর নিকোলাস্ জানতে চাইলো যে এই অভিনয়ের পর তাঁরা কোথায় যাবেন। মিঃ ক্রুমেলস্ জবাব দিলেন ঃ আমেরিকায়।

নিকোলাস্ সে কথা শুনে বললো ঃ আমেরিকা। খুবই আনন্দের কথা। আমি যখন আপনাদের দলে ছিলাম, তখন এ-ধরনের কোন পরিকল্পনা আপনাদের ছিল বলে শুনিনি।

মিঃ ক্রুমেলস্ বললেন ঃ না। তখন সে সব পরিকল্পনা ছিল না। পরে তিনি হেসে বললেন ঃ এ সব পরিকল্পনা করেছেন তাঁর স্ত্রী।

ঃ কেন ?

মিঃ ক্রুমেলস্‌ বললেন ঃ এবারে তাঁর সপ্তম সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। সংসারের লোক সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। খরচাও অনেক। এ ছাড়াও আমাদের বয়স বাড়ছে। আজকে আমরা ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে পারছি। দল চালাতে পারছি। কিন্তু আরেকটু বয়স বাড়লে আর সম্ভব হবে না। সেইজন্যেই আমার স্ত্রী অনেক ভেবে একটু অন্য ধরনের পরিকল্পনা করেছেন।

ঃ কি রকম ? নিকোলাস্‌ জিজ্ঞাসু চোখে মিঃ ক্রুমেলস্‌-এর দিকে তাকালো।

মিঃ ক্রুমেলস্‌ বললেন ঃ তিনি আমেরিকায় কিছু জমি কিনেছেন। চাষ-বাসের জন্যে। ঠিক হয়েছে বয়স একটু বাড়লে আমরা ওখানে চাষ-বাস নিয়েই থাকবো। ওটাই আমাদের শেষ জীবনের অবলম্বণ হবে।

নিকোলাস্‌ হেসে জবাব দিল ঃ আপনার স্ত্রীর বুদ্ধিকে আমি চিরকালই প্রসংশা করে এসেছি। আজও করি। তাঁর মতো দূরদর্শী মহিলা জগতে সত্যিই দুর্লভ।

মিঃ ক্রুমেলস্‌ বললেন ঃ তিনি আপনাকে খুবই স্নেহ করতেন। আপনি চলে যেতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন।

নিকোলাস্‌ বললো ঃ আমি দুঃখিত মিঃ ক্রুমেলস্‌। সেই সময় আমার চলে না গিয়ে কোন উপায় ছিল না। তবে আজকে আমি যখন এসে পড়েছি তখন আরেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব।

নিকোলাস-এর কথায় মিঃ ক্রুমেলস্‌ খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন ঃ আপনার কথা শুনে খুবই আনন্দ পেলাম। আজকের অভিনয়ের পর আপনি আমাদের বাড়ীতে চলে আসুন। অনেক কথা হবে। এবং আজই আমার স্ত্রী জাহাজে লিভারপুলের দিকে যাত্রা করবেন। সুতরাং আপনাকে দেখে নিঃসন্দেহে খুশি হবেন।

নিকোলাস্‌ হাসি মুখে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আপাততঃ বিদায় নিল।

থিয়েটারের বাইরে এসে নিকোলাস্‌ কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়ালো। ওদের কথা চিন্তা করতে লাগলো। তারপর দোকান থেকে মিঃ ক্রুসেলস্‌-এর জন্যে একটা রূপোর নস্য কৌটো, তাঁর স্ত্রীর জন্যে একজোড়া দুল, তার বড় মেয়ের জন্যে এক ছড়া হার আর অন্যান্যদের জন্যে নানা ধরণের জিনিষপত্র কিনে সে আবার থিয়েটারে এসে হাজির হল।

অভিনয় তখন শেষ হয়েছে। মিঃ ক্রুমেলস্‌ থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং নিকোলাস্‌কে নিয়ে বাড়ীর পথ ধরলেন।

যে পান্থশালায় ক্রুমেলস্‌ পরিবার বাস করতেন, সেখানে নিকোলাস্‌ পা দিতেই সকলেই তাকে ছেঁকে ধরলো। মিঃ ক্রুমেলস্‌-এর স্ত্রীও এলেন। নিকোলাস্‌কে দেখে তিনি অবাক। নিকোলাস্‌ সকলকে নানা ধরণের উপহার দিল। তা'তে তাঁরা সবাই খুশি। খাবার টেবিলে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হল। আজকে বিদায়ের দিনে ক্রুমেলস্‌ পরিবার নিকোলাস্‌কে পেয়ে খুবই আনন্দিত। তাঁরা স্মাইক্‌-এর কথাও শুনেতে চাইলেন। নিকোলাস্‌ জবাব দিল।

খাওয়া শেষ করে নিকোলাস্‌ সেদিনের মত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীর

পথ খুঁজেছে।

দিন যায়। মাস আসে। নিকোলাস্ তার প্রতিষ্ঠা আর কর্তব্য পালনেও সজাগ। প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং দুর্নামের ওপর সে গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে ম্যাডেলিন্ ব্রে-এর সঙ্গে কার্য্যোপলক্ষে তার বার বার দেখা হওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে অত্যন্ত সংযত রেখেছে। মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশের কোন লক্ষণকেই সে প্রশ্রয় দেয়নি। চার্লস্ ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা অনুসারে সে ম্যাডেলিন্ ব্রে-র সঙ্গে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কথাবার্তাই চালিয়েছে। কর্ত্তব্যবোধকে কঠোর রেখেছে। নিজের মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও সে বাইরে ধীর এবং স্থির মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। তার মা এবং বোন কেট্ নিকোলাস-এর মনের কোন খবরই রাখে না। তাঁর এখন মোটামুটিভাবে নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করেন। জীবনের বহুদিনের ঝড়-ঝাপ্টা আপাততঃ শান্ত হয়েছে। নিকোলাস্ চাকরি পেয়েছে। এ-কথার অর্থ, তাদের জীবনেও সুখ-শান্তি ফিরে এসেছে। শুধু মাত্র শান্তি নেই নিকোলাস-এর মনে। আর শান্তি নেই স্মাইক্-এর। ইদানীং তার শরীর একটুও ভাল যাচ্ছে না। দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে। এ-উদ্বেগ্টা আগে সকলের না থাকলেও আজকাল সকলেই অনুভব করছে। স্মাইক্-এর কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। সে আপন মনে সারাদিন নিকোলাস্ পরিবারে কাজ-কর্ম্ম করে। বাইরে সে অত্যন্ত ধীর স্থির এবং শান্ত। কিন্তু দিন যত এগুচ্ছে তার শরীর তত শীর্ণ হয়ে আসছে। চোখ কোঠরাগত হচ্ছে। তাকে দেখলেই মনে হয় একটা ভয়ংকর ব্যাধি তাকে আশ্রয় করে শরীরকে শেষ করে দিচ্ছে। নিকোলাস্ প্রথম প্রথম স্মাইক্কে নানাভাবে প্রশ্ন করতে লাগলো। কিন্তু শেষে স্মাইক্-এর জবাবে সে সন্তুষ্ট হল না। সে তখন স্মাইক্কে একজন ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার ভালভাবে স্মাইক্কে পরীক্ষা করলেন এবং জানালেন যে ভয়ের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অল্পবয়সে পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়াতে তার শরীর আর বিশেষ বাড়তে পারে নি। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। দীর্ঘদিন পুষ্টিকর-খাবার পেলে আবার সে সুস্থ এবং সবল হয়ে উঠবে।

ডাক্তারের এই কথায় নিকোলাস্ পরিবারের সকলে নিশ্চিন্ত হল এবং স্মাইক্কে আগের চেয়ে আরও বেশি করে নজর দিতে শুরু করলো।

'চেরিবল্ ব্রাদার্সের' দুই ভায়ের সঙ্গে এখন নিকোলাস্ পরিবারের বেশ হৃদ্যতা জমে উঠেছে। তাঁরা নিকোলাস্-এর মা এবং বোনের সুখ-দুঃখের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং তাদের তত্ত্বাবধান করেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক্ এবং টিম্ সপ্তাহে বেশ কয়েকবার নিকোলাস্ পরিবারে নানা উপলক্ষ্যে আসেন এবং সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দেই কাটিয়ে যান।

অবসর সময়ে নিকোলাস-এর মা এবং কেট্ তাঁদের প্রসঙ্গে নানা আলোচনাও করেন। যার মূলবক্তব্য: এই দুইজন ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ী নম্র এবং ভদ্র। এমন ভদ্র যে বড় একটা চোখে পড়ে না।

কোন এক সন্ধ্যায় মিসেস্ নিকল্‌বি এবং কেট্ মিঃ ফ্রাঙ্ক্ এবং টিম্ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মিস্ লা-ক্রিভি সেখানে

এসে হাজির হলেন এবং বললেন : আপনারা শুনে সুখী হবেন যে তাঁরা আসছেন।

মিসেস্ নিকলবি বললেন : কারা।

মিস্ লা-ক্রিভি বললেন : যাঁদের নিয়ে আপনারা আলোচনা করছেন সেই মিঃ ফ্রাংক্ এবং মিঃ টিম্।

কেট্ বললো : পথে আপনার সঙ্গে দেখা হল বুঝি।

মিস্ ক্রিভি বললেন : হ্যাঁ। তাঁদের আমি এই পথেই আসতে দেখলাম। এবং তখনই বুঝেছি যে তাঁরা এখানেই আসবেন।

এর পর মিসেস্ নিকলবি, কেট্ এবং মিস্ লা-ক্রিভি তাঁদের নিয়ে আবার নতুন করে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। এই ভাবে আরও কিছু সময় অতিবাহিত হল। এবং আলোচনার মাঝে মিঃ ফ্রাংক্ ও টিম্ এসে হাজির হলেন।

মিসেস্ নিকলবি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং নানা প্রকার খাবারের আয়োজন করলেন। নিকলবি অনুপস্থিত। সুতরাং কেট্ নিজেই এগিয়ে এলো মাকে সাহায্য করতে।

খাবার পরিবেশনের সাথে সাথে নানা গল্পগুজব চলতে লাগলো। মিঃ টিম্, মিঃ ফ্রাংক্, মিসেস্ নিকলবি এবং কেট্ এই চার জনের আলাপ-আলোচনায় সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এলো। এদের মাঝে কেট্ আজও সহজ হতে পারে নি। কেমন যেন একটা লজ্জারাঙ্গা মন তাকে সব সময়ই ঘিরে থাকে। সে নম্র স্বভাবা, মধুচরিত্রা। একটা সহজ সরল স্নিগ্ধতা তাকে স্পর্শ করে থাকে। সেইজন্যে শুধুমাত্র উপস্থিত ব্যক্তিরাই নয়, আরও অনেকেই তাকে পছন্দ করে। মিস্ লা-ক্রিভি এতক্ষণ একপাশে বসেছিলেন। তিনি এবারে এসে আলোচনায় যোগ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্ লা-ক্রিভি আর মিঃ টিম-এর মধ্যে বেশ আলোচনা জমে উঠলো। এঁরা দুজনেই অবিবাহিত। মিস্ লা-ক্রিভি মিঃ টিম্‌কে বিয়ের জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। তার উত্তরে মিঃ টিম্ বললেন : আমার এই বয়সেও যদি কেউ আমাকে পতিত্বে বরণ করতে রাজী থাকেন, তবে আমিও রাজী। হাসির রোল উঠলো। উপস্থিত সকলেই সে-কথায় হেসে উঠলেন। কেট্ কিন্তু তখনও নীরব। সে সামনের জানালায় চুপচাপ বসে।

নৈশ ভোজ শেষ হল। সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। নিকোলাস্ তখনও অনুপস্থিত। দু'একবার তার কথাও উঠলো। সকলেই আশা করতে লাগলো যে, সে এখনই এসে পড়বে। মিসেস্ নিকলবি ভাবলেন প্রতিদিন তো এতক্ষণ সে বাড়ী এসে যায়। কিন্তু আজ এত দেরি কেন।

এবারে বিদায়ের পালা। সকলেই এখন যাবার জন্যে প্রস্তুত। এমন সময় পাশের ঘরে একটা আওয়াজ শোনা গেল। পরিচারিকা ছুটে এসে খবর দিল যে একজন লোক আগুনের চিম্‌নীর পাশে চিৎকার করছে। তাড়াতাড়ি মিঃ টিম্ আর মিঃ ফ্রাংক্ সে ঘরে দৌড়ে গেলেন। দেখলেন একটা লোকের দেহ ওপরে আর তার পা দুটো নীচে ঝুলছে।

মিঃ ফ্রাংক্ বললেন : লোকটা পাগল বলেই মনে হচ্ছে।

মিঃ টিম্ মিসেস্ নিকলবিকে বললেন : আপনি চেনেন কি?

মিসেস্ নিকল্বি বললেন ঃ হ্যাঁ চিনি। পাশেই থাকেন। আমার মনে হয় ওঁনার আত্মীয়েরা ওঁনার সব সম্পত্তি গ্রাস করে নিয়েছে। এবং সেই শোকেই ওঁনার মাথার ঠিক নেই। আমি এই ভদ্রলোককে আরও কয়েকবার দেখেছি।

মিঃ টিম্ আর মিঃ ফ্রাংক্ অনেক কষ্টে ঐ লোকটাকে ধরে নীচে নামালেন। মিসেস্ নিকল্বি আবার বললেন ঃ ভদ্রলোক-এর কথাবার্তায় আন্তরিকতার ছাপ আছে। কিন্তু বড় বেশী অসংলগ্ন। ও'নার সর্ব্বনাস করবার ফলেই উঁনি এ-রকম হয়ে গেছেন। ও'নার ওপর আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু তা' বলে উঁনি প্রায়ই যে প্রস্তাব দেন তাতে আমরা কেউ কর্ণপাত করি না।

লোকটা এতক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এবং একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন ঃ এক বোতল মদ, একটা গ্লাস আর কিছু স্যান্ডউইচ্ আমার চাই। আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।

মিস্ লা-ক্রিভি এতক্ষণ বাইরে ছিলেন। তিনি এবারে ঘরে আসতে লোকটি তাকে দেখে খোলা গলায় গান গাইতে লাগলেন। পরে বললেন ঃ আঃ! প্রাণেশ্বরী! এতদিন পরে আবার দেখা দিলে। এসো প্রাণেশ্বরী। কাছে এসো। আজ আমার কি আনন্দ।

মিসেস্ নিকল্বি লোকটার কথা শুনে অবাক। লোকটা পাগল না উন্মাদ সেটাই এখন যেন তাঁর সন্দেহ হতে লাগলো। তিনি থতমত খেয়ে দূরে সরে দাঁড়ালেন।

লোকটি মিস্ লা-ক্রিভিকে দেখে আবার বলতে লাগলেন ঃ এতরূপ, এত সৌন্দর্য্য, আমি আগে জীবনেও দেখিনি। উঁনি আমাকে ক্রীতদাস করে রাখলেও আমি খুশি। দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য গলিয়ে এক করে তবে ওঁনাকে ভগবান তৈরী করেছেন। আঃ! আজ আমার জীবন সার্থক। লোকটা তখন চোখ বুজে মিস্লা-ক্রিভিকে ধ্যান করতে লাগলেন।

লোকটার কান্ড দেখে উপস্থিত সকলেই অবাক এবং হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিসেস্ নিকল্বি তখন বললেন ঃ আপনারা সবাই এখন ওঁকে ধরে বাইরে নিয়ে যান। তা' না হলে উঁনি আরও পাগলামী করবেন। তখন সকলে ঐ লোকটাকে ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। তারপর সকলে ঐ লোকটাকে নিয়ে নানা আলোচনাও করতে লাগলেন। এই ভাবে রাত আরও বাড়লো। এবং শেষে সকলে একে একে বিদায় নিলেন।

নিকোলাস্-এর মা নিকোলাস্-এর জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় নিকোলাস্ বাড়ী এল। খাওয়া-দাওয়া সারলো এবং শেষে স্মাইক্-এর ঘরে এসে দাঁড়ালো। স্মাইক্ তার ঘরে একা জেগে ছিল। নিকোলাস্ তাকে দেখে বললো ঃ কি আজও তোমার শরীর খারাপ নাকি।

স্মাইক্ বললো ঃ না।

ঃ তবে এখনও জেগে যে।

ঃ ঘুম আসছে না। নিজের জীবনের ওপর আজ আমার ঘৃণা হয়।

ঃ [illegible] ঠি

ঃ আজকাল আমি মনে জোর পাই না। কাজে উৎসাহ পাই না। আপনারা আমাকে অনেক আদর-যত্ন করেন। অনেক ভালবাসেন। ভালভাল খাবার খেতে দেন। আপনাদের কাছে আমার অনেক ঋণ। কিন্তু আমি কি করবো। আমার করবার কিছু নেই।

নিকোলাস্ তাকে স্বান্ত্বনা দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। পরে আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

স্মাইক্ আপাততঃ শুয়ে পড়লো বটে, তবে অনেকরাত পর্য্যন্ত তার চোখে ঘুম এলো না।

[৩৪]

হ্যাম্পলটনের ঘোড় দৌড়ের মাঠ। জনতায় পূর্ণ। বিভিন্ন বেশভূষার বাহার। আকাশে শেষ বিকেলের সূর্য্য। এইমাত্র একটি অশ্ব বাজিমাত্ করে এসে দাঁড়ালো। চারিদিকে জয়ের উল্লাস। বিজয়ী অশ্বকে ঘিরে জনতা। আশপাশের জুয়ার আড্ডা আর রেস্তঁরা গুলো উচ্চ গ্রামের হল্লায় পূর্ণ। জয়ের আনন্দ সেখানেও ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁবু গুলো জনাকীর্ণ। আনন্দ আর উচ্ছাস্ সেখানেও কিছু কম নয়।

কোন একটি তাঁবুতে সার মলবেরী হক্, লর্ড এবং তাঁদের বন্ধুরা বসে গুলজার করছেন। সার হক্ দুর্ঘটনার পর, যে মুখ তিনি নিজে লজ্জায় গোপন করে নিয়ে ছিলেন, সে মুখ আজ প্রকাশ্য সভায় বার করলেন। তিনি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ। তবে ক্ষতের দাগ এখনও আছে। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য বহুজনের সঙ্গে আবার একত্রে দেখা করা। এবং নতুন করে বন্ধুত্বের সূচনা করা। তবে নিকোলাস-এর প্রতি প্রতিশোধের ইচ্ছা আজও মিলিয়ে যায়নি। তিনি সে প্রতিশোধের ইচ্ছাটাকে সযত্নে লালন-পালন করে চলেছেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

চারিদিকে হট্টোগোলের মধ্যে সার হক্-এর তাঁবুতে একজন পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু এসে দাঁড়ালেন। এই লোকটাকে সার হক্ কোনদিনও সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু মুখে পরিষ্কার করে কিছু বলতে সাহস পান না। একটা ভদ্রতাসহ পাশ কাটিয়ে যাওয়া গোছের সম্বন্ধ-ই সার হক্ এ যাবৎ চালিয়ে আসছেন। বন্ধুটি তাঁবুতে ঢুকেই সার হক্‌কে দেখে বললেন ঃ আপনি কেমন আছেন সার। সার হক্ মুখ ফিরেয়ে নিয়ে বললেন ঃ ভাল।

বন্ধু সেটা বুঝতে পেরে লর্ডকে বললেন ঃ সার হক্ ভাল আছেন বলছেন বটে তবে ক্ষত এখনও সারেনি দেখছি।

লর্ড সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ঃ না। না। ক্ষতের দাগটি আছে। তবে উনি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ। তা' না হ'লে এত পথ এলেন কি করে।

বন্ধুটি বললেন ঃ সুস্থ হলেই ভাল। শুনেছিলাম আপনারা বাইরে। ফিরলেন কবে?

লর্ড বললেন ঃ গতকাল রাত্রে।

বন্ধুটি তখন সার হক্-এর দিকে একবার ভালকরে চেয়ে লর্ডের কানে কানে বললেন: সার হক্ এখনই বাইরে এলেন। এটা কিন্তু উচিত হয় নি। আরও কিছুদিন অজ্ঞাত বাস করা তাঁর উচিত ছিল। কাগজে তাঁর সম্বন্ধে নানা কুৎসা রট্ছে। সার হক্-এর এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করা উচিত।

লর্ড বললেন: কি রট্ছে। কৈ আমি তো কিছু দেখিনি।

: আমিও না। তবে নানা জনের মুখে শুনতে পাচ্ছি।

সার হক্ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন: শুনতে পাচ্ছেন। কি শুনতে পাচ্ছেন। আর কাগজেই বা কি দেখছেন।

: কাগজ আমি পড়ি না। তবে লোকে বলে যে আপনাকে নিয়ে নাকি নানা কথা লেখা হচ্ছে।

: বেশ। আপনার কথা আমার জানা রইলো। আপনি দয়া করে কাল-পরশুর কাগজটা একবার দেখবেন।

: নিশ্চয় দেখবো। আচ্ছা, এখন আসি। নমস্কার।

লোকটি চলে যেতে লর্ড সার হক্‌কে বললেন: চলোহে, এবার ফেরা যাক। সার হক্ এবং লর্ড ঐ মাঠের সবুজ ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে পথে এসে নামলেন। লর্ড পথে আসতে আসতে কোন কথা বলেন নি। এখনও বলছেন না। তা' দেখে সার হক লর্ড-এর দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন: আমার অপমান আমি ভুলিনি লর্ড। কাগজে কাগজে আমাকে নিয়ে নানা কথা লেখা হচ্ছে। সে কথাও আমার কানে এসেছে। এখন আমি পরিপূর্ণ সুস্থ। এবারে ঐ কুকুরটাকে শাস্তি দেবার সময় এসেছে। আমি ও'কে এমন শাস্তি দিতে চাই যা'তে কাগজের সংবাদ যেন আবার নতুন করে লেখা হয়।

লর্ড তখনও নিরুত্তর। তা' দেখে সার হক্ আবার বললেন: রালফ্ নিকলবির কাছে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম। ঐ কুকুরটাকে কোথায় কখন পাওয়া যাবে আমি জেনে নিয়েছি। এবারে শুধু কাজে নামা।

এবারে লর্ড বললেন: তুমি কি করতে চাও। আসলে তোমার ইচ্ছেটা কি।

সার হক্ বললেন: আমার ইচ্ছেটা আমি অনেকদিন আগেই তোমাকে জানিয়েছি। তোমার বোধহয় মনে নেই। আমি যখন অসুস্থ ছিলাম। তখন একদিন আমি আমার মনের কথা তোমাকে জানিয়েছি।

: সে কথা আমার মনে আছে। কিন্তু আমি জানতে চাই যে সেটা কি তোমার অনেক খেয়ালের মধ্যে একটি খেয়াল না সংকল্প।

: এটা আমার সংকল্প। আমার অপমান আমি তাকে ফিরিয়ে দেব। আশা করি আমার এ কাজকে তুমি অনুমোদন করবে।

: না। আমার ইচ্ছাটাও আমি সেই দিনই তোমাকে জানিয়েছি। আশা করি তুমি সেটা ভুলে যাও নি।

: তুমি কি আমাকে বাধা দিতে চাইছো।

: প্রয়োজন হলে দেব। কারণ আমি জানি যে নিকোলাস্ কোন অন্যায় করেনি।

এ কথায় সার হক্ অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন : অপরের কাজে নিজেকে না জড়ালেই ভাল করতে। আর তা' ছাড়া জড়িয়েও কোন সুবিধে হবে না। তোমার বাধা আমি মানবো না। তোমার উপদেশ আমি অগ্রাহ্য করবো। একথা তোমার ভাল করেই জানা আছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও যদি এগিয়ে আসো, তবে তার ফলও হাতে হাতে পাবে। যাইহোক আপাততঃ চলো গাড়ীতে ওঠা যাক। এখানে মানুষ হাল্কা হয়ে আসছে। রাতও এগিয়ে আসছে।

ওঁরা দু'জনে এসে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী একটা ভাল সরাইখানার দিকে এগুতে লাগলো। গাড়ীতে বসে ওঁরা দু'জনেই নীরব। কেউ কোন কথা বললেন না। সার হক্ মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে নিকোলাস্‌কে শাস্তি দেবার পর এই লর্ডকেও একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর হাতের ক্রীড়নক্ যদি সে না থাকে তবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু আপাততঃ নিকোলাস-এর শাস্তির একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে। সার হক্ এদিকে যেমন আপনমনে চিন্তার ফাঁদ পাত্‌ছেন, তেমনি আবার অপর দিকে লর্ড ও নানা চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি মনে মনে ভাবছেন যে, নিকোলাস্-এর আসলে কোন দোষ নেই। সার হক-এরই দোষ। সার হক্ই একটা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। কেট্ একটি সরল, নিরপরাধ নিঃষ্পাপ মেয়ে। তার প্রতি এ-ধরনের ব্যবহার কোন সুস্থ মানুষই সহ্য করতে পারে না। সুতরাং তিনি ও সহ্য করবেন না যদি কোন বিপদ আসে তবুও না। নিকোলাস্‌কে যদি সার হক্ কোন শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন, তবে তিনিও তার উপযুক্ত জবাব দেবেন।

নানা চিন্তার মধ্যে গাড়ী চলতে চলতে শেষে একটি বিখ্যাত সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাঁরা নেমে ভেতরে এলেন। সেখানে মিঃ পাইক্, মিঃ প্লক্ ইত্যাদিরা আগে এসেই আসর জমিয়ে তুলেছেন। এবারে সে আসরের মধ্য মণি দু'জন এসে সেখানে আসন নিলেন।

ডিনার সাজানো হল! সঙ্গে সুরা পানের ব্যবস্থা। সার হক্-এর অসুস্থতার জন্যে দীর্ঘদিন সুরাপান বন্ধ ছিল। আজ তিনি প্রথম সুরাপানের আসরে বসলেন এবং আকণ্ঠ সুরা পানে নিজেকে পরিপূর্ণ মত্ত করে তুললেন। উপস্থিত সকলেরই অবশ্য ঐ একই অবস্থা। রাত যত বাড়‌তে লাগলো, তাঁদের সুরাপান এবং উম্মত্ততা সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো। কেউ বোতল ভাংতে লাগলো। কেউ গান গাইতে লাগলো। কেউ নাচতে লাগলো। আবার কেউ কেউ নীচে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিতে লাগলো।

পান্থশালার পরিবেশটা এখন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। রাতের প্রহরের সাথে সাথে পরিবেশ এবং উপস্থিত বৃন্দের রূপটাও পালটাচ্ছে।

সার হক্ এবং লর্ড পাশাপাশি বসেছিলেন। চোখে ঘুম ঘুম ভাব। গলার শব্দ জড়ানো। পা টলছে। মিঃ পাইক্, প্লক্ ও আরও অনেকে অন্য টেবিলে।

সার হক্ এবং লর্ড পাশাপাশি বসে মদ্য পান করলেও একে অপরকে সহ্য করতে

পারছিলেন না। তাদের মধ্যে কথাবার্তাও খুব কম হচ্ছিলো। একে অপরের দিকে মাঝে মাঝে রাগত ঃ ভাবে তাকাচ্ছিলেন। শেষে হঠাৎ আচমকা অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে লর্ড সার হক্-এর নাকে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলেন। আর যাবে কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘরের পরিবেশ পাল্টে গেল। সবাই সে আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলেন। এবং সার হক্-এর দিকে তাকালেন। সার হক্ সে প্রকাশ্য অপমানে সহ্য করতে না পেরে লর্ডের দিকে তেড়ে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নানাদিক থেকে লোক জড়ো হল। সবাই এসে তাঁদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। সার হক্ ঘুষি বাগিয়ে, দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ঃ আমাকে মেরেছে। আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না। আমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে।

লর্ড বললেন : হ্যাঁ। আমি মেরেছি। আমি জোর গলায় এ-কথা স্বীকার করতে রাজী আছি যে আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি।

সার হক্ সে কথার কোন জবাব না দিয়ে লর্ড-এর দিকে তেড়ে গেলেন। গোলমালটা যখন বেশ জমে উঠেছে, এবং বেশ একটা মারামারি হবার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়ে, তখন কাপ্টেন্ এডামস্ বলে একজন ভদ্রলোক তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। এবং সব ঘটনা শুনে একটা মিট্মাটের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। কেউ তাঁর কথা শুনতে রাজী হলেন না। লর্ড বললেন ঃ তিনি ক্ষমা স্বীকার করবেন না। কারণ তিনি কিছু অন্যায় করেন নি। বরং অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। একজন সুন্দরী, সুশ্রী, নিঃষ্পাপ কন্যাকে অপদস্থ করাটা তিনি নির্বাক মেনে নিতে পারেন না।

সার হক্ বললেন : লর্ড যদি ক্ষমা স্বীকার না করে, যদি সে তার কথা প্রত্যাহার করে না নেয়, তবে উপযুক্ত প্রতিশোধ তিনি নিতে বাধ্য। কারণ এ-প্রকাশ্য অপমান তিনি সহ্য করবেন না। এ অপমান যদি তিনি আজ মেনে নেন, তবে কাল তা' প্রকাশ হয়ে পড়বে। সমস্ত বন্ধুরা তাঁকে বিদ্রুপে জর্জরিত করে তুলবে। সুতরাং এ-অপমান অসহ্য। তিনি প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর। প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে।

উপস্থিত জনতা নিৰ্ব্বাক নিঃষ্পলক দাঁড়িয়ে রইলো। এখন তাদের আর কিছুই করবার নেই। কাপ্টেন্ এডামস্ একটা চেষ্টা চালালেন বটে তবে তা' নিঃষ্ফল হল। তখন ঠিক হল, তাঁরা দ্বন্দ্ব যুদ্ধেই নামুক। কিন্তু এখানে নয়। এখানে এ-ধরণের একটা ঘটনা ঘটলে সকলেই নানা গোলমালে জড়িয়ে পড়বেন। সকলেরই বিপদ হবে। সুতরাং দ্বন্দ্ব যুদ্ধের স্থান ঠিক হল নদীর ধারে একটি নির্জন মাঠে। সার হক্ এবং লর্ড সেই মাঠে তাঁদের পিস্তল হাতে মুখোমুখি দাঁড়াবেন এবং গুলি ছুঁড়বেন। সঙ্গে থাকবেন ক্যাপ্টেন্ এডামস্ এবং আরেকজন। এ-প্রস্তাব সকলেই মেনে নিলেন। এমন কি সার হক্ এবং লর্ডও। তখন সকল জনতা একে একে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সার হক, লর্ড এবং কাপ্টেন্ এডামস্ তার সহযাত্রীকে নিয়ে সেই নদীর দিকে গাড়ী ছোটালেন। তখন রাত অনেক। পথ ঘাট নির্জন। সেই গাড়ী নানা রাজপথ,

পার হয়ে শেষে নির্জন প্রান্তর ধরে ছুটতে লাগলো। এবং শেষে অনেক ঝোপ-ঝাড় আর মনোরম উদ্যান পার হয়ে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো।

সার হক্, লর্ড এবং ক্যাপ্টেন্ এডামস্ নাঠে নামলেন। একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করলেন। এবং সার হক্ ও লর্ডকে মুখোমুখি পিস্তল হাতে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন। ওঁরা সেই মত কাজ করলেন। তারপর ক্যাপ্টেন্ এডামস্ একটা সংকেত ধ্বনি দিলেন। সার হক্ সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়লেন। লর্ড মাথা সরাবার আগেই মাটিতে পড়ে গেলেন।

সবাই তখন লর্ড-এর কাছে ছুটে এলেনএবং নিশ্বাস পরীক্ষা করে ক্যাপ্টেন্ এডামস্ লর্ডকে মৃত ঘোষণা করলেন।

কিন্তু এ-ঘটনার পর আর সেখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না ভেবে উপস্থিত সকলেই সেই স্থান তড়িতে ত্যাগ করলেন। আলোচনায় ঠিক হল যে আপাততঃ তাঁরা সকলেই ফ্রান্সে পালাবেন। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন।

সেই প্রস্তাবই অনুমোদিত হল। এবং তারা সকলে সেই গভীর রাত্রে ফ্রান্সের পথ ধরলেন।

লর্ড ভেরিসফ্‌ট্ যাঁকে নিজের অর্থ ও সম্পদ দিয়ে পুষ্ট করেছিলেন, নিজের একান্ত আপনজন বলে বিশ্বাস করেছিলেন, আজ এই নির্জন নদীর ধারে গভীর রাতে তাঁরই হাতে নিহত হলেন। জীবনে যদি সার হক্-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না ঘটতো, তবে তিনি দীর্ঘ জীবন নিজের অর্থে সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারতেন। কিন্তু নিয়তি তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত এই পথেই টেনে নিয়ে এলো। এইটাই পরিতাপের বিষয়।

দীর্ঘ রাত্রি পরিক্রমা করে পুবের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। সূর্য্য উঁকি দিল। আবীরে রাঙ্গানো রোদের আলো সেই কলস্বরা নদীতে ছড়িয়ে পড়লো। পাখীর কূজন শোনা যেতে লাগলো। প্রজাপতিরা ডানা মেলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। জনজীবনের সবই স্বাভাবিক ভাবে চলতে শুরু করলো। প্রাত্যহিক জন্ম-মৃত্যুর ইতিবৃত্তে আলো-আঁধারের রঙ্গে-রসে জীবনের চাকা ঘুরতে লাগলো। কোথাও বিশেষ কোন পরিবর্তন নেই। কোথাও অনিয়মের কোন আবিলতা নেই।

শুধু লর্ড ভেরিসফ্‌ট্ সেই নদীর ধারে একাকী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁর মরদেহ নির্জন নদীর ধারে নিতান্ত অবহেলায় সনাক্ত।

[৩৫]

এবারে আমরা আর্থার গ্রাইড্-এর আলোচনায় আসবো। যদিও আমরা ঘটনা প্রবাহের অনেক পরে আর্থার গ্রাইড্‌কে পেয়েছি। তবুও এঁর ভূমিকা কিছু নগণ্য নয়। ঘটনা প্রবাহের ইনি প্রায় মূল ছুঁয়ে আছেন।

আর্থার গ্রাইড্ একজন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। কৃপণতা আর লোলুপতা তাঁকে আজীবন ঘিরে আছে। এই দুই রিপুর হাত থেকে তিনি কোন দিনও উৎতীর্ণ হতে পারেন নি। হবার চেষ্টাও করেন নি।

তাঁর চিন্তা-ভাবনাতেও যেমন কার্পণ্য আছে। তেমন পরিবেশেও কৃপণতা। পূণ্য। সেই দিক থেকে তিনি একটি সুসমঞ্জস্য পরিধিতে বাস করেন, এ-কথা বলা যায়।

অন্ধকার, জীর্ণ এবং অতিপ্রাচীন একটা বাড়ীর ধোঁয়াটে ঘরে আর্থার গ্রাইড্-এর বাস। শুধু ঘরটার অবস্থাই এই রূপ নয়। সে ঘরের আসবাব পত্রগুলোও তদনুরূপ। চারিদিকে চেয়ার টেবিল, আলমিরা ইত্যাদি সবই প্রায় ভাংচুর অবস্থায় সাজানো। দেখলে মনে হবে গ্রাইড্-এর বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদেরও বয়স বাড়ছে। এদেরও আয়ু ফুরিয়ে আসছে।

কোন একদিন সকাল বেলায় আর্থার গ্রাইড্ আপন মনে গুণ গুণ গান গাইছিলেন আর পোষাকের আলমিরা খুলে পোষাক বার করছিলেন। কোন পোষাকই তাঁর মনপূতঃ হচ্ছিলো না। তিনি একটা একটা করে পোষাক গুলো নামাচ্ছিলেন আর ভাঁজ করে তুলে রাখছিলেন। মুখে গানের কলি। শেষে একটা সবুজ রংয়ের পোষাক বার করলেন। ভালকরে নাড়াচাড়া করলেন। ভাঁজ খুলে খুলে দেখলেন। পরে ঐটাই পছন্দ করে নিজের পরিচারিকা পেগ্‌কে ডাক দিলেন। পেগ্ ঘরে এলো। তিনি হাসিমুখে বললেন ঃ দেখ্‌তো পেগ্ আমাকে মানাবে কিনা।

পেগ্ বললো ঃ এ পোষাক কি হবে।

গ্রাইড্ বললেন ঃ এই পোষাকে আমি বিয়ে করতে যাব ভাবছি। মানে আমার মনে হচ্ছে যে, এই পোষাকেই আমাকে বেশ চালাক বলে মনে হবে।

পেগ্ বললো ঃ কনের সম্বন্ধে আমি আগে আপনার কাছে অনেক শুনেছি। এবং আপনি কনের যা বর্ণনা দিয়েছেন, তা'তে আমার মনে হয় আপনি যে পোষাকই পরুন না কেন আপনাকে সে পছন্দ করবে না।

ঃ তুই বেশ রসিক পেগ্। তোর কথা গুলো শুনতে আমার ভালই লাগে।

ঃ কিন্তু একটা কথা কর্ত্তা। আমার ওপর যদি সে মনিব ফলাতে আসে তাহ'লে কিন্তু ভাল হবে না। আমি আপনার কাছে দীর্ঘ দিন আছি। এবং আপনার সেবা করে যাচ্ছি। এতকাল পরে সে এসে আমাকে শাসন করবে সেটা কিন্তু আমি একেবারেই সহ্য করবো না। এ কথাটা আমি আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখলাম।

ঃ আরে না। না। সে খুব ভাল মেয়ে। সে তা' করবে না। আর তা'ছাড়া আমাকে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ কাজ নয়। তবে দায়িত্ব আমার বাড়লো এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

ঃ কেন ?

ঃ কেন আবার। এতদিন আমরা দু'জন ছিলাম। খাওয়া-পরার দায়িত্ব ছিল দু'জনের। এখন হল তিনজনের। তা'ছাড়াও মেয়েটা আবার সুন্দরী। তার সুন্দর চেহারাটাও বজায় থাকে, সেটাও তো আবার দেখতে হবে।

ঃ কিন্তু চেহারা ভাল হলেই তো খরচ বাড়বে।

ঃ না। বাড়বে না। মেয়েটিও রোজগার করে। আমি শুনেছি। ছবি

আঁকে। সেলাই করে। আরও কত কি। এবং সে সব বেচে সে টাকাও পায়। সে আবার পিয়ানোও বাজাতে পারে। গানও গাইতে পারে। কতগুণ বলতো।

ঃ ভালই। তবে সে এসে তোমাকে বোকা না বানিয়ে ফেলে।

ঃ ফেললেই হল আর কি। কত লোককে চড়িয়ে এলাম। আর ঐ একরতি মেয়ে আমায় বোকা বানাবে। যাক্। তুই শোন্ ঐ ফুলদানীটা ভাল করে পরিষ্কার করে রাখবি। বিয়ের দিন আমি ঐ ফুলদানীতে ভালভাল ফুলদিয়ে মেয়েটিকে উপহার দেব।

ঃ তা'হলে ঐ ফুলদানীটা তো তারই হয়ে যাবে।

ঃ যাবে না। আমি পরে ওটা আবার গোপনে তোকে ফিরিয়ে দেব। তুই অন্যত্র সরিয়ে রেখে দিবি। তা'হলে উপহারও দেওয়া হল। আবার ফিরিরে নেওয়াও হল। কিছুই লোকসান গেল না। নে এখন আমার কোটের বোতাম গুলো এ'টে দে। আমি এক্ষুনি বেরুবো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

পেগ্ গ্রাইড্-এর কোটের বোতাম গুলো এ'টে দিয়ে সরে পড়লো। গ্রাইড্ ঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে বেরুতে যাবে, এমন সময় নিউম্যান্ নগস্ ঘরে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে গ্রাইড্ অবাক হয়ে বললো ঃ এই যে কি মনে করে।

নিউম্যান্ নগস্ গ্রাইড্-এর পোষাকের সবটুকু দেখে নিয়ে বললো ঃ মিঃ নিকলবি্ একখানা চিঠি দিয়েছেন। বিশেষ জরুরী। তিনি এখনি এ-পত্রের উত্তর চেয়েছেন।

ঃ এখনি। দেখি কি চিঠি।

গ্রাইড্ পত্রখানা পড়লেন। পরে নগস্ কে বললেন ঃ আমি এখুনি উত্তর লিখে দিচ্ছি।

গ্রাইড্ পত্রখানা সে ঘরে রেখেই অন্যঘরে কলম-কালি আনতে চলে গেলেন।

নিউম্যান্ নগস্ সে পত্র পড়বার লোভ সাম্‌লাতে পারলো না। তার মনে হল মিঃ রালফ্ নিশ্চয়ই আবার কোন অভিসন্ধিতে মেতে উঠেছেন। এবং এ-পত্রে তার কিছুটা হদিস্ পাওয়া যেতে পারে। আসলে ব্যাপারটা কি সেটা ভালকরে জানবার জন্যে নগস্ সে পত্রখানা গ্রাইড্-এর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পড়তে শুরু করলো। তা'তে লেখা ঃ

গ্রাইড্,

আজই সকালে মিঃ ব্রে-র সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তোমার বিয়ের প্রস্তাব আমি তাকে দিয়েছি। আগামী পরশু বিয়ে। এ-বিয়েতে তাদের কোন আপত্তি নেই। মিঃ ব্রে-র কন্যা যে কোনদিন বিয়েতে বসতে রাজি। তার প্রধান এবং প্রথম কারণ সে তার পিতাকে সুখী করতে চায়। এ-কথা তোমারও জানা আছে। পিতার সুখের জন্যে সে সব কিছুই করতে প্রস্তুত। এ-বিবাহে সম্মতিও তার একটি প্রধান কারণ। যাইহোক সেইদিন সকাল সাতটার মধ্যে তুমি আমার বাড়ী আসবে। আমরা একত্রে রওনা হব।

আমি খবর পেয়েছি যে তুমি ইতিমধ্যে কয়েকবার মেয়েটীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তার বাড়ী গিয়েছো। এর ফল ভাল না'ও হতে পারে। কারণ

এ ব্যাপারে মেয়েটির মনে কোন প্রকার বিরক্তির ভাব এলে, এ-শুভ কাজে বাধা আসতে পারে। কাজেই আমার একান্ত অনুরোধ তুমি এখন আর কখনও ওদের বাড়ীতে যাবে না। নিজের একান্ত আগ্রহকে আপাততঃ দমন করে রাখো। মেয়েটিকে তার পিতার কাছে একা থাকতে দাও। এবং ওদের মধ্যে সহজ ভাবে আলাপের সুযোগ দাও। তা'তে তোমার কাজ সহজ হয়ে আসবে। কারণ এ-ব্যাপারে মেয়েটির পিতা যত সহজে এ কাজ এগিয়ে আনতে পারবে, তুমি তা' পারবে না। এবং তোমার উপস্থিতি ও ব্যবহার তোমার নিজেরই বিপদের কারণ হতে পারে। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হও।

তোমার একান্ত

রালফ্ নিকল্‌বি

পত্র পাঠ শেষ করে নিউম্যান্ নগস্ পত্রখানা টেবিলে রাখতেই গ্রাইড্ ঘরে এলেন এবং সে পত্রের জবাব লিখতে বসলেন। নিউম্যান্ সামনের দেওয়ালের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। পত্রলেখা শেষ করে গ্রাইড্ নিউম্যান্‌কে বললেনঃ আপনি দেওয়ালে কি দেখছেন।

নিউম্যান্ বললোঃ মাকড়সার জাল। আমি দেখছি মাকড়সার জালে মাছিটা কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে।

গ্রাইড্ নিউম্যান্-এর কথায় তাৎপর্য্য বুঝে বললেনঃ এ ঘরে এমন অনেক মাকড়সার জাল পাতা আছে।

নগস্ বললোঃ আমরাও পাতি। রালফ্-এর বাড়ীতেও দেখেছি। সেখানেও অনেক মাছি। যাইহোক পত্র লেখা শেষ হয়ে থাকলে আমাকে দিন। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ঃ একটু পান করবেন না। আমার বাড়ীতে এসে শুধু মুখে ফিরে যাবেন। এটা কি হয়। আসুন কোন মহিলার স্বাস্থ্য পান করা যাক।

ঃ কিন্তু কার স্বাস্থ্য পান করবেন।

ঃ কেন? ম্যাডেলিন্ ব্রে।

ঃ বেশ আসুন।

ওরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ম্যাডেলিন্ ব্রের স্বাস্থ্য কামনায় সুরা পান করলো। তারপর নিউম্যান্ নগস্ নিজের পথ ধরলো।

রালফ্-এর বাড়ী পেঁছুতে নিউম্যান্-এর অনেক দেরি হয়ে গেল। রালফ্ নিউম্যান্-এর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। নিউম্যানকে দেখে তিনি বললেনঃ বড্ডো দেরি করলে। কৈ চিঠি দাও।

রালফ্ নিকলবি্ সে চিঠি নিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর নগস্‌কে বললেনঃ কিছুদিন আগে একটি লোককে এখানে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম। তোমার মনে পড়ে?

ঃ হ্যাঁ। পড়ে।

ঃ লোকটি কি এখনো আসে?

ঃ আসে।

ঃ কি বলে কি?

ঃ সে আপনার সঙ্গে বারবার দেখা করতে চায়। বলে তার নাকি গোপন কথা আছে। সে আবার এলে কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে দেব?

ঃ না। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক। লোকটা ধূর্ত। অত্যন্ত বাজে। নানা বেআইনী কাজ করে সাগর পারে এত দিন পালিয়ে বেড়িয়েছে। এখন ছাড়া পেয়ে আমার আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু আমি তাকে আশ্রয় দেব না। এবারে এলে তুমি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। বলবে লোকটা জোর করে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে। এই ভাবে লোকটাকে আগে পুলিশে দেবে। তারপর যা' করবার আমি করবো। তুমি আমার কথাটা খেয়াল রাখবে। আমি এখন একটা জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। তুমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। রালফ্ নিকলবি্ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

নিউম্যান নগস্ সারাদিন রালফ্ নিকলবি্-এর বাড়ীতে পাহারায় রইলো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। কিন্তু তখনও রালফ্ নিকলবি্-এর দেখা নেই। শেষে নিউম্যান্ আর অপেক্ষা না করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো এবং অন্য একটি রাস্তার চৌমাথায় এসে দাঁড়ালো। সেখানে নিকোলাস্-এর সঙ্গে তার দেখা করবার কথা ছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে নিকোলাস্ এলো। তারা তখন নানা কথা বলতে বলতে একটা সরাইখানায় এসে বসলো। নিউম্যান্ বললো ঃ আপনার জ্যেঠামশাই আবার একটি মেয়ের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করছেন।

নিকোলাস্ বললো ঃ তুমি কি করে জানলে।

নিউম্যান বললো ঃ আমি জেনেছি। এবং সেই মেয়েটির নাম ম্যাডেলিন্ ব্রে।

নিউম্যান্-এর কথা শুনে চমকে উঠলো নিকোলাস্। তারপর বললো ঃ কি নাম বললে তুমি।

নিউম্যান্ আবার বললো ঃ ম্যাডেলিন্ ব্রে। এই মেয়েটির আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। এ বিয়েতে সহায়তা করছেন আপনার জ্যেঠামশাই।

ঃ কারণ?

ঃ কারণ এ বিয়ে ঘটাতে পারলে তিনি মোটা বকশিস্ পাবেন। অবশ্য তিনি কিছু টাকা অগ্রিম নিয়েছেন বলে শুনেছি। নিকোলাস্ এই কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললো ঃ তুমি এসব কি কথা বলছো নগস্। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। তুমি কি বলছো তা' তুমি নিজেই জানো না। কি ব্যাপার তুমি আমাকে খুলো বলো। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

তখন নিউম্যান্ সব কথা খুলে নিকোলাস্‌কে জানালো। এবং শেষে এ কাজে জ্যেঠামশাইকে যে কোন প্রকারে বাধা দেবার জন্যে চেষ্টা করতে বললো।

নিকোলাস্ সব কথা শোনার পর আর সেখানে একটুও দাঁড়ালো না। তড়িতে সে সরাইখানা ছেড়ে চলে গেল।

নিউম্যান্ তখন ভাবলো যে নিকোলাস্ রাগের মাথায় হঠাৎ কিছু একটা কাজ করে বসতে পারে। এবং ভবিষ্যতে তার ফল ভাল না'ও হতে পারে। সেইজন্যে সে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে হঠাৎ 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

নিকোলাস্ তখন রাস্তায়। সে, কথা গুলো শুনে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। না দাঁড়িয়ে তার উপায় ছিল না। কারণ এখন সে দ্রুতপায়ে চলতে থাকলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। অথবা অপমানও করতে পারে।

নিকোলাস্ রাস্তায় থামতে নিউম্যান্ তার পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো ঃ দেখলেন কেমন ভাবে আপনাকে থামালাম। কিন্তু একাজ না করে আমার কোন উপায় ছিল না। কারণ আপনি যেভাবে সরাইখানা থেকে চলে এলেন, তা'তে আমার মনে হল যে আপনি এই মুহূর্তে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবেন। সেইজন্যেই আপনাকে থামাতে আমি বাধ্য হলাম।

নিকোলাস্ বললো ঃ ভালই করেছ। এখন আমার সঙ্গে চলো।

নিউম্যান্ বললো ঃ কোথায় ?

ঃ মিঃ ব্রে-র বাড়ীতে।

ঃ সেখানে গিয়ে কি হবে।

ঃ আমি তাকে ভালকরে বোঝাবো। বলবো ঃ আপনার মনে যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকে। যদি আপনার মাতৃহীনা কন্যার ওপর এতটুকু মমতা বা স্নেহবোধ থাকে তা'হলে এ-অন্যায় কাজ আপনি করবেন না। আপনার মেয়েকে একজন বৃদ্ধের হাতে তুলে দিলে তার প্রতি অকারণ অবিচার করা হবে। আপনি ভালকরে ভেবে দেখুন এ-কাজ আপনি জ্ঞানতঃ করবেন না।

নিকোলাস্-এর কথা শুনে নিউম্যান্ হেসে বললো ঃ কথাগুলো অবশ্যই শুনতে ভাল।তবে কোন কাজ হবে না।

ঃ হবে না ? কেন ? নিকোলাস্ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

নিউম্যান্ বললো ঃ হবে না তার কারণ, ঐ ব্রে লোকটার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই। মেয়েটা তাকে অত্যন্ত ভালবাসলে কি হবে। লোকটা একেবারে পশু।

নিকোলাস্ বললো ? বেশ। আমার কথায় যদি কোন ফল না হয়, তবে আমি সোজা জ্যেঠামশাই-এর কাছে চলে যাব।

ঃ তিনি তখন ঘুমিয়ে।

ঃ তাঁকে ডেকে তুলবো। তা'বলে এ অন্যায় সহ্য করা যায় না।

ঃ আপনি আজ খুবই উত্তেজিত দেখতে পাচ্ছি।

ঃ হ্যাঁ। না হয়ে উপায় নেই। ঐ নিরীহ মেয়েটিকে যে ভাবেই হোক উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে বা কোন পথে আমি এগুবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঃ কোন উপায় নেই। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি। আপনার জ্যেঠামশাই এবং গ্রাইড্ দু'জনে যুক্তি করে এবং রীতিমত চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। সুতরাং এ-বিবাহ বন্ধ করা যাবে না। মিঃ ব্রে-টাকার লোভে এ-কাজ করবেই।

নিকোলাস্ চিন্তা করে বললো : টাকার লোভ। এ-দিকটা আট্‌কানো যায় কিভাবে সেটা আগে ভাবা দরকার। কিন্তু সামনে কোন পথ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিউম্যান্ বললো : আচ্ছা, চেরিবল্ ভায়েরা এখন কোথায় ?

: শহরের বাইরে। এক সপ্তাহের আগে তাঁরা কেউ ফিরে আসবেন না।

: খবর দিলেও আসবেন না ?

: না। কোন প্রকার খবর পাঠানো নিষেধ আছে। আর তা' ছাড়া এই মেয়েটির ব্যাপারে তাঁরা আমাকে একটি বিশেষ গোপন কাজে নিয়োগ করেছেন। সে কাজ ছাড়া আমার অন্যদিকে তাকাবার কোন অধিকার নেই। এ-বিয়েটা ব্রে পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং আমার মনে যতই অনুশোচনা আর আক্ষেপ থাক না কেন, আমি এ-ব্যাপারে চেরিবল্ ভ্রাতাদের বিরক্ত করতে পারি না। তা'হলে এটা আমার অনধিকার চর্চা করা হবে। কাজেই ওঁদের খবর পাঠানোর চিন্তা বাতুলতা। এ-বিয়ে বন্ধের ব্যাপারে সব পথ এখন দেখছিপুরোপুরি ভাবে বন্ধ।

: আপনি ঠাণ্ডা মাথায় আরও ভাল করে চিন্তা করুন।

: আমি বুঝতে পারছি যে মেয়েটি তার বাবাকে ভালবাসে। আর বাপ সেই সুযোগটা পুরোপুরি ভাবে নিচ্ছে! একেই বলে স্বার্থপর পিতা। মেয়েটি তার পিতাকে ভালবাসার জন্যে এদিকটা নজরে আনছে না। কিন্তু পরে তাকে অনুতাপ করতেই হবে। আবার এই সঙ্গে জুটেছে দু'জন সুদখোর লোক। আমার জ্যেঠামশাই আর গ্রাইড্। আর তা'ছাড়াও ধনবল, জনবল এবং আইনের প্যাচ্ এ-সবই ওদের হাতের মুঠোয়। অর্থ থাকলে মানুষের সবই থাকে। ওদেরও সবই আছে। সুতরাং এমতবস্থায় ওদের আটকানো যাবে না।

দু'জনে পথ চলতে চলতে কথা বলতে লাগলো। ম্যোডেলিন্ ব্রে-কে নিয়ে আলোচনা চালাতে লাগলো। একটা পথ বার করবার চেষ্টা করতে লাগলো। নিকোলাস্ ভাবতে লাগলো যে ম্যোডেলিন ব্রে এখনও একা আছে। এখনও তার বিবাহ হয় নি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আর একা থাকবে না। সকলের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। দু'জন সুদখোরের চক্রান্তে এবং কৌশলে এমন একজন সুন্দরী মহিলার মৃত্যু ঘটবে। অপরিসীম দুঃখের সাগরে ডুববে। ভাবতে ভাবতে নিকোলাস্ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে নিউম্যানকে বললো : ঠিক আছে। একটা পথ আমি বার করেছি।

: কি পথ ? চলতে চলতে নিউম্যান্ নিকোলাস্-এর দিকে চোখ তুলে তাকালো।

: আগামীকাল আমি নিজে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবো। তাকে সব বোঝাবার চেষ্টা করবো। আমার মনে হয় তার এ-বিয়েটা যে একটা চক্রান্ত, সেটা বোধ হয় সে জানে না। যদি তাকে ভাল করে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা হয়, তবে সে নিজেও হয়তো এ-বিয়েতে আপত্তি জানাতে পারে।

: এটা মন্দ বলেন নি। দেখুন কিছু করতে পারেন কিনা।

: আসলে এ-ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই। আমি শুধু একটা চক্রান্ত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চাই। কারণ এ-ধরণের চক্রান্তকে প্রশ্রয় দেওয়া

যায় না।

ঃ আমার বিশ্বাস আপনি সফল হবেন।

কথা বলতে বলতে তারা একটা রাস্তার চৌমাথায় এসে দাঁড়ালো।

নিউম্যান্ বললো। আপনি এখন কোথায় যাবেন।

ঃ বাড়ী। একটা জরুরী কাজ আছে। আগামীকালের ঘটনা আমি তোমাকে পরে জানাবো ঃ

নিকোলাস্ আর অপেক্ষা না করে রাস্তা পার হয়ে নিজের গন্তব্য পথ ধরলো। নিউম্যান্ একবার তার দিকে ফিরে তাকালো এবং পরে একা একা পথ চলতে লাগলো।

পরের দিন নিকোলাস্ অতি ভোরে মিঃ ব্রে-এর বাড়ীর দিকে যাত্রা করলো। আজকে তাকে যে ভাবেই হোক কাজ শেষ করতেই হবে। মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে-এর সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা খুলে বলতে হবে। তাকে ভালকরে বোঝাতে হবে।

নিকোলাস্ ভাবলো ভোর বেলাটাই ভাল সময়। মানুষের মাথা ঠাণ্ডা থাকে। মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে। সুতরাং সকালেই যাওয়া দরকার। নিকোলাস্ হাঁটা পথে চলতে লাগলো। এত সকালে ব্রে পরিবারের কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। নিকোলাস্ সেটা জানে। সেইজন্যে সে কিছু সময় কাটাবার জন্যে রাস্তার নানা দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এবং ম্যাডেলিন ব্রে-এর সম্বন্ধে নানা অশুভ চিন্তা করতে লাগলো। শেষে নিকোলাস্ একটা হোটেলে ঢুকে প্রাতরাশ সারলো। তখন বেলা বেশ হয়েছে। নিকোলাস্ নিজের ঘড়ি দেখলো। তারপর হটেলের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে ব্রে-এর বাড়ীর দিকে যাত্রা করলো। নিকোলাস্ ভাবলো প্রায় তিন সপ্তাহ সে ম্যাডেলিন্-এর সঙ্গে দেখা করেনি। কোন কাজে সে এখানে আসেনি। আজ অবশ্য সে চেরিবল্ ব্রাদার্সের কোন কাজে যাচ্ছে না। সুতরাং আজ ব্রে পরিবার-এর লোকেরা তার সঙ্গে মিস্ ম্যাডেলিন্-এর দেখা করতে দেবে কিনা কে জানে। কিন্তু বাড়ীর সামনে এসে নিকোলাস্ দেখলে যে তার ধারণা ভুল। সদর দরজা খোলা। সে অনায়াসেই ভেতরে যেতে পারে। দোতলায় উঠে এলো নিকোলাস্। দেখলো একটি ঘরে মিঃ ব্রে তাঁর কন্যার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। নিকোলাস দূরে দাঁড়িয়ে মিঃ ব্রে-এর কন্যাকে দেখতে লাগলো। ম্যাডেলিন্ মাথা নীচু করে বাপের সঙ্গে কথা বলছিলো। নিকোলাস্ প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে আসে নি। তার মনে হল এর মধ্যেই ম্যাডেলিন্ ব্রে-এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে যেন এখন একটু অস্থির মতি হয়েছে। একটা কুমারী সুলভ চপলতা তাকে ঘিরে আছে।

ম্যাডেলিন্ ব্রে-এর এই অবস্থা দেখে নিকোলাস্ ভাবলো যে ম্যাডেলিন্ ব্রে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে নিজেরই মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। এবং মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে। তার এই মানসিক বিপর্যায়ের বহিঃ প্রকাশই হচ্ছে এই চপলতা। যা' তাকে ঘিরে আছে।

নিকোলাস্ আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবলো এবং শেষে পায়ে পায়ে মিঃ ব্রে-র টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো। মিঃ ব্রে এবং তাঁর

কন্যা তখনও মনোযোগ দিয়ে আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছিলেন। নিকোলাস্ সামনে আসা সত্ত্বেও তাঁরা তাকে দেখতে পাননি। নিকোলাস্ দেখলো যে তাঁদের আলোচনা টেবিলটি একেবারে ফাঁকা। মিস্ ব্রে-এর আঁকা কোন ছবি সেখানে নেই। যা' নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। এমন কি সেখানে কোন ফুলদানীও রাখা নেই। অথচ অন্যান্য দিন নিকোলাস্ এই টেবিলে ফুলদানীতে প্রচুর তাজা ফুল ছাড়াও মিস্ ম্যাডেলিন্-এর আঁকা ছবিও দেখতে পেত। নিকোলাস্-এর মনে হল আজ টেবিলটা যেন সত্যিই ফাঁকা ফাঁকা।

এতক্ষণে নিকোলাস্-এর উপস্থিতি মিঃ ব্রের নজরে এলো। তিনি প্রথমে কিছু-ক্ষণ অবাক হয়ে নিকোলাস্-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর চিনতে পেরে বললেন ঃ ও! আপনি। তা এমন অসময়ে? যাইহোক আপনার এখানে আসবার কারণ তাড়াতাড়ি ব্যক্ত করুন। আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। এখন আমরা একটা বিশেষ জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত।

মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে কোন কথা বললো না। সে প্রথমে তার বাবার দিকে তাকালো। পরে নিজের চেয়ার ছেড়ে নিকোলাস্-এর কাছে এসে বললো ঃ আমার চিঠি এনেছেন?

কোম্পানীর পক্ষ থেকে একটি পত্র মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে অনেক দিন থেকেই আশা করছিলো। এবং নিকোলাস্-এর সে পত্রখানা নিয়ে যাবার কথা ছিল।

মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে চিঠির জন্যে হাত বাড়াতে মিঃ ব্রে নিকোলাস্-এর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন ঃ কিসের চিঠি। আপনার কিসের চিঠি আনবার কথা ছিল?

নিকোলাস্ বললো ঃ কোম্পানীর তরফ থেকে একটি চিঠি এনে আপনার মেয়েকে দেবার কথা ছিল। কিন্তু আমার মনিব ইংলণ্ডের বাইরে থাকার জন্যে আমি সে চিঠি আনতে পারি নি। সেই কথাটাই আমি এখানে জানাতে এসেছি। ঐ চিঠিখানা পেতে একটু সময় লাগবে।

মিঃ ব্রে বললেন ঃ আপনি কি শুধু এই কথাটুকু জানাতেই এখানে এসেছেন? তা' যদি হয়ে থাকে তবে আপনার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই।

নিকোলাস্ বললো ঃ কারণ?

মিঃ ব্রে বললেন ঃ কারণ আপনাদের দেওয়া ঐ সামান্য অর্থ এখন আমাদের না দিলেও চলবে। অর্থাৎ তার অভাবে আমরা আর মারা যাব না।

নিকোলাস্ বললো ঃ সেটা আমি জানি। আপনারা মারা যাবেন এমন কথা আমি কখনও ভাবিনি।

নিকোলাস্-এর কথা শুনে মিঃ ব্রে অকারণে অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন ঃ আপনি ভাবেন নি? কে বললে আপনি ভাবেন নি। আপনি ভাবতে বাধ্য। সব ধনী ব্যাবসায়ীরাই এ-রকম ভেবে থাকে। আপনি এখানে আসবার সময়ও আপনার অজান্তে এ-কথা ভেবেছেন। আপনাদের আসল কাজ কি আপনি জানেন।

ঃ আপনি বলুন।

ঃ আপনাদের কাজ হচ্ছে ভদ্রসন্তান এবং মহিলাদের বিপদে ফেলা এবং তার মাধ্যমে অর্থ আদায় করা। এটা আমি ভালভাবেই জানি। যাক্। এখন আমার সময়ের মূল্য অনেক। আমি বেশী সময় দিতে পারবো না। আপনি কি আপনার কোম্পানীর তরফ্ থেকে আমার মেয়ের জন্যে কোন অর্ডার এনেছেন।

ঃ হ্যাঁ। এনেছি।

ঃ তা'হলে এবারে আমার শেষ কথা শুনুন। আমার মেয়ের আর অর্ডারের কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের দেয় টাকায় আর আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে প্রস্তুত নই। আপনি অনায়াসেই এই অর্ডার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আর তা'ছাড়া আপনার কোম্পানীতে আমার মেয়ের যে টাকা পাওনা আছে সে টাকা কোন অভাবী লোককে দান করে দেবেন। আমার কথাগুলো আপনি আপনার কোম্পানীকে দয়া করে জানাবেন। আপনি এখন আসতে পারেন।

নিকোলাস বললোঃ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি সমস্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীন হতে চাইছেন। কিন্তু আপনি দয়া করে একটু ভেবে দেখেছেন কি যে আপনার এই স্বাধীনতার ফল আপনারই মেয়ের মৃত্যু। আপনি আপনার একমাত্র মেয়েকে একজন পিসাচের হাতে বিক্রি করে এ-স্বাধীনতা কিনছেন? আপনার মেয়ে স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করছিলেন। এটা আপনার ভাল লাগলো না। কাজেই এ-ক্ষেত্রে আমি ধরে নিতে পারি যে আপনি স্বেচ্ছায় আপনার মেয়েকে শুধু মাত্র অর্থের লোভে অত্যন্ত হীন কাজে নিয়োগ করতে চলেছেন। আপনার মেয়ে আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং ভক্তি করে। কিন্তু দুঃখের কথা যে আপনি সে ভক্তি এবং ভালবাসার পূর্ণ সুযোগ নিলেন। আপনাকে ভক্তি-ভালবাসার বিনিময়ে সে এই পুরষ্কার পেল। এইটাই অত্যন্ত দুঃখের কথা।

নিকোলাস্ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো। মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে নিকোলাসকে থামিয়ে দিয়ে বললোঃ আপনি দয়া করে চুপ করুন। আমার বাবা অত্যন্ত অসুস্থ। আপনার কথা শুনলে তিনি হয়তো আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

নিকোলাস্-এর কথা শুনে মিঃ ব্রে-এর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। তিনি মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং হাঁপাতে লাগলেন। সেই সময় তাঁর অত্যন্ত কাসিও হতে লাগলো। তিনি কাসতে কাসতে বলতে লাগলেনঃ কি এতবড় কথা। তুমি একজন দোকানদার হয়ে যা নয় তাই বলে আমাকে গালি-গালাজ করে যাবে। আর আমি সহ্য করবো। আমি অসুস্থ বলে আমার ওপর দয়া দেখানো।

তিনি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার কাসতে শুরু করলেন। এবং এমন ভাবে কাসতে লাগলেন যে তাঁর দম্ বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

নিকোলাস্ সেই অবস্থা দেখে সেখানে আর দাঁড়ালো না। সে বাইরে বেরিয়ে এলো। এবং আসবার সময় মিঃ ব্রে-র অলক্ষ্যে মিস্ ব্রে-কে একবারের জন্যে বাইরে আসতে ইংগীত করলো।

নিকোলাস্ বাইরে আসতেই মিস্ ব্রে বাইরে এসে বললোঃ আপনি আর এক

মুহূর্তও এখানে দাঁড়াবেন না। দয়া করে চলে যান। আমার বাবার শরীর অত্যন্ত খারাপ। আপনি থাকলে আরও খারাপ হতে পারে। আপনি আগামী পরশু আসবেন। আমি সেদিন আপনার কথা শোনবার জন্যে তৈরী থাকবো।

নিকোলাস্ দৃঢ়তার সঙ্গে বললো: তা'হলে হবে না ম্যাডাম্। সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। আমার-আপনার জন্যেও অপেক্ষা করবে না। আমাকে আজই বলতে হবে। এবং আপনাকেও আজই শুনতে হবে। কারণ বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী।

: আপনি চলে যান। আপনি দয়া করে যান বলছি।

: আমি যেতে পারি না। নিকোলাস্ বললো: আমি একটি গুরু দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি। সেটা পালন না করে যেতে পারি না। আপনি যে পথে পা বাড়িয়েছেন, তা' আমাকে নিবৃত্ত করতেই হবে।

নিকোলাস-এর কথায় মিস্ ব্রে চমকে উঠে বললো: মানে? আপনি কি বলতে চান?

: আমি আপনার বিয়ের কথা বলতে চাই। আমি সোজা কথায় বলতে চাই যে এটা একটা চক্রান্ত। আমারই পরিচিত দু'জন লোক চক্রান্ত করে আপনার জীবনটা বিষিয়ে দিতে চাইছে। এরা জীবনে কোনদিন কারও মঙ্গল চিন্তা করেনি। আপনার জন্যেও করছে না। ওরা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আর আপনার পিতা শুধু মাত্র টাকার জন্যে আপনাকে তাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এবং তারা আপনাকে কিনে নিচ্ছেন। আপনাকে নিয়ে এটা একটা লেন-দেনের খেলা চলছে।

মিস্ ম্যাডেলিন্ সে কথা শুনে হেসে বললো: আপনি যেমন কর্ত্তব্য বোধে এতদূর ছুটে এসে আমাকে সে কথা স্মরণ করাতে এসেছেন, আমিও সেই রকম কর্ত্তব্য বোধে একাজ করে যাচ্ছি। আপনি এইটুকুই আজ আমার কাছে জেনে যান।

নিকোলাস্ তখন সোজাসুজি বললো: আপনি কি জানেন যে আপনার স্বামী একজন পাকা শয়তান।

: আপনি ওসব কথা আমাকে শোনাবেন না। আমি যা' করছি তা স্বেচ্ছায় করছি। আমি কারও হুকুমে একাজ করছি না। আপনি এখন আসতে পারেন।

নিকোলাস্ আবার বললো: আমার অনুরোধ, আপনি মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে এ বিয়েটা বন্ধ রাখুন। ভালকরে ভাবুন যে আপনি কি করতে যাচ্ছেন। ঐ লোকটা একটা প্রচণ্ড শয়তান। ও আপনাকে সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে। আপনার জীবন বিষ করে দেবে। আপনি চিরদুঃখী হতে বাধ্য। সুখ আসতেই পারে না। এর চেয়ে দুঃখ-দারিদ্র বরণ করা অনেক শ্রেয়। আমার কথা আপনি শুনুন।

নিকোলাস্-এর শেষ কথায় মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে তার সুন্দর চোখদুটি তুলে নিকোলাস-এর দিকে তাকালো। তারপর অকস্মাৎ দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলো। নিকোলাস্ পাশে এসে দাঁড়ালো। বুঝলো এতক্ষণে সে মেয়েটির মনের দরজায় এসে দাঁড়াতে পেরেছে। এযাবৎ সে যা' বলে আসছে তা'

মনের কথা নাও হতে পারে। এইবারে হয়তো তার মনের কথা সহস্র ফলগুধারার মত বেরিয়ে আসবে। মেয়েটির মনের কথা এতক্ষণে হয়তো সে প্রকাশ করবে।

নিকোলাস্-এর এ অনুমান মিথ্যা হয়নি। মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে-র তখন দু'চোখে অশ্রুধারা। সে বার বার নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে বলতে লাগলো : আমি এতক্ষণ যা' বলেছি সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। কিছু সত্যি নয়। আমি ঐ লোকটাকে একটুও পছন্দ করি না। ভালবাসার প্রশ্নই আসে না। আমার এবং ঐ লোকটার মধ্যে বয়স, রুচি এবং আচার ব্যবহারে এত পার্থক্য যে যোগ্যতার কোন প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না। ঐ লোকটাও এ কথা ভাল ভাবেই জানে এবং আমি ও জানি।

নিকোলাস্ তখন উৎসাহে বললো : তা'হলে কেন আপনি অকারণ—

: অকারণ নয় মিঃ নিকল্‌বি। এ বিয়ে একটা বিশেষ কারণের জন্যেই ঘটছে। এ-বিয়ে ঘটলে আমার বাবা ঋণমুক্ত হবেন। প্রাচুর্যও তাঁর বাড়বে। তিনি একটু বেশী সুখে থাকতে পারবেন। এবং তা'হলে আমি আশা করি তিনি হয়তো আরও কিছুদিন বেশী বাঁচতে পারেন। আমি তাঁকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখতে চাই। কারণ এই পৃথিবীতে এখন একমাত্র বাবা ছাড়া আর কোন আত্মীয় আমার নেই। অবশ্য আমার বাবা যদি তাঁর জন্যে বেশীদিন বাঁচেন, তবে আমি তাঁকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবো। কারণ যে লোক এত টাকা-পয়সা দিয়ে আমার বাবার সুখ-শান্তি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বাবার জীবনের সমস্ত ঋণ, মুক্ত করে দিচ্ছেন, তাঁকে আমি অবশ্যই ছোট করে দেখতে পারি না। আমার দেখা উচিত ও নয়। কাজেই আমি হয়তো তাঁকে তাঁর পত্নীর মত ভালবাসতে পারবো না। কিন্তু কর্ত্তব্য-দায়িত্ব পালন করতে পারবো। আমি যাঁকে পেতে যাচ্ছি, যাঁকে নিয়ে আমি আমার জীবন শুরু করতে যাচ্ছি, তাঁকে নিয়ে আমি সুখী না হতে পারি। তবে দুঃখ প্রকাশ করবো না।

নিকোলাস্ বললো : আমি জেনে খুশি যে আপনার জীবনের জমাট অন্ধকার আপনি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু কর্ত্তব্য বোধে সেটা স্বীকার করতে রাজি নন। ভাল কথা। আপনি যদি স্বেচ্ছায় আপনার জীবনে দুঃখ ডেকে আনেন, তবে আমার আর কিছু বলবার নেই। তবুও আমি শেষ বারের মত এ-বিয়ে বন্ধ রাখতে আপনাকে অনুরোধ করবো।

মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে বললো : এখন আর হয় না মিঃ নিকল্‌বি। আমার এ-বিয়ে ঠিক হবার পর আমার বাবাকে আমি অনেক সুস্থ এবং সবল দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মুখের চেহারা এখন অনেকটা সুস্থ বলেই আমার মনে হয়।

নিকোলাস্ বললো : এটা চক্রান্তের একটা কৌশল মাত্র।

: মানে? মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে মুখ তুলে নিকোলাস্-এর দিকে তাকালো।

নিকোলাস্ বললো : অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে, আপনি আপনার বাবাকে বর্তমানে যে সুস্থতা এবং হাসিখুশি দেখছেন, এটা মিঃ রালফ্ নিকল্‌বি এবং মিঃ গ্রাইড্-এর চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ।

: আমি আপনার এত কথার অর্থ বুঝতে পারি না। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে আমি আমার বাবাকে সুস্থ দেখতে চাই। এবং এখন আমার বাবা আগের

চেয়ে অনেক উৎফুল্ল আছেন আমি জেনে খুশি। আমি এর বেশী কিছু জানতে চাই না। আপনি দয়া করে এখন আসুন।

নেপথ্যে ঘরের মধ্যে মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে-র বাবার গলা পাওয়া গেল। তা' শুনে মিস্ ব্রে বললো ঃ আমার বাবা আমাকে ডাকছেন। তাঁর নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হচ্ছে। আমি এখন চলি। আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। আচ্ছা, নমস্কার।

মিস্ ব্রে চলে যেতে নিকোলাস্ ব্যর্থ মনে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো এবং নিজের বাড়ীর পথ ধরলো।

পরের দিন নিকোলাস্ অনেক চিন্তা-ভাবনার পর রাত্রের দিকে আর্থার গ্রাইড্-এর বাড়ীতে এসে হাজির হল।

আর্থার্ গ্রাইড্ তখন খুশি মনে গুণ গুণ করে গান গাইছিলেন আর নিজের বিয়ের পোষাকটি ভাল করে দেখছিলেন। ভাবছিলেন, এ-পোষাকে তাকে মানাবে কিনা।

নিকোলাস্ কাউকে না জানিয়ে আর্থার-এর ঘরে এলো। আর্থার্ আচম্কা একজন মানুষকে তার ঘরে দেখে 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

তা'তে নিকোলাস্ এগিয়ে এসে বললো ঃ অত চেঁচাচ্ছো কেন। আমাকে দেখে কি চোর মনে হয়। আমি যে ভদ্রঘরের ছেলে এটাও বুঝতে তোমার সময় লাগে।

আর্থার্ তখন চোখ তুলে নিকোলাস্কে ভালকরে দেখে নিয়ে বললেন ঃ তুমি কাউকে না জানিয়ে যে আমার ঘরে এলে ?

ঃ তোমার চাক্রাণী আমাকে আসতে দিয়েছে বলেই আমি আসতে পেরেছি। যাইহোক তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

ঃ কি বলো। আর্থার্ গ্রাইড্ নিজে একটি চেয়ারে বসে নিকোলাস্কে বসতে বললেন।

নিকোলাস্ বললো ঃ কাল তোমার বিয়ে।

ঃ কে বললে ?

ঃ আমি জেনেছি। কিন্তু তুমি জেনে রাখ যে মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে তোমাকে ঘৃণা করে। তোমাকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণা করে। তুমি তাকে বিয়ে করলেও তার মন কোনদিনও পাবে না। তুমি আর আমার জ্যেঠামশাই দু'জনে চক্রান্ত করে মিস্ ব্রে-কে ফাঁদে ফেলেছ। তুমি আমার জ্যেঠামশাইকে এই বিয়ের জন্যে টাকা দেবে সেটাও আমি জানি। তবে তুমি মেয়েটিকে প্রতারণা করে সুবিধে করতে পারবে না। আমার পেছনে অনেব লোক আছে। এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।

আর্থার্ গ্রাইড্ নিকোলাস-এর কথা শুনে চোখ বড় বড় করে তাকালেন। নিকোলাস্ রাগের মাথায় বলে যেতে লাগলো ঃ তোমার মধ্যে যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকতো তবে মাতৃহীনা মেয়েকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করতে না। মেয়েটি অত্যন্ত পিতৃপরায়ণা এবং তোমরা তার সুযোগ সম্পূর্ণ ভাবে নিচ্ছ। তবে এখন তোমাকে আমি শেষ কথা বলি শোনো। তুমি কত টাকা পেলে মেয়েটিকে মুক্তি দিতে পার আমাকে খোলাখুলি বলো। কত টাকা তোমার চাই। তুমি সব সময় মনে রাখবে,

তখন তুমি বিপদে পড়বে।

নিকোলাস্-এর কথা শুনে আর্থার্ গ্রাইড্ কিছুক্ষণ চুপকরে থাকলেন এবং পরে বললেন ঃ আমি তোমার কথা সবই শুনলাম। কিন্তু যদি তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে না যাও তবে এখন আমি লোক ডাকবো এবং তোমাকে শায়েস্তা করবো। আমি এখানে দাঁড়িয়ে এমন চিৎকার করবো যে লোক জড়ো হয়ে যাবে এবং তোমাকে শাস্তি দেবে।

নিকোলাস্ বললো ঃ আমি এখনই তোমাকে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেব।

আর্থার্ বললেন ঃ ওরে বাবা। এত ভয়ানক লোক দেখছি। তিনি তখনই আর কোনদিক চিন্তা না করে জানালার কাছে মুখ এনে চিৎকার করতে লাগলেন। নিকোলাস্ লোকটার কাণ্ড দেখে অবাক। কোন সুস্থ লোক যে এরকম কাণ্ড করে বসতে পারে তা'তার ধারণার বাইরে। নিকোলাস্ আর কোন উপায় না দেখে মাথা নীচু করে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নিকোলাস্ চলে যেতে আর্থার্ গ্রাইড্ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এমন দৃঢ়চেতা লোক তিনি জীবনেও দেখেনি। তিনি ভাবলেন যে আর একটু হলেই তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারতো। তিনি ভয়ে ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন। সমস্ত ঘরের দরজা জানলা ভালকরে বন্ধ করলেন। এবং আবার গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে শুতে চলে গেলেন।

আগামীকাল তাঁর শুভদিন।

বিয়ের দিন সকালে আর্থার্ গ্রাইড্ আপন মনে পথ চলছিলেন আর ভাবছিলেন ঃ ঐ যুবকটি কি করে তার বিয়ের কথা জানতে পারলো। এবং শেষ পর্যন্ত বিয়ের সময় সে কোন ঝামেলা না বাঁধায়।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে আর্থার্ গ্রাইড্ রালফ্ নিকল্বি-এর বাড়ীতে এলেন এবং তাঁকে গত রাতের সবকথা খুলে বললেন। শুনে রালফ্ নিকল্বি বললেন ঃ তুমি তাকে কি চেনো?

ঃ না। কোনদিন দেখিনি।

ঃ তুমি কি ভয় পেয়েছিলে।

ঃ একবার মনে হয়েছিল যে ঐ ছোকরা আমার টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিতে এসেছে। এই কথা মনে হতেই আমি চিৎকার করে লোক ডেকেছিলাম। কিন্তু লোক আসবার আগেই সে চলে গিয়েছিল।

ঃ সেকি যুবা পুরুষ।

ঃ হ্যাঁ! এবং শুধু মাত্র যুবা নয় সুপুরুষ।

ঃ সে বলেছে যে ঐ যুবতী তোমাকে ঘৃণা করে?

ঃ হ্যাঁ! বলেছে।

ঃ তা'তো বলবেই। বুড়োকে কে-না ঘৃণাকরে। সে যখন বয়সে যুবা এবং

বিয়ের পর মিস্ ব্রে'কে খুব সাবধানে রাখবে। কারণ ঐ যুবক পরে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে।

: না। পারবে না। আমি তাকে খুব সাবধানে রাখবো।

: হ্যাঁ! মেয়েদের সাবধানে রাখা বা দাবিয়ে রাখা খুব সহজ কাজ নয়। যাক্! তুমি প্রস্তুত।

: হ্যাঁ!

: বেশ চলো। একখানা ভাল গাড়ী ভাড়া করো।

গ্রাইড্ একখানা ভাল গাড়ী ভাড়া করলেন। তাঁরা দু'জনে মিঃ ব্রে-র বাড়ীর দিকে চললেন।

বাড়ীতে এসে ও'রা দু'জনেই অবাক। কোন আয়োজন বলতে কিছু নেই। বাড়ীটা একেবারে নিঝুম পড়ে আছে। রালফ্ নিকলবি্ বললেন: এসো। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করা যাক। এখনি ওদের কেউ এসে নিশ্চয়ই আমাদের অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে যাবে।

ওরা কিছুক্ষণ সেখানে চুপ করে বসে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর মিঃ ব্রে-র পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনি নীচে নেমে এসে নীচু গলায় বললেন: আপনারা জোর গলায় কথা বলবেন না। আমার মেয়ে গত রাত্রে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কাল সারা রাত কেঁদেছে। এখনও কাঁদছে। তবে অনেকটা সাম্‌লেছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।

রালফ্ নিকলবি্ বললেন: এটা আপনার মেয়ের মানসিক দুর্ব্বলতা। কেটে যেতে বেশী সময় লাগবে না। আমি আশা করি আপনার মেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মানসিক প্রস্তুতি লাভ করবে।

মিঃ ব্রে বললেন: হ্যাঁ! আমিও আশা করি। আপনি একটু এ-পাশে আসুন কথা আছে।

মিঃ ব্রে রালফ্ নিকলবিকে গ্রাইড-এর কাছ থেকে এক পাশে সরিয়ে এনে বললেন: দেখুন কাল রাতে আমি অনেক চিন্তা করেছি।

রালফ্ নিকলবি বললেন: বেশ!

: আমার মনে হচ্ছে, এটা খুবই নিষ্ঠুরতার কাজ হচ্ছে। মানে, আমার মেয়েকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আপনি ঐ বসে থাকা গ্রাইড্-এর দিকে একবার ভাল করে দেখুন। এমন লোকের হাতে কোন বাপ তার নিজের মেয়েকে দিতে পারে কিনা আমি জানি না।

: পারে। রালফ্ নিকলবি একেবারে সোজা জবাব দিলেন। হ্যাঁ! পারে। এবং আনন্দের সঙ্গে পারে। এতে কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা নিষ্ঠুরতার কিছু নেই।

: কেন? মিঃ ব্রে অবাক চোখে তাকালেন।

: কারণ, ঐ লোকটা একেবারে বুড়ো এবং রোগা। লোকটা যদি সুস্থ এবং সবল, হত তাহলে এ-কাজ নিষ্ঠুরতা বলে প্রকাশ পেত। কিন্তু তা' নয়। ঐ লোকটা দু'দিন

বাদেই শেষ হয়ে যাবে। মাঝখানে আপনি কিছুদিন ঐশ্বর্য্যে এবং বিলাসব্যাসনে দিন কাটাতে পারবেন। এবং আপনার মেয়ে, অতুল অর্থের অধিকারিণী হয়ে বিধবা হবে। তাতে লাভ এই যে এখন আপনার মেয়ে আপনার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করছে। তখন তার ইচ্ছানুসারে কাজ করবার সুযোগ পাবে। পাবে না কি? আপনিই বলুন না।

মিঃ ব্রে বললেন: সে কথা অবশ্যই ঠিক। তবুও আমার মন কেন যেন তেমন সাড়া দিচ্ছে না।

: দেবে। আপনি আপনার মনকে শক্ত রাখুন। তা' না হলে শুভকাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। আমি আপনাকে হলপ্ করে বলতে পারি যে, এখনও এমন অনেক মেয়ের বাপ আছেন, যাঁরা তাঁদের মেয়েকে অনায়াসেই ঐ লোকটার হাতে তুলে দিতে পারে।

: হ্যাঁ! তা' পারে। আমিও কাল রাতে আমার মেয়েকে সেই ভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

: আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আমার মেয়ে থাকলে আমিও তাই করতাম।

: করতেন নাকি!

: আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার ঋণের বোঝা কমাবার এবং সেইসঙ্গে সুখে থাকার একটা সুযোগ এসেছে বলেই আমি মনে করি।

মিঃ ব্রে রালফ্ নিকলবির এই শেষ কথাগুলো কেমন যেন নির্বিষ্ট মনে শুনলেন। তারপর বললেন: আচ্ছা, তা'হলে আপনারা এখানেই একটু অপেক্ষা করুন। আমি ওপর থেকে আমার পোষাকটা বদলে আমার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

: বেশ! আসুন। তবে দয়া করে বেশী সময় নেবেন না।

: না। না। মিঃ ব্রে ওপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে মিঃ রালফ্ নিকলবিকে বললেন? শুনুন মিঃ নিকলবি। কথাটা আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাই না বলে পারছি না।

: বেশ! বলুন। রালফ্ নিকলবি চোখ তুলে বেশ একটু উৎকণ্ঠা নিয়েই মিঃ ব্রে-এর দিকে তাকালেন।

মিঃ ব্রে বললেন: কাল রাতে আমি চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখেছি।

: স্বপ্ন! কি স্বপ্ন? মিঃ নিকলবি অবাক হয়ে তাকালেন।

: আমি স্বপ্নে দেখছি যে আমি আপনার সঙ্গে বেশ মৌজ করে গল্প করছি। তারপর আপনার কথা মত এখন যেমন পোষাক বদলাতে যাচ্ছি ঠিক তখনও পোষাক বদলে এসে যেই মুহূর্তে আমার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি মেয়েটি তখন কি করলো জানেন?

: কি করলো।

: আমার মেয়ে আমার হাত না ধরে আমার পায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। আর আমি সোজা কবরে চলে গেলাম। আচ্ছা, স্বপ্নটা কি অদ্ভুত এবং বিশ্রী বলুন তো।

: কিছু বেশ্রা নয়। ওটা হজমের গোলমাল। মানুষ হজমের গোলমালেই দুঃস্বপ্ন দেখে। ও সব কিছু না। মন ভাল রাখুন। এখন আপনি দয়া করে ওপর থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে আসুন।

: হ্যাঁ! যাই। মিঃ ব্লে ওপরে চলে গেলেন।

মিঃ রালফ্ নিকলবি মিঃ গ্রাইড্-এর কাছে এসে বললেন ঃ শোনো গ্রাইড্! আমার একটা কথা মনে রেখো।

ঃ কি কথা।

ঃ এই ব্যাটা ব্লে, এই লোকটা আর বেশীদিন বাঁচবে না। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ। তুমি ঐ লোকটার খরচা থেকে বেঁচে যাবে। এ-কথা আমি এখনি হলপ্ করে বলে রাখলাম। তুমি দেখে নিও। রালফ্ নিকলবি কথা বলতে বলতে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে গ্রাইড্-এর পাশে বসলেন।

এমন সময় দরজার কাছে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। রালফ্ নিকলবি এবং গ্রাইড্ সেদিকে উৎগ্রীব হয়ে তাকালেন। একজন পুরুষও একজন নারী ঘরে এলো। রালফ্ নিকলবি তাদের দেখে অবাক। তাঁর মুখে আর কোন কথাই জোগালো না। তিনি শুধু হতবাক্ হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

যারা ঘরে এলো তারা হচ্ছে নিকোলাস্ এবং তার বোন কেট্। নিকোলাস্কে দেখে গ্রাইড্ বলে উঠলেন ঃ হ্যাঁ। এই ছোকরাই কাল আমার বাড়ীতে এসে আমাকে শাসিয়েছিল। এখন আমি চিনতে পেরেছি। এই ছোকরাই বটে।

রালফ্ নিকলবি বললেন ঃ আমি এই রকমই অনুমান করেছিলাম। এই ছোকরা আমার সব কাজেই বাধা দিচ্ছে।

নিকোলাস্ এবং কেট্ তাঁদের কাছে এগিয়ে আসতে রালফ্ নিকলবি অত্যন্ত রেগে বললেন ঃ তোমরা এখানে কি করতে এসেছো। মিথ্যাবাদী, চোর হয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না। এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। না' হলে ফল ভোগ করতে হবে।

নিকোলাস্ এগিয়ে এসে সোজাসুজি তার জ্যেঠামশাই-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো ঃ তোমার কবর খুঁড়তে এসেছি। তোমার কবল থেকে একটি নিরীহ মেয়েকে রক্ষা করতে এসেছি। সারা জীবন চুরি আর জালিয়াতির ব্যবসা করে হাত পাকিয়েছ। ভেবেছ সব্বত্রই তুমি পার পাবে। কিন্তু আজ সে কথা ভুলে যাও। আজকে আমাকে বাধা দিলে তার ফল খারাপ দাঁড়াবে।

রালফ্ নিকলবি তখন কেট্কে বললেন : তুমি বাছা আবার এখানে কেন। এই গোলমালের মধ্যে তোমার থাকা উচিত হবে না। তুমি চলে যাও।

কেট্ বললো ঃ আমি যেতে পারি না। আমিও কিছু কর্ত্তব্য করতে এখানে এসেছি। সে কর্ত্তব্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে এখানে থাকতেই হবে।

রালফ্ নিকলবি কেট্-এর কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন ঃ তোমারও আবার এখানে কর্ত্তব্য আছে নাকি। কিন্তু কি সে কর্ত্তব্য। জানতে পারি কি।

: আপনার বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দেওয়া।

ঃ মানে ?

ঃ মানে ঐ মেয়েটিকে রক্ষা করা এবং আশ্রয় দেওয়া। আমি ঐ মেয়ের বাপকে বোঝাতে চেষ্টা করবো যে,তিনি তাঁর মেয়ের জীবনে কি সর্ব্বনাশ করছেন। কি ভয়ানক একটা পিশাচের হাতে তিনি স্বজ্ঞানে নিজের মেয়েকে তুলে দিচ্ছেন। আমি আশা করি তাঁর মনে আমরা বিবেক-বুদ্ধি জাগাতে পারবো। আমি সেইজন্যেই এসেছি। এবং সে কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি যেতে পারি না।

ঃ বেশ! তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা করে দেখো যে কি অবস্থা দাঁড়ায়। পরে তিনি গ্রাউড্-এর দিকে ফিরে বললেন ঃ শোনো গ্রাইড্! এই ছোকরা আমার আপন ভাইপো। এটা খুবই দুঃখের এবং লজ্জার কথা। অনধিকার চর্চা করা ওর স্বভাব। এর আগেও ও অনেক ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করেছে। এবং আজও সে এখানে অনধিকার চর্চা করতে এসেছে। সঙ্গে আবার বোন। গত কাল রাত্রে বুঝি এই ছোকরাই তোমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করতে চেয়েছিল।

গ্রাইড্ বললো ঃ হ্যাঁ! চোরের মত চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলো। পরে যখন আমিও ভয় দেখালাম তখন বাছাধন পালাতে পথ পেলো না। ঐ ছোকরা ম্যাডেলিন্কে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়।

রালফ্ নিকলবি তখন শেষ বারের মত কেট্কে বললেন ঃ শোনো কেট্ তোমাকে আমি ভাল কথা বলছি। তুমি বাড়ী চলে যাও। এখানে অকারণ দাঁড়িয়ে থেকে অপমানিত হোয়ো না। এটা ভাল দেখাবে না। তোমার ভাইকে এখনি শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এবং সেই সঙ্গে তুমিও অকারণ জড়িয়ে পড়বে।

ঃ আমি দুঃখিত জ্যেঠামশাই। আমি আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করে চলে যেতে পারি না।

ঃ ও। বেশ! তিনি তখন গ্রাইড্কে বললেন ঃ গ্রাইড্ তুমি এখনই ওপরে চলে যাও। গিয়ে মিঃ ব্রে-কে ডেকে আনো। মিস্ ম্যাডেলিন্কে ওপরেই থাকতে বলবে। সে যেন নীচে নেমে না আসে।

রালফ্ নিকলবির কথা শুনে গ্রাইড্ ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গেলেন। নিকোলাস্ সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়ালো এবং সোজাসুজি বাধা দিল। ফলে চিৎকার, গোলমাল এবং ধস্তাধস্তি শুরু হল। রালফ্ নিকলবিও এগিয়ে এলেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। যার জন্যে উপস্থিত কেউ প্রস্তুত ছিল না। সকলেই হতবাক্ হয়ে ওপরে তাকালো।

ওপর থেকে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে কান্না, চিৎকার এবং আচম্কা গোলমাল শোনা গেল। সবাই অবাক। গ্রাইড্ রালফ্-এর মুখের দিকে তাকালেন। রালফ্ গ্রাইড-এর মুখের দিকে। ওপরে ব্যাপারটা যে কি ঘটছে সেটা কেউ অনুমান করতে পারলেন না।

নিকোলাস্ আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়ালো না। সে কেট্কে নিয়ে ওপরে চলে এলো। দেখলো মিঃ ব্রে মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁহার দেহে কোন প্রাণ নেই। অসাড়। মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে তার বাপের পাশে বসে অঝোরে কেঁদে

চলেছে। পাশে আরও কয়েকজন লোক অবাক চোখে তাকিয়ে।

নিকোলাস্ অবস্থাটা পর্য্যবেক্ষণ করে সেখানে আর অপেক্ষা করলো না। আশপাশের লোকজনকে ডেকে সে মিঃ ব্রে-এর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে, ম্যাডেলিন্ ব্রেকে নিয়ে সোজা নীচে নেমে এলো।

নীচে রালফ্ নিকলবি এবং গ্রাইড্ দাঁড়িয়ে। তাঁরা কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সক্ষম হলেন না।

নিকোলাস্ সকলকে সাক্ষী রেখে ম্যাডেলিন্ ব্রে এবং কেট্‌কে একটি গাড়ীতে তুলে বাড়ীর পথে রওনা হয়ে গেল।

গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে দিল।

রালফ্ এবং গ্রাইড্ অসহায়ের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

[৩৬]

নিকোলাস্ তার বোন কেট্ এবং মিস্ ম্যাডেলিন ব্রে-কে নিয়ে সোজা নিজের বাড়ীতে এসে উঠলো। মিসেস্ নিকলবি তার মেয়েএবং ছেলের কাছে মিস্ ম্যাডেলিন-এর বিষয়ে অনেক আগেই শুনেছিলেন। নিকোলাস্ মিস্ ম্যাডেলিন্-এর বাড়ীতে কেন যায়, কি কাজে যায় এবং কারা পাঠায় এ সবই তিনি জানতেন। যেহেতু চেরিবল্ ভাইয়েরা এ-ব্যাপারে জড়িত এবং তাঁরাই নিকোলাসকে এ-কাজে নিয়োগ করেছেন, সেই হেতু তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিকোলাস্‌কে কিছু বলতে সাহস পান নি। এবং ইচ্ছা থাকলেও বলেন নি। তবে তাঁর মনে একটা সংশয় বরাবরই ছিল। যে সংশয় আজ মোটামুটিভাবে রূপ নিতে চলেছে। নিকোলাস্-এর চলাফেরায় তিনি এটা বেশ বুঝেছিলেন যে একদিন হয়তো নিকোলাস্‌কে এই মেয়েটির দায়িত্ব নিতে হতে পারে। তিনি যে চিন্তা অনেক আগে করেছিলেন, আজ দেখা যাচ্ছে যে তার কিছু অংশ সত্য হতে চলেছে। সেইজন্যে মিস্ ব্রে বাড়ীতে আসবার পর একদিন মিসেস্ নিকলবি নিজের মনের গোপন কথাটা আর গোপনে না রেখে স্পষ্ট ভাবে কেট্‌কে বললেনঃ আচ্ছা কেট্, নিকোলাস্ এখন বাড়ী নেই। সেই কারণে একটা কথা আমি তোমার কাছে স্পষ্ট ভাবে জানতে চাই। যার অর্থ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

কেট্ মায়ের কথায় বললোঃ বলো মা। তুমি কি জানতে চাও।

মিসেস্ নিকোলাস্ বললেনঃ একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না যে চেরিবল্ ভায়েরা এই মেয়েটিকে বিয়ে দিতে চাইছেন না কেন। আবার অন্যদিকে আমি দেখছি যে তাঁরা মেয়েটিকে খুব আদর-যত্নও করেন। অথচ নিজেরাও বিয়ে করতে ইচ্ছুক নন। তা'হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম যে তাঁরা বিয়ে করবেন না এবং বিয়ে দেবেনও না। ঘটনাটা যদি এই রকমই হয়ে থাকে তবে নিকোলাস্‌ই বা কেন এ-বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা আমি বুঝি না।

কেট্ বললোঃ আসলে তুমি মা ব্যাপারটা একটুও বুঝতে পারনি। কিম্বা আমরা তোমাকে ভালকরে বোঝাতে পারি নি।

মিসেস্ নিকল্বি বললেন ঃ আমার মনে হয় তাই হবে। তোমরা আমাকে ভালকরে বোঝাতে পারনি। কারণ স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বয়সের তফাৎটা কখনও কখনও বা কম থাকে। কিন্তু তা'বলে ম্যাডেলিন-এর বিয়ের মত কোন গোলমাল হয় না। এবং স্বামী-স্ত্রীতে বেশ ভাল ভাবেই সারাজীবন সুখে কাটিয়ে দেয়। এমনও আমি দেখেছি। অথচ ম্যাডেলিন-এর বিয়েতে আমি নানাজনের মুখে নানা কথা শুনতে পাচ্ছি। আর তা' ছাড়া নিকোলাস্ই বা এ-বিয়েতে এত আপত্তি জানাচ্ছে কেন। এটাও আমি বুঝি না।

কেট্ বললো ঃ তোমাকে আমি ভালকরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি মন দিয়ে শোনো মা। ম্যাডেলিন-এর যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল, সেই লোকটা ম্যাডেলিন-এর চেয়ে অনেক বড়। বয়সের যে দূরত্বটা স্বাভাবিক নয় সেইটাই ওদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিলো। এ-ছাড়াও ম্যাডেলিন্ ঐ লোকটাকে একটুও পছন্দ করেনি। এবং লোকটার চরিত্রও ভাল নয়। সুতরাং তুমি নিজেই এখন বলো মা, যে এমন একজন লোককে কি কোন মেয়ে স্বামী বলে মেনে নিতে পারে ? না পারা উচিত।

মিসেস্ নিকল্বি বললেন ঃ তা অবশ্যই। এমন অবস্থা হলে অবশ্যই এ-বিয়ে হওয়া উচিত হবে না।

কিছু দিনের মধ্যেই ম্যাডেলিন-এর ব্যবহারে মিসেস্ নিকল্বি-এর মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। তিনি ম্যাডেলিন-এর ব্যবহারে নানা ভাবে খুশি হতে লাগলেন এবং তার রূপেও মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি নানা কাজে এবং কথায় ম্যাডেলিন-এর পক্ষই সমর্থন করতে লাগলেন। এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন যে এমন রূপ এবং গুণ যে মেয়ের রয়েছে তাকে ঐ বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করা কিছুতেই উচিত নয়। এ-কাজটা যে হয়নি এটা ভালই হয়েছে। তখন তিনি বরং শতমুখে নিকোলাস্কে প্রশংসা করতে লাগলেন। এবং ম্যাডেলিন-এর গুণগানে মুখর হয়ে উঠলেন।

চেরিবল্ ভায়েরা দেশে ফিরে নিকোলাস্-এর কাছে মিস্ ব্রে-র সব কথাশুনে মুগ্ধ হলেন এবং নিকোলাস্কে তার কাজের জন্যে অত্যন্ত প্রশংসা করতে লাগলেন। পিতৃশোকে মুহ্যমানা মিস্ ব্রে-র শরীর তখন ভাল যাচ্ছিলো না। নানা অসুখের আশংকা দেখা যাচ্ছিলো। চেরিবল্ ভায়েরা তখনি মিস্ ব্রে-র চিকিৎসার জন্যে ভাল ডাক্তার নিয়োগ করলেন। এবং তাকে দেখা-শোনার সুবন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু তেমন সুবিধা কিছু হল না। ম্যাডেলিন্ ধীরে ধীরে আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলো। এবং দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী রইলো। ডাক্তার-বদ্যি সবই আছে। অথচ রোগ সারে না। শরীর দিনেদিনে খারাপের দিকে নেমে আসতে লাগলো।

সেই সময় নিকোলাস্ কেট্ এবং তাদের মা মিসেস্ নিকল্বি খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন। যদি কিছু একটা অঘটন ঘটে যায়। এই ধরণের একটা চিন্তাও মিসেস্ নিকল্বি-এর মনে ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। তাঁরা আরও বেশী ভাবে তাকে সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। নিকোলাস্ নিজেও খোঁজ খবর নিতে লাগলো। এবং আগের চেয়ে বেশী সময় সেখানে কাটাতে লাগলো। এব্যাপারে কেট্-এর সেবা ও

পরিচর্য্যা সত্যিই লক্ষণীয়। রাতের দিকে মাঝে মাঝে চৌরিবল্ ভাইদের তরফ্ থেকে মিঃ ফ্রাংক্ও আসতে লাগলেন। খোঁজ নিতে লাগলেন। এবং কেট্-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে যেতে লাগলেন। শেষের দিকে এটা মিঃ ফ্রাংক-এর একটা দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়ালো। সে তখন প্রায় রোজই আসতে লাগলো মিস্ ম্যাডেলিন্-এর ঘরে বসে কেট্-এর সঙ্গে নানা গাল-গল্পে সন্ধ্যা কাটাতে লাগলো। মিঃ ফ্রাংক্ চৌরিবল-এর ভাইপো। এ-কথা মিস্ কেট্ ও জানে। সেই কারণে কেট্ মিঃ ফ্রাংককে প্রতি সন্ধ্যায় নানা খাবার পরিবেশন করতে লাগলো।

শেষের দিকে ওদের এই মেলামেশাটা মিসেস নিকলবির মনে একটা চিন্তা দানা বাঁধাবার সুযোগ করে দিল। তিনি এতদিন ম্যাডেলিন্ ও তার ছেলেকে নিয়ে যে চিন্তায় ভুগছিলেন সেটা এখন অনেক স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ ম্যাডেলিন্ এবং নিকোলাস্-এর পারস্পরিক আকর্ষণ এখন অনেকটা খোলামেলা ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। এ-প্রকাশ কখনও ম্যাডেলিন-এর ব্যবহারে। আবার কখনও নিকোলাস্-এর কথায়। যাইহোক তবুও তিনি সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। এবং ওদের পরবর্তে অধ্যায়ের দিকে নজর রাখছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি তাঁর কাছে নতুন ভাবে ধরা পড়লো সেটা হচ্ছে মিঃ ফ্রাংক্ ও কেট্-এর মেলামেশা। তিনি সন্দেহ করতে লাগলেন যে এদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন আকর্ষণীয় ব্যাপার চলছে যার প্রকাশ অন্তর্মুখী। বহির্ঃপ্রকাশ যার একেবারেই নেই। এই কথাটা যেদিন তাঁর মনে এলো, সেই দিন থেকে তিনি আবার নতুন করে এদের ওপরও নজর রাখতে শুরু করলেন। এবং শেষে একদিন শেষ সিদ্ধান্তে এলেন যে, মিঃ ফ্রাংক্ কেট্কে নিশ্চয়ই খুব পছন্দ করে। এই ধরণের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় মিসেস্ নিকলবি্ নিকোলাস্কে ডেকে বললেন: শোনো নিকোলাস্, তুমি তো সারাদিন নানা কাজে বাইরে থাক। একটা কথা আমি তোমাকে কয়েকদিন থেকে বলবো ভাবছি।

নিকোলাস্ বললো: কি বলো মা।

মিসেস্ নিকলবি্ বললেন: আমার মনে হচ্ছে মিঃ ফ্রাংক্ কেট্-এর প্রতি অনুরক্ত।

নিকোলাস্ সে কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে বললো: কেট্-এর মনের কথা কি তুমি জানো।

: না। সেটা আমি এখনও জানতে পারি নি। অন্ততঃ কেট্-এর ব্যবহারে সেটা কোথাও কোন প্রকাশ নেই।

নিকোলাস্ বললো: আমার মনে হয় তোমার এ-ধারণা ভুল মা। তিনি ম্যাডেলিন্কে দেখতে আসেন। কেট্কে নয়। অনুরক্তের প্রশ্ন যদি ওঠে তবে ম্যাডেলিন-এর প্রতিই ওঠা উচিত। কেট্-এর প্রতি নয়।

মিসেস্ নিকলবি্ বললেন: কিন্তু আমি মনে করি যে আমার অনুমান সত্য।

নিকোলাস্ বললো: যাইহোক মা, যদি তোমার অনুমান সত্য হয়ে থাকে তবে আমরা এব্যাপারে একটুও উৎসাহ দিতে পারি না। কিম্বা দেওয়া সংগত হবে না। সেটা হবে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার কাজ।

ঃ কেন ? নিকোলাস্-এর মা নিকোলাস্-এর দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

নিকোলাস্ বললো ঃ কারণ, আমরা গরীব সেটা ভুলে গেলে চলবে না। আমার যদি একাজে উৎসাহ দেখাই তবে চেরিবল্ ভায়েরা ভাবতে পারেন যে আমরা মিঃ ফ্রাংককে আমাদের দারিদ্রের সুযোগ নেবার জন্যে তাকে প্রলুব্ধ করেছি। আমরা জাতে ওঠবার চেষ্টা করছি ! এটা ঠিক হবে না। এতে আমরা অকারণ অপমানিত হব। চেরিবল্ ভায়েরা আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন এবং এখনও করছেন। তাঁদের কাছে আমরা নিঃসন্দেহে ঋণী। তাঁদের ঋণ আমরা ভুলে যেতে পারি না। তাঁদের একমাত্র বংশধর সম্বন্ধে তাঁদের মনে নানা রকমের উচ্চাশা বা পরিকল্পনা থাকতে পারে। এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কপর্দকশূন্য কোন পরিবারের সঙ্গে তাঁরা বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাবেন এটা আশা করা আমাদের অন্যায় হবে মা। তুমি আমার কথা গুলো ভালকরে ভেবে দেখো। তা'ছাড়াও যদি মিঃ ফ্রাংক্ সকলের অমতে কেট্‌কে বিয়ে করে বসে, তার ফলও ভাল হবে না। তাঁরা এ-বিয়েকে আমাদের একটা চক্রান্ত বলে মনে করবেন। আমি মনে করি না যে এটা উচিত কাজ হবে।

মিসেস্ নিকলবি বললেনঃ কিন্তু মিঃ ফ্রাংক্ যদি তাঁদের মত নিয়েই একাজ করেন।

ঃ তা'হলেও সন্দেহ যাবে না মা। তাঁরা হয়তো মুখে কিছু বলবেন না। কিন্তু মনে মনে ভাবতে পারেন। সুতরাং সে সুযোগ আমার মতে না দেওয়াই ভাল।

ঃ বেশ ! তোমার কথা আমি শুনে রাখলাম। এখন থেকে আমি ওদের পরস্পরের যোগাযোগের দিকে নজর রাখবো। এবং প্রয়োজন হলে আমি নিজে কেট্‌কে আমাদের অবস্থার কথা বোঝাবো।

নিকোলাস্ বললো ঃ হ্যাঁ ! মা ! আমার মনে হয় কেট্ তা' বুঝবে এবং সত্যতা উপলব্ধি করবে।

এঁদের এই আলোচনার কিছুদিন পরেই স্মাইক্ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থতা তার আগে চলছিলো। এখন বাড়লো। নিকোলাস্ পরিবার আবার দুশ্চিন্তায় পড়লো। স্মাইক্‌কে আর কোন ভাবেই ভাল করা যাচ্ছে না। চেরিবল্ ভাইদের সে কথা জানানো হল। তাঁরা ভাল চিকিৎসকের বন্দোবস্ত করলেন। চিকিৎসক অভিমত দিলেন যে, ছোটবেলা থেকে অপুষ্টতার জন্যে আজ স্মাইক্ মরনাপন্ন রোগের মুখে। সে রাজ রোগে আক্রান্ত। ডিভনশায়ারের যে অঞ্চলে সে লালিত-পালিত সেখানে সেই মুক্তাঙ্গনে তাকে রাখা দরকার। এবং সেখানেই ভাল চিকিৎসার সঙ্গে ভাল খাওয়া-দাওয়া করা প্রয়োজন। ব্যবস্থা যদি এইরূপ হয়, তবে স্মাইক্ এ-রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ডাক্তারের কথা অনুসারে সেই রকমই ব্যবস্থা করা হল। নিকোলাস্ নিজেই স্মাইক্‌কে ডিভন্‌শায়ারে নিয়ে যাবে। এবং সেখানে সে নিজেই তাকে দেখাশোনা করবে। ভাল করে ফিরিয়ে আনবে।

নির্দিষ্ট দিনে তারা যাত্রা করলো। নিকোলাস্ এবং স্মাইক্ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল। তার চোখে জল। দেখে মনে হয় সে নিজে হয়তো নিজের মৃত্যুর আশংকা করছে। ভাবছে, আর হয়তো এখানে ফিরে আসতে পারবে না।

নিকোলাস্ তাকে নানা ভাবে বোঝাতে লাগলো। এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে আবার তাকে সুস্থ করে আমরা এখানে ফিরিয়ে আনবো।

গাড়ী ছাড়লো। উপস্থিত সকলে তাকে বিদায় জানালো। স্মাইক্-এর চোখে জল। মুখে হাসি। একটা অব্যক্ত বেদনায় তার মন ভরে আছে।

[৩৭]

মিঃ ব্রে-এর বাড়ী থেকে নিকোলাস্ কেট্‌ও মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে-কে নিয়ে চলে আসার পর রালফ্ নিকলবি ও গ্রাইড্ সেখানে অনেকক্ষণ স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘটনাটা যে শেষ পর্য্যন্ত এ-দিকে মোড় নেবে এবং বিয়োগান্তে পরিসমাপ্তি ঘটবে এটা কেউ আশা করেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে তাঁদের পরিকল্পনা অনুসারে এ-বিবাহের কাজ সমাপ্ত হবে এবং তাঁরা মিস্ ম্যাডেলিন্‌কে নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু মিঃ ব্রে-এর অকস্মাৎ মৃত্যু এবং নিকোলাস্-এর আবির্ভাব ওদের পরিকল্পনার মূলে এক কঠিন আঘাত হানলো। তাঁরা এ-ধরণের একটা ঘটনা স্বচক্ষে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সেইজন্যে নিকোলাস্ বাড়ী ত্যাগ করে চলে যাবার পরও তাঁরা স্থবির এবং পাথরের মূর্ত্তির মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের প্রকৃতস্থ করবার সুযোগ নিলেন।

অনেকক্ষণ পর রালফ্ নিজেকে আত্মস্থ করে গ্রাইড্-এর দিকে ফিরে তাকালেন। গ্রাইড্ তখনও কাঁপছেন। তাঁর ধারণা যে রালফ্ নিকলবি তাঁর ওপর চটে আছেন। রালফ্ নিকলবি তাঁর দিকে তাকাতে তিনি হাত জোড় করে বললেন: আমার দিকে অমন ভাবে তাকাবেন না। এ-ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। কোন দোষও নেই।

রালফ্ বললেন: কে বলেছে যে তোমার দোষ?

গ্রাইড্ বললো: আজ্ঞে আপনি আমার দিকে যে ভাবে তাকাচ্ছেন। তা'তে মনে হচ্ছে দোষটা আমারই।

রালফ্ বললেন: আমাদের কপাল মন্দ। তা না' হলে এমন ঘটনা ঘটতো না। মিঃ ব্রে যদি আর একঘণ্টা বেঁচে থাকতো ত'াহলে আজ মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে তোমার স্ত্রী হ'ত। তুমি এখনই তাকে নিয়ে তোমার বাড়ীতে ফিরতে পারতে। যে ছেলেটি তোমার ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল, তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের শত্রুতা চলছে। কিন্তু তবুও আমি বলবো যে আজকের অবস্থা তার অনুকূলে আসার জন্যেই যে এ-কাজ করতে সাহস পেল। না হলে তার এতখানি সাহস হত না। আজকের দুর্ঘটনাই তাকে এ-কাজে সাহস যোগালো। যাইহোক, এখন এখানে আর অকারণ দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। চলো বেরিয়ে পড়া যাক। আমরা যে গাড়ীতে এখানে এসেছিলাম সেটা বোধ হয় বাইরে আছে।

গ্রাইড্ বললো: আজ্ঞে আছে।

রালফ্ এবং গ্রাইড্ তখন সে বাড়ী ছেড়ে গাড়ীতে এসে উঠলেন। রালফ্ মনে মনে বলতে লাগলেন: দশ হাজার পাউণ্ড গতকালই বন্ধক রাখবার জন্যে দিয়েছিলাম। এবং যাদের দিয়েছি তারা যদি আজই দেউলের খাতায় নাম লেখায় তবে আমার সব

পরিকল্পনাটাই মাটি হয়ে যাবে। এদিকে আবার নিকোলাস্ যদি জানতে পারে। এই ধরণের নানা চিন্তা রালফ্‌কে গাড়ীর মধ্যে কেমন যেন পেয়ে বসলো। রালফ্ আপন মনে গ্রাইড্-এর দিকে না তাকিয়ে সেই সব কথা ভাবতে লাগলেন। আর গ্রাইড্ ভয়ে বারবার সেদিকে তাকাতে লাগলেন।

গাড়ী চলতে চলতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রাইড্-এর বাড়ীর সামনে এসে থামলো। রালফ্-এর তখন চমক ভাংতে তিনি বললেন ঃ আমরা কোথায় এলাম গ্রাইড্।

গ্রাইড্ বললেন ঃ আজ্ঞে, আমার বাড়ীতে।

ঃ বেশ! তা' হলে ভেতরে চলো। আমাকে এক গ্লাস জল আগে খাওয়াবে।

গ্রাইড্ খুশি হয়ে বললেন ঃ নিশ্চয়ই! শুধু জল কেন। আপনি যা খেতে চাইবেন আমি তাই খাওয়াবো।

গ্রাইড্ তার বাড়ীর বেল বাজালেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। পরে তিনি বেলটা আরও জোরে জোরে এবং বার বার বাজাতে লাগলেন। কিন্তু তখনও কেউ সাড়া দিল না। তখন গ্রাইড্ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগলেন। কিন্তু তখনও কেউ সাড়া দিল না। রালফ্ অবাক হয়ে বললেন ঃ কি ব্যাপার গ্রাইড্। আজকে দিনটাই খারাপ দেখতে পাচ্ছি।

গ্রাইড্ বললেন ঃ আমার পরিচারিকাটি আবার বদ্ধ কালা। সে হয়তো শুনতেই পাচ্ছে না। কিন্তু কোন দিন তো এমন হয় না। তিনি আবার আরও জোরে জোরে দরজায় আঘাত করতে লাগলেন। গ্রাইড্ তখন মরিয়া। তাঁর মান্য অতিথি রালফ্ বাইরে দাঁড়িয়ে। তিনি নিজেকে অপমানিত মনে করতে লাগলেন।

গ্রাইড্-এর দরজা-ধাক্কার শব্দে আশ-পাশের লোকজন সচকিত হয়ে উঠলো। এবং ব্যাপার দেখবার জন্যে পাশে এসে দাঁড়ালো। এই ভাবে বেশ কিছু লোক সেখানে জমা হতে লাগলো। এবং গ্রাইড্‌কে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলতে লাগলো। শেষে গ্রাইড্-এর কাছে সব কথা শুনে প্রতিবেশীরা নানাজনে নানা মন্তব্য করতে লাগলো। কেউ বললো ঃ পেগ্ নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে। কেউ বললো ঃ হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আবার কেউ মন্তব্য করলো ঃ আগুনে পুড়েছে কিম্বা আকণ্ঠ মদ গিলে বেহুস্ পড়ে আছে। যাইহোক ব্যাপারটা দেখা দরকার। কিন্তু কে ভেতরে যাবে। কেউ এগুতে সাহস পাচ্ছে না। গ্রাইড্ বললেন ঃ আমার ভয় করছে। যদি খুন হয়ে থাকে।

রালফ্ বললেন ঃ আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। আমিও ভয় পাচ্ছি। যদি কোন অঘটন কিছু ঘটে থাকে।

যাইহোক শেষ পর্য্যন্ত ওঁরা দু'জনেই একসঙ্গে কোন রকমে সে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলেন। ওঁরা এঘর সেঘর ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। না পেগ্ কোথাও নেই। সে পালিয়েছে। রালফ্ ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। গ্রাইড্ তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা সিন্দুকের সামনে এসে আর্তনাদ করে উঠলেন।

রালফ্ বললেন ঃ কি হল।

গ্রাইড্ আর্তনাদ করে বললেন : আমার সর্ব্বনাস হয়ে গেছে।

: কি চুরি হল। টাকা পয়সা।

: না। আমার জরুরী দলিল। টাকা-পয়সা গেলে আমি দুঃখ করতাম না। এই দলিল যার হাতে যাবে সে অনেক টাকা পেয়ে যাবে এবং কোর্টে সাক্ষী দেবে যে আমি ঐ দলিলটা এতদিন চুরি করে রেখেছিলাম। সুতরাং শাস্তি যদি হয় তবে আমারই হবে।

রালফ্ বললেন : ঘরে বসে অনুশোচনা করে কোন ফল হবে না। চলো। পুলিশে খবর দি। এখনও সময় আছে। পুলিশ ওকে ধরলেও ধরতে পারে।

গ্রাইড্ বললেন : না। না। আমার সাহস হয় না। শেষ পর্য্যন্ত আমিই জালে জড়িয়ে পড়বো। আমারই শাস্তি হবে। না। না। আপনি ওটা করবেন না।

রালফ্ বললেন : তোমার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি গ্রাইড্। তোমার মূল্যবান দলিল চুরি গেছে, আর তুমি সে-কথা পুলিশকে জানাতে ভয় পাচ্ছো। এতো অবাক কাণ্ড দেখছি।

গ্রাইড্ বললেন : আপনি দয়া করে চুপ করুন। আস্তে কথা বলুন। আমার আরও ক্ষতি আমি দেখতে পাচ্ছি। সিন্দুকে আরও অনেক কাগজ নেই! আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

রালফ্ বললেন : বেশ। তুমি তা'হলে বিশ্রাম করো। আমি চলি।

রালফ্ গ্রাইড্-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে চললেন।

বাড়ী এসে রালফ্ দেখলেন যে তাঁর টেবিলে একটি চিঠি পড়ে। পত্রখানা দেখেই তিনি চমকে উঠলেন। এমন একটা দুঃসংবাদের কথাই তিনি চিন্তা করছিলেন। তা'হলে তাঁর চিন্তাই কি সত্যি হল। তিনি ভয়ে ভয়ে পত্রখানা খুলে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত মুখটা পাংশুটে হয়ে গেল। তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন : আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। এত বড় সর্ব্বনাশ আমাকে আগে কেউ করতে পারে নি। তারা দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়েছে। আমার দশ হাজার পাউণ্ড এক ধাক্কায় বেরিয়ে গেল। ঠেকানো গেল না। এই দশ হাজার পাউণ্ড রোজগার করতে আমাকে কত বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। কত বিধবার চোখের জলে জমানো ঐ টাকা। কত কাতর অনুনয়-বিনয়ে আমি কান দিইনি। এই পাউণ্ড রোজগার করতে আমাকে কত নীচতা, কত হীনতা, কত মিথ্যা আর ছল-চাতুরীর সাহায্য নিতে হয়েছে। আমাকে কত রূঢ় ব্যবহার লোকের সঙ্গে করতে হয়েছে। কিন্তু তবু আমি পিছু হটে আসিনি। আমি আমার লক্ষ্যে স্থির থেকে ঐ রোজগার করেছি। আর আজ এক ধাক্কায় সে সব অর্থ চলে গেল। এ-রকম করলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি পাগল হয়ে যাব। রালফ্ একা একা ঘরের মধ্যে উৎভ্রান্তের মত পাইচারি করতে লাগলেন আর কথাগুলো আপন মনে জোরে জোরে বলে যেতে লাগলেন। সেই সময় কেউ যদি রালফ্কে দেখতো তবে তাঁকে পাগল বলেই ভুল করতো। রালফ্ এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ আপন মনে বকতে বকতে শেষে ক্লান্ত হয়ে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন হয়ে বসে রইলেন। তারপর আবার

আপন মনে বলতে লাগলেন ঃ এক সময় ক্ষতিকে আমি ক্ষতি মনে করি নি। কিন্তু আজকে সে আমাকে যে ভাবে ক্ষতি করে গেল তার প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। ওকে আমার হাতে শাস্তি পেতেই হবে। শাস্তি আমি তাকে দেবোই।

রালফ্ আরও কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পাইচারি করে কাটালেন। এখন কি করা হবে বা কি ভাবে এগুতে হবে তার পথ চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ স্কুইয়ারস্-এর কথা মনে পড়তেই তিনি তৎক্ষণাৎ স্কুইয়ারস্-এর নামে একখানা পত্র লিখে, নিউম্যান্‌কে দিয়ে তার হটেলে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন ঃ স্কুইয়ারস্ যদি লণ্ডনে এসে থাকে তবে যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করে। নিউম্যান্ সেই পত্র নিয়ে সারাসন্ হেড হটেলে ছুটলো স্কুইয়ারস্‌কে পত্রখানা দিতে।

মিঃ স্কুইয়ারস্ লণ্ডনেই ছিলেন। তিনি রালফ্-এর চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রালফ্ তাঁকে দেখে নিজের উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা গোপন করে হাসি মুখে বললেন ঃ তুমি কেমন আছ মিঃ স্কুইয়ারস্।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ ভালই আমি মিঃ নিকলবি! তবে আপনি বোধ হয় সেই বৃদ্ধ ম্নলেকে ভুলে যাননি।

ঃ না। ওকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

ঃ তবে ও বড় অকৃতজ্ঞ। সেইজন্যে আমাকে মাঝে মাঝে বিপদে পড়তে হয়।

ঃ তা' হতে পারে। তবে এইটুকু মনে রাখবেন মিঃ স্কুইয়ারস্ অত মাইল দূরে থেকে একটা এফিডেফিট্ নিতে আসা খুবই কষ্টের ব্যাপার। এবং সে কষ্ট ঐ ম্নলে বৃদ্ধ হয়েও করেছে। তাতে আমার সম্মান বেঁচেছে। আমি দায়িত্ব মুক্ত হতে পেরেছি। পরন্তু ওর দায়িত্ব হাজার গুণ বেড়েছে। তবে সেই সঙ্গে আরও বলি যে আপনার বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। আপনাকে যদি কোনদিন বলতে হয় তাহলে সেদিন যেটুকু বলেছেন সেটুকুই বলবেন। আপনি শুধু মাত্র বলবেন যে অমুক সময়ে স্মাইক্ আপনার স্কুলে পড়তো। এবং সেই স্কুলে সে বেশ কিছু বছর পড়াশোনা করেছে। তারপর সে হারিয়ে যায়। শেষে অমুকের কাছে পাওয়া যায়। যা আপনি আগে সনাক্ত করেছেন শুধু সেই কথাটুকুই বলবেন। কারণ আমি মনে করি এর মধ্যে একটুও মিথ্যা নেই। আপনি কি বলেন।

ঃ না তা' অবশ্য নেই।

ঃ তবে আর ভয় কি। তাকে আমি যে টাকা দিয়েছি তার বহুগুণ বেশী টাকা আমি আপনাকে দিয়েছি। আশা করি সেটা আপনার মনে আছে।

ঃ আছে। তবে ম্নলে্ অল্প টাকা কিছু নেয় নি।

ঃ নিয়েছে। এবং দায়িত্বও নিয়েছে বেশী।

ঃ কিন্তু আপনি টাকা নিয়েছেন বেশী। ঝুঁকি নিয়েছেন কম। কারণ সার্টিফিকেট্ গুলো সবই সত্য ছিল। যেমন ধরুন—ম্নলের্ একটা ছেলে ছিল। তাঁর দুটি স্ত্রী ছিল। এবং প্রথম স্ত্রী মৃত। সুতরাং স্মাইক্ যে ম্নলের ছেলে নয় এ কথা একমাত্র ম্নলেই বলতে পারে। আর কেউ এ-কথার প্রতিবাদ করতে আসবেনা। কাজেই কারচুপির দোষে যদি কোনদিন অভিযুক্ত হতে হয় তবে ম্নলে,

হবে। আপান হবেন না।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ তা'হলে আপনার ও আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আশা করি আপনিও এ-কথা স্বীকার করবেন।

ঃ করবো। যদি স্মলে্ শেষ পর্য্যন্ত এই কথাটা টিকিয়ে রাখতে পারে। এই কথাটা প্রয়োজন মত লাগ্‌সই করে লাগাতে পারে। তাহলে তার স্বার্থ'ই বজায় থাকবে। এবং সে বিপদে পড়বে না। কিন্তু একটা কথা আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন মিঃ স্কুইয়ারস্ যে প্রথমে এই কথাটা চাউর করা হয়েছিল আপনারই শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ছেলেটা আপনাকে মেরে স্মাইককে্ নিয়ে পালিয়েছিল। আপনি এই গল্পটা প্রচলনে সাহায্য করেছিলেন আপনার প্রতিশোধ স্পৃহা মেটাবার জন্যে। এটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। অর্থাৎ আরও ভাল করে বলতে গেলে বলতে হয় যে আপনি যা করেছেন সেটা সবটুকুই আমার জন্যে নয়। আপনারও স্বার্থ ছিল। রালফ্ বলে যেতে লাগলেন ঃ কিন্তু দুঃখের কথা এই যে আমি আপনার বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার জন্যে অকাতরে যে অর্থব্যয় করেছি আপনি সে অর্থ কুড়িয়ে নিয়েছেন এবং আমারই টাকায় আপনার প্রতিশোষ স্পৃহাও মিটিয়ে নিয়েছেন। আমি এসব বুঝি। সুতরাং এ-ব্যাপারে আর অকারণ কথা বাড়াবেন না।

মিঃ স্কুইয়ারস্ রালফ্-এর কথা শুনে মিটি মিটি হাসতে লাগলেন। তা' দেখে রালফ্ বললেন ঃ যাক। ওসব কথা। এখন যে জন্যে আপনাকে ডেকেছি সেটা মন দিয়ে শুনুন। এবং এ-কাজ করলেও আপনি মোটা অঙ্কের একটা টাকা পাবেন। টাকা ছাড়া আমি কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাই না। করাবোও না।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ এখন আমাকে কি করতে হবে সেটা বলুন।

রালফ্ বললেন ঃ নিকোলাস্ আমার ভাইপো সেটা বোধহয় আপনার জানা আছে। এবং তাকে যে আমি ভয়ানক অপছন্দ করি এটায় আপনি জানেন। গ্রাইড্ আমারবন্ধু। তার একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত একেবারে পাকা। কিন্তু সে বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস্। কিন্তু তা'তেও বিয়ে আটকাতো না। এ-বিয়ে সূর্য্যের মত সত্য ছিল। এবং হয়েও যেত। কিন্তু মেয়েটির বাবা হঠাৎ মারা যাওয়াতে বিয়ের বন্দোবস্ত সবকিছু উল্টিয়ে গেল। মানে এ-বিয়েটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের কথা এইযে মেয়েটি এখন সম্পূর্ণ নিকোলাস-এর দখলে। অর্থাৎ আমার মনে হচ্ছে যে নিকোলাসই এখন ঐ যুবতী সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করে বসবে। আমার এই ভাবনা যদি সত্য হয় তবে আপাততঃ দৃষ্টিতে আমাকে নিকোলাস-এর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে এটা আপাততঃ।

দ্বিতীয়ত ঃ আরেকটি ঘটনার কথা আমি জানি। সেটাও আমি আপানাকে বলবো। সেটা হচ্ছে যে ঐ মহিলাকে যে বিয়ে করবে সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঐ মহিলাটিকে বিবাহের বলে নিকোলাস্ প্রচুর সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছে। এটাও আমার কাছে সুখকর সংবাদ নয়। আশা করি আপনি

তো আপনারাতোই বুঝতে পারছেন। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটি ব্যাপার লুকিয়ে আছে।

রালফ্ এখানে এসে হঠাৎ থামলেন এবং স্কুইয়ারস্-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসি দেখে মিঃ স্কুয়ারস্ মুখ তুলে রালফ্-এর দিকে তাকালেন। রালফ্ আবার বলে যেতে লাগলেন : ব্যাপারটা হল এই যে দলিলটা আপাততঃ চুরি গিয়েছে। এবং কে একাজ করেছে আমি জানি। কিন্তু এ-দলিল যার কাছেই থাক না কেন, সে কোনদিনও লাভবান হবে না। অর্থাৎ সে ঐ দলিলের বলে কিছুই অধিকার করতে পারবে না। ঐ মেয়েটি অথবা তার স্বামী ছাড়া অন্য কেউ পেলে কোন কাজ হবে না। আমি ঐ দলিল খানা আপনাকে দিয়ে আনাতে চাই।

রালফ্-এর কথা শুনে মিঃ স্কুইয়ারস্-এর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি চম্‌কে রালফ্-এর দিকে তাকালেন। রালফ্ বললেন : আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ঐ দলিল খানা আমি পেলেও কিছু করতে পারবো না। আমি ওখানা পেলে আপনারই সামনে পুড়িয়ে ফেলবো। আমার শুধু ইচ্ছা যে ওরা যেন ঐ দলিলের বলে কিছু অধিকার করতে না পারে। কারণ ঐ নিকোলাস্ যদি প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে তবে তাকে সামলানো তখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। আপনি তো দেখছেন যে এখনি সে এমন দুর্দান্ত যে তাকে সামলানো কঠিন। অবশ্য আমি এ-কাজ আপনাকে বিনা পারিশ্রমিকে করতে বলবো না। পারিশ্রমিক আপনি নিশ্চয়ই কিছু পাবেন।

মিঃ স্কুইয়ারস্ মুখ তুলে বললেন : কত ?

রালফ্ বললেন ! পঞ্চাশখানা মোহর আমি আপনাকে দেব।

মিঃ স্কুইরারস্ সে কথা শুনে রাজি হলেন না। তখন রালফ্ তাঁকে আরও ভালো করে বোঝাতে গিয়ে বললেন যে মিসেস্ স্লাইভারস্। একজন দুর্ব্বল হৃদয়ের মহিলা। বার্দ্ধক্য পীড়িতা এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ। বাইরের কোন লোকজনের সঙ্গে তিনি তেমন মেলামেশাও করেন না। একা একা থাকতেই ভালবাসেন। তাঁর কোন দল নেই। কোন বন্ধু-বান্ধবও নেই। আমার মনে হয় দলিলে কি লেখা আছে তা'ও তিনি ভাল করে জানেন না। এবং দলিলখানা চুরি করবার পর তিনি মনে মনে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছেন এবং কোন আপনজনকে সে কথা প্রকাশ করবার জন্যে ব্যাকুল হবেন। আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ জমিয়ে আমার কাজ উদ্ধার করতে পারতাম। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার অসুবিধা এই যে আমাকে উনি এবং ও মহলের সবাই চেনে। সুতরাং আমি গেলে সবাই ভাবতে পারে যে আমি কোন অভিসন্ধি নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু এ-অঞ্চলে আপনাকে কেউ চেনে না। আপনি যদি ওখানে গিয়ে ঐ বুড়ির সঙ্গে একটু ভাব জমাবার চেষ্টা করেন তাহলে ঐ বিপন্না বুড়ী আপনার কাছে তার মনের কথা খুলে বলবে বলেই আমার বিশ্বাস। এ-কাজ একদিনে হয়তো হবে না। কিন্তু দিনে দিনে হবেই। বুড়ী তার মনের কথা খুলে বলবেই। তখন আপনি সে দলিলখানা দেখবার নাম করে

নিয়ে আসবেন। ব্যাস্ এইটুকু মাত্র আপনার কাজ। এবং এই সামান্য কাজের মূল্য বাবদ আপনি পঞ্চাশখানা মোহর পাবেন।

মিঃ স্কুইয়ারস্ সব শুনে বললেন ঃ আপনি এটাকে খুবই সহজ কাজ বলছেন। কিন্তু আসলে এটা একটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এবং সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

এ-কথা শুনে রালফ্ বললেন ঃ বেশ! আপনাকে আমি ৭৫ খানা মোহর দেব। এবং কাজটা যদি ভাল ভাবে উদ্ধার হয় তবে ১০০ পর্য্যন্তও আমি উঠতে পারি।

মিঃ স্কুইয়ারস্ সে-কথা শুনে অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন ঃ আমি এই কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে পারি। তবে আপনাকে আরও ৫০ খানা মোহর বাড়াতে হবে।

রালফ্ বললেন ঃ বেশ? আমি তাতে'ও রাজি। কিন্তু কাজ উদ্ধার চাই। আমি যেন নিশ্চিত মনে জানতে পারি যে আমার কাজ হবেই।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ হবে। তবে ঐ মহিলাটিকে পাব কোথায়? তাঁর ঠিকানা কি?

ঃ সেটা আমি আপনাকে পরে জানাবো।

ঃ কিন্তু তাহলে আমার হটেলের খরচা বাড়তে থাকবে। আপনি যদি আমাকে হটেলে বিনা কাজে বসিয়ে রাখেন, তবে তার খরচাও আপনাকে বহন করতে হবে। কারণ আমি আপনারই কাজে হটেলে থাকবো।

ঃ বেশ! আমি তা'ও দেব। এর পর আপনার নিশ্চয়ই আর কিছু বলবার নেই।

ঃ না।

ঃ তা'হলে আপনি এখন হটেলে গিয়ে আমার খবরের জন্যে অপেক্ষা করুন। আমি সময় মত আপনাকে খবর পাঠাবো।

মিঃ স্কুইয়ারস্ আর কোন কথা না বলে রালফ্-এর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। রালফ তাঁকে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগলেন যে যদি এ-কাজটা ভালভাবে সমাধান করা যায় তবে নিকোলাস্-এর কিছুটা ক্ষতি সাধন করা যাবে। সে অন্ততঃ পরে জানবে যে যাকে সে বিয়ে করেছে সে একজন দরিদ্র ঘরের মেয়ে। সম্পত্তি বলতে তার কিছুই নেই।

[৩৮]

হেমন্তের রাত। একটি অপরিচ্ছন্ন ও অপরিবর্তিত গলির দোতলার ঘরে মিঃ স্কুইয়ারস্ এক বিশ্রী ছদ্মবেশ ধারণ করে দাঁড়িয়ে। এমন ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে যে তার একান্ত আপনজন দেখলেও চিনতে পারবে না। এমন কি মিসেস্ স্কুইয়ারস্'ও না। ঘরের আসবাবপত্র খুবই সামান্য। একটি খাট আর সামান্য কিছু টুকিটাকি জিনিষ ছাড়া সে ঘরে আর বিশেষ কিছুই নেই। সে বাড়ীর সামনের গলিপথটা অত্যন্ত কাদায় ভরা এবং জনশূন্য অন্ধকার।

সে ঘরের একটি চেয়ারে বসে মিঃ স্কুইয়ারস্ মদ্য পান করছিলেন এবং আপন

মনে বলে যাচ্ছিলেন : বেশ ভালই আছি বলতে হবে। প্রায় দু'সপ্তাহ হয়ে গেল। এতোদিনে বুড়ীটার সন্ধান পাওয়া গেল। কবে যে এ-কাজ শেষ হবে তা' কে জানে। যাইহোক, আমার কোন লোকসান নেই। সামান্য কিছু পয়সা চাইলে পুরো একটা টাকাই পাওয়া যাচ্ছে। মন্দ কি। রালফ্ একটা অদ্ভুত মানুষ। অত্যন্ত চতুর এবং হিসেবী। নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও সে অপরের ক্ষতি করবে। অপরকে বিপদে ফেলবে। ব্যাটা খুঁজে খুঁজে ঠিক ঐ বুড়ী পেগ্‌কে বার করেছে। ধৈর্য্য আছে বলতে হবে। তা যাক। এখন আমি আমার কাজটা সমাধা করে দিয়ে উচিত মূল্য পেলেই বাঁচি। কবে যে দেশে ফিরতে পারবো তা' কে জানে।

মিঃ স্কুইয়ারস্ আপন মনে অনেকক্ষণ ধরে বিড়্ বিড়্ করে বকতে লাগলেন। তারপর পকেট থেকে একখানা পত্র বার করে পড়তে লাগলেন। এ পত্র তাঁর স্ত্রীর। তিনি অনেকবার এ পত্র পড়েছেন। তবু আবার পড়তে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী দেশ থেকে লিখেছেন : আমাদের শুকর এবং গরুগুলো ভালই আছে। ছাত্রেরাও আগেরই মত। তিনি সে পত্রের একটা লাইন বার বার পড়লেন। তারপর সেটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে আবার আপন মনে বলতে লাগলেন : অনেকদিন অপরের পয়সায় লণ্ডনে বাস করা গেল। এখানে থাকার খরচা বেশী। কিন্তু একটা সুযোগ এসে গেল। একশত মুদ্রা রালফ্ দেবে বলেছে। সুতরাং এটা পাঁচটি ছেলের দাম হিসাবে ধরা যেতে পারে। কাজেই লোকসান আমার কিছু হচ্ছে না। যাইহোক, এখন আরেকবার আমার স্ত্রীর নামে স্বাস্থ্য পান করা যাক। এবং দেখা যাক এখন সেই পেগ্ বুড়ীটা কি করছে।

তিনি আর এক বোতল সুরা পান করলেন এবং নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে পেগ্-এর ঘরের দিকে চললেন। পেগ্ ঐ বাড়ীতেই অপর একটি ঘরে কিছুদিন হল বাস করছে। মিঃ গ্রাইড্-এর কাছ থেকে চলে আসার পর সে রাগ করে এ বাড়ীতে এসে উঠেছে।

মিঃ স্কুইয়ারস্ পেগ্-এর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। এবং বুড়ীকে ডাকতে লাগলেন। পেগ্ কানে কম শোনে। সে কোন জবাব দিল না। মিঃ স্কুইয়ারস্ উঁকি মেরে ঘরের ভেতরটা একবার দেখলেন। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু পেগ্ একটি অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে আছে। মিঃ স্কুইয়ারস্ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললেন : আমার স্লাইডার। সে ডাকে পেগ্ চম্‌কে ফিরে তাকালো এবং বললো : ওমা, তুমি আবার কখন এলে।

মিঃ স্কুইয়ারস্ একটি টুল টেনে বসে বললেন : এইমাত্র এলাম। তারপর তোমার খবর কি।

পেগ্ বললো : ভাল।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন : আমার হাতে এটা কি দেখছো ?

: হ্যাঁ। বোতল।

: আর এটা গ্লাস। কি বলো।

: কিন্তু কি হবে ?

ঃ দেখোনা কি হয়। মিঃ স্কুইয়ারস্ এক গ্লাস মদ ঢেলে পেগ্‌কে দিলেন। পেগ্ সেটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেললো। মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ তারপর তোমার শরীর কেমন ?

ঃ ভাল না। বাতে ভুগছি।

তখন মিঃ স্কুইয়ারস্ বাত সম্বন্ধে এক বিরাট ব্যাখ্যা দিলেন। কেন বাত হয়। কাদের হয়। এবং এর ওসুধ কি। কি ভাবে সারে ইত্যাদি। পেগ্ সে কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ যাইহোক, আজ তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে। কিন্তু এভাবে একা একা আর কতদিন থাকবে ?

ঃ আমি এখানে একা কেন আছি তা'কি তুমি জানো ?

ঃ জানি। আমি তোমার ঘটনা সব জানি। শোনো পেগ্ আমি একজন আইন জীবী। আইন আমার ব্যবসা। বাইরে আমার নামও খুব। আমার পয়সাও অনেক। সেটা অবশ্য তুমি আমাকে দেখে বুঝতে পারবে না। আমি অনেক মেয়ে এবং পুরুষকে নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকি। যারা বিপদে পড়ে, তাদের সাহায্যও করে থাকি। পেগ্ তার কথা শুনে খুব খুশি হয়ে বললো ঃ তুমি তা'হলে আমার সব কথা জান। আচ্ছা বলতে পার ঐ গ্রাইড্-এর বিয়ে হয়েছে কিনা।

ঃ না। গ্রাইড্-এর বিয়ে হয় নি। যে সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে গ্রাইড্-এর বিয়ে হবার কথা ছিল তাকে একটি যুবক কেড়ে নিয়ে গেছে।

ঃ কেড়ে নিয়ে গেছে ? পেগ্ অবাক হয়ে মিঃ স্কুইয়ারস্-এর দিকে তাকালো।

ঃ হ্যাঁ। শুধু কেড়ে নিয়ে যায় নি। ঐ যুবকটি গ্রাইড্‌কে খুব মেরেছে। এমন মেরেছে যে বেচারী মারা যাবার মত হয়েছিল।

পেগ্ সে কথায় উৎসাহ পেয়ে বললো ঃ ঐ গ্রাইড্ লোকটা ভয়ানক বিশ্বাস ঘাতক। আমাকে নানা ভাবে বোকা বানিয়ে রেখেছিলো। মিথ্যা আশায় ভুলিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তবুও আমি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি।

ঃ আমি সব জানি। এবং এও জানি যে তার বিয়ের পরেও যদি তুমি থাকতে তবে আরও ভাল ব্যবহার করতে। কিন্তু যখন তুমি চলেই এসেছ, তখন একটা কথা বলি।

ঃ বলো ? পেগ্ মিঃ স্কুইয়ারস্-এর মুখের দিকে তাকালো।

ঃ শোনো, তোমার কাছে যে কাগজপত্র গুলো আছে সেগুলো একবার দেখা দরকার। কারণ সব কাগজ অকারণ রেখে তো কোন লাভ নেই। প্রয়োজনীয় গুলো রাখতে হবে। আর বাকী গুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সুতরাং সেগুলো একবার ভাল করে দেখা দরকার। তুমি জানবে যে এটা একটা জরুরী কাজ।

ঃ তা' বেশতো। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার কি আছে। তুমিও আছ। আমিও আছি। এক সময় দেখলেই হবে।

ঃ অবশ্যই হবে। তোমার ব্যাপার তুমিই ভাল বুঝবে। একদিন তুমি নিজে আমায় বলছিলে, সেইজন্যেই আজ কথাটা পাড়লাম। তবে একটা কথা বলি পেগ যে তুমি অত্যন্ত সাহসী।

ঃ মানে ?

ঃ এ কথার অর্থ তোমার সাহস বেশী। আমি যদি তুমি হতুম তা'হলে ঐ সব কাগজপত্র আমি না দেখে কাছে রাখতে সাহস পেতাম না। কারণ ওখানে এমন কিছু থাকতে পারে যা'তে আমার ফাঁসীও হতে পারে। বিশেষতঃ যে কাগজগুলো ভাঙ্গালে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে, সে গুলো আমি ভাঙ্গিয়ে ফেলতাম। আর বাকীগুলো পুড়িয়ে ফেলতাম। কারণ বিপদের কাগজগুলো অকারণ ঘরে রেখে বিপদ ডেকে আনা ঠিক নয়। আমি হলে সে কাজ করতাম না।

ঃ তা'হলে তুমি সে কাগজগুলো আজই পড়ে দেখো। তুমি বোসো। আমি বাক্সটা আনি। পেগ্ তার বাক্সটা আনতে অন্য ঘরে চলে গেল। মিঃ স্কুইয়ারস্ মনে মনে একটু হাসলেন এবং আপন মনে বললেনঃ এতদিনে কাজটা বোধহয় শেষ করা গেল। রালফ্-এর কাছ থেকে টাকাটা আদায় হলেই আমি দেশে পাড়ি জমাবো।

পেগ্ পাশের ঘর থেকে বাক্সটা এনে মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে দিকে বললোঃ চাবি দিয়ে খোলো। ভাল করে কাগজগুলো দেখো। দেখে আমাকে বলো। আমি তোমার কথা অনুসারে অকেজো কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলবো। যে কাগজে টাকা পাওয়া যাবে সেগুলো আমি রেখে দেব। আর যে সব দলিলে ঐ গ্রাইড্‌কে বিপদে ফেলা যাবে, সেগুলো আমাকে ভাল করে দেখাবে। আমি যত্ন করে রেখে দেব। ঐ লোকটাকে বিপদে ফেলবার জন্যেই আমি গোপনে বাক্সটা নিয়ে এসেছি।

মিঃ স্কুইয়ারস্ কাগজগুলো দেখতে দেখতে বললেনঃ ঐ লোকটাকে তুমি এখনও ভালবাসো।

ঃ কেন ?

ঃ তার কারণ তুমি যদি ওকে ভাল না বাসতে, তবে আসবার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সঙ্গে করে আনতে।

ঃ না। তা'হলে খুবই ভুল কাজ করা হত।

ঃ কেন ?

ঃ তা'হলে আর্থার গ্রাইড্ আমাকে ছেড়ে দিত না। টাকার কুমীর হওয়া স্বত্বেও স অত্যাধিক লোভী এবং অমানুষিক কৃপণ। এত কৃপণ যে তুমি ধারনা করতে পারবে না। আমি তার টাকা চুরি করে আনলে, সে তামাম্ দুনিয়া চষে ফেলে আমাকে খুঁজে বার করতো। এবং আমিও আর নিজেকে এ ভাবে গোপন করে রাখতে পারতাম না। সেইজন্যে তার টাকা-পয়সায় আমি হাত দিইনি। আমি এমন জিনিষ নিয়ে এসেছি, যা সে কখনও কোন লোককে প্রকাশ করতে সাহস পাবে না। সে দলিলের দাম যদি লক্ষ টাকাও হয়, তবুও সে চুপ করে থাকবে। এই সব জনেই আমি একাজ করেছি। তুমি জানো না যে, লোকটা কি রকম হৃদয়হীন, কৃতজ্ঞতাহীন কুকুর। আমার সঙ্গে আজীবন চালাকী করে এসেছে। আমাকে ভাল করে খেতে দেয় নি। পরতে দেয় নি। কিন্তু তবুও আমি মুখবুঁজে সব সহ্য করে তাকে সেবা করে এসেছি। কিন্তু লোকটাকে এখন খুন করা দরকার।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ খুব ভাল কথা। আমি কাগজপত্রগুলো দেখছি। তুমি আপাততঃ এই বাক্সটা গুঁড়িয়ে আগুনে ফেলে দাও।

মিঃ স্কুইয়ারস্ পেগ্‌কে একটা কাজে আট্‌কে রেখে নিজের প্রয়োজনীয় দলিল খুঁজতে লাগলেন। ওদিকে পেগ্ তার নিজের কাজে ব্যস্ত। এ-দিকে মিঃ স্কুইয়ারস্। ঘরখানা একেবারে নিঃস্তব্ধ। যে যার কাজে ব্যস্ত।

এ-দিকে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে মিঃ ফ্রাংক্ চেরিবল ও নিউম্যান্ নগস্ প্রবেশ করলো। নিউম্যান্-এর হাতে একটা বড় লাঠি। ওরা এত ব্যস্ত যে আগন্তুকদের পায়ের শব্দ লক্ষ্য করলো না। মিঃ ফ্রাংক্ ও নিউম্যান্ একেবারে মিঃ স্কুইয়ারস্-এর কাছে এসে দাঁড়ালো।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বাক্সে কাগজগুলো পেগ্‌কে দেবার জন্যে একপাশে সরিয়ে রাখলো। তারপর নিজের প্রয়োজনীয় দলিলটি পেগ্-এর অলক্ষ্যে নিজের পকেটে রাখলো। আর সঙ্গে সঙ্গে নিউম্যান্-এর বড় লাঠিটি মিঃ স্কুইয়ারস্এর মাথায় এসে পড়লো।

এই আচম্‌কা আঘাতে মিঃ স্কুইয়ারস্ অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পেগ্ অতর্কিতে সেদিকে ঘুরে তাকালো এবং ওদের দেখে আঁৎকে উঠলো।

[৩৯]

লণ্ডনে যাঁকে নিয়ে এই ঘটনা, সেই নিকোলাস্ লণ্ডন থেকে অনেকদূরে। সে স্মাইক্‌কে নিয়ে তার বাল্যভূমিতে এসে পৌঁছুলো যাত্রার দু'দিন পরে। পথশ্রমে স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্লান্ত। সেইজন্যে সেই বাল্যভূমিতে দু'দিন বিশ্রাম নিল তারা। তারপর স্মাইক্‌কে নিয়ে নিকোলাস্ নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আর বাল্যকালের গল্প শোনাতে লাগলো। দীর্ঘদিন পরে নিকোলাস্ এখানে এসে বেশ আনন্দ পেতে লাগলো। কত মধুর স্মৃতি তার মনে হতে লাগলো। অতীত দিনের কত ঘটনা তার মনে পড়তে লাগলো। সে স্মাইক্‌কে সেই সব ঘটনার কথা গল্পকথায় শোনাতে লাগলো।

স্মাইক্-এর শরীর ভাল করা এবং তার মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যেই মূলতঃ এখানে আসা। নিকোলাস্ সেইজন্যে এখানে এসেই স্মাইক্-এর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলো। তার শরীর যা'তে ভাল হয়, মনে যাতে উৎসাহ পায়, সেইজন্যে নিকোলাস্ চেষ্টার কোন ত্রুটি করলো না।

এখানে পৌঁছুবার পর স্মাইক্ বেশ হাঁটতে পারতো। নিকোলাস্ তাকে নিয়ে সকাল-বিকাল বেড়াতে যেত। নানা দর্শণীয় স্থান দেখাতো।

একদিন বিকেলে বেড়াতে গিয়ে নিকোলাস্ কোন্ গাছে চড়ে পাখী ধরতো, সেই গাছটা স্মাইক্‌কে দেখালো। সে গাছটা আজও আছে দেখে নিকোলাস্ খুবই অবাক হল। এই ভাবে নানা স্থান দেখাতে দেখাতে নিকোলাস্ স্মাইক্‌কে নিয়ে ধর্ম-মন্দিরে এলো। ওখানে তার পিতার সমাধি ছিল। নিকোলাস্ গল্পচ্ছলে স্মাইক্‌কে

জানালো যে একদিন কেট্ এখানে হারিয়ে গিয়েছিলো। এবং অনেক অনুসন্ধানের পর শেষে তা'কে এখানে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমার পিতার শেষ ইচ্ছা ছিল যে যেখানে কেট্‌কে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেখানেই যেন তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করা হয়। সেইজন্যেই এখানে আমার পিতাকে সমাধিস্থ করা হয়।

স্মাইক্ সেকথা শুনে প্রথমে কিছু বললো না। কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলো। তা' দেখে নিকোলাস্ অবাক হয়ে বললো ঃ কি, হঠাৎ তুমি এ-ভাবে কাঁদছো কেন। তোমার কি হয়েছে আমাকে বলো। আমি তার প্রতিকারের চেষ্টা করবো।

স্মাইক্ তখন কাঁদতে কাঁদতে বললো ঃ যে গাছটার নীচে আপনার বোন কেট্ ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমার মৃত্যুর পর সেই গাছের নীচেই আমাকে কবর দেবেন। নিকোলাস্ সে কথায় রাজি হল।

পক্ষকালের মধ্যেই স্মাইক্ এত পীড়িত হয়ে পড়লো যে, আর চলাফেরা দূরের কথা, নড়াচড়াও করতে পারে না। নিকোলাস্ চিন্তিত হল। বোধহয় স্মাইক্‌কে আর বাঁচানো যাবে না। সে আবার নতুন করে ওষুধ-পত্র খাওয়াতে লাগলো এবং আরও উৎসাহে তার সেবায় মন দিল।

একদিন অনেক রাত্রে স্মাইক্ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। তা'তে নিকোলাস্-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে তাড়াতাড়ি স্মাইক্-এর কাছে এসে বললো ঃ কি হয়েছে। অমন করছো কেন। তোমার কি অস্বস্তি আমাকে জানাও।

স্মাইক্ বললো ঃ আমাকে ভাল করে ধরে রাখুন। ঐ দেখছেন না। ঐ গাছটার পেছনে কে দাঁড়িয়ে।

নিকোলাস্ বললো ঃ ও কিছু না। ও তোমার মনের ভুল। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি এখন শুয়ে পড়। একটা ঘুম দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্মাইক্ বললো ঃ যাবে না। ঐ দাঁড়ানো লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি। ঐ লোকটাই আমাকে প্রথম দিন স্কুলে দিয়ে এসেছিল।

স্মাইক্-এর কথা শুনে নিকোলাস্ একটু চিন্তা করে বললো ঃ তুমি তা'কে কি ঠিক চিনতে পারছো ?

ঃ হ্যাঁ। পারছি। আমি তা'কে আজও ভুলিনি। ভুলতে পারি নি। সেই ময়লা, নোংরা, ছেঁড়া কাপড়ে সে আজও এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্মাইক্-এর এই ধরণের ভুল বকা দেখে নিকোলাস্ বুঝতে পারলো যে, তার দিন শেষ হয়ে আসছে। তার বহুদিনের সুখ-দুঃখের ভাগীদারের আজ শেষ বিদায়ের সময় হয়ে এসেছে। তাকে নিরাময় করবার জন্যেই এখনে আনা হয়েছিল। চেষ্টাও কিছু কম করা হল না। কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না।

স্মাইক্ মৃত্যুর আগে বলে গেল যে সে নিকোলাস্-এর বোন কেট্‌কে অত্যন্ত ভালবাসতো। এবং তার শৈশবের ঘুমন্ত জায়গায় যেন তাকে কবর দেওয়া হয়

তা'হলেই সে খুশি।

স্মাইক্ শেষ কথাটুকু বলতে বলতে কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। সে তন্দ্রার ঘোরে বলে যেতে লাগলো: আমি সুখী। আমি ধীরে ধীরে একটা সুন্দর উদ্যানে এসে যাচ্ছি। এখানে কত ফুলের মেলা। কত সুন্দর সুন্দর নদ-নদী। কত লোক আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত বালক-বালিকারা আনন্দে নাচ গান করছে। আমি যে এখানে আসতে পেরেছি, তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। আমি বিদায় নিচ্ছি। আমি স্বর্গোদ্যানে এসেছি।

কথা বলতে বলতে স্মাইক্-এর শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।

[৪০]

এ-উপন্যাসে রালফ্ নিকলবি একটি উজ্জ্বল এবং বিশিষ্ট চরিত্র। এখন আমরা তাঁকে তাঁর খাবার ঘরে একাকী বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। টেবিলে প্রচুর আহার্য্য বস্তু। পরিচারিকা কর্তৃক পরিবেশিত। কিন্তু অনাস্বাদিত অবহেলিত একপাশে সরানো। ঘড়ির কাঁটা ডায়ালে ঘুরে যাচ্ছে। রালফ্-এর সেদিকে কোন খেয়াল নেই। তিনি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

তাঁর মত একজন পরিশ্রমী কর্মঠ মানুষের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত। আমরা এর আগে তাঁকে এ-ধরণের চিন্তান্বিত হতে দেখিনি। তিনি নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল ব্যক্তি। অনেক চিন্তা করে কাজ করেন। কিন্তু আজকের এ-চিন্তা তাঁর শারীরিক অসুস্থতাই প্রমাণ করে। তিনি যে অসুস্থ তা' তাঁর ব্যবহারে এবং আচরণে স্পষ্ট। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আপন মনেই বলতে লাগলেন: কি ব্যাপার! আমি নিজেই আমাকে দেখে অবাক হচ্ছি। এমন তো কখনও আমার হয় না। রাতের পর রাত আমি এখন ঘুমোতে পারি না। বিশ্রাম নিতে পারি না। শত শত বঞ্চিত মানুষের মুখের ছায়া আমাকে ঘিরে থাকে। তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি। এদেরই অর্থে আজ আমি বিত্তবান। কিন্তু এমন হলে তো চলবে না। আমাকে সুস্থ, সবল মানুষ হতেই হবে। যদি কয়েকটা রাত আমি পূর্ণ বিশ্রাম পেতাম, তবে আবার আমি নতুন উদ্যমে কাজে নামতে পারতাম। না। আমাকে আবার সুস্থ হতেই হবে।

তিনি আপন মনে কথা বলতে বলতে নিজের খাবারের টেবিলটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন এবং ঘড়ি দেখলেন। বারোটা বাজে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বলতে লাগলেন: বারোটা বাজে। কিন্তু এখনও নগস্-এর দেখা নেই। নিশ্চয়ই কোথাও মদ খেয়ে পড়ে আছে। ও যদি আমার কিছু টাকা চুরি করতো, তা'হলে ভাল হত। তা'হলে আমি অনায়াসেই ওকে জেলে পাঠাতে পারতাম। লোকটা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস-ঘাতক। ও কী ভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে আমি জানি না। তবে করছে। ওর চলাফেরা সে কথাই বলে। ওর চলা দেখে আমার সেই রকমই সন্দেহ হয়।

রালফ্ এই ভাবে ঘরের মধ্যে একা একা আপনমনে অনেকক্ষণ বকতে লাগলেন। তারপর একসময় বিরক্ত হয়ে পরিচারিকাকে নগস্-এর বাসায় পাঠালেন।

পরিচারিকা সেখান থেকে ঘুরে এসে জানালো যে, নগস্ গত রাত থেকেই বাসায় নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। পরে সে জানালো যে, নীচে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

রালফ্ বললেন ঃ কেন দেখা করতে চান। আমি তো বলে দিয়েছি যে আমি আপাততঃ কারও সঙ্গে দেখা করবো না। আমার সময় নেই।

পরিচারিকা বললো ঃ ভদ্রলোক বললেন, তিনি বিশেষ জরুরী কাজে এসেছেন। সেইজন্যেই আমি ভাবলাম যে, হয়তো আপনি দেখা করতে পারেন।

রালফ্ বললেন ঃ তুমিও কি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ?

ঃ আজ্ঞে না। সে সাহস আমার নেই। নগস্-এর জন্যে আপনি যে প্রকার চিন্তিত দেখছি, তা'তে আমার মনে হল যে ঐ ভদ্রলোক হয়তো নগস্-এর কোন খবরও আনতে পারে।

ঃ ও! তুমি তা' হলে আমাকে চিন্তিত হতেও দেখেছ। আজকাল এই সব লক্ষ্য করছো নাকি। এখন থেকে তুমি তোমার কাজ নিয়েই থাকবে। অন্যদিকে লক্ষ্য দেবে না। যাক! লোকটা কোথায়?

ঃ আপনার অফিস ঘরে।

ঃ তুমি তোমার কাজে যাও। আমি দেখছি।

রালফ্ নীচে অফিস ঘরে নেমে এসে দেখলেন যে, মিঃ চার্লস্ চেরিবল্ তাঁর অপেক্ষায় বসে। এমন একজন ভদ্রলোকের সম্মুখীন হতে তিনি আদৌ রাজি ছিলেন না। কিন্তু ভবিতব্য। তিনি মনে মনে ভেবে নিলেন যে, এই লোকটা নিকোলাস্‌কে সব দিক থেকে সাহায্য করে চলেছে। এবং তাঁর সব কাজে নিকোলাস্ যে সাহসের সঙ্গে বাধা দিচ্ছে, তা' একমাত্র এই লোকটার সহযোগিতায়। এই লোকটা যদি আজ নিকোলাস্-এর পাশে না থাকতো তবে, আজ নিকোলাস্‌কে শায়েস্তা করতে একটুও বেগ পেতে হত না। রালফ্-এর এই সব চিন্তা তাঁর মাথাটাকে হঠাৎ গরম করে দিল। তিনি তাঁর বহুদিনের সুপ্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা আজ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন ঃ আপনার আশ্চর্য্য রকমের অনুগ্রহ আমি দেখতে পাচ্ছি।

চার্লস বললেন ঃ হ্যাঁ! অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিতও বটে।

রালফ্ বললেন ঃ আপনি সত্যবাদী বলে খ্যাত। বাজারে আপনার এই বলে সুনামও আছে। কিন্তু আজ এখানে অতর্কিতে আপনার আগমনকে আমি সত্যিই অবাঞ্ছিত বলে মনে করি।

চার্লস্ বললেন ঃ এত অনুনয়, বিনয় নিঃষ্প্রয়োজন। আমি সোজা ভাষায় দু' চারটে কথা বলতে এসেছি।

রালফ্ বললেন ঃ আপনার কথা যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভাল। কারণ আপনি যে বিষয়ে আলোচনায় এসেছেন, আমি সে বিষয়ে আলোচনায় বসতে রাজি নই। কারণ আপনার এবং আমার মতের ও পথের পার্থক্য অনেক। আপনি আপনার নির্দিষ্ট

পথ ধরে চলুন। আর আমাকে আমার পথে চলতে দিন।

চার্লস্ তাঁর রাগ চেপে রেখে বললেন ঃ শুনুন মিঃ নিকলবি। আপনার এখানে আসবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। ভবিষ্যতেও আশা করি হবে না। তবে আমি এখানে কেন এসেছি, সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। তা' যদি পারতেন, তবে আপনার ব্যবহার অন্য রকম হত। আমার এখানে আসবার কারণ না জেনেই আপনি আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন। এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। যাইহোক, এখন কি আমি আমার এখানে আসবার কারণটা আপনাকে দয়া করে জানাতে পারি? এবং আপনি কি শুনতে প্রস্তুত আছেন?

ঃ না। আমি শুনতে প্রস্তুত নই। তবে আমার ঘরের দেওয়াল, চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র যা' এ ঘরে আছে, তারা আপনার কথা শুনতে পারে। আপনি আপনার কথা এদের শোনাতে পারেন। এ ঘরের দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে আমি বাইরে যাচ্ছি। আপনার বক্তব্য শেষ হলে এ ঘর আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। রালফ্ এর পর আর কোন কথা না বলে বাইরে যাবার জন্যে টুপী মাথায় দিলেন।

চার্লস্ বললেন ঃ আজকে আমার কথাগুলো শুনলে আপনি ভালই করতেন। আমি বলতে চাই যে, এতে আপনারই উপকার হত। আমি আপনার উপকার করতেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তা' যখন শুনলেন না, তখন বলে যাই যে এমন দিন আর বেশীদূরে নয়, যখন আপনি নিজে আমাদের কাছে সে কথা শুনতে যাবেন। তখন আমাদের সাক্ষাৎ না'ও হতে পারে। এবং তার জন্যে আমাদের দোষ দেবেন না। আমরা জানি যে, আপনার ভাইপো অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির এবং মহৎ লোক। অবশ্য আপনার চরিত্রের সমালোচনা আমি এখানে করতে চাই না। তবে ইদানীং আপনি যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন, তা'তে সফলকাম হতে পারবেন না। আপনাকে আমাদের কাছে আসতেই হবে। এবং তখন হয়তো আমাদের ব্যবহার আপনার প্রতি রূঢ়ও হতে পারে। কারণ এখন যে মন নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম, ভবিষ্যতে সে মন আমার নাও থাকতে পারে। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।

চার্লস্ আর সেখানে দাঁড়ালেন না। রাস্তায় নেমে এলেন।

রালফ্ চার্লস্-এর চলে যাবার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। নানা আশঙ্কা তাঁর মনে জাগতে লাগলো। পরে নিউম্যান্ তখনও আসেনি দেখে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত মনে মিঃ ম্লল্-এর বাড়ী গেলেন।

ম্লল্-এর বাড়ী পৌঁছুতেই ম্লল্-এর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে মিঃ ম্লল্ বাড়ী আছেন কিনা। ম্লল্-এর স্ত্রী জানালেন যে তিনি বাড়ী নেই। এবং কখন ফিরবেন সে কথাও তিনি বলতে পারবেন না।

রালফ্ এ কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ আপনি জানেন, আমি কে। কার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন।

ম্লল্-এর স্ত্রী বললেন। হ্যাঁ। জানি। এবং জেনেই বলছি।

ঃ কিন্তু আসবার সময় মিঃ ম্ললকে ওপরের জানালায় আমি দেখেছি। তাঁকে গিয়ে দয়া করে বলুন যে আমি বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে এসেছি।

ঃ আমি সব শুনেছি। কিন্তু এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

ঃ হবে না। রালফ্ নিকলবি আর নিজের রাগ সামলাতে পারলেন না। তিনি স্নল্-এর স্ত্রীকে একপাশে ঠেলে দিয়ে নিজে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেন। তাকে স্নল্-এর স্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন ঃ বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না। ফল ভাল হবে না। আপনি আমার স্বামীকে দিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আমি বরাবরই তাঁকে আপত্তি জানিয়েছিলাম। কারণ আমি জানি যে আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কাজ করলে ফল ভাল হবে না। বিপদ আপনার হবে না। বিপদ হবে আমাদের। কিন্তু তবুও বলি যে, আপনি আমাদের বিপদে ফেলতে পারবেন না। কারণ আমি জানি যে ঐ চিঠিটা জাল। এবং হয় আপনি নয় তো সেই মাষ্টার ঐ চিঠিটা জাল করেছে। আমার স্বামী এ কাজ করেনি। সুতরাং প্রমানে এবং সাক্ষীতে আপনারাই দোষী হবেন। আমার স্বামীর কিছুই হবে না।

রালফ্ সে কথা শুনে তাড়াতাড়ি বললেন ঃ চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। চুপ করুন।

ঃ কিন্তু এ ভাবে আপনি আমাদের চুপ করিয়ে রাখতে পারবেন না। আর তা'ছাড়া কখন চুপ করে থাকতে হবে, কখন কথা জোরে বলতে হবে, সেটা আমার জানা আছে মিঃ নিকলবি।

ঃ তা থাক। এখন আপনি তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিন। বলুন আমি ডাকছি। সে বাড়ীতে আছে এটা আমি জানি।

ঃ না। আমি তাকে ডেকে দেব না।

ঃ ও! তা'হলে আমি ধরে নিতে পারি যে আপনি আমাকে অগ্রাহ্য করছেন।

ঃ হ্যাঁ। তাই।

ঃ বেশ। এর ফল-ভোগের জন্যে তৈরী থাকবেন।

রালফ্ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। রাস্তায় নেমে ভাবলেন যে এখন কি করা যেতে পারে। শেষে ঠিক করলেন যে একবার স্কুইয়ারস্-এর হটেলে যাবেন। তাঁর খবরটা একবার নেওয়া দরকার। সে তাঁর কাজে কৃতকার্য্য হতে পারলো কি না সেটা জানা দরকার।

তিনি এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মিঃ স্কুইয়ারস্-এর হটেলে এলেন। এবং খবর নিয়ে জানলেন যে মিঃ স্কুইয়ারস্ আজ অনেকদিন হল এখানে আসেন না। তাঁর জিনিষপত্র কোথায়, সে খবরও কেউ রাখে না। তিনি অবাক হলেন এবং আবার পথে নামলেন।

পথে এসে ভাবলেন যে, মি স্কুইয়ারস্ যখন হটেলে নেই তখন পেগ্-এর বাড়ীতে তাকে পাওয়া যেতে পারে। কারণ কাজের জন্যে তাঁকে সেখানেই থাকার কথা। এখনও যখন হটেলে আসেনি, তা'হলে ধরে নিতে হবে যে সেকাজ এখনো শেষ হয়নি। তা'হলে সে পেগ্-এর বাড়ীতেই আছে।

কিন্তু সেখানে এসেও তাঁকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হল। কেউ মিঃ স্কুইয়ারস্-এর

কোন হদিস্ দিতে পারলো না। তিনি অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করলেন। ভাবলেন যদি এসে যায়। কিন্তু না। শেষে দীর্ঘ ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর তিনি আবার পথে নামলেন। এবং শেষ চেষ্টার জন্যে চললেন আর্থার গ্রাইড্-এর কাছে।

তাঁর মনে হল আজকে যেন সকলেই তাঁর সর্ব্বনাশের জন্যে একটা গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তিনি এক আশঙ্কিত মন নিয়ে আর্থার গ্রাইড্-এর বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলেন।

আর্থার গ্রাইড্-এর বাড়ীর সামনে এসে রালফ্ নিকলবি অবাক হলেন। বাড়ীটা এমন নিস্তব্ধ এবং নিথর ভাবে পড়ে আছে যে হঠাৎ দেখলে ভয় করে। রালফ্ নিকলবি এর আগের এখানে অনেকবার এসেছেন। কিন্তু এমন দেখেননি। আজকের অবস্থাটা অন্যান্য দিন দিকে চূড়ান্ত ভাবে ব্যাতিক্রম। বাড়ীর সমস্ত জানালা গুলো বন্ধ। আদৌ কোন মানুষ বাস করে বলে মনে হচ্ছে না। বাড়িটা যেন জনমানব বর্জ্জিত বলে মনে হচ্ছে।

রালফ্ নিকলবি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন যে এখন কি করা কর্ত্তব্য। তারপর হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি ভাবলেন, কোন সাড়া যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দরজার ফাঁকদিয়ে ঘরে ফেলে দেওয়া যাক। আর্থার গ্রাইড্ বাড়ী না থাকলেও পরে আসবে এবং তখন এ চিটিঠা পাবে।

তিনি পত্র লিখতে শুরু করেছেন এমন সময় দোতলার ঘরের একটি জানালা ধীরে ধীরে খুলে গেল এবং সেখানে আর্থার গ্রাইড্-এর মুখ দেখা গেল। আর্থার গ্রাইড্ রালফ্‌কে দেখতে পেয়েই মুখ সরিয়ে নিলেন। রালফ্ নিকলবি্ সেটা বুঝতে পারলেন। এবং তখন বাধ্য হয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ ডাকার পরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রালফ্ নিকলবি্ গ্রাইড্-এর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হতে লাগলেন। শেষে দোতলার জানালায় আর্থার গ্রাইড্-এর মুখ আবার দেখা গেল। তিনি ওপর থেকে আস্তে আস্তে বললেন: অত চিৎকার করে কথা বলবেন না। বিপদ হতে পারে। আপনি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান।

রালফ্ নিকলবি্ বললেন: কি ব্যাপার। তুমি কি নীচে নেমে আসতে পারছো না।

গ্রাইড্ বললেন: আপনার সঙ্গে এখন আমার কথা বলা সম্ভব হবে না। আপনি দয়া করে আর দরজায় ধাক্কা দেবেন না। বাড়ীর লোকজন আপনার উপস্থিতি জানতে পারলে অসুবিধা হবে। আপনার ভালর জন্যেই বলছি যে আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না। সরে পড়ুন।

গ্রাইড্-এর কথায় রালফ্ নিকলবি্ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন: ও রকম ভাবে লুকিয়ে থাকতে লজ্জা করে না। তুমি যদি নেমে না আসো তবে, আমি আরও জোরে চিৎকার করবো। দেখি কি হয়।

গ্রাইড্ বললেন: তা'তে বিপদ বাড়বে। সেইজন্যে আপনাকে আবার আমি

অনুরোধ করছি যে আপনি এখনই সরে পড়ুন।

ঃ তুমি কি নেমে আসবে? আমার কথা শুনবে? রালফ্ নিকলবি শেষ বারের মত জানতে চাইলেন। কিন্তু গ্রাইড্ সে কথার কোন জবাব না দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলেন।

রালফ্ নিকলবি আর্থার গ্রাইড্-এর ব্যবহারে অবাক হলেন। এরা যেন সবাই এক দিনের মধ্যে সব পাল্টে গেল। একদিন এরাই তার পেছনে কুকুরের মত ঘুরতো। একটু সুবিধা আদায়ের জন্যে কতো কি করতে চেয়েছে। আজ যেন চিনতেই পারে না। কি ব্যাপার। এমন তো হবার কথা নয়। এরা সবাই আজ আমাকে ত্যাগ করতে চাইছে কেন। তবে কি আমার দিন শেষ হয়ে এলো। তবে কি আমার প্রভাব, আমার ব্যক্তিত্ব আর কোন কাজ করছে না। আমার জীবনে কি গভীর দুঃখের রাত্রি নেমে আসছে। না। না। তা'হতেই পারে না। আমি এখনও শক্ত আছি। এখনও কাজের আছি। দীর্ঘ পরিশ্রমে আমি আমার জীবনের বনিয়াদ গড়ে তুলেছি। এটা এত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে গেলে চলবে না। আমাকে আরও শক্ত হতে হবে। আরও কাজের হতে হবে। আরও কাজ আদায় করতে হবে। আমাকে অসহায় হলে চলবে না। বিচলিত হবার আগে সমস্ত ঘটনাটা অনুসন্ধান করা দরকার। যেমন করেই হোক আমাকে এই অবহেলার সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। আমাকে জানতেই হবে।

আর্থার গ্রাইড্-এর বাড়ীর কাছ থেকে চলে এসে রালফ্ নিকলবি একা একা রাস্তায় চলতে চলতে আপন মনে বিড় বিড় করে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে লাগলেন। নিজের আত্মজিজ্ঞাসায় নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলেন। শেষে তিনি নিজের আত্ম-পর্য্যালোচনা করতে করতে চেরিবল্ ভ্রাতাদের ব্যবসার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি মুখ তুলে দেখলেন যে "চেরিবল্ ব্রাদার্স"। চেরিবল্ ভাইদের ব্যবসাকেন্দ্র। তিনি ভেতরে ঢুকলেন এবং টিম্‌কে দেখে বললেনঃ আমার নাম রালফ্ নিকলবি। এই ব্যবসার মালিককে খবর দিন।

টিম্ বললেনঃ আমি আপনাকে চিনি। আপনি বসুন। কিন্তু মালিককে কেন প্রয়োজন সেটা জানা দরকার।

রালফ্ বললেনঃ আপনাদের এখান থেকে একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে চিনিও না। নামও জানি না। আপনি বলতে পারেন তিনি কে?

ঃ হ্যাঁ মিঃ চার্লস্।

ঃ অ। তা'হলে তাঁকে বলুন যে আমি রালফ্ নিকলবি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ঃ আপনি বসুন। আমি দেখছি।

কিছুক্ষণ পর মিঃ টিম্ এসে রালফ্ নিকলবিকে মিঃ চার্লস-এর ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর অপর ভাই নেড্‌ও ছিলেন। মিঃ টিম্ তাঁকে পৌঁছে দিয়ে নিজেও দাঁড়িয়ে রইলেন। তা'দেখে রালফ্ নিকলবি বললেন। আমি গোপনে

আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

মিঃ চার্লস্ বললেন: আপনি এ'দের সামনে অনায়াসেই সব কথা খুলে বলতে পারেন। এ'রা আপনার কীর্তি-কলাপ সব কিছুই জানে। এ'দের কাছে আপনার কিছু গোপন করবার নেই।

: কিন্তু আমি এ'দের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাজেই গোপন কথা প্রকাশে আমি বলতে পারি না। যদিও আপনি বলছেন যে এ'রা সবকিছুই জানেন।

মিঃ নেড্ বললেন: আমার ভাই আজ সকালে আপনার কাছে যে কারণে গিয়েছিলেন সেটা আমরা সবাই জানি। এবং এর পর আরও অনেকে জানবে আপনার এ-ধরণের কাজ গোপন রাখা যাবে না। আজ সকালে আমার ভাই গোপনেই আপনার কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি তখন তাঁর সে কথায় আমল দেননি। কাজেই এখন কথা বলতে গেলে সকলের সামনেই বলতে হবে।

রালফ্ নিকলবি বললেন: বেশ! আপনারা যখন সকলেই চাইছেন তখন আলোচনাটা সকলের সামনেই হোক। আপনাদের খেয়াল-খুশিই বজায় থাক এবং আপনাদের আলোচনার ধারা দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আপনারা গোপনে গোপনে আমার ওপর নজর রেখেছেন। আমার কাজে আপনারা অনাবশ্যক ভাবে হাত লাগিয়ে অনধিকার চর্চা করেছেন। এটা আপনারা কিছুদিন থেকে নয় আমার মনে হয় অনেকদিন থেকেই করে আসছেন। কিন্তু আপনারা জানেন না যে আমি সোজা মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমালোচনা আমি চিরকাল অগ্রাহ্য করে এসেছি। আজও করি। এবং এখনও করবো। কেউ আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করলে তা'কে আমি এমন শিক্ষা দেব যে তার সেকথা সারা জীবন মনে থাকবে। আপনারা অন্যের প্ররোচনায় সহজে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করতে পারেন। দল তৈরী করতে পারেন। কিন্তু আমার কোন দল নেই। আমি একাই একশো। আলোচনার শুরুতে আমি আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আমি আমার পরিচিত কোন ব্যক্তিকে কোন কারণে দয়া বা ক্ষমা করতে পারবো না। তার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। এ-শাস্তি অমোঘ।

মিঃ চার্লস্ বললেন: বেশ! আপনার সব কথাই আমরা শুনলাম। ভাই নেড্ তুমি ঐ লোকটাকে এখানে হাজির কর।

মিঃ নেড্ নিউম্যান্ নগস্‌কে এনে রালফ্ নিকলবির সামনে হাজির করলো। তাকে দেখে রালফ্-এর শরীরের রক্ত শুকিয়ে যেতে লাগলো। তিনি নগস্‌কে এখানে এ-ভাবে যে দেখবেন এটা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। তবুও তিনি নিজেকে সামলিয়ে রেখে বললেন: আরম্ভটা ভালই বলতে হবে। আপনাদের আমি সাধু চরিত্রের লোক বলেই জানতাম। এবং আপনাদের বাজারে খ্যাতিও সেই ভাবেই আছে। কিন্তু আপনাদের আসল পরিচয় জনসাধারণ যেমন জানে না, আমিও জানতাম না। একজন পাঁড় মাতাল যে মদ পেলে নিজের আত্মাকে বিক্রি করতে দ্বিধা বোধ করে না, তাকে আপনারা এখানে সাক্ষীস্বরূপ হাজির করেছেন।

আপনাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে আমি পারি না।

নগস্ বললো: শোনো বুড়ো। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে চেনো না। কিন্তু তুমি আমাকে দীর্ঘ দিন ধরে চেনো। এবং আমিও তোমাকে চিনি। আমি যদি মদ পেলে সবকিছুই করতে পারতাম তা'হলে আমি এতদিন চোর, ডাকাত ইত্যাদি যা'হোক কিছু একটা হতাম। কিন্তু তোমার কাছে থেকে আমি অত্যন্ত দুঃখের জীবন যাপন করে এসেছি। আমাকে তুমি নানা কাজে বিশ্বাস করে এসেছো এবং আমিও সে সব বিশ্বাসের সঙ্গে পালন করে এসেছি। কিন্তু এখন আমি আর তোমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি নি বা পারি না। তাই চলে এসেছি। তুমি মনে করে দেখো বুড়ো নিকলবি আমার সব কিছু তুমি কেড়ে নিয়েছিলে। আমাকে তোমার চাকরি করতে বাধ্য করিয়েছিলে। তুমি আমাকে দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নিয়েছ কিন্তু পয়সা দাওনি। উপরন্তু গালিগালাজ করেছ। আমাকে চাকর করে রেখেছিলে। আমি যদি অন্য কোন জায়গায় চাকরি করতাম তবে অনেক ভালভাবে থাকতে পারতাম। তুমি কি আজ এখানে বসে বলতে পার যে আমার কথাগুলো সব মিথ্যে। আমার এ-অভিযোগ সত্য নয়? তুমি একটু আগে বলেছিলে যে তোমার বিরুদ্ধে আমরা ষড়যন্ত্র করেছি। কিন্তু ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তোমার হাত যেমন পাকা তেমন আর কারও নয়। স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে তুমি ষড়যন্ত্র করেছিলে। গ্রাইড্‌কে তুমিই রাজি করিয়েছিলে একটি সুন্দর নারীর জীবন নষ্ট করে দেবার জন্যে। তার কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়েছিলে। তুমি ভাবছো এ-সব আমি কিছুই জানি না। কিম্বা জানলাম কি করে। কিন্তু আমি সব জানি। সব আমার কাছে খবর আসে।

রালফ্ নিকলবি নিউম্যান্-এর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে অবাক হলেন। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে নিউম্যান্-এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন আর ভাবতে লাগলেন যে এই সেই নিউম্যান্ যাকে তিনি নিজের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর বলে মনে করতেন। নিজের যত গোপন কাজ তাঁকে দিয়ে করাতেন। নিজের জীবনের সঙ্গী বলে মনে করতেন। রালফ্ নিকলবি অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে নিজেকে সংযত রেখে নিউম্যান্-এর কথা শুনে যেতে লাগলেন।

নিউম্যান্ তার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে একটুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলো। সামনের একটা চেয়ারে সুস্থ হয়ে বসলো। তারপর আবার রালফ্ নিকলবিকে দেখিয়ে বলতে শুরু করলো: শুনুন ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বলা এখনও শেষ হয়নি। আমার আরও বক্তব্য আছে। এই যে লোকটা আপনাদের সামনে বসে আছে, এই লোক তাঁর একান্ত আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করেছে। অত্যন্ত অমানুষিক অত্যাচার করবার ব্যবস্থা করেছে এবং এক নির্দ্দোষ নিঃষ্পাপ কিশোরীর সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেছে। নিজের একান্ত আত্মীয়ের বিরুদ্ধে এই ধরণের আচরণ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। সেইজন্যেই আমি এই লোকটার একান্ত অনুগত ভৃত্য হয়েও আর বিশ্বস্ত থাকতে পারি নি। আমাকে বাধ্য হয়েই বিদ্রোহী হতে হয়েছে। আপনারা আমার খোঁজ করেন নি আমি নিজেই খোঁজ করে আপনাদের

কাছে এসেছি। আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ ছিল এবং এখনও আছে যে ঐ লোকটার জঘন্য ষড়যন্ত্র আপনারা ভাল করে অনুসন্ধান করুন। এবং যদি এই সব ষড়যন্ত্র সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা' লোক সমাজে প্রকাশ করে ঐ লোকটার মুখোশ খুলে দিন। যাঁরা ধর্মাশ্রয়ী, ধর্ম পথে চলতে চায়, তাঁদের আপনারা রক্ষা করুন। তাঁদের পাশে এসে আপনারা দাঁড়ান। আজকের ঘটনা থেকে আমি অনুমান করতে পারি যে আপনারা সে কাজে ব্রতী হয়েছেন। সেইজন্যে আপনাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার যা' বলবার ছিল আমি বলেছি। এবারে আর কেউ কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন।

নিউম্যান্-এর কথাগুলো অনেকটা বক্তৃতার মত শোনালো। সে দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে সামনের একটি চেয়ারে বসে পড়লো।

চৌরিবল্ ভায়েরা তখন রালফ্ নিকলবির দিকে তাকালেন।

রালফ্ নিকলবি বললেন: দেখেশুনে মনে হচ্ছে আপনাবা বেশ একটা কল্পিত পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছেন। একটা দল পাকিয়ে আমাকে বিপর্যস্থ করতে চাইছেন। তা' করুন। তবে আশা করি আপনারা জানেন যে দেশে এখনও আইন বলবৎ আছে। আমি যদি আইনের সাহায্য নি তবে সেখানে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে। এবং আপনাদের এই সব পরিকল্পিত বক্তৃতা প্রমাণ করতে হবে। শুধু, মুখে বলে গেলেই চলবে না।

মিঃ চার্লস্ বললেন: প্রমান আমাদের হাতের কাছেই আছে। গতকাল স্নল্ তার কীর্তি-কলাপ সব স্বীকার করে গেছে।

রালফ্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন: কে এই স্নল্। তার স্বীকারোক্তিতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তাকে চিনি না।

মিঃ চার্লস্ তখনও বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বললেন: আপনি যে তাকে চেনেন তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এবং আপনার বিরুদ্ধে এতক্ষণ যে সব অভিযোগের কথা বলেছেন তার প্রমাণ আমরা হাতে নিয়েই কাজে নেমেছি। স্নল্ গতকাল পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করে গেছে যে স্মাইক্ তার পুত্র নয়। এবং তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রমাণ একেবারে খাঁটি এবং সত্য। পরে তিনি রালফ্-এর দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা এবং মিঃ স্কুইয়ারস্-এর হিংসা প্রবণতায় এ-ষড়যন্ত্রের মূল কারণ বলেই আমরা মনে করি। যখন ষড়যন্ত্র অনেক দূর এগিয়েছে তখন স্নল্ বুঝতে পেরেছেন যে সে বিপদে পড়ে যাবে। সেইজন্যে সে নিজে এসে সব প্রকাশ করে গেছে। আমরা তা'কে ডেকে আনিনি। আপনারা যখন এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন আপনারা নিউম্যান্‌কে সন্দেহ করে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি ভেবে দেখুন যে এ-কথা আপনার মনে আছে কিনা। কিন্তু যখন আপনি মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে পেগ্-এর কাছে গোপন দলিল চুরি করতে পাঠান তখন আপনি জানেন না যে তার ওপর আমরা গোয়েন্দাগিরি করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এবং সেইজন্যেই পেগ্-এর কাছ থেকে মিঃ স্কুইয়ারস্ সে দলিল চুরি করতে পারে নি। সে দলিল আমাদের হাতে এসেছে।

মিঃ চার্লস্ রালফ্‌কে আরও বললেন : আপনি হয়তো জানেন না আর্থার গ্রাইভ্‌কে ও এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সে আপনার বিশেষ ভক্ত বলেই মনে হল। যার জন্যে সে এ-কাজে এগিয়ে আসেনি। যাইহোক শেষে আইনের সাহায্য নেওয়া হল। ঐ আইনের সাহায্যেই আমরা দলিল অনুসন্ধানের পরোয়ানা বার করি এবং গোয়েন্দাগিরি শুরু করি। আপনি জানবেন মিঃ নিকলবি যে আমরা বেআইনিভাবে কিছুই করিনি। মিঃ ফ্রাংক্ এবং নিউম্যান্ এই গোয়েন্দা-গিরির কাজ করে এবং ম্যাডেলিন্-ব্রে-এর এ-দলিল উদ্ধার কোরে আনে। আমরা আপনাকে শেষ কথা বলি যে মিঃ স্কুইয়ারস্ এবং পেগ্ এখন কারাগারে। মিঃ স্কুইয়ায়ারস্-এর কাছে ঐ দলিল কি ভাবে এলো সে প্রশ্নের জবাব সে ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে দিতে পারেন নি। সেইজন্যে সে এখনও ছাড়া পায়নি। আর স্নল্ তো পরিষ্কার ভাবেই স্বীকার করেছে যে স্মাইক্ তার পুত্র নয়। সে আপনার প্ররোচনায় এ-কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার অবস্থা কি দাঁড়াবে। সেইজন্যই এ-সব কথা আপনাকে জানাবার জন্যেই আমি দয়া পরবশ হয়ে আপনার কাছে গিয়েছিলাম। এ-ব্যাপরে আপনি কতখানি জড়িত সেটা আপনিই জানেন। এবারে ওরা আপনাকে হাজতে পাঠাবে কিনা সে কথাও আপনি বলতে পারেন। আমরা আপনার ভাগ্যের ওপর হাত দিতে পারবো না। এবং আপনার বিচারের ফলাফলও ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। কিন্তু আপনি এই বয়সে আপনারই আত্মীয়ের দ্বারা যা'তে শাস্তি না পান, বা লাঞ্ছিত না হন, সেইজন্যে আপনাকে সাবধান করতেই আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম। আপনি যাতে আপনাকে সামলাতে পারেন তার একটা সুযোগ আমরা আপনাকে করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার ব্যবহার আমাদের ইচ্ছা থেকে বিরত করেছে। তবে এখন যখন আপনিও আমাদের কাছে এসেছেন, তখন আমি আপনাকে শেষ বারের মত অনুরোধ করি যে আপনি কিছুদিনের জন্যে লণ্ডন ছেড়ে পালান এবং আত্মগোপন করুন।

মিঃ চার্লস-এর শেষ কথা শুনে রালফ্ সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি মূর্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন : আপনারা ভেবেছেন কি। আপনারা কি মনে করেছেন, আমি অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্তের মানুষ। আপনারা এত তাড়াতাড়ি আমাকে শেষ করে ফেলবেন। আপনারা সুকৌশলে শত শত সাক্ষী যোগাড় করলেও আমি নত হব না জানবেন। এ-সব সামান্য ঘটনা আমাকে বিচলিত করে না। তবে আপনারা যে আপনাদের পরিকল্পনার কথা আমাকে মুক্ত কণ্ঠে জানালেন তার জন্যে ধন্যবাদ। আমার অনিষ্ঠ করবার আপনারা যতই চেষ্ঠা করুন না কেন আমি আমার কাজ থেকে বিরত হব না। কিম্বা বলতে পারেন যে, আপনারা আমাকে বিরত করতে পারবেন না। আচ্ছা। নমষ্কার।

মিঃ নিকলবি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। সোজা রাস্তায় নেমে এলেন এবং পুলিশ অফিসের দিকে চললেন। যেখানে মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে রাখা হয়েছিল। মিঃ নিকলবি ঠিক সময়েই হাজির হয়েছিলেন। মিঃ স্কুইয়ারস্-এর জন্যে গাড়ী আনতে পাঠানো হয়েছিল। গাড়ী এলেই তাকে জেল হাজতে পাঠানো হ'ত।

মিঃ নিকলবি মিঃ স্কুইয়ারস্-এর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। একটি নির্জন ঘরে সাক্ষাতের অনুমতি মিললো। হঠাৎ এই অনুমতির কারণস্বরূপ দেখানো হল যে মিঃ স্কুইয়ারস্ একজন পণ্ডিত স্কুল শিক্ষক। তাঁর নিজস্ব একটি বিদ্যালয় আছে এবং যে বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার তাঁর নিজের। সুতরাং এই প্রকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার। জেল কর্তৃপক্ষ এই সব নানা কথা চিন্তা করে তাঁকে দেখা করবার অনুমতি দিলেন।

মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে সেই নির্জন ঘরে আনা হল। মিঃ নিকলবি দেখলেন যে তাঁর মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এবং তিনি অত্যধিক সুরা পানে নিদ্রিত অবস্থা। মিঃ নিকলবি তাঁকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন: আপনার মাথায় কি আঘাত লেগেছে নাকি?

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন: হ্যাঁ। আপনার পরিচিত লোকেরাই এ-কাজ করেছে। তাঁরাই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। যাইহোক শেষপর্যন্ত আপনি এখানে এলেন।

: হ্যাঁ! আপনি তো আমাকে কোন খবর দেননি। আপনার কোনও খবরই আমার জানা ছিল না। জানলে আমি নিশ্চয়ই আগে আসতাম।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন: আপনি এখন বুঝুন মিঃ নিকলবি যে আপনার এ-ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়িত করে ফেলে আমি আমার পরিবার, আমার মেয়ে এবং ছেলে, যারা আমার পরিবারের গর্বের বস্তু, তাদের মনে কি ব্যাথাই আমি দিয়েছি। তারা আজ আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে। কতখানি নীচ্ তারা আমাকে মনে করছে। তাদের এত দিনের বিশ্বাস আজ আমি শেষ করে দিয়েছি। আমার বংশের গর্ব ও আমার সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আজ আমি নিজে হাতে নষ্ট করে দিলাম।

মিঃ নিকলবি বললেন: আজ আপনি মদ্যপানে অত্যধিক উম্মত্য আছেন। আপনি এখন ভাল করে বিশ্রাম নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

: ঠিক আর কিছুই হবে না মিঃ নিকলবি। এ-ব্যাপারে আর আপনার উপদেশ দেওয়া শোভা পায় না।

মিঃ নিকলবি বললেন: আপনার কথা মেনে নিয়েই বলি যে আপনার উচিত ছিল আগে আমাকে একটা খবর পাঠানো।

: তাতে কি ফল হোতো। আপনি চালাক লোক। এ-ব্যাপার জানলে আপনি কখনোই আমার সাহায্যে এগিতে আসতেন না। এখন জেল কর্তৃপক্ষ আমার সম্বন্ধে ভাল করে না জেনে জামিনও দেবে না। কাজেই আমাকে জেল হাজতে থাকতেই হবে। অথচ দেখুন যে আপনার কাজ করতে গিয়ে আমি হাজতে যাচ্ছি আর আপনি পরমানন্দে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এবং বেড়াবেনও।

মিঃ নিকলবি বললেন: আর ক'দিন পরে আপনিও আমারই মত মুক্ত হবেন। ওরা আপনাকে কিছু করতে পারবে না।

: আপনি ঠিকই বলেছেন। ওরা আমাকে বিশেষ কিছু করতে পারবে না। অবশ্য তার আগে আমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে। আমাকে বলতে হবে যে

কেন এবং কার প্ররোচনায় আমি ঐ কুৎসিত মেয়েটার কাছে গিয়েছিলাম। আজকেই আমি জানতে পারলাম যে, ঐ কুৎসিত মেয়েটার সঙ্গে আমি এক বাসাতে ছিলাম এটা ওরা জানতে পেরেছে। ওরা আমাকে ওখানে কিছু কাগজ পুড়িয়ে ফেলতেও দেখেছে এবং ম্যাডেলিন্ ব্রে-র দলিলটা আমার পকেটে পেয়েছে। আমি এই সব প্রশ্নের ভাল জবাব দিতে পারি নি। সেইজন্যেই আমার জামিন হল না। আমাকে জেল হাজতে পাঠানো হচ্ছে। এর পর ওরা আমার সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান চালাবে। তারপর জামিনের প্রশ্ন উঠবে। আমি ঠিক করেছি যে, তখন আমি আমার জবাব পরিষ্কার ভাবে জানাবো।

ঃ আপনি কি বলবেন? মিঃ নিকলবি মুখ তুলে মিঃ স্কুইয়ারস্-এর দিকে তাকালেন।

ঃ আমি বলবো যে, এ-ব্যাপারে আমার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন মিঃ রালফ্ নিকলবি। তাঁরই কথামত আমি কাজ করেছি। সুতরাং আপনারা তাঁকে ডেকে পাঠান। এ কাজের মূলে তিনি। আমি নই।

ঃ আপনি কি ম্যাডেলিন্ ব্রে-র দলিলটা শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন।

ঃ হ্যাঁ। পেয়েছিলাম। সেটা আমার পকেটেই ছিল।

ঃ ঐ দলিলটা কি ধরনের ছিল আপনি জানেন? কোন্ তারিখে সেটা করা হয়েছিল? কিম্বা ঐ দলিলের বলে ম্যাডেলিন্ ব্রে কি কি পেত? বা তার কি উপকার হত?

ঃ আপনার এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবই আমি দিতে পারতাম, যদি দলিলটা সবটুকু আমি দেখতে পেতাম। কিন্তু তার আগেই আমার মাথায় লাঠি এসে পড়ে। আপনি যদি আমাকে দলিলটা পাওয়া মাত্রই পুড়িয়ে ফেলতে বলতেন, তা'হলে আমার পকেটে ওরা দলিলটা পেত না। আমার শাস্তি হয়তো কিছুটা হালকা হত। কিন্তু আপনি বলেছিলেন দলিলটা এনে আপনাকে দিতে। আপনি নিজে হাতে ওটা পোড়াবেন; এবং আপনার কথামত কাজ করতে গিয়েই আজ আমার এই বিপদে পড়তে হল।

মিঃ নিকলবি বললেন ঃ আপনি যদি কোন কথা প্রকাশ না করেন, তবে আপনার কোন বিপদ হ'তে পারে না। আপনার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। বরং আপনাকে অকারণ বন্দী করে রাখবার জন্যে আপনি ক্ষতি পূরণ পেতে পারেন। আমি এই গল্পটা এমন ভাবে গড়ে তুলে আপনাকে জানিয়ে যাব যে ওরা আপনাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য যদি আপনি নিজে সত্য ঘটনা প্রকাশ না করেন। দরকার হলে আমি আপনার জন্যে হাজার পাউণ্ড জামিনের ব্যবস্থা করবো। কিন্তু শর্ত এই যে আপনি কোন কথা প্রকাশ করতে পারবেন না। আজ আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আপনি বিশ্রাম নিন্। আমি আবার পরে আসবো।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বললেন ঃ তা' আসুন। তবে তার আগে আমার স্পষ্ট কথাটাও একবার শুনে যান। কোন বাজে গল্প আপনি তৈরী করে আনলেও আমি প্রকাশ্যে তা' বলতে পারবো না, বা স্বীকার করতে পারবো না। যদি দেখি যে ঘটনাটা

আমার বিপক্ষে যাচ্ছে, তা'হলে আপনার অংশটুকু আপনাকেই বহন করতে হবে। এটা আপনি সোজা কথায় জেনে রাখুন। এ কাজে যে এ-ধরনের বিপদ আছে, সেটা আপনি আমাকে জানাননি। কিন্তু জানানো উচিত ছিল। তবে এ কথা জানবেন যে, যদি অবস্থা আমার পক্ষে থাকে তবে আমি অকারণ আপনার বিপক্ষে যাব না। আমাকে আমার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতেই হবে। এখন আর কারও কথা শুনলে, আমার চলবে না। আমার স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্র আমাকে কি চোখে দেখছে এবং ভাবছে সেইটাই আমার ভাবনার ব্যাপার।

এমন সময় খবর এলো যে মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে নিয়ে যাবার জন্যে জেল-হাজতের গাড়ী এসেছে। মিঃ স্কুইয়ারস্‌ মিঃ নিকলবিকে বিদায় জানিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

মিঃ নিকলবি বাড়ী ফেরার পথে ভাবতে লাগলেন যে, একদিন যারা তাঁর দয়া দাক্ষিণ্য এবং অনুকম্পার পাত্র ছিল, আজ তারা সবাই একযোগে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তিনি মনে মনে বার বার বলতে লাগলেন যে, এ'তে আমাকে ওরা বিচলিত করতে পারবে না। আমাকে আমার অবস্থা থেকে সরাতে পারবে না'' আমি আমার জায়গাতেই শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো।

বাসায় ফিরে তিনি তাঁর নিজের শোবার ঘরে চলে গেলেন। সারাদিন খাওয়া হয় নি। শরীর স্বাভাবিক ভাবেই ক্লান্ত। তিনি নিজেকে কেমন যেন অসুস্থ বলে মনে করতে লাগলেন। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও হয় নি।

রাত প্রায় দশটা। তিনি তখনও জেগে। নিজের ঘরে শ্রান্তিতে শুয়ে। হঠাৎ নীচে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন। তারপর নীচে নেমে গেলেন।

দরজা খুলতেই দেখলেন টিম্‌ দাঁড়িয়ে। তিনি অবাক হয়ে টিম্‌-এর দিকে তাকালেন।

টিম্‌ বললেন : মিঃ নিকলবি। আপনার একটা অত্যন্ত দুঃসংবাদ আছে। আপনি এখনই আমার সঙ্গে আসুন।

মিঃ নিকলবি বললেন : এখনই যেতে হবে? কিন্তু কোথায়?

: আমাদের বাড়ীতে। যেখানে চার্লস ভায়েরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আজ সকালে আপনি যেখানে গিয়েছিলেন। আমি গাড়ী এনেছি।

: কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে আমি কেন যাব।

: আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। কারণ ওখানে গেলেই জানতে পারবেন। আপনাকে সেই কারণ জানাবার জন্যেই আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

: আবার কি আজ সকালের মত একটা ব্যাপার ঘটবে নাকি?

টিম্‌ সে কথায় চোখ তুলে তাকাতে মিঃ নিকলবি বললেন : মানে আমি সোজা কথায় বলতে চাইছি যে, আবার আমি সেখানে গিয়ে অপমানিত হব।

: না। না। একটা ঘটনার কথা আপনাকে জানানো দরকার। একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটেছে। আর এই ব্যাপারের সঙ্গে একমাত্র আপনিই জড়িত। সেইজন্যেই

আমি এত রাতে আপনাকে ডাকতে এসেছি। না হ'লে আসতাম না; এবং আমার মনে হয় আপনি নিজে শুনলেও ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সুতরাং আর দেরি না করে আমার গাড়ীতে উঠুন।

মিঃ নিকলবি আর কোন কথা না বলে টিম্-এর গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ী চলতে শুরু করলো।

গাড়ীর মধ্যে তাঁদের মধ্যে আর কোন কথা হল না। গাড়ী ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছুলো। টিম্ মিঃ নিকলবিকে ঘরে এনে বসালো। সেখানে চেরিবল্ ভায়েরাও উপস্থিত ছিলেন!

মিঃ নিকলবি চেয়ারে বসেই বললেন: সকালে আপনাদের কথা আমি শুনেছি। এর মধ্যে আবার কি ঘটলো যে, এই রাতে আমাকে ডেকে পাঠালেন। মিঃ নিকলবি কথা বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন যে, সেই ঘরে চেরিবল্ ভায়েরা ছাড়াও আরও একজন দূরে বসে আছে। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় তার মুখ দেখা যাচ্ছে না এবং চেনাও যাচ্ছে না। মিঃ নিকলবি তাকে দেখে বললেন: ওখানে বসে কে?

চার্লস্ বললেন: ঐ লোকটাই আপনার সংবাদ এনেছে। ওকে ওখানেই বসে থাকতে দিন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

মিঃ নিকলবি বললেন: বেশ! বলুন। কিন্তু আমি ওকে দেখে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি।

চার্লস্ বললেন: আপনার ভাইঝি মানে কেট্ কি মারা গেছে।

মিঃ নিকলবি বললেন: আমার জানা নেই। তবে তার ভাই মারা গেলে আমি খুশি হতাম। জানতাম যে, এটা একটা শুভ খবর।

চার্লস্-এর ভাই নেড্ বললেন: আপনি স্বভাবিক মানুষ নন, মিঃ নিকলবি। আপনার হৃদয় অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু এই রাতে আসল ঘটনা শোনবার জন্যে প্রস্তুত হোন। এবারে যা শোনাবো তা'তে আপনার মত পাষাণ মনও টলবে। আপনাকে যদি এখন বলা হয় যে একজন ভাগ্যহীন বালক, যে তার বাপ-মাকে চেনে না, জানে না, বাপ-মায়ের কোন স্নেহ পায় নি, সেই নিরপরাধ বালকের ওপর আপনি অকারণ আপনার ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি চাপিয়ে তার জীবনটা বিষময় করে তুলেছিলেন এবং আপনার অত্যাচারে সে আজ মৃত। এই অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আনলে আপনি কি জবাব দেবেন, বলুন।

মিঃ নিকলবি বললেন: এ-সংবাদ সত্য কি মিথ্যা আমার জানা নেই। তবে আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে যে এ-সংবাদ সত্য। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমার জবাব হচ্ছে যে আমি খুশি এবং আপনাদের কাছে এ-সংবাদের জন্য ঋণী। এই সামান্য খবরটা জানাবার জন্যেই কি আপনারা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তা' যদি হয়ে থাকে তবে আমি বলবো যে এটা আপনাদের প্রহসন। ঐ লোকটাই বুঝি এ-সংবাদ এনেছে এবং ভেবেছে যে আমি এ-সংবাদে মূর্চ্ছা যাব। কিন্তু ও জানে না যে আমি এখনও অনেক বছর জীবিত থাকবো এবং সুস্থ থাকবো।

যে লোকটি এতক্ষণ অন্ধকারে বসে কথা বলছিলো, এবারে সে রালফ্-এর সামনে

এসে দাঁড়ালো। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। রালফ্ তার দিকে তাকিয়েই চম্‌কে গেলেন। দেখলেন সামনে ব্রুকস্ দাঁড়িয়ে। তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। মুখের রেখা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি তখনই জোর গলায় বলে উঠলেন ঃ এই লোকটাকে আপনারা কি করে এখানে নিয়ে এলেন। এটা একটা দণ্ড-পাওয়া দাগী আসামী এবং চোর। আপনারা বোধ হয় জানেন না। ভবিষ্যতে দেখবেন যে, এই লোকটার জন্যে আপনারাও অকারণ নানা বিপদে জড়িয়ে পড়বেন।

চার্লস্ বললেন : সেটা আমরা বুঝবো। আপাততঃ আপনি ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। ওর কথা এখনও শেষ হয় নি।

ব্রুকস্ বললো ঃ আমি যে ছেলেটির কথা বলছিলাম।

রালফ্ বললেন ঃ বেশ। বলো।

: যাকে আমি তার মৃত্যুশয্যায় দেখেছি।

রালফ্ বললেন ঃ বেশ। ভাল করেছ।

: সে এখন কবরে।

রালফ্ বললেন ঃ ভাল কথা। বেশ শান্তিতে আছে।

ব্রুকস্ বললো ঃ ভগবান তাকে শান্তিতে থাকতে দিন। ভগবানের নামে এইবার আমি শেষ কথা বলি মিঃ নিকলবি। আপনি শুনুন যে সে আপনার একমাত্র পুত্র।

ব্রুকস্-এর শেষ কথা শোনামাত্রই রালফ্-এর মুখ বিবর্ণ হয়ে এলো। তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হল না। তিনি কি জীবিত না মৃত বোঝা গেল না। রালফ্‌কে এর আগে এত করুন এবং অসহায় হতে কেউ দেখেনি। তিনি এক স্থবির এবং পাষাণ প্রতিমার মত চেয়ারে বসে রইলেন।

ব্রুকস্ বলে যেতে লাগলো ঃ এখানে আজ আমি যা' বলবো তা' সবই সত্য। মিথ্যা কিছু নয়। কৈফিয়ৎ দেবার দিন আমার শেষ হয়েছে। আমি মানুষের কাছে সারা জীবনে রূঢ় ব্যবহার পেয়েছি, এবং সেইজন্যেই আমার প্রকৃতির আজ এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি এখানে যে কাহিনীর অবতারণা করলাম তা' বৃহৎ ঘটনার আংশিক মাত্র এবং সবই সত্য। এবারে আপনারা আমার কথা শুনুন।

বিশ কিম্বা পঁচিশ বছর আগে মিঃ নিকলবির সঙ্গে যাঁরা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি শেয়াল শিকার করতেন এবং অত্যধিক মদ খেতেন। তাঁর অনেক অর্থ এবং সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তিনি মদে সে অর্থ উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর এক সহোদরা ছিল। তিনি ঘরের কাজকর্ম করতেন। ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে মিঃ নিকলবি প্রায়ই যেতেন এবং মাঝে মাঝে বাসও করতেন। ওঁদের সম্পত্তি তখন চলে যেতে বসেছে এবং সে সম্পত্তি বেশ বড়। মিঃ নিকলবি সেই সময় সেই যুবতী-সুন্দরী সহোদরাকে গোপনে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহটা গোপন রাখেন। বিবাহ গোপন রাখবার উদ্দেশ্য হল যে, ভদ্রমহিলার পিতার উইলে লেখা ছিল, যদি তাঁর মেয়ে ভাই-এর সম্মতি ছাড়া বিয়ে করে তবে সম্পত্তির কিছুই পাবে না। আর যদি কুমারী থাকে, তবে আমৃত্যু ভোগ করতে পারবে। ঐ ভদ্রমহিলার ভাই মিঃ নিকলবির কাছে এই বিবাহের ব্যাপারে অনেক টাকা চেয়েছিল

কিন্তু মিঃ নিকলবি সে টাকা দিতে রাজি ছিলেন না, অথচ সম্পত্তিও তিনি হাতছাড়া করতে পারেন না। সেই কারণেই তাঁদের বিবাহটা গোপন রাখতে হয়েছিল। মিঃ নিকলবি ভেবেছিলেন যে, ঐ ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য ভাল না থাকার জন্যে বেশীদিন বাঁচবেন না। হঠাৎ মারা যাবেন। তখন সমস্ত সম্পত্তি তাঁর দখলে আসবে। যাইহোক, এই গোপন বিবাহের ফলে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়। সন্তানকে বাড়ীতে রাখা হত না। সে থাকতো ধাত্রীর কাছে তারই বাড়ীতে। ধাত্রী সে বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকতো। ছেলেটির মা তার পুত্রকে মাত্র বার দুয়েক দেখতে পেরেছিল। মিঃ নিকলবির শালা ভয়ানক অসুস্থ শরীর নিয়ে অনেকদিন বেঁচে রইলেন। তখন বাধ্য হয়ে মিঃ নিকলবির স্ত্রী তাঁদের বিবাহের কথা লোকসমাজে প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হতে লাগলেন। কিন্তু মিঃ নিকলবি রাজি হলেন না। তিনি তাঁর পল্লী ভবনে ভাই-এর কাছে থাকতেন। আর মিঃ লিকলবি তাঁর ব্যবসার জন্যে থাকতেন লণ্ডনে। ক্রমে ক্রমে তাঁদের মধ্যে মনমালিণ্য চরমে উঠতে লাগলো। এবং শেষে একদিন ঐ ভদ্রমহিলা এক যুবকের সঙ্গে ঘর ছাড়লো।

মিঃ নিকলবি এত কথা সত্ত্বেও নীরব বসে রইলেন। কোন কথা বললেন না।

ব্রুকস্ বলে চললো: তখন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি মিঃ নিকলবির সঙ্গে নানা ভাবে জড়িত। তাঁর মুখ থেকেই আমি এ-সব ঘটনা একদিন শুনেছি। ওনার স্ত্রী যখন পলাতকা, তখন উনি আমাকে দিয়ে ওঁনার সন্তানকে ধাত্রীর কাছ থেকে নিজের বাড়ীতে আনিয়ে নেন। নিয়ে আসবার কারণ হয়তো তিনি নিজের পুত্রকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন অথবা সে তার মায়ের হাতে পড়ে যাবার ভয়েও তাকে নিয়ে আসতে পারেন। এর সত্য কারণ আমার জানা নেই। যাইহোক, এরপর উনি নিজের স্ত্রীর প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু স্ত্রীর দেখা পাননি। পরে জানতে পারেন যে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তখন তিনি অনুসন্ধান শেষ করে বাড়ী ফিরে আসেন।

আমি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মিঃ নিকলবি আমার ওপর অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করতেন। এবং আমার প্রতি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। সে ঘটনার দীর্ঘদিন পরে একদিন রাজপথে আবার আমার সঙ্গে ওঁনার দেখা হয়। আমি তখন ওঁনাকে অনেক কথা খুলে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তখন আমাকে এত অবজ্ঞা ও অবহেলা করলেন যে, আমার কোন কথাতেই উনি কান দিতে চাননি।

যাই হোক, আবার প্রসঙ্গে ফিরি। আমি আগেই বলেছি যে ছেলেটিকে ধাত্রীর কাছ থেকে ওঁনার বাড়ীতে আমিই নিয়ে আসি। ছেলেটি ধাত্রীর কাছে অত্যন্ত উপেক্ষিত ছিল। পরিচর্যাও তেমন পেত না। সেইজন্য অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি তখন ওঁনারই আদেশে একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে আসি এবং সেই ডাক্তারের পরামর্শে তাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়। উনি তখন দীর্ঘ দিনের জন্যে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। উনি তখন আমাকে বলেছিলেন যে ব্যবসা সংক্রান্ত এক জরুরী কাজে তিনি দীর্ঘদিন বাইরে থাকবেন। আমি যেন ছেলেটির দায়িত্ব নিয়ে কোন ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করি। উনি

বাইরে চলে গেলে আমি ছেলেটিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলি এবং তার ভরণপোষণ চালাতে থাকি। অনেকদিন পরে তিনি যখন আবার ফিরে এলেন, তখন তাঁকে জানালাম যে ছেলেটি অসুখে মারা গেছে। উনি আমার এই কথায়, আমাকে একটুও সন্দেহ করেন নি। আমার এ-কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, ও'নার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করা। কারণ তখন আমি অত্যন্ত অর্থকষ্টে ভুগছিলাম। ছেলেটির মৃত্যু সংবাদ ও'নাকে দিতে, আমি দেখেছিলাম যে উনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন এবং মানসিক কষ্টও পেয়েছিলেন। পরে কোন এক সময় আমি ঠিক করেছিলাম যে, আমি ও'নাকে আসল সত্য কথাটা জানাবো এবং কিছু টাকা আদায় করবো। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি।

উনি বাইরে চলে গেলে আমি ছেলেটিকে ইয়র্কশায়ারে মিঃ স্কুইয়ারস্-এর স্কুলে রেখে আসি এবং তার নাম দিই স্মাইক্। এই স্মাইক্ নামটি আমারই দেওয়া। আমি তখন মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে ছেলেটির খরচার জন্যে বছরে ২০পাউণ্ড করে পাঠাতাম। এই ভাবে প্রায় ছ'টি বছর আমি তার খরচা জুগিয়েছি। কিন্তু সেকথা আমি অপর কোন ব্যক্তিকে জানাই নি। পরে ও'নার সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মনমালিন্য ও পরে ঝগড়া হয় এবং শেষে আমি ও'নার কাজ ছেড়ে দি। পরে আমারই ভুলে এবং দোষে আমি সরকারের কাছে আমার নানা কাজের জন্যে দোষী সাব্যস্ত হই এবং সরকার আমাকে নিবাসনে পাঠান। দীর্ঘ ৮ বছর আমি নির্বাসনে ছিলাম। তারপর দেশে ফিরে এসে আমি মিঃ স্কুইয়ারস্-এর স্কুলে ছেলেটিকে খোঁজ করতে যাই, এবং জানতে পারি যে, ছেলেটি একটি যুবকের সঙ্গে ঐ স্কুল ছেড়ে গোপনে অন্যত্র চলে গেছে। তখন আমি ও'নাকে খোঁজ করতে থাকি এবং একদিন পেয়েও যাই। তখন আমি ও'নাকে জানাই যে, যদি তিনি আমাকে কিছু টাকা দেন তবে আমি তাঁকে একটা শুভ খবর দিতে পারি। কিন্তু তখন তিনি আমার কথায় কান দেননি। পরন্তু আমাকে পুনরায় শাস্তি দেবার ভয় দেখান। তখন আমি বাধ্য হয়ে তাঁর কেরাণী নিউম্যান্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং নানা আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পারি যে, উনি অন্য একজনকে ছেলেটির পিতা হিসাবে প্রচার করেছেন এবং নিউম্যান্-এর কাছ থেকে ছেলেটির সমস্ত খবর সংগ্রহ করে একদিন ছেলেটির সন্ধানে যাত্রা করি। খবরে জানতে পারি যে ছেলেটি তখন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দেশের বাড়ীতে। আমি সেই দেশের বাড়ী অনেক খুঁজে বার করি এবং একদিন গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ছেলেটি তখন ভয়ানক অসুস্থ। সে আমাকে দেখেই আঁৎকে ওঠে এবং নানা ভুল বকতে থাকে। কিন্তু আমি যেমন তাকে স্মাইক্ বলে চিনতে পেরেছিলাম, সে'ও তেমন আমাকে চিনতে পেরেছিল। আমি তখন সেই যুবক ভদ্রলোককে সব কথা লিখে ব্যক্ত করি। কিন্তু তার উত্তরে সে আমাকে জানায় যে ছেলেটি কয়েকদিন আগে মারা গেছে। মিঃ স্কুইয়ারস্-এর সঙ্গে যদি এখন আমার দেখা হ'ত, তবে তিনি আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারতেন এবং আমিই যে তাঁর স্কুলে স্মাইক্‌কে রেখে এসেছিলাম সে কথাও প্রমাণ হ'ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে তাঁকে এখন এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

আজকে এখানে আপনাদের এবং মিঃ রালফ্-এর সামনে দাঁড়িয়ে আমার দীর্ঘ দিনের অব্যক্ত বেদনার কথা নিঃশেষে ব্যক্ত করলাম। এখন আপনারই আমার বিচার করুন। আমার পাপের শাস্তি আমি দীর্ঘজীবন ধরে পেয়ে আসছি। আমি নিজেও চাই যে আমার এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক। আমি দীর্ঘজীবন অর্থকষ্ট পেয়েছি এবং কিছু টাকার লোভে এ-কাজ করেছি। এ-কথা আজ আমার স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে চাই যে, ছেলেটির বাপ মিঃ রালফ্ নিকলবিও ছেলেটিকে অসহ্য যন্ত্রণা এবং শাস্তি দিয়েছেন, যার ফলেই ছেলেটি অকালে মারা গেল।

ব্রুকস্ তার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ টেবিলের আলোটা উপস্থিত কোন একজনের হাতে লেগে মাটিতে পড়ে গেল এবং নিভে গেল। ঘরটা সেই মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবে গেল। চার্লস ভাতৃদ্বয় তখন আর একটি আলো আনতে হুকুম দিলেন।

আলো যখন এলো তখন দেখা গেল যে, মিঃ রালফ্ নিকলবি আর সেখানে নেই। তিনি ঘর ছেড়ে কখন চলে গেছেন সে-কথা কেউ জানেন না।

যাইহোক,চার্লস্ ভাতৃদ্বয় ভাবলেন যে মিঃ রালফ্ নিকলবি হয়তো বাইরে কোথাও গেছেন। এখনই ফিরে আসবেন। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও দেখা গেল যে তিনি আর ফিরে এলেন না, তখন তাঁকে পুনরায় ডেকে আনা সংগত হবে না জেনে কেউ আর তাঁকে ডাকতে গেল না।

ব্রুকস্-এর আলোচনার পর তার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা সেই রাত্রেই নেওয়া সম্ভব হ'ল না। সকলেই তখন পরিশ্রান্ত। রাতও অনেক। সেই কারণে সেই রাত্রে সকলে বিশ্রামের জন্যে সভা ভঙ্গ করলেন।

[৪১]

স্মাইক্-এর মৃত্যুসংবাদে নিকোলাস্ পরিবারও শোকে অভিভূত। মিসেস্ নিকোলাস্ বললেন: স্মাইক্ আমাদের বড় ভালবাসতো। বড়ই ভক্ত ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আজকে সে আমাদের মধ্যে নেই। তোমাকেও যে অত্যন্ত ভালবাসতো নিকোলাস্। তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে যে তুমি খুবই আঘাত পেয়েছ। এ-আঘাত স্বাভাবিক। তবে আমাদের মানসিক শান্তি এইখানে যে, আমরা তাঁকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করেছিলাম।

কেটও বেদনায় অভিভূত। শোকাচ্ছন্ন মন নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। নিকোলাস্ সব বুঝলো কিন্তু বোনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো না।

মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে-র সঙ্গে স্মাইক্-এর আলাপ অল্প দিনের। কিন্তু এই অল্পদিনের ব্যবহারেও মিস্ ব্রে, স্মাইক-এর প্রতি মুগ্ধ ছিল। স্মাইক্-এর প্রতিদিনের খবর সে রাখতো। সেই কারণে আজকে স্মাইক্-এর অনুপস্থিতি তার মুখেও বেদনার ছায়া ফেলেছে।

মিস্ লা-ক্রিভি এ-পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ দিন দীর্ঘসূত্রে জড়িত। প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন, খোঁজ-খবর নেন। স্মাইক্-এর মৃত্যু সংবাদ তাঁকেও অস্থির করে তুললো। কিন্তু তিনি মুখে সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সে পরিবারে একমাত্র নিকোলাস্ই ধৈর্যের সঙ্গে চুপ করে রইলো। কিছুদিন এই বিয়োগ-ব্যথার মধ্য দিয়ে নিকোলাস্ পরিবারের দিন কাটলো। ম্যাডেলিন্ এখন অনেকটা সুস্থ! সেই কারণে একদিন নিকোলাস্ কেট্‌কে ডেকে বললো যে আমি দেখছি মিস্ ম্যাডেলিন্ এখন অনেকটা সুস্থ। আমার অনুপস্থিতে চেরিবল্ ভাই-এরা মিস্ ব্রে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান সে সব কথা কি তাঁরা তোমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

কেট্ বললো: না দাদা। আমার সঙ্গে তাঁদের কোন কথাই হয়নি। তবে মিস্ ব্রে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন শুনে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। আশা করি তুমিও চাওনা যে মিস্ ব্রে এখান থেকে চলে যাক্।

নিকোলাস বললেন: না কেট্। আমি চাই না যে মিস্ ব্রে এখান থেকে অন্যত্র চলে যাক্। আমি আজ তোমাকে সোজা কথায় জানাচ্ছি কেট্ যে আমি মিস্ ব্রে-কে ভালবাসি। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য বোধ আমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক্ কেট্, আমার মনের যে গোপন কথাটা আমি তোমাকে জানালাম, সে কথাটা তুমি আবার মিস্ ব্রে-কে জানিয়ে দিও না। তা'তে তাঁর এবং আমার নানা ভাবে ক্ষতি হতে পারে।

কেট্ নিকোলাস্-এর কথায় সম্মতি জানালো।

নিকোলাস্ অভিভূতের মত বলে যেতে লাগলো: জানো কেট্, আমি তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোজা ভাষায় আমার মনের কথা জানাবার জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করবো। হয়তো সেই সুদিনের জন্যে আমাকে অনেক দিন বা অনেক বছরও অপেক্ষা করে থাকতে হতে পারে। কিন্তু তবুও আমি থাকবো। হয়তো এই দীর্ঘ অপেক্ষায় আমার যৌবন চলে যাবে। আমার বার্দ্ধক্য আসবে। কিন্তু তবুও কর্তব্যের খাতিরে আমাকে আত্মজয় করতেই হবে। কারণ চেরিবল্ ভাই-এরা আমাদের জন্যে সে স্বার্থ ত্যাগ করেছেন, স্মাইক্-এর জন্যে যা' তাঁরা করেছেন, সেই সব কথা মনে রেখে আমাকে আমার কাজ করে যেতেই হবে। সুতরাং প্রলোভনে পড়বার আগেই আমি মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতে চাই। চেরিবল্ ভাইয়েরা যত তাড়াতাড়ি এ-ব্যবস্থা নেবেন, আমি তত খুশি হব, কেট্। আমি চাই যে মিস্ ব্রে এখান থেকে চলে যাক্।

মিস্ কেট্ দাদার এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বললো: কিন্তু দাদা, তবে আমারও একটা কথা তোমাকে আজ শুনতে হবে। আমি তোমাকে বলবো বলবো করেও বলতে পারি নি। ভরসা পাই নি। আজকে তোমার কথায় আমি সাহস পেলাম তাই বলতে পারছি।

কেট্-এর কথা শুনে নিকোলাস্ বললো: তুমি কি বলবে কেট্ আমি জানি। মিঃ ফ্র্যাঙ্ক্ তোমার কাছে নিশ্চয়ই বিবাহের প্রস্তাব করেছেন।

কেট্ মাথা নীচু করে বললো: হ্যাঁ দাদা। কিন্তু আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি ৷

নিকোলাস্ বললো : কেন ?

: আমাকে নিয়ে তোমার এবং মায়ের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, সেকথা আমার মনে ছিল, দাদা। আমাদের পরিবারকে তাঁরা ছোট করে দেখবেন, এটা আমি চাই না। সেইজন্যেই তাঁকে সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং বলেছি যে আমাদের মধ্যে আর দেখা না হওয়াই ভাল। তুমি যেমন মিস্ ব্রে-কে প্রত্যাখ্যান করেছ, আমিও তেমন মিঃ ফ্রাঙ্ক্‌কে করেছি। তোমার মত আমিও আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দাদা।

নিকোলাস্ সেকথা শুনে আনন্দের সঙ্গে বললো : এই তো আমার বোনের মত কথা। তুমি যে আমারই বোন এ-আজ সর্বতোভাবে প্রমাণিত।

কেট্ বললো : কিন্তু দাদা, তিনি বলে গেছেন যে আমার সংকল্প যাই হোক না কেন, তিনি এই সব কথা চেরিবল্ ভাইদের খোলাখুলিভাবে জানাবেন এবং তারপর সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যবস্থা যাই নেওয়া হোক না কেন, আমি এটা বুঝি যে তাঁর ভালবাসার মধ্যে কোন স্বার্থ জড়ানো নেই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি এবং সুখের বাধা হতে চাই না ; সেই কারণেই আমি নিজেকে অনেক আগে থেকেই সরিয়ে নিতে চাই। তাঁরা সমাজে অবস্থাপন্ন এবং অর্থবান লোক। সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তায় ফল ভাল না'ও হতে পারে। তুমি দাদা, আমার কথাগুলো তাঁকে ভাল করে একটু বুঝিয়ে বোলো। তিনি যেন আমাকে ভুল না বোঝেন।

নিকোলাস্ বললো : আমি নিশ্চয়ই জানাবো বোন। তোমার এবং আমার এই আত্মত্যাগ আমি আশা করি সত্য এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবে, অন্ততঃ করা উচিত। তুমি জানো কেট্ যে মিস্ ব্রে চেরিবল্ ভাইদের কোন আত্মীয়া নন। শুধু মাত্র অন্তরঙ্গতায় জড়িত। অতীত দিনের কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চেরিবল্ ভাইদের সঙ্গে মিস্ ব্রে-র এই যোগাযোগ। কিন্তু চেরিবল্ ভাই-এরা যে বিশ্বাসে আমাকে মিস্ ব্রে-র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং কাজে ন্যস্ত করেছিলেন, আজ আমি যদি মিস্ ব্রে-কে বিবাহ করি তা'হলে আমার সে বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যাবে। আমি ও'দের কাছে ছোট হয়ে যাব। সুতরাং এ-কাজ আমি কিছুতেই করতে পারি না। আমি চেরিবল্ ভাইদের আজই অনুরোধ করবো তাঁরা যেন মিস্ ব্রে-কে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান।

: কিন্তু আজই কেন দাদা। আরও কিছুদিন পরে হলে অসুবিধা কি ?

: না কেট্। স্মাইক্-এর মৃত্যু থেকে আমি যে কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা পেয়েছি, সেটা সত্বর কাজে লাগাতে চাই। বাধা পেলে আবার হয়তো আমার মন অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে। সুতরাং এ-কাজে এত দেরি করা ঠিক হবে না।

: কিন্তু দাদা, তুমি তো একদিন ধনীও হতে পারো। একদিন তোমার অনেক টাকাও হতে পারে। যদি একদিন সত্যিই তোমার অনেক টাকা হয়, তবে তখন তো তুমি মিস ব্রে-কে না-পাওয়ার জন্যে মনে মনে ব্যথা অনুভব করবে। তখন তো না পাওয়ার বেদনায় তোমার মন ভ'রে উঠবে।

: তা হয়তো উঠবে বোন। কিন্তু তখন আমি নিশ্চিত বুড়ো হয়ে যাব। তখন

মিস্ ব্রে'র কথা আমি আর নতুন করে চিন্তা করবো না। কারণ তখন সে চিন্তা হবে অকারণ। তখন তুমি আর আমি একান্ত নির্জনতায় বসে আজকের কথাগুলো চিন্তা করবো। আমাদের যৌবনকাল কি ভাবে কাটিয়েছি সে কথা চিন্তা করবো। বাল্যকালের কথা স্মরণ করবো। অতীতকে স্মরণ করবো। হয়তো এমনও হতে পারে কেট্, যে, ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বয়সে আমরা ভগবানকে এই বলেও ধন্যবাদ জানাতে পারি যে আমরা আমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। ভগবান আমাদের মনে সাহস এবং শক্তি যুগিয়েছেন। তাঁকেই সর্বাগ্রে ধন্যবাদ। অতীতের যুবক-যুবতীরা হয়তো আমাদের কাছে আসবে। আমাদের কথা শুনবে। আমরা তাদের অনেক উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারবো।

দিন কয়েক পরে একদিন নিকোলাস্ তার অফিসের কাজের পরে চার্লস্-এর ঘরে এসে দাঁড়ালো। চার্লস্ দেখে বললেন: আরে এসো! এসো! তোমাকে ডেকে পাঠাবোই ভাবছিলাম। কিন্তু এসে ভালই করেছ। তোমাকে এখন সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। আমার বক্তব্য, শোকে তুমি অভিভূত হয়ে পোড়ো না। মৃত্যুও মানুষকে অনেক সময় অনেক শিক্ষা দেয়। কাজে উৎসাহ দেয়। আমি আশা করবো যে তুমি স্মাইক্-এর মৃত্যু থেকে ভালটুকুই গ্রহণ করবে। স্মাইক্ অত্যন্ত দীনতার সঙ্গে বেঁচে ছিল। সে বাঁচার মধ্যে তার কোন আনন্দ ছিল না। সুতরাং আমাদের ধরে নিতে হবে যে ভগবান যা করেছেন, ভালই করেছেন। তুমি দুঃখ কোরো না।

নিকোলাস্ অনেক চিন্তা করে বললো: আপনি যা' বলেছেন তা' সত্য। স্মাইক্-এর মৃত্যু আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, সেই শিক্ষা থেকেই আমি একটি কথা আপনাকে জানাবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।

চার্লস্ বললেন: বেশ! বলো। উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই। আমি তোমার কথা সব সময়ই শুনতে প্রস্তুত।

নিকোলাস্ বললো: ঠিক কি ভাবে শুরু এবং শেষ করবো, আমি বুঝতে পারছি না। তবে এখন যে কথা আপনাকে জানাবো, তা'তে আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি এ-কথা নিশ্চিত জানবেন যে, আপনাদের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা আগের মতই আছে এবং থাকবে।

চার্লস্ বললেন: আমি সে কথা জানি। এবং এর মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ-কথাও আমি বিশ্বাস করি।

নিকোলাস্ বললো: আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করে মিস্ ব্রে-র কাছে গোপনে পাঠান এবং একটা কাজের ভার দেন, তখন একটা কথা আমি আপনাদের কাছে গোপন করে গিয়েছিলাম। আমি সে কথাই আপনাকে জানাতে চাই।

: কি কথা? চার্লস্ অবাক হয়ে নিকোলাস্-এর মুখের দিকে তাকালেন।

নিকোলাস্ বললো: আমি অনেক আগেই মিস্ ব্রে-কে আপনার এখানে দেখে-ছিলাম এবং তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁকে আমি কিছুদিন খোঁজও করেছিলাম। কিন্তু পাই নি। আপনি যখন আমাকে মিস্ ব্রে-র কাছে পাঠালেন তখন আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে, আমি আমার মনকে জয় করবো এবং আমার

এ-ইচ্ছাকে গোপন রেখে আমার কর্তব্য পালন করে যাব।

: তুমি তো তাই করেছো। সুযোগ তুমি যথেষ্ট পেয়েও কর্তব্যের অমর্যাদা করোনি এ-কথা আমি জানি।

: না আমি অবশ্যই করিনি। আমি মিস্ ব্রে-র দিকে এ-যাবৎ ফিরেও তাকাই নি। তাঁর সঙ্গে কোন কথাও বলিনি। কিন্তু এখন আমি দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, এ-সংযম রক্ষা করে চলা আমার পক্ষে আর সম্ভব নাও হতে পারে। আমি বলতে চাই যে, ক্রমাগত সাহচর্য হয়তো আমার মনকে দুর্বল করে ফেলতে পারে। এখন আমি নিজের প্রতিই আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। সেইজন্যে আমার একান্ত অনুরোধ যে, আপনারা দয়া করে আমার মা এবং বোনের কাছ থেকে তাঁকে এখনই সরিয়ে নিন। মিস্ ব্রে আপনাদেরই আশ্রিতা এবং আপনারাই তাঁকে একটা ভাল ব্যবস্থা অনায়াসেই করে দিতে পারবেন। তঁাকে ভালবাসা আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা এবং অন্যায়, এ-আমি জানি। কিন্তু তঁাকে যে অবস্থায় আমি দেখেছি এবং যে প্রকার নরম প্রকৃতির সে মেয়ে, তাতে তাঁকে ভাল না বেশে আমি পারি না। অর্থাৎ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমার একান্ত ও বিনীত অনুরোধ যে আপনারা দয়া করে তঁাকে আমাদের কাছ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। তা'হলে সে নিজেও হয়তো আরও খুশি হবে এবং আমিও ব্যক্তিগতভাবে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবো এবং তাঁকে আমি ভুলে যেতে চেষ্টা করবো।

নিকোলাস্-এর সব কথাশুনে চার্লস্ বললেন : তোমার এত কথা আমার জানা ছিল না। থাকলে তোমাকে আমি এমন পরীক্ষায় ফেলতাম না। তোমাকে এ-কথা সহজভাবে বলবার জন্যে ধন্যবাদ। আমি লোক পাঠিয়ে মিস্ ব্রে-কে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নিকোলাস্ বললো : আর একটা কথা। আপনার সঙ্গে আমার যে এ-ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, সেটা যেন মিস্ ব্রে জানতে না পারেন। তা'হলে তিনি হয়তো আমাকে অন্যভাবে ভাবতে পারেন।

: না, তিনি জানতে পারবেন না। সেদিকে আমার নজর ঠিক থাকবে।

নিকোলাস্ শেষ কথা বলে চলে আসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। একটু ভাবলো। পরে আবার বললো : আরও একটা কথা আপনাকে আমি জানাতে চাই।

চার্লস্ হেসে বললেন : এবারে নিশ্চয়ই তুমি তোমার বোনের কথা বলবে।

: হ্যাঁ। ঠিক তাই। আপনি কি সে-সব কথা জানেন?

: হ্যাঁ। জানি। গতকাল ফ্রাঙ্ক্ আমাকে সব বলেছে।

নিকোলাস্ বললো : আমি আমার বোনকে সব বুঝিয়েছি এবং তার সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানিয়েছি। আমরা ভাই-বোনে একই ভাবে বাস করতে চাই এবং দীর্ঘকাল কাটাতে চাই। আমি চাই না যে আমার এবং ফ্রাঙ্ক্-এর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে; কিম্বা আমার বোন কেট্ ও মিস্ ব্রে-র মধ্যে কোন প্রকার ভুলের প্রাচীর গড়ে উঠুক। আমরা পরস্পর স্বার্থকে সরিয়ে রেখে শান্তিতে দিন কাটাতে চাই এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সেবা করে যেতে চাই। আমাকে

আপনাদের সেবা করবার সুযোগটুকু দিলেই আমি খুশি। তার বেশী কিছু আমি আশা করি না। কারণ তার বেশী আশা করাটা আমার অন্যায় হবে। নিকোলাস্ কথা শেষ করে চার্লস্-এর মুখের দিকে তাকালো। মনে হ'ল চার্লস-এর মুখে চোখে একটা বিরক্তির ভাব। নিকোলাস্ শঙ্কিত হ'ল। ভাবলো এতকথা বলা বোধহয় সঙ্গত হ'ল না। চার্লস্ বিরক্তি অনুভব করছেন। এই কথা মনে হতেই নিকোলাস্ সঙ্গে সঙ্গে বললো ঃ আমার আর কিছু বলবার নেই। আপনাকে অকারণে যদি বিরক্ত করে থাকি, তবে তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।'

চার্লস্ বললেন ঃ অসন্তোষের কিছু নেই। তবে আমি মনে করি যে ফ্রাঙ্ক্ একটি নির্বোধ ছেলে। পরিবেশ এবং অবস্থা মানিয়ে চলতে সে জানে না। সেইজন্যেই সে একাজ করে বসেছে। যাইহোক্ এ ধরনের ঘটনা যা'তে পরবর্তী কালে আর না ঘটে তার দিকে আমি নজর রাখবো। এ বিষয়ে আর আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এবারে তোমাকে একটা কথা বলি। আজ সন্ধ্যাবেলায় তোমার জ্যাঠামশাই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন,তখন তোমাকেও উপস্থিত থাকতে হবে।

নিকোলাস্ অবাক হয়ে বললো ঃ আমার জ্যেঠামশাই! আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন? কেন?

ঃ আসবেন কারণ আছে।

ঃ তুমি এসো তা'হলেই সব জানতে পারবে।

ঃ আমাকেও থাকতে হবে। ভারী আশ্চর্য্য লাগছে।

ঃ হ্যাঁ! আধ ঘণ্টা পরে আবার তুমি এসো। তখন তোমাকে আরও একটি মজার কথা শোনাবো।

নিকোলাস্ বললো ঃ বেশ! তা'হলে আমি একটু ঘুরে আসি।

আধ ঘণ্টা পরে নিকোলাস্ আবার চার্লস্-এর ঘরে এসে দাঁড়ালো। তখন চার্লস্ গতরাত্রের সব ঘটনা তাকে সবিস্তারে জানালেন এবং সব শেষে বললেন যে আজ সন্ধ্যাতেও মিঃ রালফ্ এখানে দেখা করতে আসবেন।

ঘরের পরিবেশ তখন অনেকটা হালকা। নিকোলাস্ বুঝলো যে চার্লস্ পূর্বের আলোচনার জন্যে বিশেষ বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট নন্; এবং তাঁর ব্যাবহার পূর্বের মত আন্তরিকই আছে বলা যেতে পারে।

নিকোলাস্ চার্লস্-এর কথা শুনে সেইদিন সন্ধ্যায় আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখনকার মত বিদায় নিল।

[৪২]

মিঃ রালফ্ নিকলবি। বিচিত্র চরিত্রের এই মানুষটি সেদিন চার্লস্-এর সেই অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে পারেননি। শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন মনে উঠে চলে এসেছিলেন। সেদিনের মত মানসিক অবস্থা তাঁর জীবনেও হয়নি; এবং যে কথা তিনি সেদিন

শুনলেন এমন কথা তিনি জীবনেও শোনেন নি। শোনবার আশাও ও করেন নি।

রাস্তায় এসে রালফ্ নিকলবি চোরের মত ভীতভাবে পথ চলতে লাগলেন। আর বার বার পেছনে তাকাতে লাগলেন। তাঁর সব সময়ই মনে হতে লাগলো যে কোন মানুষ তাঁর পেছনে পেছনে তাঁকে অনুসরণ করে আসছে; তাঁকে যেন তাড়া করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তিনি ঐ গভীর রাতে একা একা অত্যন্ত অসহায় ভাবে সমস্ত রাজপথ পরিক্রমা করে নিজের বাড়ীর দিকে চলতে লাগলেন।

শীতের অন্ধকার নির্জন রাত। এলোমেলো বাতাস বইছে। অনেকটা ঝড়ের আভাস। তিনি অনেক পথ পরিক্রমা করে শেষে একটা সমাধি ক্ষেত্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এটা গরীবদের সমাধি ক্ষেত্র। এ শহরের গরীব নাগরিকদের ওখানে সমাধি দেওয়া হয়। এখানে সমাধিস্থ আছেন এমন একজন গরীব নাগরিক, যাকে তিনি চিনতেন। কারণ তাঁরই বিচারে সেই মানুষটি একদিন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় এবং শেষে তাকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। রালফ্ এসব কথা আগেও জানতেন। তিনি এ রাস্তা দিয়ে আগেও অনেকবার হেঁটেছেন; কিন্তু আজকের মত তাদের তাঁর কোনদিনও মনে পড়েনি। তিনি অত্যন্ত ভয়ে এবং শঙ্কিত মনে একটি বিশেষ লোকের সমাধি স্থানটা একবার দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। এমন সময় একদল মাতাল নানা গোলমাল করতে করতে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। তিনি ভয়ে ভয়ে তাদের দিকে একবার তাকালেন। এবং আবার চলতে লাগলেন। মৃত-ব্যক্তিটির কবর স্থানটি তিনি দেখতে পেলেন না বটে, তবে তার চেহারাটি পরিষ্কার ভাবে তাঁর সামনে ফুটে উঠতে লাগলো। তিনি বার বার সে দৃশ্য ভুলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু পারলেন না।

এই ভাবে নগরের সমস্ত পথ পরিক্রমা করে রালফ্ নিকলবি নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন। আজকে নিজের বাড়ীটা তাঁর কাছে অত্যন্ত নির্জন বলে মনে হতে লাগলো। এ নির্জনতা তিনি জীবনে কখনও অনুভব করেন নি। তিনি ধীরে ধীরে নিজের বাড়ীর দরজা খুললেন। নির্জন বিশাল অট্টালিকার আলো জ্বাললেন এবং দরজা বন্ধ করলেন।

তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে এই দরজা বন্ধ করবার সঙ্গে তিনি তাঁর চিন্তার সমস্ত জগৎকে বাইরে ফেলে আসতে পারবেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তিনি তখন স্বাভাবিক ভাবেই সুস্থ বোধ করবেন। কিন্তু তা' হয় নি। তিনি দরজা বন্ধ করা সত্ত্বেও সেই চিন্তা তাঁকে সেই বিশাল নির্জন বাড়ীতে একা একা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো। তিনি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আর চিন্তা করতে লাগলেন: স্মাইক্ তাঁর পুত্র। তাঁরই একমাত্র সন্তান। একথা সূর্যের মত সত্য। বাতাসের মত সত্য। আলোর মত সত্য। স্মাইক্ তাঁরই সন্তান। কিন্তু সে এখন মৃত। নিকোলাস্-এর সামনে সে মারা গেছে। নিকোলাসকে সে অত্যন্ত ভালবাসতো। শ্রদ্ধা করতো। এইখানেই তাঁর শোচনীয় পরাজয়। তিনি আজ নিকোলাস্-এর কাছে ব্যর্থ। নিকোলাস্-এর কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত। আজ অনেক টাকা দিলেও আর স্মাইক্-কে ফিরে

পাওয়া যাবে না। স্মাইক যে তাঁরই সন্তান এবং অত্যাচারে মধ্যে সে যে প্রাণ ত্যাগ করেছে, একথা আগামীকাল সকালেই প্রকাশ হয়ে যাবে। তখন সকলে তাঁকেই দোষী করবে এবং কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার চাইবে। তাঁর পরিচিত মহলের মধ্যে লর্ড আজ মৃত। লর্ডের বন্ধু বিদেশে পলাতক। দশ হাজার পাউণ্ড তিনি এই কারণে হারিয়েছেন। গ্রাইড্-এর সঙ্গে তাঁর যে শর্ত ছিল তা পূরণ হয়নি এবং তিনি সে টাকাও পাননি। কিন্তু মিস্ ম্যাডেলিন্ ব্রে-র বিবাহের ব্যাপারে তাঁর চক্রান্ত আজ প্রকাশ হয়ে গেছে। এর বিচারে তাঁকেও অভিযুক্ত করা হবে। এবং প্রয়োজনে জেলেও যেতে হতে পারে। আবার এদিকে তিনি নিজে স্মাইক্-এর মৃত্যুর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি স্মাইক্-এর ওপর যে অত্যাচার করেছেন তা' অবর্ণনীয়। আজ তিনি নিজে এই নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে স্বীকার করছেন যে এ অমানুষিক অত্যাচার কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি সে অত্যাচার অনায়াসেই চালিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁরই একমাত্র পুত্রের ওপর। তিনি আজ সকলের কাছে নিঃসন্দেহে নিঃশর্তে পরাজিত।

তিনি আবার একঘর থেকে অন্যঘরে এসে দাঁড়ালেন এবং আপন মনে বলতে লাগলেন : আমি যদি জানতে পারতাম যে আমার পুত্র বেঁচে আছে তবে তার ওপর আমি যতই নির্দয় হই না কেন, তবু সে আমারই চোখের সামনে থাকতো, আমি হয়তো তাকে ভরণ-পোষণের দায়িত্বও নিতে পারতাম। স্নেহ-ভালবাসাও দিতে পারতাম। কিন্তু আজ সব শেষ। আসলে আমার মনটা ঐ নিকোলাস্ই কঠোর করে দিয়েছে। আমাকে আমার কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সে জন্ম থেকে পিতৃ-মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলো, এবং কাউকে চিনতে পারলো না। আমার জীবনের সূর্য আজ অস্তমিত। আমি আজ সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত। তিনি এই ভাবে আপন মনে বকতে বকতে নিজের বাড়ীর ছাদের শেষ-ছোট-ঘরে এসে দাঁড়ালেন। এঘরে একসময় স্মাইক্ বাস করতো। এখনও তার খাট, বিছানা ও অন্যান্য আসবাব চারিদিকে ছড়ানো ছিল। রালফ্ নিকলবি সেই খাটের একপাশে এসে চুপ করে বসলেন, এবং নিজের কর্তব্য স্থির করলেন।

তখন বাইরে অঝোরে ঝড় জলে আকাশ খানা ফেটে চৌচির হচ্ছে। ঝড়ের দাপটে প্রকৃতির তাণ্ডব চলছে। রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য। বাড়ীর মানুষেরাও তখন ঘুমিয়ে। শুধু মাত্র রালফ্ নিকলবি তাঁর নিজের বিশাল অট্টালিকার মাথার শেষ-ছোট্ট-ঘরে বসে স্মাইক-এর শুয়ে থাকা খাটটার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন এবং ওপরে ঘরের ছাদে লাগানো একটি হুকের দিকে চোখ ফেলছেন আর ভাবছেন : অদ্য শেষ রজনী। আমার জন্যে গীর্জার কোন ঘণ্টা কেউ বাজাবে না। কোন বই আজকে কেউ পড়ে শোনাবে না। যদি কেউ আমার দেহ আবর্জনা স্তূপে ফেলে দেয়, আমি সেখানেই পড়ে থাকবো। দুর্গন্ধ ছড়াবো। তিনি শেষে উঠে এসে সেঘরের দরজা বন্ধ করলেন।

*　　　　*　　　　*

রালফ্ নিকলবির বাড়ীর সামনে পরের দিন সকালে একে একে নানা মানুষ জমা

হতে লাগলো। শেষে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ও বাড়তে লাগলো। নানাজন নানা মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। গতকাল শেষ বারের মত রালফ্‌কে কখন এবং কোথায় দেখা গেছে। কয়েকজন বললো যে, গতকাল রাতেও তিনি বাড়ী ফিরে এসেছেন। বাড়ীর চাকরানী বাড়ী নেই। ঐ বিশাল বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শেষে কয়েকজন সাহসী যুবক সেবাড়ীর ভেতরে ঢুকলো এবং নানা ঘর অন্বেষণের পর ছাদের ঘরে রালফ্‌ নিকলবিকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা অবস্থায় দেখতে পেল। একজন যুবক দড়ি কেটে সে মৃতদেহ নামালো। সকলেই জানলো যে রালফ্‌ নিকলবি আত্মহত্যা করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।

[৪৩]

মিঃ রালফ্‌ নিকলবির মৃত্যুসংবাদ তাঁর পরিচিত মহলকে অবাক করলো। তাঁরা প্রথমে সংবাদে বিশ্বাসী হলেন না। ভাবলেন এটা ঘটনা নয়, রটানো, সেইজন্যে তাঁরা সকলে এ সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে লাগলেন এবং শেষে মিঃ রালফ্‌ নিকলবির শেষসংবাদ শুনে খুশিই হলেন।

নিকলবি পরিবারেও এখবর এসে পেঁছুলো। তাঁদের ঐ এক কথা। তাঁরাও শুনে প্রথমে বিশ্বাস করলেন না। কারণ মিঃ রালফ্‌ নিকলবি যে চরিত্রের লোক, তা'তে তাঁর পক্ষে এ ধরণের আত্মহত্যা অসম্ভব। কিন্তু শেষে তাঁরাও জানলেন যে এ-ঘটনা সত্য এবং দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। তাঁরা রালফ্‌-এর আত্মীয়। কাজেই তাঁর মৃত্যুতে তাঁরা সোজাসুজি ভাবে খুশি হলেন না। বরং দুঃখই পেলেন। একটা আঘাত এবং বেদনা সে পরিবারকে বেশ কিছুদিন ঘিরে থাকলো। নিকোলাস্‌ প্রতিদিনের কাজকর্ম করে যায় বটে, তবে প্রায় সময়ই নিশ্চুপ থাকে। প্রথমতঃ রালফ্‌-এর মৃত্যুসংবাদ আর দ্বিতীয় কারণ ম্যাডেলিন-এর অনুপস্থিতি। চার্লস ভাই-এরা নিকোলাস্‌-এর অনুরোধেই ম্যাডেলেনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন। ফ্রাঙ্ক্‌ অনুপস্থিত। নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে বর্তমানে বিদেশে। কেট্‌ নিজের দুঃখকে জয় করবার চেষ্টায় নিয়োজিত। কিন্তু মিসেস্‌ নিকলবি নিজের দুঃখকে জয় করতে অসমর্থ। স্মাইক্‌-এর মৃত্যুতে তাঁর জীবনে আবার নতুন করে যে দুঃখের সূচনা তা' আরও বৃদ্ধির মুখে। তাঁর নিজেরও মানসিক অনেক দুঃখ রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিকোলাস্‌ এবং কেট্‌-এর মানসিক বিপর্যয়। সেইজন্যে তিনি আজকাল কেট্‌ও নিকোলাস্‌-এর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারেন না। তিনি ওদের দুঃখ বোঝেন। কিন্তু এব্যাপারে তাঁর করবার কিছুই নেই। একথা শুধুমাত্র তিনি নিজেই বোঝেন না। তাঁর ছেলে-মেয়েরাও বোঝে। সেইজন্যে তারা তাদের মায়ের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেই ভালবাসে। এটাও মিসেস্‌ নিকলবির মানসিক দুঃখের আর এক কারণ।

এইভাবে সুখে-দুখে নিকোলাস্‌ পরিবারের দিন চলে যাচ্ছিলো। একদিন

সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ টিম্ এসে উপস্থিত। সবাই অবাক হলেন, এবং টিম্ও সকলকে অবাক-করা একটি সংবাদ দিয়ে বললেন যে আগামীকাল চেরিবল্ ভাইদের অনুরোধে তাঁদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। এ-সংবাদ পাঠিয়েছেন ভায়েরা। আর এ-নিমন্ত্রণে শুধু মাত্র নিকোলাস্ এবং কেট্ উপস্থিত থাকলেই চলবে না, মিসেস্ নিকলবি এবং মিস্ লা-ক্রিভিকে থাকতে হবে। অর্থাৎ তাঁরাও বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত।

টিম্ বিদায় নেবার পর মিসেস্ নিকলবি নিকোলাস্‌কে বললেন: চেরিবল্ ভাইদের এ-ধরণের নিমন্ত্রণের কারণ কি তুমি বুঝতে পারছো?

নিকোলাস্ বললো: না মা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে আগামীকাল আমাদের ভোজন পর্বটা ভালই হবে এবং আমি আশা করি তাতেই আমরা খুশি।

মিসেস্ নিকলবি বললেন: অবশ্যই আমরা খুশি। তবে এর মধ্যে অন্য কোন কারণ আছে বলেই আমার মনে হয়। এবং আমি অনেক অনুসন্ধানে একটি কারণের সন্ধানও পেয়েছি।

কেট্ বললো: কি কারণ মা।

: সে কথা এখন থাক। তোমরা সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে। তবে একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে মিস্ লা-ক্রিভিকে কেন তাঁরা বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। অবশ্য মিস্ লা-ক্রিভি মহিলা হিসাবে খুবই ভাল এবং ভদ্র। তিনি আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন নানা ভাবে যুক্ত। এ-কথাও সত্য। কিন্তু সে কথা সত্ত্বেও চেরিবল্ ভাইদের তাঁকে নিমন্ত্রণ করবার মধ্যে আমি এখনও কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে ওখানে উপস্থিত হবার পর আমি নিশ্চয়ই এ-বিষয় জানতে পারবো।

কেট্ বললো: তোমার এত চিন্তার বা এত তলিয়ে ভাবনার কি আছে মা। মিস্ লা-ক্রিভিকেও তাঁরা চেনেন এবং জানেন। সুতরাং তুমি ধরে নিতে পার যে সেই কারণেই তাঁরা তাঁকে বাদ দেন নি। আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছি; এবং মিস্ ক্রিভিও যে বাদ যান নি এইটাই আনন্দের কথা।

মিসেস্ নিকলবি বললেন: সেটা অবশ্যই।

নির্দিষ্ট দিনে চেরিবল্ ভায়েরা নিকোলাস্ পরিবারকে নিয়ে আসবার জন্যে গাড়ী পাঠালেন। তাঁরা সুন্দর বেশ-ভূষায় তৈরীই ছিলেন। গাড়ী আসতেই উঠে বসলেন!

গাড়ী শহরের অনেক পথ ঘুরে শেষে চেরিবল্ ভাইদের বাড়ীর বাগানে এসে দাঁড়ালো। পুরোনো পাহারাদার তাঁদের বসবার ঘরে এনে বসালো। সেঘরে চার্লস্ ভায়েরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা নিকোলাস্ পরিবারকে অত্যন্ত আদর এবং অভ্যার্থনা করে কাছে ডেকে বসালেন এবং কেট্‌কে বললেন: ম্যাডেলিন্-এর সঙ্গে তোমার কি আর দেখা হয়েছে মা।

কেট্ মাথা নীচু করে জবাব দিল: আজ্ঞে না।

: কোন চিঠি কি সে লিখেছে?

: একখানা লিখেছে। আমার অনুমান ছিল যে সে আমাদের এত শীঘ্র ভুলে যাবে না। কিন্তু এখন দেখছি যে আমার সে অনুমান ভুল।

চার্লস্ বললেন ঃ না। না। তোমার অনুমান ভুল কেন হবে না। তোমার অনুমান একটুও ভুল হয়নি। তুমি ঐ পাশের ঘরে যাও। সেখানে ম্যাডেলিন্-এর একখানা চিঠি পাবে। আজকেই সে রেখে গেছে।

কেট্ সে-কথা শুনে পাশের ঘরে চলে গেল। তখন চার্লস্ উপস্থিত মিসেস্ নিকলবি এবং মিস্ ক্রিভিকে বললেন ঃ আপনারা দয়া করে এ-ঘরে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এবং আমার ভাই নেভ্ ও-ঘরে নিকলবির সঙ্গে একটু অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করে আসি।

চার্লস্, নেড্ ও নিকলবি আলোচনার জন্যে অন্য আরেকটি ঘরে এলেন। সে-ঘরে মিঃ ফ্রাঙ্ক্ বসে। নিকোলাস্ তাকে দেখে অবাক হল। তার ধারণা ছিল যে ফ্রাঙ্ক্ ব্যবসার কাজে বিদেশে। চার্লস্ তাদের দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বললেন ঃ তোমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হোক। আজকের এই নিমন্ত্রণ আসরে আমি এই ইচ্ছাই পোষণ করি। যাই হোক, একটা কথা আজকে তোমাদের আমি জানাবো। তোমরা মন দিয়ে শোনো।

মিঃ চার্লস্ তাঁর টানা ড্রয়ার থেকে একখানা উইল বার করলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ এটা একটা উইলের নকল। ম্যাডেলিন্-এর মাতামহ করে গেছেন। এই উইল আমরা পড়েছি। এতে লেখা আছে যে ম্যাডেলিন্ সাবালিকা হলে কিম্বা বিয়ে করলে সে এই উইলের ১২ হাজার পাউণ্ড পাবে। উইলে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাডেলিন্-এর বাবার ক্রমাগত ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্যে ম্যাডেলিন-এর মাতামহ ম্যাডেলিন্কে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাডেলিন্ তার বাপকে অত্যন্ত ভালবাসতো বলে সে তার বাপকে ছেড়ে যেতে চায় নি। সেইজন্যে ম্যাডেলিন্-এর মাতামহ তার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর সম্পত্তির সবটুকুই দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। পরে অবশ্য তাঁর মত বদলায় এবং তিনি অনুতপ্ত হন। যার ফলে ঐ উইলের ৩ সপ্তাহ পরে তিনি আবার একটি উইল করেন এবং তা'তে ম্যাডেলিন্কে ১২ হাজার পাউণ্ড দিয়ে যান; এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই শেষ উইলই বলবৎ থাকে।

তাঁর মৃত্যুর পর একদল দুষ্ট প্রকৃতির লোক শেষ উইলখানা চুরি করে নিয়ে যায়। ফলে তাঁর প্রথম উইলখানাই কার্যকরী হয়ে পড়ে; এবং প্রথম উইলের বলে সেই দাতব্য প্রতিষ্ঠান ম্যাডেলিন্-এর সমস্ত সম্পত্তি দান হিসাবে নিয়ে নেয়। পরে অনেক অনুসন্ধানে আমরা প্রথম উইলের কথা জানতে পারি এবং শেষ উইলের সাক্ষীদের জোগাড় করি। শেষে অনেক কষ্টে ঐ শেষ দলিলের সর্ত্ত অনুসারে আমরা সেই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ম্যাডেলিন্-এর ১২ হাজার পাউণ্ড উদ্ধার করি। ম্যাডেলিন্ এখন এই টাকার মালিক এবং এই মালিকানা আইনসিদ্ধ।

পরে তিনি ফ্রাঙ্ক্কে বললেন ঃ শোনো ফ্রাঙ্ক্। তুমি নিজে এই দলিল উদ্ধার করেছ; এবং আমরাও ম্যাডেলিন্কে স্নেহ করি। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যে তুমি ম্যাডেলিন্কে গ্রহণ কর এবং এই টাকার মালিক হও। অবশ্য তুমি অন্যত্র বিবাহ করলে ম্যাডেলিন্-এর চেয়ে অনেক ভাল মহিলা পেতে পার এবং টাকাও হয়তো বেশী পাবে। কিন্তু সেটা আমাদের মতে অনুচিত হবে। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যে তুমি

ফ্রাঙ্ক্ সে-কথা শুনে স্পষ্ট ভাবেই জবাব দিল। সে বললো : আজ্ঞে না। এ-কাজ আমি কিছুতেই করতে পারি না। দলিলটা যদিও আমিই উদ্ধার করেছি, তবুও আমি এ-কাজ করতে পারি না। আমি জানি যে ম্যাডেলিন্ আর একজনকে ভালবাসে এবং সে, সেই যুবক-এর কাছে নানাভাবে কৃতজ্ঞ। সুতরাং এ-কাজ করা আমার কখনোই উচিত হবে না।

ফ্রাঙ্ক্-এর কথা শুনে মিঃ চার্লস্ বললেন : আমি এই কথাটাই তোমার কাছে আশা করছিলাম এবং তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম যে, তুমি এ-ব্যাপারে কি বলো। তোমার মতামতে আমরা খুবই খুশি। তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলি যে, নিকোলাস্-এর বোনের কাছে তোমার ও-ভাবে আত্মনিবেদন করাও ঠিক হয় নি। কারণ তা'তে কেট্ মনে আঘাত পেতে পারে। তোমার এ-কাজ করবার আগে আমাদের মতামত নেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আমি আশা করি যে, তুমি এখন তোমার কাজের জন্যে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত।

পরে তিনি নিকোলাস্কে বললেন : ফ্রাঙ্ক্ ঠিক কথাই বলেছে। ফ্রাঙ্ক্কে আমি পরীক্ষা করলাম মাত্র। আমি শুনেছি যে ম্যাডেলিন্-এর সঙ্গে তোমার হৃদয় একসঙ্গে বাঁধা। তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। সুতরাং এ-টাকা তোমারই প্রাপ্য। তুমি এই টাকার সঙ্গে ম্যাডেলিন্কে গ্রহণ করো। এটা আমাদের একদিকে যেমন অনুরোধ, অপর দিকে আদেশও বলতে পার।

পরে তিনি হেসে আবার ফ্রাঙ্ক্কে বললেন : নিকোলাস্ তার প্রাপ্য যেমন বুঝে নিল, তুমিও তেমন নিতে পার। আমাদের কোন আপত্তি না থাকলে, আমি আশা করি কেট্-এরও কোন আপত্তি থাকবে না। কেট্ যে অনুমানে এ-বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিল, এটা এখন আর কার্যকরী নেই। সুতরাং তুমি কেট্কে গ্রহণ করতে পারো।

নেড্ বললেন : তাহ'লে এবার ওদের এখানে ডেকে আনা যেতে পারে।

চার্লস্ বললেন : হ্যাঁ। আমার কথা শেষ হয়েছে। এখন মিসেস্ নিকলবি, কেট্ ও পাশের ঘর থেকে ম্যাডেলিন্কে এখানে ডাক। আমার কর্তব্য শেষ। ডিনারে যাবার আগে এখন আমরা একটু গল্পগুজব করে কাটাবো।

নেড্ সকলকে এ-ঘরে ডেকে আনলেন। খবর শুনে সবাই খুশি। মিসেস্ নিকলবি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেলেন এবং চার্লস্ ভাইদের বার বার এ-কাজের জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। মিস্ ম্যাডেলিন্ ও কেট্ মাথা নীচু করে রইলো। তাদের চোখেমুখে একটা রক্তিম আভা ফুটে উঠ্‌তে লাগলো। তাদের লাজনম্র চোখদুটি অনেক স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলো। আর মিঃ ফ্রাঙ্ক্ ও নিকলবি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো।

চার্লস্ ও নেড্ সকলের মাঝে বসে আনন্দ করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন : আমরা দুই ভায়ে একদিন অনেক খেটে এই প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছি। বয়েসটা কখন চলে গেছে জানতেই পারি নি। আজ তোমাদের দেখে

আমাদের অল্প বয়সের নানা কথা মনে পড়ছে। তবে যাই হোক, জীবনে তোমরা সুখী হও এইটাই আমরা চাই। আজকে আমাদের মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হতেন।

ওদিকে পাশের ঘরে টিম্ ও মিস্ লা-ক্রিভি একা একা গল্প করতে লাগলেন। তাঁদের এ-আলোচনায় কেউ ডাকেনি বলে তাঁরা দুঃখিত নন। টিম্ একটু রসিকপ্রিয় লোক। পরিহাস ভালবাসে। সে সমস্ত খবর শুনে বললো: আপনার কেমন লাগছে মিস্ ক্রিভি?

মিস্ ক্রিভি বললেন: খুব ভাল। আমি আনন্দ পাচ্ছি।

টিম্ বললো: আমিও। আমাদের মত বয়স্ক লোকেরা যুবক-যুবতীদের বিবাহ দেখলে সত্যিই আনন্দ পায়। অথচ ভেবে দেখুন আমাদের জীবন কি নিঃসঙ্গ। একক।

: তা' অবশ্য।

: তা' হলে আসুন আমরাও একটা বিবাহ করে ফেলি।

: আর হয় না। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।—মিস্ ক্রিভি হাসলেন।

: আমরা কিছুই বুড়িয়ে যাই নি। অনেকদিন কুমার থাকার ফলে এটা মনে হচ্ছে। ওটা কিছু নয়। আপনি রাজি থাকেন তো বলুন। আমি রাজি।

: আপনি ঠাট্টা করছেন।

: একটুও নয়।

: লোকে হাসবে।

: হাসবে না।

মিস্ ক্রিভি একটু চুপ করে থেকে বললেন: কিন্তু চেরিবল্ ভায়েরা কি ভাববে বলুন তো।

: কিছুই ভাববেন না। দেখছেন না তাঁরা আমাদের এখানে একা রেখে অন্যত্র চলে গেছে।

মিস্ ক্রিভি ইতস্ততঃ করে বললেন: এ-বিয়ের পর আমি আর তাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারবো না।

: খুব পারবেন। বিবাহ করে আমরা এখানেই থাকবো। যেমন আমি চিরকাল আছি। মিঃ ফ্রাঙ্ক্ ও নিকলবির ছেলেমেয়েরা আমাকে দাদু বলে ডাকবে; আর আপনি হবেন দিদিমা। আমরা ওদের ভালবাসবো। ওরাও আমাদের ভালবাসবে। দাম্পত্য জীবনে আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করতে পারবো। আমাদের একক জীবন আর থাকবে না। আমরা জীবনে সঙ্গী পাব। আপনি রাজি হয়ে যান।

মিস্ ক্রিভি সে-কথা শুনে আরক্ত এবং লজ্জিত মুখে মাথা নীচু করে হাসলেন।

হঠাৎ সেই ঘরে নিউম্যান্‌কে আসতে দেখা গেল। আজকে তার পোষাক অত্যন্ত ভদ্র এবং সুন্দর। এত সুন্দর এবং ফিট্‌ফাট্ পোষাকে তাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। নিউম্যান্ এসেই নিকোলাস্‌কে জড়িয়ে ধরলো। নিকোলাস্ বললো: তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে। এত দেরি করলে কেন?

কথা বলতে বলতে ডিনারের ডাক পড়লো। সবাই আনন্দে হাত ধরাধরি করে ডিনার টেবিলে বসলো। এমন ভোজের আয়োজন বড় একটা দেখা যায় না। অফিসের সমস্ত লোক আজ নিমন্ত্রিত। সবাই আনন্দিত।

ভোজন-পর্ব্বের শেষে মিসেস্ নিকলবি কেট্‌কে বললেন ঃ কেট্ শুনলাম নাকি টিম্ মিস্ লা-ক্রিভিকে বিবাহ করবে ?

কেট্ বললো ঃ হ্যাঁ মা। মিঃ টিম্‌কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখায়।

মিসেস্ নিকলবি বললেন ঃ আমি জীবনে এমন কথা কখনও শুনিনি কেট্।

ঃ কেন মা ?

ঃ মিঃ টিম্ খুবই বোকা। অবশ্য তিনি সবসময়ই বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু মিস্ লা-ক্রিভির এই বয়সে বিবাহটা একটু অসৌজন্যমূলক। এ বয়সে তাঁর বিবাহ করা উচিত নয়। কথাটা শোনা থেকেই আমার খুব খারাপ লাগছে।

এ ঘটনার পর থেকে মিসেস্ নিকলবি মিস্ ক্রিভিকে আর ভালচোখে দেখতেন না। তাঁদের মধ্যে এত মধুর সম্পর্ক আর ছিল না। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে চলতেন।

[৪৪]

শুভদিনে ওদের সকলেরই শুভকাজ শেষ হয়ে গেল। মিস্ ম্যাডেলিন ও নিকোলাস্ এবং মিঃ ফ্রাঙ্ক্ ও কেট্ এরা এখন সকলেই সুখী। এরা এখন একটি পরিপূর্ণ সুখী পরিবার বলা যায়। কিন্তু নিকোলাস্-এর মাঝে মাঝে জন্ ব্রাউডি্-এর কথা মনে পড়ে। নিকোলাস্-এর দুঃখের দিনে যিনি অকুণ্ঠ ভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করে এসেছেন, আজকের সৌভাগ্যের দিনে তিনি পাশে নেই—একথা নিকোলাস্ ভাবতে পারে না। নিকোলাস্-এর নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আজকাল জন্ ব্রাউডিকে মনে পড়ে। এমন হাসি-খুশী খোলা মনের মানুষ বিরল। কত দুঃখের দিনে জন্ নিকোলাস্‌কে সাহায্য করেছেন। নিকোলাস্ বার বার সেকথা ম্যাডেলিনকে জানায় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। একদিন নিকোলাস্ ঠিক করে ফেললো যে, সে ভাল করে একখানা চিঠি জন্ ব্রাউডিকে লিখবে। জানাবে যে আজ তার দুর্ভাগ্যের দিন শেষ হয়েছে। লক্ষ্মী আজ তার প্রতি প্রসন্না। কিন্তু চিঠি লিখি-লিখি করেও লেখা হয়ে উঠলো না, কিম্বা চিঠি লেখা হলেও তা নিকেলাস্-এর মনঃপুত হোলো না। তার মনে হল যে, এ চিঠি শুধুই উচ্ছাসে ভরা। সত্যিকারের হৃদয়ের অনুভূতি সে কিছুই জানাতে পারেনি। সেইজন্যে শেষকালে নিকোলাস্ ঠিক করে ফেললো যে, সে একবার নিজেই ইয়র্কশায়ারে যাবে এবং জন্-এর সঙ্গে দেখা করে আসবে। এবং হঠাৎই যাবে, আগে জানাবে না। শেষে এই বন্দোবস্তই পাকা হল এবং একদিন নিকোলাস্ কেট্‌কে নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং টিকিট কিনতে গেল।

নিকোলাস্ এবং কেট্ কেনা-কাটা শেষ করেসোজা নিজেদের বাড়ীর পথ ধরলো। বাড়ী ফিরে সেই রাত্রেই নিকোলাস্ নিজের প্রস্তুতি-পর্ব্ব সেরে নিল। আগামীকাল

ইয়র্কশায়ার যাত্রা করবে সে, যা'তে দেরি হয়ে না যায়। জন্ ব্রাউডিকে অভিনন্দন জানাতে যাবে। নিজেদের বিবাহিত জীবনের সংবাদ দিতে যাবে; এবং সেই সঙ্গে ওদেরও সংবাদ। ওদের বিবাহিত জীবনের ছবির সংবাদ।

সকালে উঠেই যাত্রা করলো সে। ইয়র্কশায়ার অনেক পথ। শীতকাল। যাত্রাপথে নিকোলাস্-এর প্রথম দিনের কথা মনে পড়লো। সে সময়টাও ছিল শীতের সময়। কত অনির্দিষ্ট জীবন নিয়ে সেদিন নিকোলাস্ ঐ ইয়র্কশায়ারে যাত্রা করেছিল। দারিদ্র্য এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই সেদিন নিকোলাস্-এর জীবনে পাথেয় ছিল। সেদিনের মানসিক প্রস্তুতি ছিল যে একটা কিছু করতেই হবে। না'হলে সংসার অচল। নিজের ভবিষ্যতের ছবিটা সেদিন ছিল অস্পষ্ট। কিন্তু আজ সেটা মোটামুটি ভাবে স্পষ্ট। দূরের যাত্রাপথ আজ অনেকটা কাছে; নিজের দৃষ্টি সীমানার মধ্যে। আজকের যাত্রাপথে নিকোলাস্-এর দৃষ্টিতে সেই তফাৎটুকুই বার বার ধরা পড়তে লাগলো। নিকোলাস্ গাড়ীতে বসে জানালা-পথে বাইরের দিকে চেয়ে সেই সব কথাই ভাবতে লাগলো। গাড়ী চলার সাথে সাথে বাইরের দৃশ্যবস্তু সেদিনের মত আজও একইভাবে মনে হতে লাগলো, যেন তারা দীর্ঘদিন একই ভাবে দাঁড়িয়ে। মনের গভীরে তলিয়ে-যাওয়া অনেক কথা এবং স্মৃতি আবার নতুন করে সেই দৃশ্যপথে ভেসে উঠতে লাগলো এবং নিকোলাস্-এর মনের দরজায় ঘা মারতে লাগলো। এইসব দৃশ্য এবং স্মৃতির কথা ভেবে আজ নিকোলাস্-এর মন স্বভাবতঃই পুলকিত এবং আনন্দিত। কিন্তু তবুও সেদিনের যাত্রা এবং আজকের এই ইয়র্কশায়ার যাত্রার মধ্যে তুলনামূলক বিচারে তফাৎও অনেক।

গ্রেটাব্রিজ। গ্রেটাব্রিজে গাড়ী এসে থামলো। নিকোলাস্-এর চিন্তার সূত্রে বাধা পড়লো। সে গাড়ী থেকে নেমে সোজা একটা পান্থশালায় এসে উঠলো। সেখানে সে, সেরাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে জন্ ব্রাউডির খোঁজ করতে লাগলো।

অনেক খোঁজের পর নিকোলাস্ জানতে পারলো যে, জন্ ব্রাউডি এখন শহরের একেবারে শেষভাগে একটি বাড়ীতে বাস করছেন। নিকোলাস্ আবার সেখানে যাত্রা করলো। সূর্য্য তখন মধ্যগগনে।

বাড়ীতে এসে কড়া নাড়তেই জন্ নিজে দরজা খুলে দিলেন এবং অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। নিকোলাস্ তার হাতের এ্যাটাসে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো: অবাক হবার কিছু নেই। আমিই সেই নিকোলাস্।

জন্ ব্রাউডি আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং স্ত্রীকে ডাকতে লাগলেন।

দুপুরের আহারের পর নিকোলাস্ বললো: আপনি তা'হলে মিঃ স্কুইয়ারস্ সম্বন্ধে সবকিছু শুনেছেন।

জন্ ব্রাউডি বললেন: কিছু কিছু শুনেছি। তবে সবটা নয়।

নিকোলাস্ বললো: স্কুল মাস্টারকে ৭ বছরের জন্যে দ্বীপান্তরের হুকুম হয়েছে। সে যে উইল চুরি করেছিল, সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়াও সে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

নিকোলাস্ তখন সে-সব ষড়যন্ত্রের কথা জন্ ব্রাউডিকে খুলে বললো, আর

জন্ ব্রাউডি সে-কথা অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন। নিকোলাস্ শেষে চেরিবল্ ভাইদের বদান্যতার কথাও জানালো। তাঁদের সঙ্গে নিকোলাস্-এর যে আশ্চর্য্য ভাবে আলাপ, সে-কথাও সে বলতে ভুললো না। চেরিবল্ ভাইদের কথা শুনে জন্ ব্রাউডি বললেন: এর পর লণ্ডনে গেলে আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আসবো। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এমন মানুষ আজকের জগতে দুর্লভ। নিকোলাস্ তার কথা শেষ করে ম্যাডেলিন্-এর সংবাদে এলো। ম্যাডেলিন্-এর নানা কাহিনী, নানা দুঃখের ইতিহাস সে বিশদ ভাবে জন্‌কে জানালো এবং একেবারে শেষে নিজেদের বিবাহের কথাও বললো। নিকোলাস্-এর শেষ কথা শুনে জন্ হো হো করে হেসে উঠে বললেন: অত্যন্ত শুভ সংবাদ। এ-সংবাদে আমি এবং আমার স্ত্রী খুবই খুশি। এবারে লণ্ডনে গেলে আমি আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করে আসবো। একথা আমার অবশ্যই মনে থাকবে।

এর পরে জন্ স্কুল মাষ্টারের প্রসঙ্গে এলেন। তিনি বললেন: স্কুলের ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয়ই একথা জানতে পেরেছে এবং যদি সত্যিই জেনে থাকে তবে ঐ স্কুলমাষ্টারের স্ত্রীকে আর একটুও ভয় করবে না। বাপের দ্বীপান্তর—এটা শুধু স্ত্রীকেই আঘাত দেবে না, মেয়েকেও দেবে। শেষে জন্ বললেন: যাইহোক, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ঘোড়ায় চড়ে স্কুলটা একবার দেখে আসি। ওদের দুর্দ্দশার সংবাদ নিয়ে আসি।

স্কুলে পেঁছে জন্ দেখলেন যে, ভেতর থেকে দরজা-জানালা সব বন্ধ। শুধু চিৎকার আর নানা কথার গোলমাল ভেসে আসছে। জন্ অনুমানে বুঝে নিল যে, স্কুল মাষ্টারের শেষ সংবাদ এখানে এসেও ধাক্কা দিয়েছে। সেই কারণেই এত গোলমাল। তিনি দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেল। তিনি দেখলেন যে, মিসেস্ স্কুইয়ারস-এর মাথার টুপী ছেলেরা কেড়ে নিয়েছে। গায়ের জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। এবং আগে যেমন মিসেস্ স্কুইয়ারস্ এক রকমের গন্ধক মেশানো জলীয় পদার্থ ছেলেদের খাইয়ে ক্ষিদে নষ্ট করে দিতেন, সেই জলীয় পদার্থ আজ ছেলেরা মিসেস্ স্কুইয়ারস্‌কে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ সে পদার্থ কিছুতেই খাবেন না এবং তারাও ছাড়বে না। এই নিয়েই গোলমাল এবং হুড়োহুড়ি চলছে। মাষ্টারের ছেলে ওয়াকফোর্ডকেও তারা ছেড়ে দেয়নি। তার ওপরেও তারা সমান অত্যাচার চালাচ্ছে। শোনা গেল স্কুলমাষ্টারের অনুপস্থিতিতে এই ছোকরা নাকি ছেলেদের, তার বাপের মতই অত্যাচার শুরু করেছিল। আজ সেইজন্যে সুযোগ পেয়ে ছেলেরা তাকেও শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর।

জন ঘরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলেন; তারপর নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নিলেন। তিনি ছেলেদের বললেন: তোরা একাজ করছিস্ কেন?

ছেলেরা বললো: স্কুল মাষ্টার আমাদের অনেক শাস্তি দিয়েছে। আমরাও এদের শাস্তি দেব এবং পালাবো।

জন্ বললেন: ওদের শাস্তি দিতে হবে না। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই। তোরা পালা। নে দৌড়ো। আমি তোদের পালাবার সুযোগ করে দিচ্ছি।

মাষ্টারের স্কুল ভেঙ্গে গেছে। তোরা আজ মুক্ত।

ছেলেরা হৈ-চৈ করতে করতে যে যার মত পালালো। স্কুল নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সেই নিস্তব্ধ ঘরে জন একা দাঁড়িয়ে। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ আগেই চলে গেছেন। মিস্ স্কুইয়ারস্ এবারে ঘরে ঢুকে বললো ঃ আপনি ছেলেদের পালাবার সুযোগ করে দিলেন। আমার বাবার দুর্ভাগ্যে আপনি এবং আপনার স্ত্রী (আমার বন্ধু) আনন্দিত, সেটা আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি। আমার বাবার শত্রুরা আজ তাঁকে পায়ের নীচে ফেলবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এমন দিন থাকবে না জানবেন। ভবিষ্যতে আপনাকে আপনার আজকের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আপনি অনুতাপ করতে বাধ্য হবেন। আমাদের স্কুলের ক্ষতির খেসারৎ আপনাকে দিতে হবে।

জন্ ক্যানীর সে-কথা শুনে হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ঃ তোমার কথা শুনলাম ক্যানী। তোমার বাবা তাঁর কর্মের জন্যে শাস্তি পেয়েছেন। আমি খুশি। ছেলেরা দীর্ঘদিন তোমাদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করছিলো। আজ তারা মুক্ত। এ'তেও আমি আনন্দিত এবং তুমি জেনে রাখ ক্যানী যে, আজ যে-সব ছেলেরা মুক্তি পেল, তাদের বাড়ী পেঁাছে দেবার খরচা এবং দায়িত্ব আমিই বহন করবো, যা'তে তারা ভালভাবে নিজেদের বাড়ী পেঁাছুতে পারে। আমি কখনোই মনে করি না যে, এটা আমার অন্যায় হচ্ছে। তোমরাও যদি তোমার বাপের অনুপস্থিতিতে অসুবিধা এড়াবার জন্যে অন্য কোথাও যেতে চাও, আমি ব্যবস্থা করে করে দিতে পারি। কারণ তোমাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হোক, এটাও আমি চাই না। তোমাদের প্রতিও আমার সহানুভুতি আছে।

মিস্ ক্যানী বললো ঃ আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। সেটা আমাদের দরকার হবে না।

জন্ সে কথার পর আর সেখানে দাঁড়ালেন না। ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে ছুট্‌লেন।

[৪৫]

বিবাহিত জীবনে নিকোলাস্ এবং ম্যাডেলিন্ আর ওদিকে মিঃ ফ্রাঙ্ক ও কেট্ নিঃসন্দেহে সুখী দম্পতি। এবং সুখী-পরিবার ও।

নিকোলাস্-এর বিবাহের বেশ কিছুদিন পরে টিম্ মিস্ লা-ক্রিভিকে বিবাহ করেন। ওঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয় লণ্ডনের বাইরে।

ম্যাডেলিন্-এর দলিল অনুসারে সে যে টাকা পায়, তার সবটাই সে চেরিবল্ ভাইদের কারবারে নিয়োগ করে এবং নিকোলাস্ সে কারবারের অংশীদার হয়। তখন থেকে নিকোলাস্ এবং ফ্রাঙ্ক্ই তাঁদের কারবার দেখাশোনার ভার নেন এবং চেরিবল্ ভাইদের অবসর গ্রহণ করতে বলেন। তাঁরাও সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অবসর গ্রহণ করেন এবং আনন্দে দিন কাটাতে থাকেন।

ওঁরা মিঃ টিম্‌কেও কারবারের একটা অংশ দিয়ে তাঁকে নিজেদের করে নিলেন।

প্রথমে তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না ; পরে অনেক সাধ্য-সাধনা এবং সকলের অনুরোধে রাজী হলেন। তবে তিনি আগের মত কেরানীর কাজই করে যেতে লাগলেন।

নিকোলাস্ ছাড়া রালফ্-এর সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। কিন্তু নিকোলাস এবং কেট্ সে পাপের সম্পত্তি নিতে রাজি হল না। সুতরাং সে সম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

অপরের উইল বে-আইনীভাবে আত্মসাতের চেষ্টার জন্যে আর্থার গ্রাইড-এর জেল হল ; কিন্তু আইনজ্ঞের সাহায্যে সে মুক্তি পেল বটে, তবে তাঁর শত্রুরা তার কাছে অনেক অর্থ আছে জানতে পেরে একদিন তারই ঘরে তাকে হত্যা করলো।

গ্রাইড্-এর পরিচারিকারও স্কুলমাষ্টারের সঙ্গে দ্বীপান্তর হয়েছিল। তারা দু'জনেই সেখান থেকে আর ফেরে নি।

স্যার্ মলবেরী হক্ দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরে আসেন এবং ঋণের দায়ে জেলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিকোলাস্ এখন ধনীর পর্যায়ে। সে ধনী হয়ে প্রথমে ডিভনশায়ারে আসে এবং পৈতৃক ভবন কিনে নেয়। পরে তাদের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পুত্র-কন্যা জন্মায়।

নিকোলাস্-এর বাড়ীর কাছাকাছি মিঃ ফ্রাঙ্ক্ও আর একটি বাড়ী তৈরী করেন এবং কেট্কে নিয়ে বাস করতে থাকেন। বিয়ের পরেও কেট্ তার ভাইকে আগের মতই ভালবাসতো।

মিসেস্ নিকলবি তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কখনো নিকোলাস-এর কাছে, আবার কখনো কেট্-এর কাছে বাস করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাঁর পুত্র-কন্যা এবং নাতী-নাত্নীদের নিয়ে সুখী ছিলেন।

নিকোলাস-এর বাড়ীর কাছেই নিকোলাস্ নিউম্যান্ নগস্-এর জন্যে একটি ছোট্ট বাড়ী তৈরী করে দিয়েছিল। নগস্ সেখানেই থাকতো এবং নিকোলাস-এর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সারাদিন খেলা করতো।

এদের সকলের কাছে বেদনার বাণী বহন করে যে ছেলেটি এই পৃথিবীতে এসেছিল, সে স্মাইক। তার জীবিতকালে সে কখনো কোন মানুষের সহানুভূতি, স্নেহ এবং সহযোগিতা পায় নি ; এবং আশাও করেনি। অবশ্য নিকোলাস এব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম। নীরবে নিভৃতে যে ছেলেটি কেট্কে তার মনের গোপন সঞ্চয় উজার করে ভালবেসেছিল, সেই স্মাইক্ সকলের অলক্ষ্যে এ-সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও তার সমাধিক্ষেত্র আজও ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। সে নেই। কিন্তু তার নিরপরাধ ও সতেজ মনের সংবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে ঐ সদ্য ফুটন্ত ফুলগুলো—,যারা ঐ সমাধিক্ষেত্রে ভীড় করে আছে। ঋতুর পালা বদল হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত আসে, কিন্তু সমাধির থালা অমলিন থাকে। নিকোলাস্ এবং কেট্ তাদের মৃত ভাই-এর সমাধির পাশে এসে দাঁড়ায় এবং চোখের জলে সে সমাধি সিক্ত করে।

———